গ্রন্থাবলী সিরিজ

যোগেশ-গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট ------ কলিকাতা

গ্রন্থাবলী সিরিজ

যোগেশ-গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য—দুই টাকা।

দিগ্বিজয়ী

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

:(*):

নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনয়

শুক্রবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

উৎসর্গ

নাট্যজগতে 'দিগ্বিজয়ী' বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

মহাশয়ের করকমলে—

শিশির বাবু,

এ নাটক আপনিই লিখ্‌তে ব'লেছিলেন ; নামকরণেও আপনার ইঙ্গিত ছিল। আমি কোনো-গতিকে নাটকখানাকে পাঠক-সমাজে বের ক'ল্লাম ; কিন্তু শুধু পাঠেই তো নাটকের পরিপূর্ণ ও সমগ্র রূপটী ধরা পড়ে না—আপনি স্বেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাস্থ্যবান্, সতেজ ও জীবন-রস-মণ্ডিত ক'রে তুলেছেন। সুতরাং নাটকখানার উপর আপনার অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়। মহাকবির উক্তি দিয়েই আমি আমার যুক্তি-সমর্থন ক'ল্লাম—

"স পিতা পিতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ।"

আপনাকে বেশী কিছু লেখা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

গুণমুগ্ধ

'যোগেশদা'

নিবেদন।

"দিগ্বিজয়ী" নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও, ইহার মূল ভাবটী (Theme) চিরন্তন; সেইজন্য ইহার কোনো ঐতিহাসিক নাম (অর্থাৎ 'নাদির শাহ্' এই নাম) দিলাম না। তথাপি, ইতিহাসের যে সুপ্রসিদ্ধ চরিত্র এবং যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটকখানা রচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

যাঁহারা স্কুল-পাঠ্য ভারত-ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে নাদির শাহ শুধু নরহন্তা দস্যু মাত্র। কিন্তু নাদিরের জীবন যথার্থই অপূর্ব্ব—তাঁহার চরিত্রে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া সত্যই সুকঠিন। নাদির একহাতে গড়িয়াছেন, আবার আর এক হাতে ভাঙ্গিয়াছেন—ঐতিহাসিক শুধু আভাস দিয়া গিয়াছেন মাত্র। দেশ-জয় এবং জাতি-গঠনের দিক দিয়া, স্যার মর্টিমার ডুর‍্যাণ্ড (Sir Mortimer Durand) নাদিরকে বীরকেশরী নাপলেঅঁ-র (Napoleon) সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইতিহাসে নাদিরের নিষ্ঠুরতার যে সকল নিদর্শন আছে, তাহাতে একমাত্র নীরোর (Nero) সহিত তাঁহার তুলনা করা যায়। এই সকল অতি-মানবের জীবন-কথার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যক্তি, দেশ ও জাতির মর্ম্ম-কথা আসিয়া পড়ে, এবং নাটকও বিনা আয়াসে 'ঐতিহাসিক নাটক' হইয়া উঠে। সে হিসাবে, "দিগ্বিজয়ী" ঐতিহাসিক নাটক; কিন্তু একথাটা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, নাদিরের জীবনের যে তত্ত্ব-কথা (Philosophy) আমি এই নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ইতিহাস-বিরোধী নয়।

নায়ক ইতিহাস-বিশ্রুত শক্তিমান্ পুরুষ, এবং ঐতিহাসিক গবেষণার দিক দিয়া না হইলেও, নাটক লিখিবার দিক দিয়া তাঁহার ও তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নয়। নাটকের অনেক চরিত্র এবং দৃশ্য ঐতিহাসিক। কোনো স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নাই, এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটীকেও অবহেলা করি নাই, তবে স্বাধীন কল্পনায় নাট্যকারের এবং ঔপন্যাসিকের যে চিরন্তন অধিকার আছে, তাহা আমি অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছি।

ঐতিহাসিক স্যার মর্টিমার ডুর‍্যাণ্ড ইতিহাস ও কিম্বদন্তী মিশাইয়া, নাদির শাহের একখানি সুখ-পাঠ্য জীবনী লিখিয়াছেন; নাটকের গল্পাংশ গঠনে আমি দু'-একটী স্থলে সেই পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। ঐতিহাসিকের নিকট হয়তো কিম্বদন্তীর তেমন মূল্য নাই, কিন্তু নাট্যকারের এবং ঔপন্যাসিকের নিকট আছে। নাটকের সমগ্র রূপ ও চরিত্র সৃষ্টি এবং আরো অনেক বিষয় আমার নিজস্ব, এবং তাহার দায়-দোষ সম্পূর্ণ আমারই।

নাটক এবং উহার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা রীতি (Ibsenian Technique) অবলম্বন করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সহৃদয় পাঠক এবং দর্শকের উপর।

পুস্তকের নাট্য-রূপকে যথাসম্ভব সরল, সুন্দর ও অবশ্যম্ভাবী (Inevitable), এবং নাটকের গতিকে যথাসম্ভব শোভন ও সাবলীল করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অভিনয়ের দিক দিয়া নাটকখানির (ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং ভাবগত) সমগ্র রূপই শিশিরবাবুর পরিকল্পনা। অবাস্তব ভাব, অর্থাৎ Airy Nothingকে কি করিয়া রূপে-রসে-রঙে মূর্ত্ত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহা তাঁহার চেয়ে বেশী কে জানে ? তিনি তাঁহার পূর্ণ শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য দিয়া নাটকখানিকে জীবন্ত করিয়াছেন। প্রিয়-বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া ইহার প্রুফ দেখার ভার লইয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন; তাঁহারা এ ভার না লইলে এত শীঘ্র পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ।

বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও, তাড়াতাড়ির জন্য, পুস্তকে কিছু-কিছু ত্রুটী রহিয়া গেল; বারান্তরে তাহা সংশোধন করার ইচ্ছা রহিল। ইতি

৫০।২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

নাদির শাহ্	...	ইরাণের (পারস্যের) সম্রাট্
রেজা কুলি খাঁ	...	নাদিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নাসির কুলি খাঁ	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
মির্জ্জা রুখ	...	ঐ পৌত্র (রেজার পুত্র)
আলি আকবর	...	ঐ রাজস্ব-সচিব (ইরাণী অভিজাত)
সালেহ্ বেগ	...	ঐ যুদ্ধ-সচিব (খোরাসানী পল্লীবাসী, নাদিরের বাল্য-বন্ধু—আদর্শবাদী)
আহমেদ খাঁ আবদালি	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ (নাদিরের পরবর্ত্তী আফগান্ ভারত-বিজয়ী)
মির্জ্জা মেহেদী	...	ঐ সভাসদ্ ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা (শিয়া)
মোল্লাবাসী	...	ঐ সভাসদ্ ও প্রধান মোল্লা (সুন্নি)
আগাবাসী	...	ঐ খোজা-সর্দ্দার
মৌলানা রহমৎ খাঁ	...	খোরাসানের পল্লীযুবক (সালেহ্ বেগের ছাত্র)
নেক্‌কদম	...	য়ুসুফজাই সৈনিক-পুরুষ
মহম্মদ শাহ্	...	ভারতের মোগল-সম্রাট্
সাদৎ খাঁ	...	অযোধ্যার নবাব-উজীর
আসফ্ জা (নিজাম-উল্-মুল্ক্, চিন্-কিচ্-খাঁ)	...	ভারতেশ্বরের উজীর (নিজাম-বংশের প্রতিষ্ঠাতা)

হিন্দু-জ্যোতিষী, বান্দা, উজ্‌বেগী ও তুর্কী হাবিলদারদ্বয়, সংবাদদাতা, নগরবাসীগণ, বিভিন্ন-জাতীয় সৈন্যগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুলতানা বেগম	...	নাদিরের প্রথমা বেগম (নাইশাপুরের শাসনকর্ত্তার কন্যা)
সিরাজী	...	ঐ দ্বিতীয়া বেগম (ইরাণের অভিজাত-বংশীয়া, আলি আকবরের ভগিনী)
সিতারা	...	রাজপুত-নারী (প্রথমে ক্রীতদাসী, পরে নাদিরের প্রধানা বেগম)

ভারত-নারী, বাঁদী, সাকি ও ক্রীতদাসগণ।

পরিচয়

নাট্যাচার্য্য ও অধ্যক্ষ	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
সম্পাদক	সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থকার	যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী
প্রয়োগ-শিল্পী	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
সুর-শিল্পী	নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার
নৃত্য-শিক্ষক	তারকনাথ বাকৃচি
মঞ্চ-মালাকর	রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেবুবাবু)
চিত্র-শিল্পী	মিঃ এম্ জহুর
হারমোনিয়ম-বাদক	পান্নালাল রক্ষিত
বংশী-বাদক	বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ
তবলা-বাদক	রজনীকান্ত ঘোষ
বেহালা-বাদক	যুগলকৃষ্ণ গোস্বামী
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ	হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়
রঙ্গমঞ্চ-সজ্জাকর	ভূতনাথ দাস
মহলা-তদ্বিরকারী	বিশ্বেশ্বর মল্লিক
আলোক-সম্পাতকারী	সৌরেন্দ্রমোহন সরকার (ভুলুবাবু)
	{ মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
	{ জিতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

উদ্বোধন-রজনীর অভিনেতৃবর্গ

পুরুষ

নাদির শাহ্	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
রেজাকুলি খাঁ	শৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
নাসির কুলি খাঁ	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মির্জ্জা রুথ	সুরমা
আলি আকবর	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সালেহ্ বেগ	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
আহ্মেদ খাঁ আবদালি	জীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
মির্জ্জা মেহেদী	অমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)
মোল্লাবাসী	কানাইলাল দাস
আগাবাসী	শচীদুলাল দে
মৌলানা রহমৎ খাঁ	রবীন্দ্রমোহন রায়
নেক্‌কদম	নৃপেশনাথ রায়
মহম্মদ শাহ্	বিভূতিভূষণ গোস্বামী (শান্তবাবু)
সাদৎ খাঁ	শীতলচন্দ্র পাল
আসফ্‌জা	রামময় চক্রবর্ত্তী
হিন্দু-জ্যোতিষী	প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাদলবাবু)
বান্দা	দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
উজ্‌বেগী হাবিলদার	অমরকান্ত বক্সী
তুর্কী হাবিলদার	গিরিজাভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়
সংবাদদাতা	রবীন্দ্রনাথ বর্ম্মন্
প্রহরী	সহদেব গঙ্গোপাধ্যায়

স্ত্রী

সুলতানা বেগম	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি)
সিরাজী	চারুশীলা
সিতারা ভারত-নারী	কৃষ্ণভামিনী
ক্রীতদাসী	সুশীলাবালা সরলাবালা (বেঁকি) নলিনীবালা শেফালিকা (পুতুল) পদ্মরাণী

দিগ্বিজয়ী

—০:*:০—

মঙ্গলাচরণ-গীতি

নমো সকল জাতির বিধাতা—
হে মঙ্গলময়, সঙ্কট-ত্রাতা!
যুগে যুগে তুমি প্রকট নূতন রূপে—
দেশ, ধর্ম্ম, নীতি বিকাশ স্বরূপে—
বোধ-অতীত তব পরম-অনুভূতি
জাতি-মঙ্গল, মানব-চির-প্রীতি—
দীন কবি যাচে হে বর-দাতা॥

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—কর্ণাল, নাদিরশাহের শিবির

কর্ণাল-যুদ্ধের পরদিবস—রাত্রিকাল

[সালেহ্ বেগ, আলি আকবর, মির্জ্জা মেহেদী, মোল্লাবাসী, আগাবাসী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ও সৈনিকগণ]

[কর্ণাল সমরে বন্দী নবাব সাদৎআলি খাঁর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নাদিরশাহ্ প্রবেশ করিলেন; সাদৎ নাদিরকে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখাইয়া দেশের অবস্থা বুঝাইতেছেন]

সাদৎ। এই কর্ণাল—এই দিল্লী—এই আমার রাজধানী ফৈজাবাদ—

নাদির। দিল্লী এখান থেকে একদিনের পথ?

সাদৎ। হাঁ সম্রাট্—

নাদির। আপনার রাজধানী?

সাদৎ। প্রায় এক সপ্তাহের পথ!

নাদির। সাদৎ খাঁ, আপনি আমার বন্দী। আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে বধ করতে পারি; কিন্তু আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন—

সাদৎ। আপনার সাহায্য ক'রবো ব'লেই ত' আমি ইচ্ছা ক'রে বন্দী হয়েছি সম্রাট—নতুবা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আমরাও জানি জাঁহাপনা!

নাদির। ভাল, তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমি বন্ধুর মত আলাপ করতে পারি। বর্ত্তমানে দিল্লীতে মোগল-শাসনের অবস্থা কেমন?

সাদৎ। আপনি আরও দু' একদিন এখানে অবস্থান করুন—নিজেই বুঝবেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—সম্রাট উত্তর দেবেন?

নাদির। জিজ্ঞাসা করুন—

সাদৎ। ভারত-অভিযানে আপনার যথার্থ উদ্দেশ্য কি? ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন—না, হিন্দু-স্থানের ধন-রত্নের আকর্ষণ?

নাদির। সালেহ্ বেগ—

সালেহ্ বেগ। সাদৎ খাঁ, আপনি শাহান-শাহের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করবেন না! ইনি পারশ্য দেশকে তুর্কী, রুষ, আফগান, আরমানী, উজবেগী দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সমগ্র পারশ্য জাতি একত্র হ'য়ে যে নরসিংহের মাথায় স্বেচ্ছায় পারস্যের রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে, তাঁকে আপনি তৈমুরলঙ্গ কি চেঙ্গিস্‌খাঁর মত শুধু বিজয়ী দস্যু মনে করবেন না।

নাদির। শুনুন নবাব সাহেব, আমি সমগ্র হিন্দুস্থানে নূতন শাসন-তন্ত্র, নূতন ধর্ম্ম-তন্ত্র প্রচার কর্ত্তে চাই। বর্ত্তমান মোগল সম্রাট আমার বশ্যতা স্বীকার করেন উত্তম, যদি না স্বীকার করেন, তার ফলভোগ তাঁকে কর্‌তে হবে।

সাদৎ। শাহান শাহ্‌—হিন্দুস্থান এখন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত—দিল্লীর সম্রাট নামে মাত্র সম্রাট।

নাদির। ইনি সম্রাট ঔরংজেবের কে?

সাদৎ। পুত্রের পৌত্র—

নাদির। উজীর আসফ্‌জার শক্তি কেমন?

সাদৎ। তাঁর অর্থবল সৈন্যবল আছে বটে—কিন্তু তিনিও আমার মত বৃদ্ধ। বিশেষ, আমরা হিন্দুস্থানের বাদশা পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে চাই। মোগল বংশে আপাততঃ এমন কেউ নেই যে, এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন ক'রতে পারে।

নাদির। মোস্‌লেম ছাড়া কোন্ হিন্দু শক্তি আপাততঃ প্রবল?

সাদৎ। মহারাষ্ট্র।

নাদির। শিবাজী প্রতিষ্ঠিত?

সাদৎ। শাহান শাহ্‌ সর্ব্বজ্ঞ!

নাদির। এই কাফেরকে আমি প্রশংসা করি। এ জাতির বর্ত্তমান নায়ক কে?

সাদৎ। পেশোয়া বাজীরাও।

নাদির। দিল্লীশ্বরের সঙ্গে এঁর সদ্ভাব আছে?

সাদৎ। সদ্ভাব নাই। তবে সন্ধি আছে—

নাদির। সে সন্ধির কোনো মূল্য নাই—আলি আকবর—

আক। শাহান শাহ—

নাদির। আমাদের বর্ত্তমান অভিযানের আয়, ব্যয়, রসদ, সৈনিকগণের মাসোহারা, হিসাব-নিকাশ তোমার প্রস্তুত?

আক। প্রস্তুত জাঁহাপনা।

নাদির। নিয়ে এস। সালেহ্‌বেগ, কাল প্রাতঃকালে গত যুদ্ধের নিহত সৈন্যের ও নূতন সমাগত সৈন্যের আদমসুমারি যেন প্রস্তুত থাকে।

সালে। আমি পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত ক'রেছি।

(আলি আকবর কাগজ আনিলেন)

সালে। গত মাসের মাসোহারার তন্‌খা সৈনিকেরা আজও পায়নি।

নাদির। কেন পায়নি?

আক। শাহান শাহ্‌ আদেশ ক'রেছিলেন অযোধ্যার নবাবের মুক্তি-মূল্য থেকে সৈন্যদের মাসোহারা দেওয়া হবে—

নাদির। নবাবের মুক্তি-মূল্য দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।

সাদৎ। দিল্লী উপস্থিত হ'লেই আপনার রাজকোষে এ অর্থ প্রেরিত হবে।

(নাসিরুল্লা কুলির প্রবেশ)

নাসি। শাহান শাহ্‌—

নাদির। কি সংবাদ, শাহজাদা নাসিরকুলী?

নাসি। দিল্লীশ্বরের শিবির থেকে রাজদূত এসেছেন উপঢৌকন নিয়ে—

নাদির। দূতের পরিচয়?

নাসি। আসফজা নিজাম-উল-মুল্‌ক্ চিন্‌ক্লিচ খাঁ।

[প্রস্থান

নাদির। আপনি যাঁর কথা বল্‌ছিলেন, ইনিই তিনি?

সাদৎ। হ্যাঁ সম্রাট—দিল্লীশ্বরের উজীর—

নাদির। দিল্লীশ্বরের উজীর পদের উপর আপনারও একটু দৃষ্টি আছে নবাব সাহেব, কি বলেন?

সাদৎ। সম্রাট সর্ব্বদ্রষ্টা, আপনার কাছে সত্য গোপনে ফল নাই—বিশেষ আপনি আমায় অভয় দিয়েছেন। লোভ পূর্ব্বে একটু ছিল—এখন আর নাই।

নাদির। বর্ত্তমান উজীরের সঙ্গে নূতন সন্ধি হ'য়েছে ব'লে? সে সন্ধি ভাঙ্‌তে কতক্ষণ? সালেহ্‌বেগ, উজীর আসফ্‌জাকে অভ্যর্থনা কর—তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা কর—আর এই নবাব সাহেবকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও। আলি আকবর—

(আলি আকবর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বাহিরে গেল)

যান নবাব সাহেব, আপনার বন্ধু আসফজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। রাত্রি এক প্রহরের পর আপনাদের আমি আহ্বান

ক'র্বো। মনে রাখবেন—আমি যদি দিল্লীতে যাই, দুই কোটী স্বর্ণ-মুদ্রা আমাকে রাজকর দিতে হবে।

সাদৎ। সম্রাট, নির্ভয়ে ব'ল্বো?

নাদির। বলুন—

সাদৎ। দুই কোটী স্বর্ণ-মুদ্রার জন্য আপনাকে দিল্লী পর্য্যন্ত যেতে হবে না। আসফজা ও আমি ইচ্ছা ক'রলে এই কর্ণালের সমরক্ষেত্র থেকেই আপনাকে—

নাদির। দুই কোটী স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে দিতে পারেন? কি বল সালেহ্ বেগ,—তাই ক'র্বো?

সালে। শাহান শাহ্, আপনি শুধু অর্থ সংগ্রহের জন্য হিন্দুস্থানে আসেন নি। ভারত-বর্ষকে আফগানিস্থানের মত সহস্র-রাজকতার হাত থেকে উদ্ধার করতে আপনি প্রতিশ্রুত।

নাদির। তুমি ঠিক ব'লেছ সালেহ্ বেগ; আমি মাঝে মাঝে আমার উদ্দেশ্য ভুলে যাই—তুমি স্মরণ করিয়ে দেবে। যাও সালেহ্ বেগ, নবাবকে নিয়ে আসফজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।

সালে। আসুন নবাব সাহেব।

[সালেহ্ বেগ ও সাদৎ আলি খাঁর প্রস্থান

নাদির। মোল্লাবাসী—

মোল্লা। জনাব—

নাদির। তোমার সেই হিন্দু জ্যোতিষীর খবর কি?

মোল্লা। জ্যোতিষী এখানেই উপস্থিত জাঁহাপনা—

এইদিকে এস, তোমার কোনো ভয় নাই—শাহান শাহ্ তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

(জ্যোতিষী সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল)

নাদির। তুমি কোন্ জাতীয়?

জ্যোতি। আর্য্য, ব্রাহ্মণ—তুর্কী ও পারসী আমাদের হিন্দু বলে।

নাদির। তুমি কি গণনা ক'রেছ?

জ্যোতি। আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন দিগ্বিজয়ী বীর—

নাদির। একথা নূতন নয়—আমি নিজেই জানি—

জ্যোতি। সাত দিনের মধ্যে সমগ্র হিন্দুস্থান আপনার পদানত হবে।

নাদির। তুমি বুদ্ধিমান, কিন্তু এ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কথা নয়—

জ্যোতি। আপনি অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন।

নাদির। মাত্র অর্দ্ধ-পৃথিবীর? সমগ্র পৃথিবীর নয় কেন?

জ্যোতি। আমি গণনায় যা দেখ্তে পেয়েছি, সম্রাটকে তাই জানিয়েছি।

নাদির। পুনরায় গণনা কর।

জ্যোতি। আমি সাতবার গণনা ক'রে দেখেছি—আমার গণনা নির্ভুল।

নাদির। তুমি কি মনে কর পৃথিবী-জয়ে আমি অশক্ত?

জ্যোতি। না সম্রাট্, তা মনে করি না। বরঞ্চ, বর্ত্তমানে পৃথিবী-জয়ে যদি কাহারও অধিকার ও শক্তি থাকে, সে আপনারই।

নাদির। তবে?

জ্যোতি। জাঁহাপনা, নির্ভয়ে বল্বো?

নাদির। বল, তোমার কোন ভয় নাই।

জ্যোতি। জাঁহাপনা মানুষ। মানুষের যা সাধ্য, তা আপনি পারবেন—কিন্তু পৃথিবী-জয় মানুষের অসাধ্য!

নাদির। দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, আমি অসাধ্য-সাধন করতে চাই। আমি সমগ্র পৃথিবীতে একচ্ছত্র মহম্মদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'র্তে চাই!

জ্যোতি। আপনার পূর্ব্বে পৃথিবীতে অনেক দিগ্বিজয়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা পারেননি—

নাদির। যা কেউ কখনো পারেনি—আমি তাই পার্বো। ভাল—আমার পরাজয়ের কোনো লক্ষণ দেখেছ?

জ্যোতি। আপনি নিজে যদি আপনার শত্রুতা না করেন—জগতে কোনো শত্রু আপনার কিছুই ক'র্তে পার্বে না—

নাদির। এও জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা নয়, দর্শন শাস্ত্রের কথা। মোল্লাবাসী, ব্রাহ্মণ নির্ভীক—এবং সম্ভবতঃ সত্যবাদী, কিন্তু গণনায় কোন নূতন কথা ব'ল্তে পারেনি—একে একশত আশরফি পুরস্কার দিয়ে বিদায় কর।

জ্যোতি। জাঁহাপনা—

নাদির। যাও ব্রাহ্মণ, তোমার গণনা আমি বিশ্বাস করি না। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা চালিত হব না। শাস্ত্র আমার অনুসরণ ক'র্‌বে! নূতন ক'রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা কর। যদি কোনো দিন গণনায় নির্ণয় ক'র্‌তে পার যে, আমি পৃথিবী জয় ক'র্‌বো, সেই দিন তুমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবে—

[মোল্লাবাসী ও জ্যোতিষীর প্রস্থান]

(আলি আকবরের পুনঃপ্রবেশ)

কি সংবাদ আলি আকবর ?

আক। ভারত-সম্রাট্ অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় থেকে সংগৃহীত একদল সুন্দরী ক্রীতদাসী শাহানশাহকে প্রেরণ ক'রেছেন—

নাদির। যাও, তাদের নিয়ে এস।—

[আলি আকবরের প্রস্থান]

মির্জ্জা মেহেদী, সুন্দরী ক্রীতদাসী আস্‌ছে—আমি তাদের নৃত্যগীত শ্রবণ ক'র্‌বো—এ সম্বন্ধে তোমার শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো বিধি-নিষেধ আছে ?

মেহেদী। না সম্রাট্!

নাদির। সে কি, আমি তো মনে ক'রেছিলাম শিয়াদের সুন্দরী-দর্শন নিষেধ।

মেহেদী। আপনি শিয়া সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন কেন জনাব ?

নাদির। আমি শিয়াদের ঘৃণা করি না। আমি তিহারাণীকে ঘৃণা করি—সাফাভী রাজবংশকে ঘৃণা করি—তারা ভণ্ড, বিলাসী! শিয়া-সুন্নির প্রভেদ তাদেরই সৃষ্টি। আর তোমার মত বুদ্ধিহীন, তাদের অন্নে প্রতিপালিত হ'য়েছিল ব'লে—আমার সৎসঙ্গে আজও পর্য্যন্ত তার বুদ্ধি মার্জ্জিত হ'ল না।—

মেহেদী। আমার একটা প্রশ্ন আছে; জাঁহাপনা যদি অনুগ্রহ ক'রে শোনেন—

নাদির। বল—কিন্তু সংক্ষেপে। বাহিরে ক্রীতদাসীরা অপেক্ষা ক'রছে; মনে রেখো—তারা সুন্দরী—

মেহেদী। আপনি হজরৎ আলিকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করেন, তিনি আপনাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন—

নাদির। তাতে কি প্রমাণ হয় ?

মেহেদী। শিয়া-সম্প্রদায়ীরাও তাঁকেই হজরৎ মহম্মদের জ্ঞান-সাম্রাজ্যের দ্বার-স্বরূপ মনে করে—

নাদির। যে শ্রেষ্ঠ, তাকে সকলেই শ্রেষ্ঠ ব'ল্‌বে।

মেহেদী। কিন্তু, হজরৎ আলি যদি হজরৎ মহম্মদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র হন—তবে কি এই প্রমাণ হয় না যে, আবুবকর, ওমার, ওসমান মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী নন্?

নাদির। শুধু রক্তের সম্বন্ধই যথেষ্ট নয় মির্জ্জা মেহেদী। সমগ্র জাতির ইচ্ছানুসারে সে-জাতির নায়ক নির্ব্বাচিত হয়। তাই হজরৎ আলি, জাতির ইচ্ছানুসারে আবুবকর, ওমার, ওসমান যখন খালিফ নির্ব্বাচিত হন—কোন বাধা দেন নি। কিন্তু তোমার শিয়া সম্প্রদায়—এই বিরাট জাতিকে পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত ক'রে তাকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে! নব-প্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ যে কতখানি মারাত্মক, হজরৎ আলি তা বুঝ্‌তেন—কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক বুদ্ধিহীন গর্দ্দভ—তুমি সে কথা বুঝ্‌বে না। যাক্, তুমি এখন এখান থেকে বিদায় হও—ক্রীতদাসীদের সৌন্দর্য্য পান কর্ব্বার জন্য আমার চোখ এখন উৎসুক হ'য়ে আছে।

মেহেদী। কিন্তু যারা হজরৎ মহম্মদের প্রিয়তম দৌহিত্রদের নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে—

নাদির। তাদের কেউ সুখ্যাতি করে না। তুমি যাও—কাল প্রাতঃকালে তোমায় বুঝিয়ে দেব—শিয়া ও সুন্নির মধ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু বুঝিয়ে দিলেও তুমি বুঝ্‌বে না—কেন না, তত্ত্ব-কথা আলোচনা ক'রে ক'রে তোমার বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হ'য়ে গেছে যে, একেবারে নাই ব'ল্লেই চলে। আগাবাসী, মোল্লা সাহেব মির্জ্জা মেহেদীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও—এমন স্থানে ওঁকে রেখে আস্‌বে, যেখানে কোন রমণী-কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত-ধ্বনি ওঁর চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট না করে। সিরাজী—

আগা। আসুন মির্জ্জা সাহেব।

(আগাবাসী একটি সঙ্কেত-বাঁশী বাজাইল—সঙ্কেত শুনিয়া সভাসদ্‌গণ শিবিরাভ্যন্তর পরিত্যাগ করিল)

(পরমুহূর্ত্তে খোজা-প্রহরী-পরিবেষ্টিত হিন্দুস্থানের ক্রীতদাসীগণ সমভিব্যাহারে আলি আকবরের প্রবেশ। অন্য ভৃত্য সিরাজী ও সুপক্ক ফল প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া দিল)

আক। শাহান শাহ্, এই দিল্লীশ্বরের উপঢৌকন।

নাদির। আগাবাসী, আমার নূতন যুবক বন্ধু আবদালী আহ্‌মেদ—

[আগাবাসীর প্রস্থান।

দিল্লীশ্বর আর কি পাঠিয়েছেন ?

আক। এক সহস্র আরবদেশীয় ঘোটক, এক শত হস্তী, এক শত ক্রীতদাসী, আরও অনেক বহুমূল্য দ্রব্য আছে—শাহান শাহ্ নিজেই দর্শন করবেন।

(আহ্‌মেদ আবদালীর প্রবেশ)

নাদির। এস বন্ধু—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে আবদাল ?

আহ্‌মেদ। নূতন দেশ দেখ্‌তে বেরিয়েছিলাম জাঁহাপনা!

নাদির। কেমন দেখ্‌লে ?

আহ্‌মেদ। মাটী বড় নরম—আর বাতাসটাও বেশ ফুরফুরে—

নাদির। (রমণীগণের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এ গুলিকে কি রকম দেখ্‌ছো ?

আহ্‌মেদ। ওদিকে এখন আমি নজর দিচ্ছি না সম্রাট। আগে দেখি কোন্ কোন্ ফুল বাদশাহের ভোগে লাগে।

নাদির। শোভান্ আল্লা! আবদাল—তুমি রসিক, এক পেয়ালা সিরাজী পান কর—সাকী! আলি, তুমিও সমস্ত দিন ধ'রে অনেক লেখা পড়া করেছ—আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে সিরাজী পান কর্‌বার জন্য এদের একজনকে নিয়ে যাবে। (সকলের সিরাজী পান) আলি, আমি এদের দেখে খুসী হয়েছি—ভারত-সম্রাট আমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পেরেছে।

আক। সাতদিনের মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদানত হবে।

আহ্‌মেদ। সেটা খুব বড় কথা নয় আলি সাহেব! একবেলার যুদ্ধের ফলে যদি এই উপঢৌকন আসে—

নাদির। আমি এদের গান শুন্‌বো—

রমণীগণ। (অভিবাদন করিয়া)

গীত

ওগো বিজয়ী, এলে কারে জিনিতে।
বিনি-মূলে কোন্ প্রাণ চাহ কিনিতে॥
শুনেছি কানে তুমি নিঠুর অতি।
(নিতি) অজানা পথে চল অবাধ-গতি॥
ভাসি নয়ন-নীরে,
তুমি চাবে না ফিরে—
(তাই) মুখ-পানে চেয়ে দেখি নারি চিনিতে।
তোমায় নারি চিনিতে॥

নাদির। আবদাল, সুন্দরীদের গানে আমার উপর যে বক্রোক্তি আছে, তা কি সত্য ?

আব। না সম্রাট, ভাল ক'রে আপনার মুখের দিকে চাইতে পার্‌লে আপনাকে চেনা যায়।

(নাদির সিতারার দিকে অগ্রসর হইলেন)

নাদির। তুমি ওদের সঙ্গে গাইলে না ?

সিতারা। ও সুর আমি জানি না।

নাদির। তাহ'লে তোমার সুরটা একবার শুনিয়ে দাও—

সিতারা। কেন ?

নাদির। তোমার সুর শুন্‌তে আমার ইচ্ছা কর্‌ছে যে—

সিতারা। সে সুর জাঁহাপনার ভাল লাগ্‌বে না—

নাদির। সে বিচার তোমার নয়—তুমি গেয়েই দেখ না—

সিতারা। (একটু চিন্তা—একটু হাসি—পরে)

গীত

পথেই যদি চল্‌বি রে মন
পথেই তবে চল।
মিছে কেন পিছে চাওয়া,
চোখের কোণে জল।
হাতে ধরে টান্‌ছে তোরে,
তুই তো রে কাণা,
চল্‌বি কোথা, থাম্‌বি কোথা,
নাইতো ঠিকানা—
(তবে) আধেক পথে কিসের ভয়ে
থেমে যাবি বল্।

নাদির। আলি আকবর, সুন্দরীদের রূপ আমার চোখে বেশ ভাল লাগ্‌লো। (সিতারাকে দেখাইয়া) এই সুন্দরীর নয়নের অরুণ আভা আমার দৃষ্টিকে প্রসন্ন ক'রেছে—এ সুকণ্ঠী! আলি আকবর, অন্যান্য সুন্দরীদের আমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে পদ-মর্য্যাদানুসারে বণ্টন ক'রে দাও—তুমি ভূতপূর্ব্ব পারস্য-সম্রাটের আত্মীয়, অনেক স্ত্রীলোক ভাগ-বাটোয়ারা ক'রেছ! আমি এখন ভারত-সম্রাটের অন্যান্য উপঢৌকন দেখ্‌বো। আগাবাসী—

(আগাবাসীর প্রবেশ)

হিন্দুস্থানের এই নবাগতা সুন্দরীকে অন্দরনে নিয়ে যাও। আমার আদেশ মত আবার আমার কাছে আন্‌বে—

আহ্‌মেদ। সুন্দরী, শাহান শাহের অনুগ্রহ মাথা পেতে নিতে হয়। ঐ দেখ, তোমার সঙ্গিনীরা তোমার সৌভাগ্যে ঈর্ষা কর্‌ছে—

(সিতারা একবার আবদালীর দিকে চাহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না)

নাদির। আলি আকবর, ইতিমধ্যে দিল্লীশ্বরের উজীর ও অযোধ্যার নবাব যেন আমার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় এখানে উপস্থিত থাকেন।

[সকলের প্রস্থান।

(আলি আকবর অন্যান্য সুন্দরীদের লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সিতারাও সেই সঙ্গে যাইতেছিল)

আগা। হুজুরাইন, আপনি ওদের সঙ্গে যাবেন না।

সিতারা। কেন?

আগা। আপনার স্থান অন্যত্র—আপনি আমার সঙ্গে আসুন—

সিতারা। তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?

আগা। অন্দরনে—

সিতারা। অন্দরন কোথায়?

আগা। সম্রাটের শিবিরের পশ্চাতে।

সিতারা। সেখানে কা'রা থাকে?

আগা। সম্রাটের বেগমরা—

সিতারা। আমি সেখানে কেন যাব?

আগা। সম্রাটের ইচ্ছা।

সিতারা। যদি না যাই?

আগা। ছিঃ বুদ্ধিহীনা, অমন কথা ব'লতে নাই,—সম্রাটের আদেশ সকলেরই শিরোধার্য্য—

সিতারা। সম্রাটের আদেশ? আচ্ছা চল—

[উভয়ের প্রস্থান

(সালেহ্ বেগ, আসফজা ও সাদৎআলি খাঁর প্রবেশ)

সালে। বসুন উজীর সাহেব—বসুন নবাব—সম্রাট এখনই আসবেন। আপনাদের সঙ্গে আমিও একমত। ভারত-সম্রাট যদি রাজ্যশাসনে অপারগ হন, সিংহাসনে বসবার তাঁর কোন অধিকার নেই।

আসফজা। কিন্তু পারস্যের শাসন কি ভারতের পক্ষে বৈদেশিক শাসন হবে না?

সাদৎ। তাতে ক্ষতি কি? তুর্কি যখন প্রথম হিন্দুস্থানে এসেছিল, তখন সে-শাসনও ভারতের পক্ষে বৈদেশিক শাসনই ছিল।

সালে। কিন্তু আপনারা একটা কথা ভুল ক'চ্ছেন—অতীতের কোন শাসন-তন্ত্রের সঙ্গে আপনারা বর্ত্তমান সম্রাট নাদির শাহের শাসন তুলনা ক'র্ব্বেন না। সমস্ত দেশ যদি ইচ্ছা ক'রে তাঁর পদানত হয়, তবেই তিনি সাম্রাজ্য গ্রহণ কর্ব্বেন—

আসফ। আপনি কি ব'ল্‌তে চান সম্রাট্ শাহ তামাস্‌কে তিনি সিংহাসনচ্যুত করেননি?

সালে। না। তামাস্ নিজের এবং পিতার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ কর্‌ছেন। পারস্য জাতি অন্তর থেকে তাদের উচ্ছেদ কামনা ক'রেছিল।

আসফ। আমরা শুনেছি, বর্ত্তমান সম্রাট্ তামাসকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত ক'রে তাঁর পিতৃ-সিংহাসনে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন।

সালে। সম্পূর্ণ ভুল এবং মিথ্যাকথা। নাদির কোনো দিন সিংহাসন চান্‌নি। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি উজীর সাহেব, তিরিশ দিন ধ'রে প্রত্যহ সমস্ত জাতি তাঁকে অনুরোধ করে সিংহাসন গ্রহণ কর্ত্তে। দিনের পর দিন তিনি জাতির অনু-রোধ প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন। পারস্যের অধিবাসী ও রাজা, আফগান, তুর্কী ও রুষের কাছে পরাজিত হ'য়ে তিল তিল ক'রে যে স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে-

ছিল, নাদির তাই পুনরুদ্ধার করেছেন। তামাস্ যদি তুর্কীদের সঙ্গে সমগ্র জাতির অপমানকর সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ না হ'তেন, আজ পর্য্যন্ত তিনিই বসতেন পারস্যের সিংহাসনে—নাদির তাঁর অধীনে সেনাপতিই থাক্‌তেন।

আসফ। আপনি কি মনে করেন—সম্রাট নাদির শাহ্ যদি ভারতের অধীশ্বর হ'ন—

সালে। ভারতের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরে আসবে। শুনুন উজীর সাহেব, যে প্রতিভা ও উদারনীতি নিয়ে জনসমাজের হৃৎপদ্ম হ'তে এই মহাবীর উদ্ভূত হ'য়েছেন—যদি সমগ্র মুসলমান-জাতির সাহায্য ও সহানুভূতি তিনি পান—তিনি জগতে এক বিপুল মোস্‌লেম রাষ্ট্র স্থাপন করবেন। সে রাষ্ট্র এমন বিরাট, এমন শক্তিশালী হবে যে, সমগ্র জগৎকে একদিন তারই ছত্র-ছায়াতলে আস্‌তে হবে। যা লোকক্ষয় হ'য়েছে, হ'য়েছে—আপনারা সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌কে পারস্য-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌তে অনুরোধ করুন। আমি অনর্থক রক্তপাত—বিশেষ মোস্‌লেম রক্তপাত আদৌ ইচ্ছা করি না। আমার অনুরোধ—এত বড় প্রতিভার গতিকে আপনারা ব্যাহত কর্ব্বেন না। মনে রাখবেন, প্রতিভা জগতে খুব বেশী আসে না।

আসফ। সম্রাটের সামরিক প্রতিভার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পেয়েছি, সমগ্র আফগানিস্থানকে যখন তিনি দমন করেন—কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রনীতি-প্রতিভা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সালে। রাষ্ট্রনীতির অর্থ আপনারা কি বোঝেন জানি না! যদি চুরি ডাকাতির দণ্ড-বিধান ও রাজকর আদায়ের নাম রাষ্ট্রনীতি হয়, নাদির শাহের নামই তার পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রনীতির অর্থ অনেক বেশী। নাদির কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসবার পূর্ব্বে, পারস্য ব'ল্‌তো শুধু তিহারণ আর ইসপাহানের চতুর্দ্দিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূভাগকে—আর আজ পারস্য সাম্রাজ্য ব'লতে বুঝি—কাস্পিয়ান সাগর-তীরবর্ত্তী ককেসস পর্ব্বত-মালার তলদেশ হ'তে ভারতের এই সিন্ধুনদ-তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ। খোরাসান, ইস্‌পাহান, সিস্তান, মাজেন্দ্রান, ক্যাসভিন, কুরিস্তান, সিরাজ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হ'য়ে যারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিল—আজ তারা এক জাতি, এক ধর্ম্মাবলম্বী।

সাদৎ। সত্য উজীর সাহেব, এ আশ্চর্য্য শক্তি! আপনি কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা কইলে বুঝবেন, এ রকম আশ্চর্য্য মানুষ আমরা হিন্দুস্থানে দেখিনি—

সালে। সম্রাট আসবার পূর্ব্বেই আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্য স্থির করুন। তাঁর আসবার সময় হ'য়েছে, আমি তাঁকে আন্‌তে যাই—এই অবসরে আপনারা চিন্তা ও আলোচনা করুন।

[প্রস্থান

আসফ। এ লোকটা কে? খোরাসানী না ইস্পাহানী?

সাদৎ। খোরাসানী।

আসফ। সৈন্যাধ্যক্ষ?

সাদৎ। এর সম্বন্ধে শিবিরে অনেক কথাই শুনেছি। আবশ্যক হ'লে সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ বোধ করি এরা সবাই ক'র্‌তে পারে। এ বোধ হয় সমর-সচিব—সম্রাট যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি সম্বন্ধে প্রায়ই এর সঙ্গে পরামর্শ করেন শুনেছি; খুব শিক্ষিত—আর আদর্শবাদী।

আসফ। হ্যাঁ—খুব বড় বড় কথা ব'ল্‌ছে—বটে—এখন আমাদের পথ কোন্‌টা কিছু বুঝলেন?

সাদৎ। ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

আসফ। কিন্তু এখনই তো জবাব দিতে হবে!

সাদৎ। দিল্লীশ্বরের কি ইচ্ছা?

আসফ। সকল রকম সর্ত্তে সম্মত হ'য়ে এখান থেকেই বিদায় করা।

সাদৎ। তাতে আমাদের কি লাভ?

আসফ। কিছুই না। আপনি কিছু ভেবেছেন?

সাদৎ। ইঙ্গিতে আভাস দিয়েছি।

আসফ। কিরকম বুঝ্‌লেন?

সাদৎ। কিছু বোঝা গেল না। মানুষটা একটু বেয়াড়া রকমের। পঞ্চাশ রকম কাজ একসঙ্গে ক'রে—কোনটার উপর যে তার আকর্ষণ, সহজে ধরা যায় না।

আসফ। দিল্লীতে নাদিরশাহ্‌কে যেতে হবে। বাবর শার বংশধরেরা অনেকদিন রাজত্ব ভোগ ক'রছে—আর কেন? শুধু আকবর, শাজাঁহা, ঔরংজেবের বংশে জন্মেছি ব'লে দিল্লীর তক্‌তে ব'স্‌বো—একথা যারা বলে, তারা একবার দেখুক—একবার বুঝুক! খোরাসানী ঠিক কথাই ব'লেছে!

সাদৎ। যাতে নাদির শাহ্‌ দিল্লীতে যান, আমিতো সেই চেষ্টাই ক'রছি—আমি একজন হিন্দু জ্যোতিষী দিয়ে সম্রাটের ভাগ্য গণনা করিয়েছি—সে ব'লে গেছে সাতদিনের মধ্যে ভারতবর্ষ নাদিরশাহের অধীনে আস্‌বে।

আসফ। সম্রাট্‌ বিশ্বাস ক'রেছেন?

সাদৎ। ঠিক বোঝা গেল না। এই লোকটা যথার্থ শক্তিশালী। নিজের বাহু আর মস্তিষ্কের শক্তির উপরই তাঁর একমাত্র বিশ্বাস। মাঝে মাঝে মনে হয় দাম্ভিক—

আসফ। তাহ'লে বিশ্বাস ক'রেছেন। অমন মুখরোচক গণনা—অতি বড় নাস্তিকেও বিশ্বাস করে। আমরা পরিবর্ত্তন চাই। উত্তর ভারতবর্ষ আপনার, দাক্ষিণাত্য আমার। নাদির শাহ্‌ শুধু আমাদের পথের প্রধান কণ্টকটা সরিয়ে দেবে—অবশ্য তার মূল্য আমরা দেব!

(নাদিরশাহ, সালেহ্‌ বেগ, আলিআকবর, আহ্‌মেদ আবদালী ও আগাবাসীর প্রবেশ)

নাদির। উজীর সাহেব আসফজা চিনক্লিচ খাঁ নিজাম-উল্‌-মুলুক্‌!

আসফ। শাহানশাহ্‌, আমি অনুগৃহীত।

নাদির। আপনার দিল্লীশ্বরের উপঢৌকনে আমি প্রীত হ'য়েছি। ক্রীতদাসীগুলি আর হাতীগুলি সবচেয়ে ভাল লাগ্‌লো। খাসা হাতী—বেশ মোটা আর বেঁটে, দেখ্‌লে হাসি পায়—অনেকটা আমাদের এই রাজস্ব-সচিব আলি আকবরের মত।

আসফ। ওগুলি হিন্দুস্থানের গুজরাট প্রদেশ থেকে সংগৃহীত। হিন্দুস্থানেও স্থূলকায় খর্ব্ব লোকদের গুজরাটী হাতীর সঙ্গে তুলনা করে সম্রাট্‌!

নাদির। মনে রাখ্‌বেন উজীর সাহেব, রাজস্ব-সচিবকে নিয়ে পরিহাস কর্ব্বার অধিকার একমাত্র আমারই—ওর সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক। এই উপঢৌকনের বাহক হ'য়ে আসা ছাড়া—আপনার সম্রাট্‌ আপনার উপর কি অন্য কোন কার্য্যভার দিয়েছেন?

আসফ। দিয়েছেন জাঁহাপনা—তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আলোচনা কর্ব্বার অধিকার দিয়েছেন।

নাদির। ভারতবর্ষের কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশের শস্যক্ষেত্রে কোন্‌ কোন্‌ শস্য কি পরিমাণে জন্মায়, আপনি তার একটা তালিকা প্রস্তুত ক'র্ব্বেন। এ ছাড়া অন্য কোন কার্য্যভার আপনাকে দিতে পারি না—

আসফ। জনাব!

নাদির। আমার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পার্ল্লেন না?

আসফ। না সম্রাট্‌!

নাদির। অর্থ বুঝিয়ে দাও আলি আকবর—

আক। আপনি দিল্লীশ্বরের উজীর। শাহনশাহ আপনাকে দিল্লীশ্বরের উজীরের কাজই দিয়েছেন। বিগ্রহ সন্ধি প্রভৃতির সূত্রে আলোচনার পক্ষে সম্রাট্‌ আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করেন।

নাদির। মোগল সম্রাটকে এখানে আমার শিবিরে, আস্‌তে হবে—আপনার সঙ্গে সন্ধির আলোচনা হবে না। আপনি শুধু নির্ণয় ক'র্‌বেন ভারতের কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ থেকে কতবেশী রাজস্ব আদায় হওয়া সম্ভব এবং সেই সমস্ত প্রদেশের ভূমিজাত শস্য এবং খনিজ পদার্থের মূল্য অনুসারে যেন রাজস্বের হার নির্ণীত হয়। আজই রাত্রি-শেষের পূর্ব্বে সম্রাটকে স্বয়ং এই শিবিরে এসে সন্ধিসূত্রে আলোচনা ক'র্ত্তে হবে। কাল প্রাতঃকালে পারস্য সাম্রাজ্যের নূতন অভিযান। সাদৎ খাঁ আপাততঃ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

আসফ। কিন্তু আমি শুধু সম্রাটের দূত হ'য়েই আসিনি—সম্রাটের প্রস্তাব ছাড়া আমার নিজের প্রস্তাবও আছে।

নাদির। আপনার পরিচয়?

আসফ। একদিন আমি ভারতসম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলাম। সম্রাট বাধ্য হ'য়ে আমাকে

উজীর ক'রেছেন। আমি নামে তাঁর উজীর—কিন্তু আমি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজা।

নাদির। ভাল, আপনার পরিচয়ে প্রীত হ'লাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোগল সম্রাট্ এখানে না আসছেন, ততক্ষণ আপনার কোনো কথা শুনবো না—আমি আপনাকে স্মরণ রাখ্‌বো। আগাবাসী—

(আগাবাসী বাঁশী বাজাইল, সকলে শিবির হইতে বাহিরে গেল)

আগাবাসী, হিন্দুস্থানের সুন্দরী—

[আগাবাসীর প্রস্থান]

(সিতারাকে লইয়া আগাবাসীর প্রবেশ)

[আগাবাসী সিতারাকে ইসারা করিল, সিতারা নাদির শাহকে অভিবাদন করিয়া স্থিরভাবে একদিকে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। আগাবাসী চলিয়া গেল। নাদির সিতারার সম্মুখে গিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

নাদির। তোমার চোখ দুটী সুন্দর, মুখখানাও মন্দ নয়, আর রংটা বেশ ফর্সা। তোমাকে বোধ করি সুন্দরী বলা যেতে পারে?

(নাদিরের কথাবলার ভঙ্গীতে সিতারা হাসিয়া ফেলিল)

বাঃ বাঃ বাঃ—তোমার হাসিটাও বেশ সুন্দর, দাঁতের আভাস পাওয়া যায়—আভা দেখায় বেশ—ইস্পাহানী কি সিরাজী মেয়েদের মত নয়—ওরা হাসেনা, শুধু দাঁত বার করে!

(সুন্দরী পুনরায় হাসিল)

শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌লে হবেনাতো! তোমার নামটী কি বল।

সুন্দরী। সিতারা—

নাদির। সিতারা! সিতারা! বেশ নাম! সিতারা—সিতারা—নামটী তোমার সৌন্দর্য্যেরই অনুরূপ। তুমি হিন্দু—না মোস্‌লেম?

সুন্দরী। আমি হিন্দু—রাজপুত নারী!

নাদির। রাজপুত? শুনেছি রাজপুত হিন্দুস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা সমর-নিপুণ জাতি!

সিতারা। ছিল—কিন্তু আর নেই সম্রাট্—মোগল বাদশাহদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত জাতিরও পতন হ'য়েছে।

নাদির। এখন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সমর-নিপুণ জাতি?

সিতারা। মহারাষ্ট্র।

নাদির। তুমি কুমারী?

সিতারা। আমি কুমারীও বটে—আবার বিধবাও বটে।

নাদির। কি রকম, কি রকম?

সিতারা। আমার পিতা ও স্বজাতির কাছ থেকে মোগলরা আমায় অপহরণ করে। তারপর একজন কাপুরুষ মোগল-রাজবংশীয় [illegible]টের সঙ্গে এক মোল্লা এসে আমার [illegible] দেয়। আমি [illegible] বিবাহ স্বী[illegible] করিনি।

নাদির। তোমার স্বামী তোমায় ছেড়ে দিলে?

সিতারা। না সম্রাট্। বিবাহের রাত্রে লম্পট আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌তে আসে। আমি তাকে বধ করি।

নাদির। সোভান্ আল্লা—তোমায় ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে। তোমার জীবনের ইতিহাসে একটু বৈচিত্র্যও আছে—তোমার কথা বলার ভঙ্গীও মন্দ নয়। ভাল, তারপর কি হ'ল?

সিতারা। যখন রাত্রি গভীর এবং সমস্ত পুরী নীরব—সেই সময়ে আমি লম্পটকে বধ করি। তার মৃত্যুর কথা প্রচার হবার পূর্ব্বেই আমি নিশীথ অন্ধকারে পুরী ত্যাগ করি।

নাদির। তুমি তাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ ক'ল্লে না কেন?

সিতারা। ভাল লাগ্‌লো না। তার ভাব-ভঙ্গী আমাদের রাজপুত যুবকের মত বীরোচিত নয়—কেমন যেন স্ত্রীলোকের মত স্বভাব।

নাদির। ভাবে বোধ হ'চ্ছে তুমি বীরপুরুষকে পছন্দ কর!

সিতারা। আমাদের দেশের মেয়েরা বীরত্ব শুধু পছন্দ করে না—পূজা করে।

নাদির। পূজাও করে? তাহ'লে তোমাদের দেশের মেয়েদের ভাল ব'ল্‌তে হবে!

সিতারা। আপনি আলাউদ্দীন আর পদ্মিনার ইতিহাস শুনেছেন ?

নাদির। দেখ, আমি নিজে লেখাপড়া জানিনে—তবে আমার অনেক কর্ম্মচারী আছে। তারা দেশ-বিদেশের ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে আমায় শোনায়। আলাউদ্দীনে ইতিহাস আমি জানি!

সিতারা। মুসলমানের হাত থেকে রাণী পদ্মিনীকে রক্ষা করতে সমস্ত জাতি একসঙ্গে প্রাণ দিয়েছিল।

নাদির। দেখ, তুমি বার বার মুসলমানের নিন্দা ক'র্‌ছ, সেটা আমার কানে ঠিক ভাল লাগ্‌ছেনা। তুমি মোগল কিম্বা পাঠানের নাম কর—মুসলমান নামটা একটি বৃহৎ কল্পনা—অনেক ক্ষুদ্র জাতি আর ধর্ম্মকে এক ক'রে বাঁধ্‌বার জন্য ও-নামের সৃষ্টি হয়েছে। ভাল, তোমার সেই মোগল স্বামীকে—

সিতারা। সে আমার স্বামী নয় জাঁহাপনা। আমি তার অঙ্গও স্পর্শ করিনি—

নাদির। তাকে বধ করবার পর কি ক'ল্লে ?

সিতারা। দেশে ফিরে গিয়ে শুন্‌লাম, বাপ-মা মারা গেছেন। দেশে কেউ আমায় স্থান দিলে না—আমি অনেকদিন মোগলদের ঘরে ছিলাম—আমার জাত গেছে।

নাদির। তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ তোমায় স্থান দিলে না ?

সিতারা। না জাঁহাপনা। আমাদের দেশের ধর্ষিতা নারীর ভাগ্য চিরদিনই এই রকম।

নাদির। তোমার মতন একটা সুন্দরীকে তারা হাতছাড়া ক'র্‌লে ? যাক্—তুমি কি ক'র্‌লে ?

সিতারা। দেশের বাস উঠ্‌লো। আত্মীয়-স্বজন, রাজপুত-সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচ্‌লো! ছেলেবেলা থেকে গাইতে পারতেম—লোকেও সুকণ্ঠ ব'ল্‌তো—সেই কণ্ঠকেই পাথেয় ক'রে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নাদির। তাহ'লে তুমি পথের সুন্দরী!

সিতারা। ঠিক তাই জাঁহাপনা। আজ সকালে গান গেয়ে যাচ্ছিলাম। উজীর সাহেবের অনুচর জাঁহাপনাকে উপহার দেবার জন্য ক্রীতদাসী খুঁজতে বেরিয়েছিল—আমাকে মোগল সম্রাটের শিবিরে নিয়ে এল—তারপর এই ভাল পোষাক পরিয়ে আপনার সাম্‌নে উপস্থিত ক'র্‌লে।

(নাদির দুই একবার সকৌতুক দৃষ্টিতে সিতারাকে দেখিলেন। তারপর—দুই একবার পাদচারণা করিলেন)

নাদির। সিতারা, তুমি পথের ভিখারিণী ?

সিতারা। হাঁ সম্রাট্—

নাদির। আচ্ছা, যদি তোমায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞী করি, তোমার কোন আপত্তি আছে ?

সিতারা। আপনার লাভ ?

নাদির। খেয়াল—তা ছাড়া তোমা' চোখ দুটি বেশ ভাল—কণ্ঠও মন্দ নয়। আগাবাসী—

আগা। জনাব।

নাদির। মোল্লাবাসী।
সিতারা, আমি তোমায় বিবাহ ক'চ্ছি। যে খেয়ালী বিশ্ববিধাতা রাজাকে ফকীর আর ফকীরকে রাজা করেন—যাঁর ইচ্ছায় নগর অরণ্যে আর অরণ্য নগরে পরিণত হয়—আমি তাঁরই মত আমার ইচ্ছার বিচিত্র শক্তির লীলা দেখাব! আশা করি, বিবাহে তোমার আপত্তি নাই।

(মোল্লাবাসীর প্রবেশ)

সিতারা। মন্দ কি—একভাবে তো কাটাতে হবে।

নাদির। মন্দ কি ? তুমি—

সিতারা। না—আপনিইতো বল্লেন জনাব, একজন বিশ্ব-বিধাতা আছেন, যিনি প্রতিনিয়ত রাজাকে ফকীর আর ফকীরকে রাজা কচ্ছেন।

নাদির। তোমার রূপ-যৌবন তো আছেই—দেখ্‌ছি তোমার বুদ্ধিও আছে। ভাল, কোন্ মতে বিবাহ করা তোমার ইচ্ছা ? আমার মোল্লা উপস্থিত। যদি বল, আমার কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দিয়ে নিকটের কোনো হিন্দু-গ্রাম থেকে একজন হিন্দু মোল্লা আনাতে হয়—

সিতারা। আবশ্যক নেই। কোন হিন্দু পুরোহিত সহজে এরকম বিবাহে মন্ত্র পড়াবে না—

নাদির। সে ব্যবস্থা আমি ক'র্‌বো—তোমার হিন্দু মোল্লার আবশ্যক আছে কিনা বল!

সিতারা। না, আবশ্যক নেই। পুরোহিত হিন্দু নিয়ে আর কি হবে সম্রাট? ঘরতো ক'রতে হবে আপনার সঙ্গে।

নাদির। সিতারা, তুমি দেখ্ছি রত্ন। মোল্লা-বাসী তুমি সাক্ষী—হিন্দুস্থানের এই রাজপুত নারীকে আমি বিবাহ কর্চ্ছি। ভালকথা, আগাবাসী—আলি আকবর, সিরাজী বেগম—সিতারা, সিরাজী বেগম আর তাঁর ভাই আলি আকবরের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। আর এ বিবাহে তারাও সাক্ষী থাক্। এরা পারস্যের অভিজাত বংশীয়—আমাকে ঘৃণা করে!

সিতারা। আপনাকে ঘৃণা করে? কেন সম্রাট?

নাদির। আমি যে চাষীর ছেলে। আমি ছেলেবেলায় চাষ ক'র্ত্তাম—মেষশাবক চরাতাম—আজ মানুষ মেষ চরাচ্ছি—প্রায় সমান!

(আলি আকবর ও সিরাজী বেগমের প্রবেশ)

(নাদির শাহ্ উভয়ের প্রতি উপবেশনের ইঙ্গিত করিলেন)

আলি আকবর, আমার ইচ্ছা হ'য়েছে—আজ আমি এই হিন্দু ক্রীতদাসীকে বিবাহ ক'রে একে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহিষী ক'র্বো।

আক। আপনি ইচ্ছা ক'র্লেই পারেন জাঁহাপনা—আপনি সর্ব্বশক্তিমান্!

নাদির। আসি, তোমার এই গুণেই আমি তোমাকে এত ভালবাসি। বোধ হয় তোমাদের ইরাণী অভিজাতকে শুধু এই একমাত্র কারণে ভালবাসি। অমন তোষামোদ জগতে আর কোনো জাতি কর্তে পার্বে না! সিরাজী বেগম, সিতারা বেগম আজ থেকে প্রধানা মহিষী—তুমি প্রত্যহ এঁকে অভিবাদন ক'র্বে। এই মুহূর্ত্তে অভিবাদন কর! অভিবাদন কর! (সিরাজী অভিবাদন করিল) সিতারা, আমার পাশে এস। মোল্লাবাসী—

মোল্লা। নূতন হিন্দু বেগমের বংশ পরিচয়—

নাদির। আঃ—মোল্লাবাসী, বিরুক্তি ক'রনা। সিরাজী, তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, এই রকম আর একটা বিবাহ-রাত্রে আভিজাত্যাভিমানী শিয়া সম্প্রদায়ের আর এক মোল্লাবাসীর কি দুর্দ্দশা হ'য়েছিল! বংশ-পরিচয় অনাবশ্যক—আমি চাই, বংশের নয়, নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে! আভিজাত্য যেন আজ এই সিরাজী বেগমের মত ক্রীতদাসীকেও অভিবাদন ক'র্তে শেখে—

(নাসিরুল্লা কুলী খাঁর প্রবেশ)

নাসিরুল্লা! এদিকে এস। সিতারা, এই আমার কনিষ্ঠ পুত্র!

সিতারা। শাহ্জাদা?

নাদির। এখন ঘটনাচক্রে শাহ্জাদা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন বটে—তবে আসলে ইনি কুলীখাঁ জাদা—কেননা, যখন জন্মেছিলেন, তখনো আমি শাহ্ হইনি। নাসির কুলী, এই হিন্দুরমণী হিন্দুস্থানের রাজপুতনারী—এই মুহূর্ত্তে ইনি প্রধানা সম্রাজ্ঞী হবেন! মোল্লাবাসী—

সিতারা। আমার একটা নিবেদন আছে জাঁহাপনা।

নাদির। বল—

সিতারা। হিন্দুস্থানে লোকাচার আছে, পুত্রকে পিতার বিবাহ দেখ্তে নেই। সুতরাং—

নাদির। ভাল, তোমার দেশের আচার আমি মানব। নাসির, তুমি মুহূর্ত্তের জন্য শিবিরের বাইরে যাও—

নাসির। আমি সংবাদ বহন ক'রে এনেছি সম্রাট্!

নাদির। কি সংবাদ?

নাসির। হিন্দুস্থানের সম্রাট—শিবিরের বাইরে—

নাদির। ওঃ—ভাল, তুমি তাঁকে অপেক্ষা ক'র্ত্তে বল। আগে বিবাহ হ'য়ে যাক্—তারপর হিন্দু সার্ব্বভৌম রাজার মত প্রধানা মহিষী, অন্যান্য বেগম এবং সমস্ত রাজ-কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হ'য়ে আমি মোগল-সম্রাটের সঙ্গে দেখা ক'র্ব্ব—আদেশ পেলে তুমি তাঁকে এখানে আন্বে।

(সিরাজী ও আলি আকবরে দৃষ্টি-অভিনয়)

[নাসিরুল্লার প্রস্থান

(মোল্লাবাসী ও সিতারাকে লইয়া নাদির কিছুক্ষণের জন্য নেপথ্যে গেলেন। পর মুহূর্ত্তে আবার আসিলেন)

নাদির। আগাবাসী—সমস্ত রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষকে এই মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত হবার সঙ্কেত কর। সিরাজী বেগম, তুমি আমাদের পদতলে উপবেশন কর।

(আগাবসী শিবিরের বাহিরে গিয়া সঙ্কেত করিতেই এক এক করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজকর্ম্মচারীগণ সম্রাট্-শিবিরে আসিয়া নূতন সম্রাট-দম্পতীকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

আহ্মেদ আবদালি, সালেহ্ বেগ, মির্জ্জা মেহেদী, ক্রীতদাসীগণ, বিভিন্ন সৈন্য এবং তাহাদের অধ্যক্ষ—তুর্কী, ককেসীয়, খোরাসানী, সিস্তানী, বক্তিয়ারী, কার্ম্মান, আফ্গান, খিল্জী, আবদালী এবং সর্ব্বশেষে নাসিরুল্লা, আসফাজা, সাদৎ আলি খাঁ প্রভৃতি সহ মোগল সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্‌কে লইয়া প্রবেশ করিল। নাদির সিংহাসন হইতে নামিয়া মহম্মদ শাহের অভ্যর্থনা করিলেন)

নাদির। মোগল সম্রাট, আপনি শুভ মুহূর্ত্তে আমার শিবিরে এসেছেন। আপনার প্রদত্ত সেই হিন্দু ক্রীতদাসীকে আমি বিবাহ ক'রছি—

(সর্ব্বত্র পান-ভোজনের উৎসব চলিতে লাগিল—নাদির পুনরায় তাঁহার উচ্চাসনে গিয়া বসিলেন)

মোগল সম্রাট, ইতিপূর্ব্বে আমি আপনার ব্যবহারে অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলাম। আপনি আমার রাজশক্তি অস্বীকার ক'রেছিলেন—তার নিদর্শন, আপনি বার বার আমার শক্তি অমান্য ক'রে বিদ্রোহী পলাতক আফগান সর্দ্দারদের আপনার রাজসভায় আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি ভেবেছিলেন, আফগানিস্থানের দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম ক'রে পারস্যের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী হিন্দুস্থানে আস্‌তে পারবে না। এখন বুঝেছেন, আপনার ধারণা কিরূপ ভ্রমাত্মক ?

মহম্মদ। পারস্য সম্রাট, আমার পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য আমি অনুতপ্ত।

নাদির। আপনি যখন নিজে এসেছেন, আপনার প্রতি আর আমার ক্রোধ নাই। আপনি তুর্কী, সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত, উদার মুসলমান—আমাদের পরমাত্মীয়, কেননা—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন—আমিও তুর্কী, আমিও সুন্নী সম্প্রদায়-ভুক্ত। আমি আপনার পূর্ব্ব-অপরাধ ক্ষমা ক'রেছি।

মহম্মদ। সম্রাট আপনি মহান্!

নাদির। আপনি আপনার আভিজাত্য-মণ্ডিত গর্ব্বিত উষ্ণীষধারী শির আমার এবং নূতনতম সম্রাজ্ঞীর নিকট অবনত ক'রেছেন, এই জন্য আমি আপনার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হ'য়েছি। যে আভিজাত্য মানুষকে তুচ্ছ ক'রে তাকে ক্রীতদাস করে, আমি তাকে ঘৃণা করি। আভিজাত্যের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা আভিজাত্য মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষই আভিজাত্যের স্রষ্টা। তবে আমি এই মুহূর্ত্তে সসৈন্যে আপনার রাজধানীতে যাত্রা ক'রতে চাই—আমি সেখানে গিয়ে নিজের চোখে আপনার শাসন-প্রণালী দেখ্‌বো। যদি আপনি রাজ্য-শাসনের যোগ্য হন, উত্তম ; যদি অযোগ্য হন, ভারতে মোগল শাসন পুরাতন ও অনাবশ্যক ব'লে পরিত্যক্ত হবে। সালেহ্ বেগ, আহ্মেদ আবদালী, সমস্ত বাহিনী সচল হবার আদেশ দাও। বাহিনীর পুরোভাগে পথ প্রদর্শক হ'য়ে থাকবেন—সাদৎ খাঁ এবং মোগল সম্রাটের উজীর আসফজা নিজাম-উল্‌মুল্‌ক্ চিন্ ক্লিচ্‌খাঁ—তারপর সালেহ্ বেগ তোমার খোরাসানী বাহিনী, তারপর ভারত-সম্রাট ও পারস্য-সম্রাট—তৎপশ্চাতে আগাবাসী, ভারত-সম্রাট ও পারস্য-সম্রাটের বেগম-মহল—তারপর খিল্‌জী, তুর্কী—তারপর আলি আকবর, বাহিনীর রসদ কর্ম্মচারী, তারপর বক্তিয়ারী, কার্ম্মানি, সিস্তানী, ককেসয়ী—সর্ব্বশেষে আহ্মেদ, তোমার দুর্দ্ধর্ষ আবদালী সৈন্য।

(আদেশমত সৈন্যাধক্ষ্যগণ এক এক করিয়া বাহির হইয়া গেল—সালেহ্ বেগ ও আহ্মেদ আবদালী শিবির তুলিবার সঙ্কেত করিলেন—দামামা-ধ্বনি দ্বারা সেই বিশাল শিবিরের সর্ব্বত্র একটা গতি-চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে লাগিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—দিল্লী-রাজপ্রাসাদ, বেগম-মহল

(রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সিরাজী তাঁহার কক্ষে একা বসিয়া আছেন। কর্ণালের শিবিরে সে রাত্রির ঘোর অপমান তাঁহার মনে জাগরূক—সেই সঙ্গে চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে সিতারা ও নাদিরের পূর্ণাঙ্গ প্রেমের চিত্র। নারী-সুলভ ঈর্ষায় তাঁহার অন্তর জ্বলিতেছে। অল্পক্ষণ পরে আলি আকবর প্রবেশ করিয়া একটা আসনে বসিয়া পড়িলেন)

সিরাজী। আলি আকবর, এ অপমানের প্রতিশোধ তোমায় নিতেই হবে।

আক। আস্তে—আস্তে—চেঁচিয়ো না সিরাজী, চেঁচিয়ো না। হঠাৎ এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

সিরাজী। তুমি যদি মানুষ হ'তে—আমার উত্তেজিত হবার আবশ্যক ছিলনা। খোরাসানী জঙ্গলের ভঁইস্ তোমার সাম্‌নে যে অপমান আমায় ক'র্‌লে, নিজের চোখে দেখেও, তুমি যদি তার প্রতীকার না ক'রে, এই রকম সমস্ত রাত্রি মদ্যপান ক'রে নিজের আনন্দে বিভোর থাক', তাহ'লে আমায় আত্মহত্যা ক'র্ত্তে হবে।

আক। কোন্ দিন্‌কার কোন্ অপমানের কথা ব'ল্‌ছ বল দেখি?

সিরাজী। ওঃ! সে অপমান তোমার গায়েই লাগেনি! তুমি কি হ'লে? এত অধঃপতন তোমার কি ক'রে হ'ল? তুমি কি ভুলে গেছ কোন্ বংশে তোমার জন্ম?

আক। আচ্ছা সিরাজী, ব্যাপারখানা কি বল তো? তুমি আমায় মদ্যপানের জন্য তিরস্কার কৃ'র্‌লে, অথচ দেখ্‌ছি নেশাটা তোমারই হ'য়েছে বেশী!

সিরাজী। তোষামোদ ক'রে আর অপমান স'য়ে তোমার গায়ের চামড়া এত পুরু হ'য়ে গেছে যে, কোনো অপমানই চামড়া ভেদ ক'রে অন্তরে গিয়ে পৌছয় না। কুলী খাঁ মিথ্যে বলে না—তোষামোদে ইরাণীরা অদ্বিতীয়।

আক। হঠাৎ স্বজাতির দুর্গতির জন্য তোমার প্রাণ এ রকম কেঁদে উঠ্‌লো যে! তোমায় এতটা স্বজাতি ও স্বদেশবৎসলা পূর্ব্বে তো কখনো দেখিনি সিরাজী। সত্যি ব'ল্‌ছি সিরাজী, মান-অপমানের খুব বেশী তোয়াক্কা আমি রাখিনে, আমি চাই কাজ। দু'টো মিষ্টি মিথ্যেকথা ব'ল্‌লে, যদি কাজ পাওয়া যায়—তাতে ক্ষতি কি?

সিরাজী। অপমানেরও তো একটা সীমা আছে। আর কত অপমান তুমি সইতে বল? একটা রাস্তার ভিখারী মেয়ে—কাফের—তাকে ক'ল্লে প্রধানা বেগম—আর আমি, সাফাভী বংশের রাজকুমারী, সম্রাট্ হুসেন শাহের ভাগিনেয়ী, আমাকে তার পায়ের তলায় দাঁড় করিয়ে সেলাম করালে!

আক। ওঃ, বটে বটে বটে—তোমার একটু রিশ্ হয়েছে! তা হ'তে পারে। যাই বল আর তাই বল বোন্, কুলীখাঁকে তুমি যতই গালাগাল দাও, আমি দেখ্‌ছি সত্যই তুমি ওকে একটু একটু ভালবাস!

সিরাজী। সেই হিন্দু সয়তানী—গায়ের রং দেখ্‌লে অমাবস্যার রাত্রি ভয়ে পালিয়ে যায়—সেই হ'ল ওর প্রধানা বেগম! উপযুক্ত মিলনই হ'য়েছে! একদিকে খোরাসানের জঙ্গলের বর্ব্বর চাষী, আর একদিকে হিন্দুস্থানের সয়তানী—আর তুমি দিনে-রেতে পঞ্চাশবার ক'রে এই অপূর্ব্ব দম্পতীকে সেলাম ক'রে আস্‌ছ! লজ্জাও করে না?

আক। সয়তানী? তোমার রিশের মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গেল সিরাজী! তার উপর রাগ ক'র্‌তে হয় কর, তোমার দোষ দিই না—খোদা তোমায় স্ত্রীলোক ক'রে পাঠিয়েছেন, কি কর্ব্বে বল! কিন্তু রাগ ক'রে ডাহা মিথ্যেকথা বলা ঠিক নয়। রাগের মাথায় তাকে অতটা কুৎসিৎ বলা ঠিক উচিত হবেনা। কুলীখাঁ যখন ক্রীতদাসীদের দল থেকে ওই মেয়েটিকেই পছন্দ ক'রে নিলে, তখন আমি তার পছন্দের তারিফ না ক'রে থাকতে পাল্লেম না। তুমি রাগই কর আর যাই কর সিরাজী,

আমি হক্ কথা ব'ল্‌বো। রাজপুত্‌নী সত্যি সুন্দরী—আর, একেবারে যাকে বলে নব-যৌবনা। নাদির যদি ওকে পছন্দ না কর্ত্ত, তাহ'লে বোধ হয় আমিই ওকে পছন্দ কর্ত্তাম।

সিরাজী। সে সুন্দরী—সে নব যৌবনা—আর তোমরা সব পুরুষ নবীন যুবক! কেবল আমারই রূপ নাই—আমারই যৌবন নাই!

আক। আহাহা—তুমি রাগ কর কেন?

সিরাজী। না, রাগ ক'র্‌বো কেন! আর কার উপরই বা রাগ ক'র্‌বো! আর তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কিসের? এক বাপ-মার সন্তান বইতো নয়! তা, বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও চ'লে গেছে। এখন তুমি জগতের অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী সম্রাটের অর্থ-সচিব—আমার অপমানে তোমার অপমান হবে কেন! কিন্তু তোমার এ সুদিন থাক্‌বে না জেনো। তুমি ভাবছ সম্রাট তোমার হাতের মুঠোয়, কিন্তু তোমার সে ধারণা ভুল!

আক। সিরাজী, তুমি যখন মিছামিছি অভিমান কর্‌ছো, রাগ কর্‌ছো, তখন আর আমি হাস্য-পরিহাস ক'র্ব্ব না। শোন সত্য কথা—নাদির আমাদের যতটা ঘৃণা করে, তার চতুর্গুণ ঘৃণা আমি তাকে করি। কিন্তু শুধু ঘৃণা ক'র্‌লেই তো হয় না। তুমি জান, আমি অসিজীবী নই—মসীজীবী আর বুদ্ধিজীবী; নাদির যে মূর্ত্তিমান্ অসিজীবী। কিন্তু ও মূর্খ—যতই শক্তিশালী হোক, আমার শরণাপন্ন ওকে হ'তেই হবে।

সিরাজী। তুমি নাদিরের চেয়েও মূর্খ, তাই ওই রকম একটা অসম্ভব ধারণা ক'রে বসে আছ। তোমার মত শিক্ষাভিমানী লোক, ও যে দেশে যাবে সেই দেশেই শত শত সংগ্রহ ক'র্ত্তে পার্ব্বে। আর যে শিক্ষার গর্ব্ব তুমি ক'র্‌ছ, সে গর্ব্ব সালেহ্ বেগও ক'র্‌তে পারে—উপরন্তু সে শক্তিমান্ বীর। ইতিমধ্যেই দেখ্‌তে পাচ্ছ', দিল্লীশ্বরের উজীর আসফ্‌জা আর সাদৎ খাঁ নাদিরের কত প্রিয়পাত্র হ'য়েছে!

আক। আজ না হয় হিন্দুস্থানে এসে নাদির হঠাৎ খুব বড় হ'য়ে প'ড়েছে, কিন্তু দু'দিন পরে যখন সৈন্যদের রসদ যোগাড় কর্ত্তে হবে—মাসোহারা দিতে হবে—তখন কি আসফ্‌জা তার ব্যবস্থা ক'র্ব্বে, না সালেহ্ বেগ ক'র্ব্বে?

সিরাজী। তোমার যুক্তির বহর দেখে দানিয়েল পর্য্যন্ত হার মান্‌বে! তুমি কি অন্ধ, না দিল্লীতে এসে মোগল-সম্রাটের অতিথি হ'য়ে, রাত্রিদিন শুধু মদ্যই পান ক'চ্ছ?

আক। এখানে এসে অবশ্য মদ্যপান ছাড়া অন্য কোনো কাজ আমার নাই ব'ল্লেই চলে—কিন্তু আমি অন্ধ নই।

সিরাজী। তুমি ভাব্‌ছ' ভারত-অভিযানের পরেও নাদিরের অর্থাভাব থাক্‌বে? শুধু দিল্লী নয়, ভারতের প্রতি প্রদেশ থেকে দিগ্বিজয়ীর রাজকর আদায় হ'চ্ছে তুমি জান। সমস্ত হিন্দুস্থান যদি পারস্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, আমি কিছু আশ্চর্য্য হব না। তারপর ভারতের অগাধ ধনরত্নের অফুরন্ত খনির সন্ধান যদি নাদির পায়, তখন সে তোমায় দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—তোমার পরিবর্ত্তে রাজস্ব সচিব হবে, ওই রাজপুত্‌নীর কোনো রাঠোর আত্মীয়! হিন্দুস্থান থেকে যদি প্রচুর অর্থ পায়, তাহ'লে হিন্দু বেগমকে ভালবাসা তারপক্ষে তো স্বাভাবিকই হবে। সে সয়তানী এরই মধ্যে নাদিরকে গুণ ক'রেছে, অদূর-ভবিষ্যতে তোমার-আমার কি অবস্থা হবে, একবার চিন্তা ক'রে দেখ!

আক। তা-তা-তা—তোমার কথাটা যে একেবারে যুক্তিহীন তা নয় যদিও, তবু বুঝ্‌লে কিনা সিরাজী, আগে থেকে অতটা চিন্তা কর্ব্বার যে আবশ্যক আছে, তা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না!

সিরাজী। বেশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ওদিকে অন্দরনে আগাবাসী রাজপুত্‌নীর একান্ত অনুগত। পূর্ব্ব থেকেই সে আমার ভাল দেখ্‌তে পারে না—প্রভুভক্ত কাফ্‌রী, প্রভুর মত পারসী অভিজাতের উপর তারও বিতৃষ্ণা! তার অনুমতি নিয়ে আমায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে হয়—অথচ আমি বেগম, সম্রাট হুসেন শাহের ভাগিনেয়ী! ওঃ—আমার এ অপমান যদি তোমার গায়ে না লাগে, আমার উচিত জহর খেয়ে মরা!

আক। আচ্ছা, তুমি কি ক'র্ত্তে বল?

সিরাজী। একটু আগে তুমি গর্ব্ব ক'রেছিলে তুমি বুদ্ধিজীবী; আমি তোমার সেই বুদ্ধির দোহাই দিয়ে ব'লছি, সমস্ত বুদ্ধি সংগ্রহ ক'রে এমন কিছু কর—যাতে নাদিরের ভারত-অভিযান একেবারেই ব্যর্থ হয়! কুলী খাঁ একদিন পারস্যে জনপ্রিয় হ'য়েছিল, তারই ফলে শাহ্ তামাস্ আজ খোরাসানে বন্দী। নিশ্চয় জেনো, যদি কোনো দিন হিন্দুস্থানে নাদির জন-প্রিয় হয়, সেদিন আমাদের পক্ষে অতি ঘোর দুর্দ্দিন। আফগানিস্থান জয় করায় কত আফগান তার সৈন্যভুক্ত হ'য়েছে—তারা তাকে দেবতার মত ভক্তি করে—তাদের সাহায্যে নাদির অভিজাতদের কিরূপ লাঞ্ছিত ক'র্ত্তে পাবে, তা কি তুমি আজও বুঝ্তে পারনি? এখনই তো সম্রাট্-দরবারে আফগান-সর্দ্দার আহ্মেদ আবদালির সম্মান তোমার চেয়ে ঢের বেশী!

আক। তাইতো সিরাজী, তুমি যে আমায় সত্যিই তাতিয়ে তুল্লে! আচ্ছা সিরাজী, তোমার এখানে নিশ্চয়ই দু'-এক পাত্র সিরাজী পাওয়া যাবে!

সিরাজী। না, আর আমি তোমায় মদ্যপান ক'র্তে দেব না! মদ্যপান ক'রেই তোমার এ অধঃপতন হ'য়েছে।

আক। সেটা কি ভাল হবে বোন্! কথা আছে জানতো, "যে মাটীতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে!" তুমি যা ব'লছ, ধর, তাই যদি সত্য হয়, অর্থাৎ সত্যই যদি আমার অধঃপতন হ'য়ে থাকে—তা হ'লে, যা থেকে অধঃপতন হ'য়েছে, সেই পদার্থকে ধ'রেই আমাকে আবার উঠ্তে হবে। বুদ্ধিটাকে একটু সজীব না ক'র্লে, ঠিক পেরে উঠ্বোনা সিরাজী! তুমি সত্য কথাই ব'লেছ—আমার সমস্ত বুদ্ধি এবার প্রয়োগ ক'র্ত্তে হবে।

সিরাজী। বাঁদী, সিরাজী!

(বাঁদী আসিয়া দুইটি পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল, উভয়ে পান করিল)

সিরাজী। এরই মধ্যে নাদির মোগল-রাজ-বংশের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও ঔদার্য্য দেখিয়েছে। সাধারণ জন-সমাজ পারস্য সম্রাটের ব্যবহারে বিশেষ তুষ্ট। মোগল, পাঠান, মেবারী, মাড়োয়ারি সবার সঙ্গেই সমান ব্যবহার ক'চ্ছে—হিন্দু-মুসলমান কোনো প্রভেদ রাখেনি!

আক। তুমি এত সংবাদ কোথায় সংগ্রহ ক'ল্লে?

সিরাজী। আমি তো তোমার মত সমস্ত রাত মদ্যপান করি না—আমার চোখ-কান দুইই সজাগ থাকে। আমি আগাবাসীর কাছে শুনেছি—মহম্মদ-শাহের রাঠোর বেগমের কাছ থেকেও শুনেছি!

আক। সম্ভবতঃ তোমায় পতিপ্রাণা মনে ক'রে সুখ্যাতির মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিয়েছে! যাক্, জেনে রাখ সিরাজী, আর আমি নিশ্চিন্ত নই—আমার মস্তিষ্কে বুদ্ধির কীটগুলো সচেতন হ'য়েছে!

(বাঁদী আসিয়া পুনরায় পান-পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল)

সিরাজী। এর জন্য তুমি রাজকোষের সমস্ত অর্থ গ্রহণ কর—যদি আবশ্যক হয়, আমি আমার সমস্ত রত্নালঙ্কার তোমায় দেব!

আক। কুলী খাঁ আজ রাত্রে তোমার কক্ষে আস্বে?

সিরাজী। যেদিন থেকে সে রাজপুত সয়-তানীকে দেখেছে, সেদিন থেকে একবারও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। কেমন ক'রে ব'ল্বো আস্বে কি না?

আক। যদি সংবাদ পাঠাও, তাহ'লেও আসবে না?

সিরাজী। কেমন ক'রে বল্বো? বুনো হারামের গোঁ আর মর্জ্জি!

আক। ঠিক হ'য়েছে! এই জন্যই এই সিরাজী আমি এত ভালবাসি! মাথা একেবারে পরিষ্কার, বুদ্ধির দশটা দোরই খোলা! আমি বরাবর দেখে আসছি, প্রচুর সিরাজী পান না ক'র্লে আমার প্রতিভা ঠিক কার্য্যকরী হয় না। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা—ঠিক হ'য়েছে—এক ঢিলে সম্ভবতঃ অনেক পাখীই ম'র্বে! তুমি এক কাজ কর—আগাবাসীকে দিয়ে নাদিরকে ডেকে পাঠাও—ব'ল্বে, বড় জরুরী কাজ! তাকে আনা চাই।

সিরাজী। যখন এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে কি জরুরী কাজ, কি উত্তর দেব?

আক। যা খুসী—পরিহাস, বিদ্রূপ, মান, অভিমান, চোখের জল—যত অস্ত্র তোমার হাতে আছে। কতকগুলো কথা—তা তুমি পার্‌বে! এই ধর না আবদালী, সয়তানী, হিন্দু, মুসলমান—এই সমস্ত! আসল কথা—হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে কুলী খাঁর মনটাকে বেশ তাতিয়ে রাখ্‌বে—বিশেষ ক'রে, আবদালী সৈন্য আর তাদের নায়ক আহ্‌মেদকে যদি গল্পের ভিতর জুড়্‌তে পার তো ভাল হয়। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ তোমার, প্রতিভাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কথাটাও একেবারে অমূলক নয়, দুই সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ চ'লেছে! এখনই কুলীখাঁকে এখানে আন্‌তে চাও—তারপর আজ সমস্ত রাত্রি এবং কাল সকালে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত তাকে তোমার কক্ষে ধ'রে রাখ্‌তে চাও! বেলা এক প্রহরের পর দেখ্‌বে—

সিরাজী। তোমার কথা বুঝেছি—কিন্তু কি দেখ্‌বো?

আক। যা দেখ্‌তে চাও!

সিরাজী। আমি দেখ্‌তে চাই—হিন্দুস্থানের হারামজাদীকে কাল সকালে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হ'চ্ছে!

আক। সেটা হ'লে একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়! আমার মাথায় এখন বড় বড় রাজনৈতিক চক্রান্ত সব ঘুরপাক খাচ্ছে, আমি এখন স্ত্রীলোকের ছোট-খাট রাগ-দ্বেষের কথা ভাব্‌তেই পার্‌ছি না!

সিরাজী। তুমি কি করবে এখন?

আক। সে আমি কাউকে ব'ল্‌বো না—তোমাকেও না। শুধু এই টুকু জেনে রাখো কাল বেলা এক প্রহরের মধ্যে যা ঘটবে, তা আমারই পরিপক্ব মস্তিকের গভীর চিন্তার ফল! আমি চ'ল্লাম—আর আমি সময় নষ্ট করতে পারি না। মনে রোখো, কুলীখাঁকে আজ রাত্রের মত স্থানান্তরে যেতে দেবে না। [প্রস্থান

(সিরাজী কিছুক্ষণ চঞ্চল হইয়া কক্ষের ভিতর পাদচারণা করিতে লাগিলেন, পরে একপাত্র সিরাজী পান করিলেন)

সিরাজী। বাঁদী, আগাবাসী—

[বাঁদীর প্রবেশ ও প্রস্থান

কি জানি, আলিকে ব'লে কাজ ভাল কল্লাম কি মন্দ ক'ল্লাম;—কিন্তু ও ছাড়া এই বিদেশে আর কাকেই বা বিশ্বাস করি! আলি হঠাৎ এতটা উৎসাহ দেখালে! কি ক'র্ত্তে চায়? ও তো স্বার্থ ছাড়া এক পা-ও চলে না।

(আগাবাসীর প্রবেশ)

আগা। হুজুরাইন!

সিরাজী। সম্রাট্ কোথায়?

আগা। আপনি তো জানেন সম্রাট্ কোথায়।

সিরাজী। তাঁকে আমার সেলাম জানিয়ে বল, আমি তাঁর প্রতীক্ষায় আছি। বিশেষ প্রয়োজন।

আগা। সম্ভবতঃ তিনি নিদ্রিত।

সিরাজী। তুমি হিন্দু বেগমকে আমার সেলাম দিয়ে বল, বিশেষ প্রয়োজন, একটী বার সম্রাটের আমার এখানে আসা চাই—আমি কতকগুলো গোপন সংবাদ পেয়েছি, সেগুলো সম্রাটের মঙ্গলের জন্য তাঁর কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

আগা। আমি এই মুহূর্ত্তেই যাচ্ছি হুজুরাইন!

[প্রস্থান

সিরাজী। বাঁদী, সম্রাটের জন্য সিরাজী?

(বাঁদী পানীয় ও পান-পাত্র রাখিয়া গেল)

সিরাজী গীত

সুন্দর হে (তোমায়)
আঁখিতে রাখিতে প্রাণ চায়!
জানি যে দেবে না ধরা
আশা ধরি নিরাশায়॥
নয়নে বারি ঝরে গোপনে থেকে থেকে,
যতনে রাখি ঢেকে
শুধু যে ছলনায়!
কত যে অবহেলা, কত যে অপমান,
গুমরি' কেঁদে উঠে দলিত মন-প্রাণ
মুরছি' পড়ে ওগো নিঠুর,
তব পায়॥

(গানের মধ্যভাগে সম্রাট প্রবেশ করিলেন; তিনি গান শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন)

নাদির। বাঃ বাঃ বাঃ—বেশ সেজেছ পিয়ারী! আজ তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে, বুঝিবা তোমার যৌবন এখনো গত হয়নি! তোমার দেহে ও মনে সহসা যৌবনের এ প্রাচুর্য্য আজ কোথা থেকে এল সিরাজী?

সিরাজী। জাঁহাপনার অনুগ্রহ! তবে এ যৌবন আমার নয়—এ জাঁহাপনার চোখের স্বপ্ন-বিলাস! কয়েকদিন থেকে নবযৌবনার সংস্পর্শে এসে জাঁহাপনা এখন চারিদিকে শুধু যৌবনেরই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন!

নাদির। তোমার কথা একেবারে মিথ্যা নয় সিরাজী! এই হিন্দুস্থানের বালিকা সত্যই আমার অন্তর স্পর্শ ক'রেছে—আমি নূতন ক'রে যৌবন ফিরে পেয়েছি! তুমি দিয়েছিলে মত্ততা, এ দিয়েছে অমৃত!

সিরাজী। তবু ভাল—জাঁহাপনা স্বীকার ক'রেছেন, আমি মত্ততা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর মত্ততা দেবার মতও কিছু আমার নেই!

নাদির। কয়েকদিন থেকে আমারও তাই ধারণা হ'য়েছিল—ভেবেছিলাম তোমাকে বেগমের দল থেকে বরখাস্ত ক'রে বাঁদীর দলের সর্দ্দারণী ক'রে দেব! কিন্তু আজ তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে, চাই কি তোমায় আরও দু'তিন বছর বেগম-মহলে রাখা যেতে পারে!

সিরাজী। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ! আর বাদীই তো আছি—সর্দ্দারণী হ'লে তবু কিছু স্বাধীনতা থাকত! কি চমৎকার বেগমের সম্মান—জাঁহাপনার ক্ষুদ্রতম বান্দারও ইচ্ছানুসারে তাকে উঠ্‌তে ব'স্‌তে হয়!

নাদির। এ অনুযোগ অনেকদিন শুনেছি, নূতন ক'রে শোন্‌বার আবশ্যক নেই। যাক্—এই গভীর রাত্রে আমার নিদ্রা ভাঙিয়ে আমায় এখানে আহ্বান ক'রেছ, শুধু কি এই কথা জানাতে যে, তুমি আজও যুবতী এবং তোমার ওই পানীয়ের মত আজও রঙিণ!

সিরাজী। আমি এত নির্ব্বোধ নই জাঁহাপনা, যে, একটা ভাঙা প্রাণের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ কুড়িয়ে নিয়ে, নূতন প্রাণের ডালি রচনা করি!

নাদির। প্রাণ কি সত্যিই ভেঙে গেছে সিরাজী? কেমন ক'রে ভাঙ্‌লো? অমন টেঁক্‌সই পাথুরে প্রাণ কিসের আঘাতে ভাঙ্‌লো?

সিরাজী। জাঁহাপনা আমার রূপ-যৌবন নিয়ে রহস্য ক'রতে চান করুন, কেননা জাঁহাপনাকে বাঁধতে পারি, যৌবনের সে ঐশ্বর্য্য আজ আর আমার নাই—কারও চিরদিন থাকে না, সম্ভবতঃ আপনার হিন্দু-প্রেয়সীরও থাকবে না—কিন্তু প্রাণ নিয়ে রহস্য করা শুধু হৃদয়-হীনতার নয়, কুরুচির পরিচয়!

নাদির। সত্য কথা সিরাজী। কিন্তু আমি তো কোনো দিনই একথা বলিনি যে, আমি সাফাভী-বংশায়ের মত মার্জ্জিত-রুচি! যাক্—আজ আর আমি তোমার প্রাণে আঘাত দেব না। যে-আনন্দ আমি আমার অন্তরে পেয়েছি, আমি ইচ্ছা করি, আমার চারিদিকের সবাই—যারা আমার প্রসাদ-ভিক্ষু—সেই আনন্দ অনুভব ক'রুক্! তুমি যখন আমায় এখানে আমন্ত্রণ ক'রে আহ্বান ক'রেছ, আজ রাত্রে আমি তোমার এখানেই থাক্‌বো।

সিরাজী। হিন্দুস্থানের যে কাফের বালিকার প্রেমে জাঁহাপনার প্রাণের প্রসার এতখানি বেড়ে গেছে, আমি তার কল্যাণ-কামনায় জাঁহাপনাকে এই পানীয় পরিবেশন করি।

[সিরাজী প্রদান

নাদির। (পানান্তে) তুমি বেশ কথা বল্‌তে পার সিরাজী—খাসা বানিয়ে-বসিয়ে চমৎকার ক'রে বল—ঐটে বোধ হয় লেখাপড়া শেখার গুণ! এই দেখ না, মনে মনে তুমিও আমাকে পছন্দ কর না, আমিও তোমাকে পছন্দ করি না। অথচ তুমি কেমন মিষ্টি-মিষ্টি ক'রে কথাগুলো বল্‌ছ—শুনে মনে হচ্ছে, যেন আমাকে আনন্দ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজই তোমার নাই! কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা কর্ত্তে গিয়ে, আমি মুখ দিয়ে এমন এক কথা বের ক'রে ফেল্‌লাম, যেটা তোমার সামনে বলা উচিত নয় এবং বল্‌বার ইচ্ছাও আমার ছিল না! নাঃ, লেখাপড়া আমায় শিখতেই হবে! তুমি আমায় শেখাবে সিরাজী? তুমি বোধহয় শুনে সুখী হবে, সম্প্রতি আমাদের

মোল্লা সাহেব মির্জ্জা মেহেদীর কৃপায় আমি অনেক কষ্টে আমার নিজের নামটা সই করতে শিখেছি! যাক্—আপাততঃ খবর কি বলতো? আমি নিশ্চয় জানি, শোনাবার মত নূতন কিছু অপ্রিয় খবর না থাকলে, তুমি আমায় ডাকতে না। হিন্দুস্থানে এসে নিজের খ্যাতি শুনে শুনে আমার কর্ণপীড়া জন্মেছে,—এখন তোমার খবর শুনি!

সিরাজী। আপনার কানে আপনার যতটা খ্যাতি বর্ষিত হচ্ছে, বাস্তবিক পক্ষে ততটা খ্যাতি আপনি অর্জ্জন করেননি!

নাদির। বটে বটে! আমাকে তারা কি মনে ক'চ্ছে?

সিরাজী। যা মনে করা স্বাভাবিক! আপনি এখানে ঠিক অভ্যাগত নন! তারা ভয়ে আপনার স্তুতিগান করে।

নাদির। সে তো মোগল-রাজবংশীয়েরা! দেশের সাধারণ লোক—যাদের কাছে মোগল-শাসন পুরাতন ও জড় হ'য়ে গেছে—তারা আমার কাছে নূতন কিছু প্রত্যাশা করে না?

সিরাজী। তা'রা মনে করে, আপনি ক্ষণিকের অতিথি। দু'দিন পরে আপনি যখন চলে যাবেন, তখন আবার মোগলের পুরাতন অত্যাচার আরম্ভ হবে। বিশেষ—

নাদির। বিশেষ কি সিরাজী? তোমায় ইতস্ততঃ করতে হবে না—কি বিশেষ কথা শুনেছ, বল।

সিরাজী। তারা মনে করে, মহম্মদ শাহ্ আপনাকে একটা সামান্য ক্রীতদাসী দিয়ে বোকা বানিয়েছে। আরও শুনেছি, ওই ক্রীতদাসী যাদু জানে—মহম্মদ শাহের পরামর্শ অনুসারে সে সম্রাটকে গুণ ক'রতে প্রেরিত হ'য়েছিল!

নাদির। সিরাজী, প্রধানা বেগমকে তুমি অসম্মান ক'রছ! আমার সম্মুখে তাঁকে ক্রীতদাসী বলবার কোনো অধিকার আমি তোমায় দিইনি!

সিরাজী। দিল্লীর সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে জাঁহাপনার যে কুৎসা রটিত হ'য়েছে, আমি তারই প্রতিধ্বনি জাঁহাপনাকে শোনাচ্ছি—এই-মাত্র। জাঁহাপনা শুনতে ইচ্ছা না করেন, আমি এখনই নীরব হব! এ আমার নিজের কথা নয়—

নাদির। আর কি ব'লছে?

সিরাজী। আমি জানি, আমি আপনার চক্ষুঃ-শূল—তাই সে সব কথার উল্লেখ ক'রে বেশী মাত্রায় আপনার বিরাগ-ভাজন হ'তে আমি ইচ্ছা করি না!

নাদির। না—যখন ব'লেছ, তখন শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে ব'লতে হবে। বল—শেষ পর্য্যন্ত শুনে আমি এ কুৎসার মূল অন্বেষণ ক'রব। যদি বুঝি অমূলক, এর প্রতিফল তোমায় নিতে হবে!

সিরাজী। (অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল) জাঁহাপনার ক্রোধ দেখে আমি শঙ্কিত হচ্ছি!

নাদির। না, আশঙ্কার কোনো প্রয়োজন নাই—আমি ক্রোধ সংযত ক'রেই শুনবো। বল।

সিরাজী। আমি শুনেছি, আপনার আবদালী সৈন্য আর ভারতেশ্বরের হিন্দু সৈন্যের মধ্যে প্রায়ই এই প্রসঙ্গের আলোচনা হয়। হিন্দু সৈন্যেরা বলতে চায়, এই হিন্দু-নারী সয়তানী—জাঁহাপনার বল-বীর্য্য সব স্তিমিত ক'রে তাঁকে যাদু করে রেখেছে! নতুবা, কর্ণালের সমর-ক্ষেত্রে যে মহাবীর অর্দ্ধ-দিবসের ভিতর সমস্ত মোগল-বাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর এত দিনে ভারতবর্ষ জয় ক'রে চীন সাম্রাজ্যের দিকে অভিযান করা উচিত ছিল।

নাদির। আবদালী সৈন্যেরা তার কি উত্তর দেয়?

সিরাজী। তারা ঠিক উত্তর দিতে পারে না—তাদের সর্দ্দার আহ্মেদ আবদালীকে জিজ্ঞাসা করে—আবদালীর অন্তরেও হয়তো সংশয় জেগে ওঠে—নিষ্কর্ম্মা সৈন্যদের সে কি উত্তর দেবে! বাক্‌যুদ্ধ বেশ গুরুতর হ'য়ে ওঠে!

নাদির। আগাবাসী, আহ্মেদ আবদালী!

(আগাবাসীর প্রবেশ ও প্রস্থান)

এরা শান্তিপূর্ণ ভদ্র ব্যবহারকে কাপুরুষতা মনে করে!

সিরাজী। আপনি ভাল ক'রে অনুসন্ধান করুন জাঁহাপনা!

নাদির। তুমি এ সংবাদ কোথায় শুনেছ?

সিরাজী। মহম্মদ শাহের রাঠোর বেগম আজ আমাদের বর্ত্তমান প্রধানা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছিলেন। সিতারা বেগমকে নিয়ে এই জনরবের উৎপত্তি ব'লে, তাঁর কাছে কোনো কথা তিনি বলেন নি। আপনি জানেন, নূতন দেশের মানুষ দেখলে তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমার প্রচুর কৌতূহল হয়—সেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমি রাঠোর বেগমকে আমার কক্ষে নিয়ে আসি। এ সংবাদ আমি তাঁরই নিকট হ'তে সংগ্রহ করি।

[সিরাজীর অন্তরালে গমন

(আহ্‌মেদ আবদালীর প্রবেশ)

নাদির। আহ্‌মেদ, সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই—চলে এস।

আহ্‌মেদ। জাঁহাপনা, আমি দুর্গ-প্রাসাদে ছিলাম না, আমার ছাউনিতে গিয়েছিলাম, এই মাত্র প্রাসাদে ফির্‌ছি। আপনার শরীর বেশ সুস্থ আছে সম্রাট?

নাদির। এ প্রশ্ন কেন আবদাল?

আহ্‌মেদ। কারণ আছে জাঁহাপনা! আমি এক অদ্ভুত সংবাদ শুনে ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসছিলাম, পথে আগাবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নাদির। আগে তোমার সংবাদ বল—তারপর তোমাকে আমি প্রশ্ন ক'র্ব্বো।

আহ্‌মেদ। ছাউনিতে গিয়ে দেখি, আমার সৈন্যরা অত্যন্ত উত্তেজিত; শুনলাম মোগল-সম্রাটের হিন্দু-সৈন্যরা তাদের কাছে আপনার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ক'রেছে!

নাদির। আমার মৃত্যু-সংবাদ!

আহ্‌মেদ। হ্যাঁ জনাব, আপনার মৃত্যু-সংবাদ! এই কিছুক্ষণ হ'ল নগরের সর্ব্বত্র এই জনরব শোনা যাচ্ছে যে, মহম্মদ শাহ্‌ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হিন্দু ডাকিনী মন্ত্র উপচার দ্বারা সম্রাটকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ ক'রেছে!

নাদির। তুমি এ সংবাদ স্বকর্ণে শুনেছ?

আহ্‌মেদ। হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমার উত্তেজিত আবদালী সৈন্য এ সংবাদ বিশ্বাস ক'রেছে, এবং সম্রাটের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে—আমি অতি কষ্টে তাদের সংযত রেখেছি। এখনই পুনরায় আমাকে সেখানে যেতে হবে।

(সহসা সৈন্যাবাসের দিকে বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল)

নাদির। একি! কিসের শব্দ?

আহ্‌মেদ। বোধ হয় আবদালীরা হিন্দুদের আক্রমণ ক'রেছে—আমি দেখে এসেছি তারা অত্যন্ত উত্তেজিত। আমার আর দেরী করা সঙ্গত হবে না।

নাদির। শোন—এই কদিন হিন্দু বেগম সম্বন্ধে তোমার আবদালী শিবিরে কোনো আলোচনা হয়েছিল? সত্য বল।

আহ্‌মেদ। হয়েছে জাঁহাপনা—তাদের বিশ্বাস, কাফের-নারী ভৌতিক শক্তি-সম্পন্না।

নাদির। এ বিশ্বাস তারা কোথা থেকে পেয়েছে?

আহ্‌মেদ। বাদশাহের হিন্দু সেনারা এর জন্য দায়ী। তারা আবদালী সৈন্যদের বুঝিয়ে দিয়েছে, হিন্দু নারীর শক্তি প্রভাবে সম্রাট নিষ্ক্রিয় হয়েছেন। তারা মূর্খ—সরল বিশ্বাসে তারা তাই বুঝেছে!

নাদির। তারা তোমায় প্রশ্ন করেনি?

আহ্‌মেদ। করেছিল সম্রাট।

নাদির। তুমি কি উত্তর দিয়েছ?

আহ্‌মেদ। আমি কি উত্তর দেব! গোস্তাকি মার্জ্জনা করবেন—আপনি সাতদিন ছাউনিতে যান নি—তারা সাতদিন আপনার দেখা পায় নি।

নাদির। তুমি প্রতিবাদ করনি?

আহ্‌মেদ। যে মুহূর্ত্তে আলোচনা আমার কানে গেছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি প্রতিবাদ ক'রেছি—কিন্তু এখন দেখছি আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস অটল ছিল!

(নেপথ্যে পুনরায় বন্দুকের শব্দ)

নাদির। ওই, আবার! তুমি আমায় এ সংবাদ পূর্ব্বে জানাওনি কেন?

আহ্‌মেদ। আমি মাত্র গত সন্ধ্যায় জনরবের কথা শুনি—আজ প্রাতঃকালে আপনাকে জানাব, স্থির করেছিলাম!

নাদির। আবদাল, আমি তোমাকে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখি। যেদিন প্রথম তোমায়-আমায় দেখা, তোমার কাছে আমার অন্তরের আবরণ আমি উন্মুক্ত করেছি। আশা করি, তোমায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি!

আহ্‌মেদ। আমার বিশ্বাস জাঁহাপনা, এই আলোচনা ও জনরবের সুযোগ নিয়ে কোনো শত্রু-পক্ষ আপনার অনিষ্ট কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছে—নতুবা এত অল্প সময়ের মধ্যে এর প্রসার এত বেড়ে উঠত না! যাই হোক—যদি আমার উত্তেজিত, লুণ্ঠন-প্রিয় আবদালীদের সংযত করতে আমার বিলম্ব হয়, সে অপরাধ আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমা কর্ব্বেন! আমি যাই—আর বিলম্ব ক'রবো না।

[প্রস্থান

নাদির। সিরাজী!

(সিরাজীর প্রবেশ)

সিরাজী। জাঁহাপনা!

নাদির। সব কথা শুনলে?

সিরাজী। শুনে আশ্চর্য্য হ'লাম জাঁহাপনা!

নাদির। কে আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ক'রেছে তোমার বিশ্বাস?

সিরাজী। যারা প্রধানা সম্রাজ্ঞীর নামে কুৎসা-রটনা ক'চ্ছে, বাদশাহের সেই হিন্দু সেনাদেরই এ কাজ জাঁহাপনা!

নাদির। এ সংবাদ প্রচারে তাদের লাভ?

সিরাজী। তারা বিজাতি-বিদ্বেষী—বিজাতির সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ কল্পনায় তাদের আনন্দ!

নাদির। তোমার কথা সত্য। মহম্মদ শাহ কাপুরুষ, রাজ্য হারাবার ভয়ে পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে সন্ধি ক'রে আমার মনস্তুষ্টি ক'রেছে। কিন্তু তার বাহিনীর বীর-সৈন্যগণের কাছে আমি বিজাতি শত্রু মাত্র।

(নেপথ্যে পুনঃপুনঃ বন্দুকের শব্দ)

সালে। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা!

[শালেহ্‌ বেগের প্রবেশ এবং সিরাজীর অন্তরালে গমন]

নাদির। কি সংবাদ শালেহ্‌ বেগ?

সালে। ভারত-সম্রাটের হিন্দু সৈন্য এবং পারস্য-সম্রাটের আবদালী সৈন্যের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেছে।

নাদির। মন্দ কি! একটু যুদ্ধ হওয়া বোধ হয় ভালই।

সালে। কিন্তু শুধু সৈন্যে-সৈন্যে যুদ্ধ—কোনো দলেই সৈন্য-পরিচালনের কেউ নাই।

নাদির। এইমাত্র আহ্‌মেদ গেছে তার বাহিনী পরিচালনা ক'র্ত্তে।

সালে। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠন ও হত্যা চ'লছে। আপনার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারের ফলেই দুই পক্ষের সৈন্যেরা অসংযত হ'য়েছে—আমার বিশ্বাস, আপনি একবার হস্তীতে আরোহণ ক'রে সেনা-নিবাস পরিভ্রমণ ক'রে এলেই তারা আবার সংযত হবে।

নাদির। কিন্তু তুমি কি শুনেছ, হিন্দু সৈন্যেরা অযথা আমার ও আমার প্রধানা বেগমের নামে কুৎসা-রটনা ক'চ্ছে!

সালে। আপনি একবার দিল্লীর রাজপথে আপনার ও ভারতীয় সৈন্যদের সম্মুখ দিয়ে চ'লে গেলে, সকল রকম কুৎসা ও জনরবের মূলোচ্ছেদ হবে। আমি ভারত-সম্রাটকে সংবাদ পাঠিয়েছি, আপনারা দু'জনে এক সঙ্গে যাত্রা ক'র্ব্বেন।

নাদির। তোমার প্রস্তাব যুক্তিপূর্ণ—কিন্তু—কিন্তু—

সালে। কিন্তু কি জাঁহাপনা?

নাদির। আজ আমার যুদ্ধ ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে!

সালে। আমিও যুদ্ধের আবশ্যকতা স্বীকার করি জাঁহাপনা, কিন্তু অনিচ্ছুক রাজার সঙ্গে যুদ্ধে ফল কি?

নাদির। রাজা অনিচ্ছুক, কিন্তু জাতি একেবারে অনিচ্ছুক নয়। জাতির জীবনী শক্তির পরীক্ষা হয় তার যুদ্ধেচ্ছার পরিমাণের দ্বারা। কাপুরুষ ভারত-সম্রাটের কাপুরুষ উজীর, আর কাপুরুষ নবাবের পরামর্শে আমরা ভুল ক'রেছি—রাজার ইচ্ছাকেই আমি জাতির ইচ্ছা ব'লে মেনে নিয়ে, ভারতীয় জাতি-সঙ্ঘকে আমি অসম্মান

ক'রেছি। সালেহ্ বেগ, আজ এই দণ্ডেই দিল্লীর সাধারণ জনগণের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি তাদের প্রশ্ন ক'র্ব্বো, তারা আমায় কি চোখে দেখে। যাও, আমার অশ্ব প্রস্তুত ক'র্তে আদেশ দাও।

[সালেহ্ বেগের প্রস্থান]

সিরাজী, সিরাজী—

(বাঁদী আসিয়া সিরাজী দিল, নাদির পান করিলেন, বাঁদী প্রস্থান করিল)

(পত্র-বাহক নেক্ কদমের সহিত আলি আকবরের প্রবেশ)

কি সংবাদ আলি আকবর ?

আলি। রাজধানী থেকে এই পত্র এসেছে—আহ্মেদ আবদালীর নামে !

নাদির। পত্রের লেখক কে ? আর, কি লেখা আছে পত্রে ?

আলি। আমি পত্র পড়িনি জাঁহাপনা।

নাদির। এই মুহূর্ত্তে পাঠ কর।

আলি। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য !

নাদির। সংবাদ শুভ, না অশুভ ?

আলি। জাঁহাপনা, অভয় দিন !

নাদির। বল, অভয় দিলাম।

আলি। পত্র-লেখক শাহ্জাদা রেজা কুলী খাঁ—আবদালী-নায়ক আহ্মেদের সঙ্গে তাঁর গোপন ষড়যন্ত্র !

নাদির। গোপন ষড়যন্ত্র—আহ্মেদ আবদালীর সঙ্গে রেজাকুলীর ? আপাততঃ এ পত্র তুমি রেখে দাও। যদি এ পত্র সত্য হয়—এদের দু'জনকে কেমন ক'রে শাসন ক'র্ত্তে হয়, তা আমি জানি। আর যদি পত্র মিথ্যা হয়—সিরাজী কুত্তা, তোমাকে এর প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে !

আলি। জাঁহাপনা, আমি কিছুই জানি না। এই মাত্র এই পত্রবাহক আমায় পত্র দিলে। আহ্মেদ অনুপস্থিত ব'লে, যদি কোনো জরুরী সংবাদ থাকে, তাই সম্রাটের কাছে এনেছি।

(সালেহ্ বেগের প্রবেশ)

সালেহ। জাঁহাপনা, মোগল সম্রাট্ আপনার অপেক্ষা ক'র্ছেন। আপনার অশ্ব প্রস্তুত।

নাদির। তুমি যাও আলি—আমি প্রস্তুত, সালেহ্ বেগ !

[আলি আকবর ও সালেহ বেগের প্রস্থান

(আগাবাসীর প্রবেশ)

কি সংবাদ !

আগা। প্রধানা সম্রাজ্ঞী—

নাদির। আঃ—নিয়ে এসো।

[আগাবাসীর প্রস্থান]

রেজাকুলী আর আহ্মেদ আবদালী—আমার দক্ষিণ হস্ত আর বাম হস্ত !

(সিতারার প্রবেশ)

কি তুমি বল্তে চাও সিতারা ?

সিতারা। শুন্লাম আপনি হিন্দু নগরবাসীদের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাদের শাস্তি দিতে যাচ্ছেন !

নাদির। যদি শাস্তি দিই, তোমার কি বিশ্বাস, তোমার কথায় সে-শাস্তির রোধ হবে ? যদি তোমার সেই বিশ্বাস হয়, বিশ্বাস পরিবর্ত্তন কর—আমি হিন্দুস্থানের স্ত্রৈণ নরপতি নই ! যাও, তোমার কক্ষে যাও। কোনো কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমি কখনো নারীর পরামর্শ গ্রহণ করিনি, আজও তার ব্যতিক্রম হবে না ! সালেহ্ বেগ—

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—দিল্লীর চাঁদনী-চকে রুকমুদ্দৌলা-মস্‌জিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণ

(নাদির শাহ্ ও সালেহ্ বেগের প্রবেশ)

নাদির। এ বিদ্রোহ কি শুধু সৈন্যদের, না নাগরিকেরাও এতে যোগ দিয়েছে ?

সালে। সহরের কোন কোন অংশ থেকে সংবাদ এসেছে, নাগরিকেরাও উত্তেজিত !

নাদির। বুঝ্লাম, এখানকার রাজা ও দেশ এক নয়। আমরা রাজার সঙ্গে সন্ধি ক'রেছি, সে সন্ধি দেশের অধিবাসীর অনুমোদিত নয়।

সালে। আপনার কথায় যথেষ্ট রাজনৈতিক যুক্তি থাক্‌লেও, আমার মনে হয়, সমস্ত অসন্তোষের মূল আসফ্‌জা।

নাদির। তোমার এরূপ মনে কর্ব্বার কারণ?

সালে। আপনি আসফ্‌জার উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছেন। তিনি আদায় ক'চ্ছেন বটে, কিন্তু আপনার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আদায় ক'চ্ছেন না! যে অর্থ আপনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগ্রহ ক'র্ত্তে উপদেশ দিয়েছেন, সেই অর্থ তিনি মাত্র দিল্লী সহর ও দিল্লী সুবা থেকে আদায় ক'রছেন। ফলে, দিল্লীর সাধারণ গৃহস্থ ও বণিক্‌ সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশেষ উৎপীড়িত হ'চ্ছে! এ অবস্থায় তাদের বিজাতি-বিদ্বেষ তো স্বাভাবিক!

নাদির। কিন্তু আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ক'ল্লে কে?

সালে। সেটা আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু, একথা নিশ্চয়, আপনার সৈন্যদের উত্তেজিত ক'রে রাজধানীতে একটা হাঙ্গাম বাধিয়ে দিল্লীশ্বরের শক্তি আরও খর্ব্ব করায় আসফ্‌জার প্রচুর স্বার্থ! আমার বিশ্বাস, দিল্লীর রাজ-তখ্‌তের উপর এখনও তাঁর দৃষ্টি আছে—আপনাকে তিনি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূরণের একটা সুযোগ ব'লেই গ্রহণ ক'রেছেন!

নাদির। এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পোষণের উচ্চ-প্রতিফল তিনি পাবেন!

(জনৈক সংবাদদাতার প্রবেশ)

কি সংবাদ!

সংবাদদাতা। জনাব, রাজস্বসচিব আলি আকবর আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। নগর-প্রান্তে আমাদের বিশেষ সৈন্যবল নাই—অবিলম্বে একদল সৈন্য সেখানে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

নাদির। তোকে অস্ত্রাঘাত ক'রলে কে?

সংবাদ। পথে এক গুপ্ত-ঘাতক আমায় আক্রমণ ক'রেছিল—আমি তাকে হত্যা ক'রেছি!

নাদির। গুপ্ত-ঘাতক! আচ্ছা, যা।

[সংবাদ-দাতার প্রস্থান

সালেহ বেগ, তুমি এই মুহূর্ত্তে তোমার খোরাসানী সৈন্যদল নিয়ে রসদ রক্ষা কর—তারপর আমি একবার দেখে নিচ্ছি কোথায় কে গুপ্ত-ঘাতক আছে!

সালে। আপনি উত্তেজিত হবেন না সম্রাট! এ সামান্য বিদ্রোহ, অল্প আয়াসেই এ বিদ্রোহের দমন হবে।

নাদির। না, না, আমি উত্তেজিত হইনি। তুমি যাও বন্ধু, যাও—আমার আদেশ পালন কর।

[সালেহ্‌ বেগের প্রস্থান

(নেপথ্যে চাহিয়া দেখিয়া) হো উজ্‌বেগী—হো তুর্কী!

(দুইজন উজ্‌বেগী ও তুর্কী হাবিলদারের প্রবেশ)

তোমার নাম ওস্‌মান বেগ, তোমার নাম ইস্‌মাইল রসিদ। (পিঠে চাপড়াইয়া) কেমন বন্ধু, ভুলিনি! দেখ্‌ছ, তোমাদের সম্রাট বন্ধু তোমাদের কত ভালবাসে!

(উভয়ে আহ্লাদে আটখানা হইয়া সম্রাটকে পুনরভিবাদন করিল)

শোন বন্ধু, তোমাদের সম্রাট মৃত, এ সংবাদ যে প্রচার ক'রেছে, সে মিথ্যাবাদী কুক্কুর—মৃত্যুর পর সে অনন্ত কাল দোজাকে বাস ক'রবে! তোমরা তোমাদের সৈন্যদল নিয়ে নগরের সর্ব্বত্র প্রচার কর,—সম্রাট জীবিত, সুস্থ এবং অশ্বারোহণে তিনি নগর পরিদর্শন ক'রতে বেরিয়েছেন। নিরীহ নগরবাসীদের গায়ে তোমরা হস্তক্ষেপ ক'র্ব্বে না—কিন্তু আমার কোনো কর্ম্মচারী বা কোনো সৈনিকের সঙ্গে কেউ যদি পরিহাস করেও আঘাত করে, সে আঘাতকারীকে তোমরা ক্ষমা কর্ব্বে না!

(সহসা একটি গুলি নাদিরের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল)

এ বন্দুকের গুলি কোথা থেকে এল?

উজ্‌বেগী। তাইতো জনাব, এখানে তো বাদশাহের কোনো সৈন্যদল নাই!

তুর্কী। সম্ভবতঃ পথ-পার্শ্বের কোনো বাড়ী থেকে কেউ বন্দুক ছুঁড়েছে।

নাদির। আমাকে লক্ষ্য ক'রেই এ গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমি বুঝেছি, দিল্লী নগরীতে আমরা নিরাপদ নই! মোগল সম্রাটের সন্ধিতে

নগরবাসী সন্তুষ্ট নয়! বেশ, তারা যা চায়, তাই পাবে। ওস্‌মান্ বেগ্, ইস্‌মাইল রসিদ, আমার পূর্ব্বের আদেশ আদেশ নয়, তার পরিবর্ত্তে আমি নূতন আদেশ দিচ্ছি! নগরের যে কোনো সৈন্যদল যুদ্ধ চায়, যুদ্ধ পাবে—যারা যুদ্ধ না চায়, তারা মরবে! আর একটিও পারস্য-প্রজা হত্যা হবার পূর্ব্বে আমার এ আদেশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হোক। আমি জানাতে চাই, আমার আদেশ ভীরু মোগল-সম্রাটের আদেশ নয়—যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ, আর বিজাতি-বিদ্বেষী নাগরিকদের হত্যা! হো উজ্‌বেগী, তুর্কী, খোরাসানী, আবদালী, ঘিলজী, সিস্তানী—কত্‌ল, কত্‌ল, কত্‌ল!

[প্রস্থান

(মস্‌জিদের সম্মুখে রাস্তায় উন্মত্ত সৈন্যদলের চীৎকার)

সকলে। আল্লা হো আকবর—দিন্-দিন্ দিন্-দিন্!

[সকলের প্রস্থান

(ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া গেল, এবং পরে পুনরায় ক্রমশঃ আলোকিত হইল)

(নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। শান্তি-রক্ষা, শান্তি-রক্ষা—
শান্তি-রক্ষা মিথ্যাকথা!
দয়া-ধর্ম্ম, দয়া-ধর্ম্ম—
মিথ্যাকথা, ভীরুতা কেবল!
প্রাণে যার সদা মহাভয়,
দাস-সম চিত্ত যার জড়ত্ব-মণ্ডিত—
সেই লয় দয়ার আশ্রয়!
দয়া নহে প্রকৃতি-নিয়ম
শক্তি মাত্র আশ্রয় জগতে!
শক্তি যার যতটুকু,
অধিকার ততটুকু তার!
বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা
মানবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা!
সব চেয়ে সমধিক শক্তি আছে যার,
সেই খোদাতালা—সর্ব্ব-মূলাধার
সুকঠোর-নীতিবলে পালেন জগৎ।
তাঁহারই ইচ্ছায় ভূমিকম্প,
প্লাবনের ধারা, প্রলয় গর্জ্জন-লীলা!
তাঁহারই ইচ্ছায়—নিদারুণ ব্যাধি!
তাঁহারই ইচ্ছায়—
শক্তিমান্ দুর্ব্বলেরে নিয়ত করিবে গ্রাস,
স্থূলকায় গর্ব্ব-স্ফীত জাতি
আরো স্থূল হবে
দুর্ব্বলের রক্ত করি' পান—
এই নীতি বিশ্বের বিধান।
শক্তির প্রকাশ—মাত্র মহতের লীলা!
শক্তিমান্ আমি,
হিন্দুস্থানে হউক প্রচার—
সে ধ্বনি ধ্বনিত হোক্
পারস্যে, তাতারে, চীনদেশে—
প্রতিধ্বনি তার
ঝঙ্কার-গর্জ্জনে
চ'লে যাক্ সুদূর য়ুরোপে—
জগতে প্রচার হোক্
শক্তিমান্ পারস্য-সম্রাট!
উগ্র শোণিতের ধারা
ধরণীর শ্যাম-শোভা ক'রুক বিনাশ!
নরমুণ্ড-মালাগলে বিজলী-ঝলকে
শোভা পা'ক্
তমাচ্ছন্ন তমসার ঘোর অন্ধকার!

(আহ্‌মেদ আবদালী এবং আসফ্‌জা ও অন্যান্য সচিব সমভিব্যাহারে ভারত-সম্রাট মহম্মদ শাহের প্রবেশ)

কে? ভারত-সম্রাট! আপনার প্রজাবর্গ এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্ছে দিল্লীতে কে এসেছে!

মহ। জগজ্জয়ী সম্রাট, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আপনার উন্মত্ত সৈন্যগণ আমার নিরীহ প্রজাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রেও ক্ষান্ত হ'চ্ছে না—তাদের গৃহদাহ ক'চ্ছে, অতি নির্ম্মম ভাবে প্রাণনাশ ক'চ্ছে! লোকে পশুহত্যা ক'রতেও সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু সে সঙ্কোচও এদের নাই। দিল্লীর রাজপথে রক্ত-বন্যার প্রলয়-প্লাবন ছুট্‌ছে। মুমূর্ষুর গগনভেদী আর্ত্তনাদে সমস্ত রাজধানী মুখরিত। কৃপা ক'রুন, কৃপা ক'রুন—নইলে সব যায়!

নাদির। কেন, আপনার হিন্দু সৈন্যগণ? যারা বিশ্বাস ক'রেছিল তাদের সম্রাট হিন্দু-ডাকিনী দিয়ে আমায় বশীভূত ক'রেছে—যারা আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে অত্যন্ত উল্লসিত হ'য়েছিল—তারা এখন কোথায়? তাদের ডাকুন—নিরীহ নগর-বাসীদের তারা রক্ষা ক'রুক্!

মহ। আমি মিনতি ক'চ্ছি সম্রাট—আমার প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমায় বন্ধু ও আত্মীয় ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলেন—আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার প্রতি কৃপা ক'রুন—এ রক্ত-ধারা নিবারণ করুন! আমার প্রজাগণ নিরীহ; না বুঝে যদি তারা কোনো অপরাধ ক'রে থাকে, তার দণ্ড এত কঠোর কর্ব্বেন না!

নাদির। দণ্ড আরও কঠোর হওয়া আবশ্যক। আমি ভুল ক'রেছি—কর্ণালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে। যদি কর্ণালে আপনার বাহিনীকে চূর্ণ ও বিদলিত ক'রে, আপনাকে বন্দী ক'রে, আপনার রাজধানীতে প্রবেশ কর্ত্তাম, তাহ'লে আমার বশ্যতা করায় আপনার প্রজাদের কোনই বাধা থাক্তো না! আপনার প্রতি আত্মীয়ের মত ব্যবহার ক'রে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছি। আজ সমস্ত দিন এই হত্যাকাণ্ড চ'লবে—দিল্লী শ্মশান ক'রে তবে আমি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যাব। আপনার সঙ্গে যে সন্ধি হ'য়েছিল, সে সন্ধি আমি নাকচ ক'চ্ছি।

মহ। সম্রাট—

নাদির। আমার বিজয়-বাহিনী দুর্দ্ধর্ষ, সারা জীবন যুদ্ধ ক'রে আমি এই সুনাম অর্জ্জন ক'রেছি। কে আপনি মোগল-তখ্‌তের কাপুরুষ উত্তরাধিকারী, যে, আপনার জন্য আমার সে সুনাম আহত হবে! আমি পৈত্রিক সিংহাসন পাইনি—কোনো গতিকে পৈত্রিক সিংহাসন রক্ষা করাও আমার কাজ নয়। আমার সৈন্যবাহিনীর সুনামের মূল্য কত, তা বুঝবার শক্তি আপনার নাই!

মহ। জগজ্জয়ী সম্রাট, আপনি ক্রোধ ক'রবেন না। এই আমার রাজমুকুট আপনার পদতলে রক্ষা ক'রছি। গ্রহবৈগুণ্যে আজ আমি দুর্ব্বল ও পদদলিত হ'লেও, মনে রাখবেন সম্রাট, আমিও জেঙ্গিস্ খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের বংশধর, আপনারই মত যাঁরা তরবারির সাহায্যে জগতে রাজবংশ স্থাপন করেন, আমিও সেই মহা-মানবের বংশধর।

নাদির। বংশধর? ভাল, ভাল—আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছি উঠুন, সম্রাট। (মহম্মদকে মুকুট পরাইয়া দিয়া) আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা ক'র্ব্ব! আহমেদ আবদালী, তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। যাক্, তৎপূর্ব্বে সৈন্যদের নিবৃত্ত হ'তে আদেশ দাও। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে যেন নগর শান্ত হয়!

[আহমেদ আবদালীর প্রস্থান

মহ। শাহান্‌শাহ, আপনি যথার্থ মহানুভব। আমি কি ক'রে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব!

নাদির। আবশ্যক নাই। বাল্যকাল থেকে কৃতঘ্নতায় আমি অভ্যস্ত আছি—আপনি কৃতজ্ঞ না হ'লেও আমার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি এখন প্রাসাদে যান।

মহ। আপনি আমার প্রাসাদ-দুর্গে যাবেন না?

নাদির। না, আমার যাওয়ার বিলম্ব আছে। আমি কিছুক্ষণ এখানে একা থাকব। আসফ্‌জা, আর এক সপ্তাহ মাত্র আমি দিল্লীতে আছি—আপনার প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ এর মধ্যে সংগ্রহ হওয়া চাই।

আসফ্। হবে সম্রাট!

নাদির। হবে—হবে! তোমার সঙ্গে একবার নিভৃত-সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু থাক্—এখন নয়। তোমার মনে থাক্তে পারে—তোমায় বলেছিলাম, তোমার কথা স্মরণ রাখ্‌বো। মনে রেখো সে স্তোক-বাক্য নয়, সে সত্য। তোমার বন্ধু সাদৎ খাঁ কোথায়? মুক্তি-মূল্য দেওয়ার পরদিন থেকে তাঁকে আর দেখ্‌ছিনা কেন?

আসফ। সাদৎ খাঁ সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত——এ যাত্রা রক্ষা পান কিনা সন্দেহ।

নাদির। পীড়াগ্রস্ত না হ'লেও সাদৎ খাঁর বন্ধুটী সম্ভবতঃ এ যাত্রা রক্ষা পাবেন না! যাও, নিজের কাজে যাও। মোগল-সম্রাট, আপনার উজীরটী একটি রত্ন!

মহ। আপনার সঙ্গে আমার—

নাদির। যান, আপনারা আমায় আর বিরক্ত ক'র্ব্বেন না। আমি একা থাকব—আপনাদের সঙ্গ আমার ভাল লাগ্‌ছে না।

মহ। আপনার পরিভ্রমণ শেষ হ'লে আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

[নাদির ব্যতীত সকলের প্রস্থান

নাদির। এরই নাম ভক্তি! দুর্ব্বল মানবের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও বোধ হয় এই কাপুরুষতারই নামান্তর—এক চরম খামখেয়ালী অত্যাচারীর নিকট ভীরুর আত্ম-নিবেদন। কে?

সালে। আমি।

নাদির। কে, সালেহ্ বেগ? এস বন্ধু, এস। বোধ হয় আমার অন্তর ঠিক এই মুহূর্ত্তে তোমারই সঙ্গ কামনা ক'চ্ছিল।

সালে। সম্রাট!

নাদির। এখন আর সম্রাট নয়। আজ আমি সমস্ত দিন সম্রাট ছিলাম, চারিদিকে ভীরু তোষামোদকারী ও কৃতঘ্ন বিষকুম্ভ-পয়োমুখ! আমি বন্ধুর অভাব বড়ই অনুভব ক'চ্ছি! তুমি আমাকে আজ নাদির ব'লে সম্বোধন কর! আমরা আজ সেই অতীত যুগের দুই পুরাতন বন্ধু—খোরাসানের দুই পল্লীবাসী যুবক।

সালে। কিন্তু অতীত যে আর ফিরবেনা নাদির! তুমি অতীতকে হত্যা ক'রেছ, ভবিষ্যৎকে হত্যা ক'রেছ। আর আমি তোমার মঙ্গল দেখ্‌তে পাচ্ছি না!

নাদির। কেন, কেন? আজ এই দিগ্বিজয়ের মহামহোৎসবের রাত্রে তুমি সহসা এমন বিষণ্ণ হ'লে কেন বন্ধু?

সালে। তুমি সর্ব্বনাশ ক'রেছ নাদির—তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ, পারস্য-সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ ক'রেছ, বোধ করি, জগতের সর্ব্বনাশ করেছ! যে সার্ব্বভৌম সম্রাটত্বের আদর্শে আমি তোমাকে পরিচালিত ক'রতে চেয়েছিলাম, তুমি সেই আদর্শবাদের মস্তকে পদাঘাত ক'রেছ।

নাদির। তুমি আমাকে পরিচালিত ক'রতে চেয়েছিলে! এরূপ স্পর্দ্ধার কথা তো তোমার মুখে পূর্ব্বে কখনও শুনিনি!

সালে। শোননি সত্য। তবু, আমি যে তোমাকে পরিচালিত ক'র্ত্তে চেয়েছিলাম, এ-কথা আরও সত্য। তোমার স্মরণ থাকতে পারে—একদিন তুমি পারস্যকে আফগান, তুর্কী, আর রুষের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলে। সমস্ত দেশ সেদিন তোমার জয়-গানে মুখরিত হ'য়েছিল—পারস্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে তোমার নাম ছাড়া আর কারও নাম সেদিন কেউ শোনেনি। তোমার সেই অসংখ্য ভক্তের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে সে-দিন নীরব হ'য়ে সে দৃশ্য দেখেছিল—তার চোখে ছিল স্বপ্নের ঘোর, কল্পনায় ছিল বিরাট মোস্‌লেম-সাম্রাজ্য। সেইদিন থেকে আমি তোমার শিষ্য, আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমার অনুচর, আমি তোমার ভক্ত, আমি তোমার পরিচালক—পরিচালক—বাধা দিওনা—আমি তোমার শিষ্য, একথাও যেমন সত্য, আমি তোমার পরিচালক, এ কথাও তেম্‌নি সত্য। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি—তুমি আমারই কল্পনাকে রূপ দিতে দিতে চ'লেছ—আমার সে বিরাট কল্পনাকে মূর্ত্ত কর্ব্বার শক্তি একমাত্র তোমারই ছিল।

নাদির। তুমি চিন্তিত হয়োনা বন্ধু, শক্তি এখনও আছে।

সালে। না, থাকবে না—থাকতে পারে না। তুমি তোমার শক্তির মূলে কুঠারাঘাত ক'রেছ—তুমি মহাবীর হ'য়ে দিল্লীতে এসে অনায়াসে তার নিরস্ত্র শান্তি-প্রিয় নগরবাসীদের হত্যার আদেশ দিয়েছ।

নাদির। আমার বিজয়-বাহিনীর মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য এ কঠোর আদেশের প্রয়োজন ছিল, একথা তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার ক'রবে না!

সালে। নিশ্চয়ই অস্বীকার ক'রবো। কোথায় থাক্‌বে তোমার বিজয়-বাহিনীর মর্য্যাদা, যদি আপন স্বেচ্ছাচারিতায় বৃহৎ আদর্শকে সে তুচ্ছ ক'রে চ'লে যায়? আমি জানি—আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—সমগ্র জাতির ইচ্ছানুসারে, নিজের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে যেদিন পারস্য-সম্রাট শাহ্ তামাস মাজেন্দ্রান কারাগারে বন্দীভাবে প্রেরিত হন, জাতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও সে সিংহাসন তুমি গ্রহণ ক'রলে না—কর্ম্মযোগীর মত তামাসের শিশুপুত্রের নামে তুমি পারস্য-সাম্রাজ্যের রক্ষক মাত্র হ'য়ে রইলে! আর আজ—তুমি দস্যু—দস্যু—দস্যু! বিশ বৎসর পূর্ব্বে আফগান-দস্যু মহম্মদ আর আশরফ্ পারস্য-সাম্রাজ্যে যে অত্যাচার

ক'রেছিল, তুমি ভারতবর্ষে এসে সেই অত্যাচারেরই পুনরভিনয় ক'রলে।

নাদির। সালেহ্‌বেগ, তুমি আমার পুরাতন ভক্ত ও বাল্য-বন্ধু ব'লে তোমার অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু আর নয়—তোমার রসনা তুমি সংযত কর। আমার কার্য্য আমি জানি—তার কলাফল যদি ভোগ ক'র্‌তে হয়, আমি একাই ক'র্‌বো। তোমার কল্পনার নায়ক হ'য়ে তোমার মনোদুর্গে বন্দী থাক্‌বার জন্য বিধাতা আমায় সৃষ্টি করেন নি, মনে রেখো উন্মাদ আদর্শবাদী, আমি তোমার কল্পনার চেয়েও বৃহৎ—তোমার কল্পনার সাধ্য কি যে আমার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে! তুমি দেখ্‌বে, আমি প্রতি পাদক্ষেপে তোমার ক্ষুদ্র কল্পনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে চ'লে যাব। যাও—তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুমি আমার সম্মুখে বল্‌তে সাহস কর যে, তুমি আমার পরিচালক! আমি ঈশ্বরকেও আমার পরিচালক ব'লে মান্‌তে প্রস্তুত নই। তোমায় আমি ঘৃণা করি, আহ্‌মেদ আবদালীকে আমি ঘৃণা করি, মহম্মদ শাহ্‌কে আমি ঘৃণা করি, আসফ্‌জাকে ঘৃণা করি, রেজাকুলীখাঁকে ঘৃণা করি। আমি একা, আমি একা, আমি একা—আমার সঙ্গী নাই, আত্মীয় নাই! তোমার জন-সমাজকে আমি ঘৃণা করি! আভিজাত্যকে ঘৃণা করি—তার কৃতঘ্নতা, বিলাসিতা ও ভীরুতার জন্য, আর জনসমাজকে ঘৃণা করি তার ফেরুপালের মত আচরণের জন্য, গড্ডলিকা-প্রবাহের মত তার বুদ্ধিহীনতার জন্য।

সালে। উত্তম, বন্ধু নমস্কার, তুমি সুখে থাক। আজ তোমার জন্য আমার কাঁদবার দিন। পৃথিবীতে অনেক প্রতিভা পথহারা হ'য়ে নভঃস্খলিত জ্যোতিষ্কের মত কোথায় ঘূর্ণিপাকের অন্ধকারে ডুবে গেছে, না হয় আরও একটা যাবে—যাক্, আর আমি অস্ত্র-ধারণ ক'রে তোমার সঙ্গে দেশ-বিদেশে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার-আমার এক পথ নয়—তুমি চাও প্রভুত্ব, তুমি চাও পূজা, তুমি চাও মানবের রক্তে স্নান কর্‌তে—আমি চাই মানব-জাতির মুক্তি তুমি ভারত জয় কর, চীন জয় কর, জগৎ জয় কর—কিন্তু সালেহ্‌বেগকে সম্ভবতঃ আর দেখ্‌তে পাবে না—বন্ধু, বিদায়!

[প্রস্থান

নাদির। উত্তম! যাও পণ্ডিত-মূর্খ, মানবের মুক্তির স্বপ্ন দেখগে' যাও! মানবের মুক্তি! ঈশা-মূশা দিতে পারেনি, মহম্মদ-বুদ্ধ পারেনি, শত-শত পয়গম্বর কতবার বিফল-মনোরথ হ'য়ে পরাজিত হ'য়েছে—সেই মুক্তি তুমি দেবে? সালেহ্‌বেগ, তুমি উন্মাদ, উন্মাদ, উন্মাদ!

(সচিবগণের সহিত মহম্মদ শাহের পুনঃপ্রবেশ)

কে? ওঃ, মোগল সম্রাট্। কোনো আবেদন আছে?

মহ। আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার শুভ-বিবাহ?

নাদির। হ্যাঁ, তা-কি?

মহ। আজ সে বিবাহের দিন ছিল।

নাদির। ঠিক বটে—আমি ভুলে গেছি।

মহ। তাহ'লে আপনি রাজ-প্রাসাদে আসুন।

নাদির। না—পাত্র-পাত্রী এই মস্‌জিদে আস্‌বে। যান্ মোগল-সম্রাট, পাত্রপাত্রী, মোগল-সম্রাটের ও পারস্য-সম্রাটের হারেমের সুন্দরীগণ, দিল্লীর অভিজাত-বংশীয় যাবতীয় নরনারী, সবাইকে আমার আমন্ত্রণ ও আদেশ জানিয়ে ব'লবেন, সকলেই যেন এইখানে সমবেত হন—আমি সকলের প্রতীক্ষায় রইলেম। ওরা কারা?

(একদল লোক কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিল)

ওঃ—এরাই বুঝি অত্যাচার-প্রপীড়িত?

মহ। হ্যাঁ সম্রাট্।

নাদির। আমার পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে ওদের নিমন্ত্রণ কর্ব্বেন। সে উৎসবে ওদের যোগদান ক'র্ত্তে হবে। আমি ওদের খাদ্য আর অর্থ দান কর্‌বো।

মহ। সম্রাট মহানুভব।

নাদির। আমি এইখানেই র'ইলাম! আসফ্‌জা, আমার সৈন্যদের দ্বারা যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদের, এবং তোমার অযথা-উৎপীড়নে যারা পীড়িত, তাদের সবাইকে নিমন্ত্রিত ক'র্ব্বে, তাদের খাদ্য ও অর্থদানের ব্যয়-ভার আমি বহন

কর্ব্বার মহৎ সম্মান তোমার উপর অর্পণ ক'র্‌লাম। যান সম্রাট, এই মস্‌জিদে দম্পতীর বিবাহ হবে; তারপর এখান থেকে তারা আপনার রাজপ্রাসাদে যাত্রা ক'র্‌বে।

[সকলে প্রস্থান করিল

[নাদির সেই অন্ধকারে একা একা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দূর হইতে নহবতের মিষ্ট রাগিণী শোনা যাইতে লাগিল]

এই জীবন! এই শক্তি! এই আমি! আমি হত্যা ও উৎসবকে যুগল অশ্বের মত এক রজ্জু দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। আমারই ইচ্ছায় জনগণ-পরিপূর্ণ এই রাজপথ আজ শ্মশান! আবার আমারই ইচ্ছায় শ্মশান মুহূর্ত্তে উৎসব-সভায় পরিণত হবে। আমি নীরবতাকে মুখর ক'র্‌বো, তামসী নিশিকে সহস্র দীপমালিনী ক'র্‌বো, হাঁ্যা, আমি বেঁচে আছি—আমি জীবন ভোগ ক'চ্ছি; আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমার মৃত্যুসংবাদ যারা রটিয়েছিল, বোধ করি তারাও বুঝতে পার্চ্ছে!

(নাদির পুনরায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন)

(ইতিমধ্যে স্থানটী আলোক-উজ্জল হইল—যাহাদের আসিবার কথা ছিল সবাই আসিল)

নাদির। মির্জ্জা মেহেদী, তুমি বেঁচে আছ?

মির্জ্জা। (একটু চিন্তা করিয়া) হাঁ্যা জনাব, আছি তো!

নাদির। সে কি, আমিতো ভেবেছিলাম তুমি মারা প'ড়েছ।

মির্জ্জা। (বিস্মিত ও চিন্তিত) কই না, মারা পড়িনিতো। কেন জনাব! কেন জনাব!

নাদির। (আলি আকবরকে উত্তর দিতে ইঙ্গিত করিলেন) আলি!

আলি। (জনান্তিকে) ইতিমধ্যে মারা-পড়বার একটা হেতু ঘটে গেছে!

মির্জ্জা। হেতু ঘটে গেছে! কি, কি, কি, কি, হেতু বলুনতো? তাইতো আমারতো বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে জনাব! আগে জান্‌লে আমি সাবধান হ'তাম।

নাদির। হাঁ্যা, সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

মির্জ্জা। জনাব কসুর মাফ করবেন; আমি এখন থেকে সাবধান হব।

নাদির। হাঁ্যা, ভবিষ্যতে তোমার মর্‌বার সম্ভাবনা হ'লেই আমি সময় থাকতে তোমায় সাবধান ক'রে দেব।

মির্জ্জা। যে আজ্ঞে জনাব; আমি বাধিত হ'লেম। কিন্তু মারা পড়বার কি কারণ ঘটেছিল আমিতো এখনো জান্‌তে পারিনি জনাব!

নাদির। আলি। (আলিকে পুনরায় ইঙ্গিত করিলেন)

আলি। (মির্জ্জা মেহেদীর প্রতি জনান্তিকে) আজ সমস্ত দিন ধ'রে সহরে যে সমস্ত বড় একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'য়ে গেল!

মির্জ্জা। দাঙ্গা হাঙ্গামা? সেকি, আজ বিয়ের দিন! বিয়ের দিন দাঙ্গা হাঙ্গামা কথাটাতো ভাল নয় আলি সাহেব।

আলি। না, মোটেই না; কিন্তু কি আর করা যাবে বলুন, হয়ে গেছে!

নাদির। আলি, আমার ধারণা, তখন তুমি যে পত্র এনেছিলে, তা মিথ্যা!

আলি। জনাব, আমারও ধারণা পত্র মিথ্যা! অন্ততঃ এ বিষয়ে আবদালী সাহেব যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সন্দেহই নেই।

নাদির। আমি তোমায় কথা কইতে নিষেধ ক'চ্ছি, মূর্খ। পত্র-বাহককে আমি আজই, না আজ নয়, কাল সকালে কর্ম্মচ্যুত ক'র্‌বো। তুমিও মনে রেখো—এ রকম পত্র আর দুই একবার এলে তোমার পক্ষেও বিশেষ মঙ্গল হবে না।

আলি। জনাব, আমিতো কিছুই জানি না।

নাদির। আঃ; ভাল, মির্জ্জা মেহেদী, তুমি আজ সমস্ত দিন কি ক'র্‌ছিলে?

মির্জ্জা। কেন জনাব, আমি আমার ঘরে ব'সে কিতাব পাঠ কর্‌ছিলাম।

নাদির। গুলি গোলার আওয়াজ তোমার কানে যায়নি?

মির্জ্জা। কই, না জনাব!

নাদির। সে কি, সহর তোলপাড়, আর তোমার কানে আওয়াজই গেল না!

মির্জ্জা। বুড়ো হ'য়ে পড়ার দরুণ সম্প্রতি কানে একটু কম শুন্‌ছি।

নাদির। চোখে কেমন দেখ্‌ছো!

মেহেদী। চোখে এখনও ঠিক দেখি। আমি চস্‌মা না নিয়েইতো পড়ি।

নাদির। বটে, আচ্ছা। (মোল্লাবাসীকে মেহেদীর সম্মুখে আনিয়া) এটিকে দেখ্‌তে পেয়েছ? (মির্জ্জা মেহেদী চুপ করিয়া রহিলেন) আচ্ছা, তোমরা একবার তোমাদের বিভিন্ন ধর্ম্মমত নিয়ে তর্ক কর, আমি শুন্‌বো! যে জিত্‌বে, তাকে আমি এখানকার উজীর ক'রে দেব!—

(দুই জনে তর্ক করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যতবার মুখোমুখি হইল, ততবার দু'জনেই মুখ ফিরাইয়া লইলেন, নাদির অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন)

নাদির। আচ্ছা, কিতাব পাঠ ক'রে তোমার শিয়া সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার করুতে পারুলে?

মির্জ্জা। হ্যাঁ জনাব, পেরেছি। আমি আপনাকে এখনই বুঝিয়ে দিতে পারি, আপনি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন—

নাদির। মনোযোগ দিয়েই শুন্‌বো। কিন্তু এক কথায় বুঝিয়ে দিতে হবে!

মির্জ্জা। হ্যাঁ, এক কথায় বুঝিয়ে দেব!

নাদির। আচ্ছা,; বল, কিন্তু মনে রেখো, এক কথা—

(মৃদু হাসিতে হাসিতে মির্জ্জা মেহেদীর মুখের দিকে চাহিলেন)

মির্জ্জা। আপনিতো সে কথা জানেন জনাব!

নাদির। সে কি?

মির্জ্জা। হ্যাঁ জানেন! না জান্‌লে বুঝি ওই রকম ক'রে হাস্‌তে পারতেন। আর জান্‌বেন নাই বা কেন? হজরৎ আলি নিজে আপনাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। আপনি জানেন না ব'ল্লেই বুঝি আমি বিশ্বাস ক'রবো?

নাদির। না, তুমি পার্ল্লে না—অনেক কথা ব'লেছ, আর নয়, থামো। খাঁটী আরবি কিতাব, তুর্কী কিতাব, ইয়াহুদিদের কিতাব, এই সমস্ত কিতাব দেখে যদি প্রমাণ করুতে পার যে শিয়া মতই আসল মত, তবেই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করুবো!

মির্জ্জা। তাহ'লে আমাকে এই সমস্ত কিতাব সংগ্রহ কর্ত্তে হয়।

নাদির। তা বেশতো, কিতাব সংগ্রহ করো।

মির্জ্জা। এক জায়গায় সব কিতাব পাওয়া যাবে না, আমাকে অনেক দেশ ঘুরতে হবে। তবে আমি প্রমাণ করুবোই জনাব!

নাদির। বেশ, পরমানন্দে দেশ-বিদেশ ঘুরতে থাক।

মির্জ্জা। এখনই যাব জনাব?

নাদির। এখনি কি হে, কাল সকালে যাবে; আজকে দিল্লীশ্বরের প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ—মোগলাই কোর্মা, কাবাব, কোপ্তা, পোলাও, এসব খাদ্য যে জগদ্বিখ্যাত—

মির্জ্জা। তা'হলে কাল সকালেই যাব।

নাদির। (আসন গ্রহণ করিয়া) তাই যেও। যাক, আপাততঃ এ বিবাহ সম্বন্ধে তোমার শিয়া-সম্প্রদায়ের মতামত কি?

মির্জ্জা। অমত নাই।

নাদির। সম্মতিও নাই নিশ্চয়।

মির্জ্জা। সম্মতি থাকৃবেনা কেন জনাব? আপনিও তুর্কী, ভারত-সম্রাটও তুর্কী, আপনিও সুন্নী-সম্প্রদায়ের—তিনিও তাই; তার উপর তিনি ভারত-সম্রাট—আপনি পারস্য-সম্রাট—

নাদির। কিন্তু, আমিতো সম্রাটের বংশধর নই।

মির্জ্জা। সম্রাট অসম্রাটের মধ্যে কোনো ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কোন দিন কোন প্রভেদ স্বীকার করেনা।

নাদির। বল কি? সম্রাট-নির্ব্বাচনের মতভেদ থেকেই শিয়া-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। শোন, আমি সম্রাটের বংশধর নই। কে এখানে আছ যে আমার বংশ-পরিচয় জান? (সকলে নীরব) যে আমার বংশপরিচয় দিতে পারুবে, তাকে আমি এই ভারত-সিংহাসন পুরস্কার স্বরূপ দান ক'রবো। মোগল-সম্রাট, আলি আকবর, আসফজা, নাসিরকুলি, কি আশ্চর্য্য—তুমিও, তোমার পিতামহের নাম জাননা! আহমেদ আবদালি, তুমিও নীরব? কেউ পার্ল্লেনা?

না—তোমরা কেউ ভারতের ময়ুর-সিংহাসনের যোগ্য নও; এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবতঃ একজন দিতে পারতো, কিন্তু সে এখানে নেই!

মির্জ্জা। জাঁহাপনার ঔদার্য্য ও প্রসন্নতার উপর নির্ভর ক'রে কৌতূহলী জনগণের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ কর্চ্ছি, এ প্রশ্নের উত্তর জাঁহাপনাই দিন—

নাদির। শোন, আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, উদ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের বংশপরিচয় এই (হাতের অস্ত্র দেখাইলেন)। ভারত-সম্রাট—আমি এই উপস্থিত সভাসদ্‌গণের সম্মুখে আপনার সহিত নূতন সর্ত্তে আবদ্ধ হব। আলি আকবর, তুমি সন্ধির সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখ। যেহেতু এখানে কেহই সাজাহাঁ বাদশার ময়ুর-সিংহাসনের উপযুক্ত নন্, সেই কারণে ঐ সিংহাসন আমার, কোহিনুর মুকুটও আমার কেননা যে ময়ুর-সিংহাসনে ব'স্‌বে, ঐ মুকুট কেবল তারই মাথায় শোভা পায়। মুকুট ও সিংহাসন আমার সঙ্গে পারস্যে নীত হবে; তবে এ সাম্রাজ্য আমি গ্রহণ করবো না। সিন্ধু নদের অপর তীর পর্য্যন্ত পারস্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, যাতে আপনি রাজ্যহারা না হন, আমি সে দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বো। আজ থেকে আপনি পারস্য-সাম্রাজ্যের মিত্ররাজ।

মহ। সম্রাট, আমি কি বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব!

নাদির। যদি কৃতজ্ঞতা জানাবার মত ভাষা আপনার কণ্ঠায়ত্ত না থাকে, আপনি কৃতজ্ঞতা জানাবেন না—আমি প্রসন্ন আছি। আসফজা নিজাম-উল্-মূলক, ভারত-সম্রাট আপনার এই উজীর সাহেবকে একবার ভাল ক'রে দেখেনিন্। ভবিষ্যতে যদি কোন শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধি ক'র্‌তে হয়, এঁর উপর ভার দেবেন না। আর এঁর বন্ধু সাদৎ খাঁ—অযোধ্যার নবাব—যদি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় কাল-কবলিত না হন, তাঁর দিকেও একটু দৃষ্টি রাখ্‌বেন।

মহ। শাহান্ শাহ, আমি অনুগৃহীত। আপনার বন্ধু-জনোচিত এই উপদেশ কখনই বিস্মৃত হ'ব না।

নাদির। নিশ্চয়ই বিস্মৃত হবেন। অথবা স্মরণ করবার অবসর আপনার হবে না। বেগম-মহলে যে আপনার অনেক কাজ, আপনার সময় কই? যাক্, বন্ধু-দ্বটীর প্রতি আমি নিজেই দৃষ্টি রাখ্‌বো। আলি আকবর, কাল প্রাতঃকালে আসফ্‌জার নিকট সমস্ত প্রাপ্য অর্থের হিসাব-নিকাশ শেষ করে—অর্থ আদায় ক'র্‌বে।

(আলি আকবর অভিবাদন করিয়া সম্মতি-জ্ঞাপন করিল)

এতক্ষণে বোধ হয় খাদ্য ও অর্থের প্রলেপ দিয়ে প্রপীড়িতগণের বেদনা আরোগ্য ক'র্‌তে আমরা সমর্থ হইছি।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জনাব, একজন উন্মাদিনী রমণী উৎসব-ক্ষেত্রে আস্‌তে চায়—

মহ। যেখানে দরিদ্র বুভুক্ষুগণকে খাদ্য দেওয়া হ'চ্ছে, সেইখানে তাকে পাঠিয়ে দে!

প্রহ। আমরা তাকে সেখানে পাঠাবার চেষ্টা ক'রেছিলাম—সে এই উৎসব-ক্ষেত্রে আস্‌তে চায়।

মহ। সম্রাটের আদেশে আজ সকলের গতি অবারিত—কিন্তু যদি উৎসবের ব্যাঘাত হয়?

নাদির। কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবেনা দিল্লীশ্বর। তাকে আস্‌তে দাও—বোধ হয় অর্থের আকিঞ্চন করে! আমি অর্থদানে তার ধন-লাল্‌সা পূর্ণ ক'র্‌বো। নাদির শাহের সাক্ষাৎ উন্মাদিনীর নিকটও নিষ্ফল হবেনা। যাও—

[প্রহরীর প্রস্থান]

(জৈনিক রমণীর প্রবেশ।)

রমণী। (একবার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিল, পরে নাদিরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল) তুমি নাদির শা?

নাদির। হ্যাঁ—আমিই নাদির শা; তুই কে?

রমণী। আমি—আমি—আমি নারী—ভারতের নারী।

নাদির। রাজপুতনী?

রমণী। রাজপুতনীর সঙ্গে সম্রাটের বিশেষ পরিচয় আছে আমি জানি, সে এক পরিচয়—আজ

অন্য পরিচয় পাবে। আর আমি শুধু রাজপুতানার নই, আমি মহারাষ্ট্রের, আমি কান্যকুব্জের, আমি গুর্জ্জরের, মদ্রদেশের, সৌরাষ্ট্রের, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের; আমি মিলিত ভারতের ব্যথিত নারী-আত্মা!

নাদির। তুই হিন্দু না মুস্‌লিম্?

রমণী। আমি হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রেস্তান, ভারতের সর্ব্বধর্ম্মের—সর্ব্বমানবতার অভিশাপময় বাণীমূর্ত্তি।

নাদির। তুই কি চাস্?

রমণী। কিছু চাই না, শুধু তোমায় একবার দেখতে চাই—আর একটা উপহার দিতে চাই। নিয়ে যেতে হবে সম্রাট্—নারীর উপহার—নিয়ে যেতে হবে সম্রাট!

নাদির। কে তুই? সত্য পরিচয় দে।

রমণী। নারী, নারী! ভারতের নারী, নারীই আমার পরিচয়, অন্য পরিচয় নাই। আমিই চিরদিন অত্যাচার সহ্য করি, আমার বুকের উপর দিয়ে চিরদিন বিজয়ীর রথচক্র চলে যায়–চিরদিন আমারই স্বামী মরে, পুত্র মরে, গৃহদাহ হয়, সোণার সংসারে আগুন ধরে, শস্য-ক্ষেত্রে পঙ্গপাল আসে।

নাদির। আমি তোকে অর্থদান ক'র্‌বো। প্রচুর অর্থ—তোর্ দুঃখ দূর হবে।

রমণী। তোমার দেখছি অনুগ্রহের সীমা নাই সম্রাট্! কিন্তু না—আজতো আমার নেবার শক্তি নেই। অনেক নিয়েছি, ভাণ্ডার পূর্ণ,—তাই আজ দিতে এসেছি।

নাদির। তুই আমায় কি দিবি?

রমণী। অনেক, প্রচুর। যা তোমার খোরাসানে কেউ দেয়নি, ইস্পাহানে কেউ দেয়নি, সিস্তানে দেয়নি, আফগানিস্থানে দেয়নি,—সেই মহার্ঘ অমূল্য রত্ন—আজ ভারতে পাবে।

নাদির। কি রত্ন?

রমণী। ময়ুর-সিংহাসন নয়, দিল্লী-সম্রাটের কন্যারত্ন নয়, মুগ্ধা রাঠোর-বালিকার প্রেম নয়, ভারতবাসীর আর্ত্তনাদ নয়, পারস্য-সাম্রাজ্যের জয়ধ্বনি নয়—

নাদির। তবে, তবে—তুই কি দিতে এসেছিস?

রমণী। এ তরল অগ্নি, গৈরিক নিঃস্রাব, হৃদয়ের জ্বালা। অত্যাচারের দ্বারা হৃদয় মন্থন ক'রে এ তীব্র অগ্নি, বিষ উদ্গীর্ণ হয়েছে। তাই আজ যত্ন ক'রে তোমায় দিতে এসেছি।

(বক্ষে ছুরিকাঘাত)

ধর সম্রাট—পান কর. ভারতের অতিথি! পান কর! এ ভারতের অভিশাপ, বিধবার অভিশাপ, পুত্রহীনার অভিশাপ! পান কর সম্রাট—পান কর, —তুমি অনেক পান ক'রেছ—এ অগ্নি-জ্বালাটুকু গলাধঃকরণ ক'র্‌তে হবে,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে—নিখিল সংসার বিষাক্ত হবে—এই নাও—এই নাও—এই নাও——এ অগ্নি-জ্বালাটুকু গলাধঃকরণ ক'র্‌তে হবে! এই বিষ পান ক'রে, তোমার সিংহাসন বিষাক্ত হবে—প্রজা বিষাক্ত হবে—হারেম বিষাক্ত হবে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে—

(রমণী রক্তাক্ত কলেবরে ভূলুণ্ঠিত হইলেন)

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—মেশেদ রাজ-প্রাসাদ, হারেমের কক্ষ

(সিরাজী বেগম ও সিতারা)

সিরাজী। বহিন, এ বিপদে আমরা দু'জন এক না হলে তো কিছুতেই সাজাদার রক্ষা নাই।

সিতারা। বড়ই দুর্ভাগ্য! আমি জানি জঁহাপনা কি মনোবেদনায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর আহার নাই, নিদ্রা নাই, চিত্তের শান্তি তিনি একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে এতদিনে বুঝি ভারতবর্ষের অভিশাপ ফল্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে—

সিরাজী। হ্যাঁ—সে কথা আমিও ভুলিনি। তাইতে আমি আজ তোমাকেই এখানে এনেছি। ভারতের নারীর অভিশাপের একমাত্র প্রতীকার তোমার দ্বারাই সম্ভব; কেননা তুমিও আর একজন ভারত-নারী!

সিতারা। কিন্তু আমায় কি করতে হবে—আমিতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা বহিন। আমার জাতির অভিশাপের ফল মাথায় নিয়ে আমি হাস্তে হাস্তে ম'র্‌তে পারি—যদি আমার মৃত্যুতে জঁাহাপনা অভিশাপ-মুক্ত হন।

সিরাজী। তুমি যদি এক কাজ ক'র্ত্তে পার—বোধ হয় সুবিধা হ'তে পারে। কাজটা একটু বিপজ্জনক—আমার দ্বারা ঠিক সম্ভব নয়—তাই আমি তোমার শরণাপন্ন হ'য়েছি।

সিতারা। আমি সহস্র বিপদের মুখে যেতে রাজি আছি—যদি পিতা-পুত্রের এ মনোমালিন্য দূর হয়। আচ্ছা, জঁাহাপনা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন—শাহ্‌জাদাই এ চক্রান্তের মূলে? আমি বার বার জিজ্ঞাসা ক'রেও উত্তর পাইনি। তার বেশী জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আমার সাহস হয়নি। তোমার কি মনে হয়?

সিরাজী। কি ক'রে জান্‌বো বল বহিন্‌! রাজ্য নিয়ে কথা—অসম্ভব কিছুই নয়! বিশেষ, অনেকদিন থেকে সম্রাটের রেজাকুলীর উপর সন্দেহ। সন্দেহের কারণও কিছু কিছু ঘটেছে।

সিতারা। কি কারণ?

সিরাজী। আমি যা শুনেছি—প্রথম কারণ ঘটে হিন্দুস্থানে, রেজা আহ্‌মেদ আবদালীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এক পত্র লিখেছিল; দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুস্থানে সম্রাট মৃত শুনে, সে নিজে সম্রাট তামাসকে হত্যা ক'রেছে; তৃতীয় কারণ, আমাদের ফের্‌বার পথে এই গুলী-নিক্ষেপ তুমি চোখে দেখেছ—সে লোকটা নাকি রেজার অনুচর। এ সব সত্যিও হ'তে পারে—আবার ষড়যন্ত্রও হ'তে পারে! শোন, আমি যে কথা তোমায় ব'ল-ছিলাম। এই সহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক পল্লীতে আর্‌মানী ক্রেস্তানদের বাস। তাদের মধ্যে একজন ক্রেস্তান সাধু আছেন! শুনেছি তিনি অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন। তিনি ইচ্ছা ক'র্‌লে, জঁাহাপনার এ পারিবারিক অন্তর্ব্বিদ্রোহ—এ মানসিক অশান্তি—দূর ক'রে দিতে পারেন।

সিতারা। তা হ'তে পারে বহিন। শুনেছি, ক্রেস্তানদের অবতার হজরৎ ঈশা, সমস্ত মানুষের পাপের ভার নিজের মাথায় নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। সেই ক্রেস্তান ধর্ম্মের সাধু!—তোমার কথা ঠিক।

সিরাজী। সেই জন্যই তো আমি ব'ল্‌ছি! শোন—আমাদের দুজনের একজনকে সেখানে যেতে হয়। তুমি জান, সম্রাট আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন্‌—সেই জন্য আগাবাসীও আমাকে সহজে কোথাও যেতে দেয়না। তুমি যদি যেতে চাও, আগাবাসী কিছুতেই বাধা দেবেনা—সে তোমার বাধ্য। বরং চেষ্টা ক'র্‌বে যাতে একথা জঁাহাপনার কানে না ওঠে।

সিতারা। কিন্তু যদি জঁাহাপনার কানে ওঠে? তাঁর অনুমতি না নিয়ে গেলে তিনি আমার উপর বড় ক্রুদ্ধ হবেন। তার চেয়ে—আমি বরং তাঁর অনুমতি নিয়ে যাব।

সিরাজী। অনুমতি চাইলে তুমি অনুমতি পাবে না, একথা নিশ্চয়! তুমি জঁাহাপনাকে নূতন দেখছো, কিন্তু আমি জানি, তিনি এ-সব বিশ্বাস করেন না। এ বিপদের সময় নিজের বিপদের কথা ভাবতে গেলে চলে না! আমি নিজেই যেতাম—কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের নিষেধ ক্রেস্তান সাধুর শরণাগত হওয়া। তোমার পক্ষে সে নিষেধ খাটেনা। তুমি হিন্দু ছিলে; মুসল-মানকে বিবাহ ক'রেছ বটে, কিন্তু মোস্‌লেম ধর্ম্ম গ্রহণ করনি! আসল কথা, তোমার এখন কোনো ধর্ম্মই নাই!

সিতারা। না, আমি সব ধর্ম্মকেই সত্য ব'লে জানি, সেই জন্য কোনো বিশেষ ধর্ম্মের গণ্ডীর জন্য ব্যস্ত হ'ইনি। ক্রেস্তান সাধুর কাছে যাওয়ার আমার আর কোনো বাধা নাই—শুধু আশঙ্কা, জাহাপনা যদি ক্রুদ্ধ হন!

সিরাজী। জঁাহাপনার জান্‌বার সম্ভাবনা খুবই কম। আমরা তিন জন মাত্র জান্‌বো—তুমি, আমি আর আগাবাসী। আগাবাসী তোমার কথা কিছুতেই ব'লবেনা, আর আমি—আমাকে কি তোমার অবিশ্বাস হয়? স্বামীর মঙ্গলের জন্য একাজে তুমি যাচ্ছ', আমি তোমার সপত্নী হ'লেও এ বিষয়ে আমাদের স্বার্থ এক।

সিতারা। তুমি ঠিক ব'লেছ বহিন, এ মহা-বিপদে ভাল মন্দ ভেবে কাজ কর্ব্বার উপায় নাই।

আমি যাব'—আমার যেন কেমন বিশ্বাস হ'চ্ছে, মঙ্গল হবে! স্বামী যে মহাপাপ ক'রেছেন, তাতে তো কোন সন্দেহ নাই। আমার জাতির উপর অত্যাচার ক'রে যে গুরুভার পাপ তিনি অর্জ্জন করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আমাকেই ক'র্‌তে হবে! তুমি আমার যাওয়ার ব্যবস্থা কর— আমি আগাবাসীর সম্মতি নিয়ে আস্‌ছি।

[সিতারার প্রস্থান

(আলি আকবরের প্রবেশ)

আক। সিরাজী!

সিরাজী। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে আলি!

আক। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা আছে সিরাজী—সেই জন্যই এলাম!

সিরাজী। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি শীগ্‌গিরই আস্‌ছি।

আলি। বড় জরুরী দরকার—তুমি না হয় একটু পরেই যেও!

সিরাজী। আমারও খুব জরুরী দরকার—দেরী করবার উপায় নেই। তুমি একটু অপেক্ষা কর আলি!

আক। আচ্ছা। কিন্তু বেশীক্ষণ ব'সিয়ে রেখো না।

সিরাজী। না। বাঁদী!

সিরাজীর প্রস্থান

(বাঁদী আসিয়া সিরাজী দিয়া গেল, আলি আকবর একা একা বসিয়া পান করিতে লাগিলেন)

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। একজন দরবেশ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চাইছেন।

আক। না বাবা, এ চাকরী ছেড়ে দিতে হবে। সমস্ত দিন দুনিয়ার লোকের আরজি, জবাব, সওয়াল শুনে, সন্ধ্যার পর এক পাত্র সিরাজী পান ক'র্‌বো—তা' নয়, এখানেও দরবেশ! আর, এদের মাথায় কি টনক আছে? কি ক'রে জান্‌লে যে ঠিক এই সময়টী আমি এখানে ব'সে আছি? ঝুটো মিথ্যে কথা ব'ল্‌তে পার্‌লিনি?

বান্দা। আমি কিছু বল্‌বার আগেই তিনি ব'ল্লেন, এই মাত্র আপনি এখানে এসেছেন—তিনি নিজের চোখে দেখেছেন।

আক। মাথা কিনেছেন! যা, পাঠিয়ে দিগে যা'!

[বান্দার প্রস্থান

কে জানে বাবা—দরবেশ-ফকীর মানুষ, কি ক'র্‌তে কি ক'রে ব'স্‌বে। হাঙ্গামায় কাজ নেই, একবার দেখা করাই যাক্—ওরা ভাল ক'র্‌তে না পারুক, মন্দ ক'র্‌তে পারে।

(মির্জ্জা মেহেদীর প্রবেশ)

কি আপদ—মির্জ্জা সাহেব যে! আইয়ে, আইয়ে, আইয়ে, সালাম আলেকাম, সালাম আলেকাম্— বসুন! তারপর, খবর কি মির্জ্জাসাহেব, কোথায় ছিলেন এতদিন?

মেহেদী। আজ সকালে মক্কা-শরীফ্ থেকে আস্‌ছি। আজ তিন বচ্ছর ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি! শুধু মক্কা? সেই তুর্কীর রূম সহরে গেলাম! জর্জ্জিয়া—ঐ যে উত্তরে—আর্‌মানি ক্রেস্তানদের পাদ্‌রী বাবারা যেখানে থাকে—তুর্কী ফের্‌তা পথে পড়েছিল। সেখানে—আরো কত জায়গায়— দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি! আমার কি আর মর্‌বার অবকাশ আছে আলি সাহেব!

আক। কেন ব'লুন দেখি? ব্যাপারখানা কি?

মেহেদী। পঁচিশ জন ইয়াহুদী মোল্লা, আর পঁচিশ জন আর্‌বী মোল্লা, পঁচিশ জন তুর্কী মোল্লা, আর পঁচিশ জন পাদ্রী, এই একশো জ্ঞানী লোক, আর সঙ্গে একগাড়ী আরবী কিতাব, একগাড়ী তুর্কী কিতাব, আর একগাড়ী ইয়াহুদীদের সেই পুরানো কিতাব, এই তিন গাড়ী কেতাব নিয়ে আজ সকালে এই সহরে পা দিয়েছি। তারপর আপনার বাড়ীতে গিয়ে শুনি, আপনি আপনার ভগিনী সিরাজী বেগমের মহলে আছেন। এ বাড়ীতে এসে আপনার খোঁজ ক'র্‌ছি, এমন সময়ে দূর থেকে দেখি আপনি! কত ডাক— তা' আপনি শুন্‌তেই পেলেন না! এবার আর প্রমাণ না ক'রে ছাড়ছিনে!

আক। আমি আপনার কথা যতই শুনছি, ততই আশ্চর্য্য হ'চ্ছি! ব্যাপারখানা কি বলুন তো? কি প্রমাণ ক'র্‌বেন? এত মোল্লা আর এত কিতাবই বা কিসের জন্য?

মেহেদী। আপনার মনে নেই আলি সাহেব? সেই যে—হিন্দুস্থানে শাহজাদার বিয়ের রাত্রে—আমি যখন জাঁহাপনাকে তর্কে হারিয়ে দিলাম, তখন তিনি আমাকে ব'ল্লেন, ইয়াহুদি আর ক্রেস্তানদের পুরানো কিতাব থেকে যদি আমি প্রমাণ ক'র্ত্তে পারি যে শিয়া মতই হ'চ্ছে আসল মত, তবেই সম্রাট আমার কথা মানবেন! ভেবেছিলেন আমি কিছুই সংগ্রহ করতে পার্ব্ব না! হজরৎ আলির নিজের হাতের লেখা কিতাব আমি নিয়ে এসেছি!

আক। তা বেশ ক'রেছেন। এখন আমায় কি ক'র্ত্তে বলেন?

মেহেদী। আপনি সম্রাটের সঙ্গে আমার দেখা ক'রিয়ে দেবেন। আমি অনেক দিন এ অঞ্চলে ছিলাম না—হয়তো সম্রাট আমায় ভুলে গেছেন—হয়তো মেজাজ—

আক। হাঁা—মেজাজ! বড় বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছেন মির্জ্জাসাহেব! সম্প্রতি সম্রাটের মেজাজটা ঠিক তরিবৎ নেই।

মেহেদী। আমি সব খবর না নিয়ে—আপনার সঙ্গে দেখা না ক'রে—তো আর সম্রাটের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারিনে!

আক। খবর বিশেষ সুবিধা নয়। আপনি যদি ঐ তিন গাড়ী কিতাব আর একশো মোল্লা নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে এখন তর্ক ক'রতে যান, তা'হলে বোধ হয় আপনাকে আর সেখান থেকে ফিরে আস্‌তে হবেনা!

মেহেদী। কেন বলুনতো? কি হ'য়েছে?

আক। ওই যা ব'ল্লেন, মেজাজ—মেজাজ বিগ্‌ড়েছে।

মেহেদী। কেমন ক'রে বিগ্‌ড়'ল?

আক। হিন্দুস্থানের সেই আওরতের কথা মনে আছে মির্জ্জাসাহেব—সেই যে বুক চিরে খুন্ দিয়ে সম্রাটকে অভিশাপ দিয়েছিল? লোকে বলে সে শহীদ—শহীদের অভিশাপ ফ'ল্‌ছে!

মেহেদী! কাফের আওরৎ আবার শহীদ! আপনি ক্ষেপেছেন আলি সাহেব! যা হ'য়েছে, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—আমি জান্‌তেম্।

আক। কি জান্‌তেন?

মেহেদী। যা হ'য়েছে। বলি, দূর থেকে আমরাও কিছু কিছু শুনেছি। এই শিয়া-মত তুলে' দিয়ে এদেশে সুন্নি-মত চালানোর ফলেই এইটে ঘটেছে! ধর্ম্ম নিয়ে খেলা করা, আর গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেলা করা—একই কথা! আমি ত'খুনি বারণ ক'রেছিলাম। আচ্ছা, সম্রাট কি খুব ভয় পেয়েছেন?

আক। ভয় পাওয়ার ছেলেই বটে! আর সবই ঠিক আছে—তবে, ঐ যে মেজাজটা—

মেহেদী। আচ্ছা, এর মধ্যে আর কোনো মোল্লা এসে কিছু বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছিল?

আক। কৈ—মনে তো হয় না।

(সিরাজী পান)

মেহেদী। এখন আমি কি করি বলুন দেখি! আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি—সম্রাট যদি আমার মতে চলেন, তাঁর সমস্ত আপদ বিপদ কেটে যাবে। একবার কোনো গতিকে তাঁকে আমার যুক্তিগুলো যদি শোনাতে পার্‌তেম—যুক্তি অকাট্য!

আক। তা বেশতো—আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কাল দরবারে হাজির হবেন। ঈশ্বরেচ্ছায়—আপনার যুক্তি শুনে খুশী হ'য়ে, সম্রাট চাই কি আপনাকে একেবারে ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিও দিতে পারেন।

মেহেদী। তবে থাক্, তবে থাক্। কিন্তু আমি যে বড় আশায় নিজের যথাসর্ব্বস্ব খরচ ক'রেছি। উজীর সাহেব, যদি কোনো রকমে আমার খরচটা সরকারী তহ্‌বিল থেকে আদায় ক'রে দেন—নইলে আমি একেবারে মারা প'ড়ি।

আক। আপনাকে বৃথা স্তোক-বাক্য দেব' না। আগে ও-সব ব্যাপার আমার হাতেই ছিল—এখন সম্রাট সমস্ত খুঁটি-নাটি হিসেব পর্য্যন্ত নিজে না দেখে মঞ্জুর করেন না! কোনো রকম গোঁজামিল দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। হিন্দুস্থান থেকে আসার কিছুদিন পর থেকে কি যে হ'য়েছে—বেশ একটু কৃপণ তো হয়েছেনই, উপরন্তু ঐ মেজাজ!

মেহেদী। তাহ'লে আমি গরীব মানুষ মারা-পড়বো! কি রকম সব অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ ক'রেছি—আপনি যদি একবার শোনেন তো আপনিই অবাক হ'য়ে যাবেন! আচ্ছা, কাল সকালে আপনার সময় হবে? তাহ'লে আপনাকেই শোনাই। তারপর, আপনি সুবিধা-মত সম্রাটকে আমার কথা জানাবেন। এই ধ'রুন না, হজরৎ—

আক। থাক্ থাক্! আমি আপনার সব কথাই ওম্নি বিশ্বাস ক'রে নিচ্ছি মির্জ্জা সাহেব। কিন্তু তাতে তো কোন ফল হবে না! আসল কথা কি জানেন, শিয়াই ব'লুন আর সুন্নিই বলুন, কোনো সম্প্রদায়ের মতামতের উপরই সম্রাটের বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা নেই। লোকটা এক-রকম নাস্তিক ব'ল্লেই হয়! সম্রাট আপনাদের ক্ষেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। যাক্, আপনি এসব কথা কাউকে ব'লবেন না—আমি বন্ধুভাবে আপনাকে সাবধান করার জন্য ব'ল্লাম। আপনি এখন বরং আপনার মোল্লাদের কাছে ফিরে যান। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করবেন—যদি কিছু সুবিধে কর্ত্তে পারি। সম্রাট যদি হঠাৎ আপনাকে এখানে দেখ্‌তে পান, সেটা আপনার বা আমার কারো পক্ষেই খুব মঙ্গলের হবে না।

মেহেদী। তা হ'লে আমি এখন আসি। যাহোক্, আপনি যেন ভুলবেন না!

আক। না!

মেহেদী। (স্বগতঃ) এরা সবাই সমান! আমার এত বড় একটা মৌলিক গবেষণা—তার জন্য এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়—কেউ বিচারটা পর্য্যন্ত শুনতে রাজি হ'ল না। পাষণ্ড, কাফের—যাবে গোল্লায়—এসব তারই লক্ষণ আর কি! এখন আমি এই একশো মোল্লা নিয়ে করি কি? এখুনি খেতে চাইবে! [প্রস্থান]

(সিরাজী বেগমের প্রবেশ)

সিরাজী। লোকটা কে? সঙ্গে ক'রে একেবারে আমার মহল পর্য্যন্ত এনেছ!

আক। রও সিরাজী। উপরো-উপরি দু'পাত্র না খেলে আমি কথা কইতে পারছিনি! (মদ্যপান) আচ্ছা ব'কান্‌টা বকিয়েছে!

সিরাজী। লোকটা কে?

আক। হিন্দুস্থানে সঙ্গে ছিল। আলি কুলী খাঁ মাঝে মাঝে কোরাণের তত্ত্ব-কথা নিয়ে ওর সঙ্গে তর্ক করতো।

সিরাজী। কি ব'লছিল?

আক। কি জানি! আমি কি আর ওর কথায় কান দিয়েছি—আমার মাথার ভিতর এখন কত রকম ভাবনা! কিছু টাকা-কড়ি চায় আর কি! যাক্—এখন তোমার কি জরুরী কথা আছে বল তো?

সিরাজী। তোমারও তো জরুরী কথা ছিল ব'ললে।

আক। আগে তোমার কথা শুনি।

সিরাজী। রেজা কুলীর বিচার সম্বন্ধে। শুনলাম নাকি যে লোকটা মাজেন্দ্রানে গুলি মেরেছিল, সে ধরা পড়েছে?

আক। তা প'ড়েছে।

সিরাজী। আচ্ছা, সত্যিই কি সেই মেরেছিল?

আক। তা আমি কেমন ক'রে ব'লবো—আমি কি সেখানে ছিলাম! তোমার হিন্দু-ভগিনী নাকি নিজের চোখে দেখেছে!

সিরাজী। আমার হিন্দু-ভগিনী! দেখ, তুমি আমায় অমন ক'রে রাগিও না!

আক। তুমি রাগ কর ব'লেইতো তোমায় আমার রাগাতে ইচ্ছা করে!

সিরাজী। সত্যি বল না—সেই মেরেছে?

আক। লোকে তো তাই বলছে!

সিরাজী। সে কি বলে?

আক। আরে,—কি মুস্কিল, আমি কি তাই জানি! তোমার স্বামী প্রাণপণ চেষ্টায় আমার কাছ থেকে তাকে দূরে রেখেছে—আমি কি ক'রে জানবো? তবে লোকে ব'লছে, সে নাকি রেজারই হুকুমে গুলি মেরেছে। খাসা বুনো জাত! মজবুৎ দেহ! আর একটু হ'লেইতো—! ফ'স্কে গেল!

সিরাজী। তুমি সব জান!

আক। তবে জানি।

সিরাজী। আমার বড় কৌতুহল হ'চ্ছে!

আক। কৌতুহল আমারই কি কম হ'চ্ছে সিরাজী!

সিরাজী। তোমার কি বিশ্বাস রেজার শাস্তি হবে?

আক। আচ্ছা, তুমি সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছ কেন? তোমার স্বামী-পুত্রের কথা আমি বরং তোমারই কাছে শুনতে এলাম! আমার বড় ইচ্ছে ক'রছে—এই বিচারটা দেখ্‌তে! দেখি—আমার পরম পণ্ডিত জননায়ক বিচারক মশায়—তোমার স্বামী গো, স্বামী—কি রকম বিচারটা করেন!

সিরাজী। আলি, তুমি একটা শয়তান। এ-সব বোধ হয়—

আক। সে কি সিরাজী! তুমিইতো ব'লেছ আমি অতি ভালমানুষ! শুধু সৈন্যদের রসদ যোগাই, আর সন্ধ্যার পর দু'-এক পাত্র মদ্যপান করি। অতি নিরীহ, অতি গোবেচারা!

সিরাজী। রেজার শাস্তি হয় হোক্—তাতে আমার লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই! একটু শাস্তি হ'লেই ভাল—তামাস্‌কে মেরেছে! তবে, আমি চাই, ওই হিন্দু বেগমের—

আক। ঠিক তোমার লাভ-ক্ষতি খতিয়েতো কাজ হবে না সিরাজী! বিভিন্ন জাতির ও ব্যক্তির মর্ম্ম মথিত ক'রে প্রবল ধারায় কর্ম্মস্রোত চলেছে! তোমার-আমার স্বার্থ সে ধারার অনুকূল হয়, থাকবে—না হয়, তুমি-আমি কোথায় ভেসে যাব, তার ঠিকানা কে বলতে পারে! সাফাভী বংশ উঠেছিল, প'ড়েছে—হয়তো আবার উঠ্‌বে, নয়তো উঠ্‌বে না—কে তার হিসাব নিকাশ দেবে সিরাজী? এইটুকু মাত্র জেনে রাখ সিরাজী—আগুন জ্বলেছে, আগুন জ্বলেছে—শুধু আমার অন্তরে নয়, সমগ্র ইরাণ জাতির অন্তরে!

(পুনঃপুনঃ মদ্যপান)

(নাদির ও রেজাকুলীর প্রবেশ)

নাদির। রেজা, এইখানে ব'স। একি—আলি আকবর, তুমি? রাত্রি এক প্রহরের পর—বেগম-মহলে?

আক। জাঁহাপনা—

নাদির। তুমি এখানে এসে সিরাজী পান ক'রছ? এ তোমার পানশালা?

আক। আমার ভগিনী—

নাদির। না—তোমার সম্রাজ্ঞী! অভিবাদন কর সম্রাজ্ঞীকে! তুমি সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে সিরাজী পান ক'রছ? যেন তুমিই এ রাজ্যের সম্রাট!

আক। জাঁহাপনা নিজেই আমাকে অনেক সময়—

নাদির। সে আমার অনুগ্রহ, আমার প্রসাদ! আমি সম্রাট—আমি যা খুসী তাই ক'রতে পারি। তুমি কোথাকার কুকুর—যে সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে বর্ব্বরের মত ব্যবহার ক'রবে।

আক। আমায় ক্ষমা ক'রুন জাঁহাপনা!

নাদির। তুমি ক্ষমার অযোগ্য! অসভ্য পশু, কুকুর দিয়ে তোমায় খাওয়ান উচিত। বান্দা—

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

এটাকে আজ সমস্ত রাত আর কাল সমস্ত দিন বাইরে দু'টো বান্দা দিয়ে কান ধ'রিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌। কাল রাত্রি এক প্রহরের পর খালাস পাবে।

আক। দোহাই জাহাপনা—আমায় ক্ষমা ক'রুন জাহাপনা!

নাদির। খবরদার—নিয়ে যা! বেশী চীৎকার করে যদি, কোড়া মারবি।

[ক্রন্দমান আলিকে লইয়া বান্দার প্রস্থান]

সিরাজী, বেশী ভ্রাতৃপ্রেম নাদির শাহের বেগম-মহলে চ'লবে না মনে রেখো!

(সিরাজীকে চলিয়া যাইবার সঙ্কেত করিলে সিরাজী সভয়ে চলিয়া গেল)

রেজাকুলী খাঁ, তুমি আমার কে?

রেজা। পুত্র জাঁহাপনা!

নাদির। না—তুমি আমার শোণিতোৎপন্ন দুষ্ট ব্রণ! আমি অস্ত্র-উপচারের দ্বারা তোমার ভিতরের দূষিত রক্ত বে'র করবো!

রেজা। আমি সম্রাটের বিরক্তি-ভাজন হবার মত কোন কাজ করিনি।

নাদির। মনে রেখো—এই আলি আকবরের মত তোমায়ও বান্দা দিয়ে কোড়া-প্রহার ক'রে আমি শাসন ক'রতে পারি।

রেজা। জাঁহাপনা ইচ্ছা ক'র্‌লেই পারেন—আপনি সর্ব্বশক্তিমান্!

নাদির। সম্রাটের মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলবার সাহস দেখ্‌ছি শাহ্‌জাদার আছে।

রেজা। সে সাহস শাহ্‌জাদারই থাকা সম্ভব—শাহ্‌জাদা সম্রাটেরই পুত্র জাঁহাপনা!

নাদির। শুনলাম, পৈত্রিক সিংহাসন-লাভের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হ'য়েছ!

রেজা। না—সম্রাট ভুল শুনেছেন।

নাদির। তুমি আহ্‌মেদ আবদালীর সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে তাকে পত্র দাওনি?

রেজা। না—মিথ্যা কথা!

নাদির। আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে—তুমি বন্দী তামাস্‌কে হত্যা করনি?

রেজা। তাঁকে বধ করবার রাজনৈতিক সার্থকতা ছিল—তাঁকে কেন্দ্র ক'রে অনেক বিদ্রোহী-দল পুষ্ট হ'চ্ছিল!

নাদির। বিদ্রোহীকে দমন করার অধিকার তোমায় দিয়েছিলাম—তার বেশী অধিকার তোমার ছিলনা। আমার মৃত্যু সংবাদে তুমি অতি-উল্লসিত হ'য়ে তোমার সম্রাটত্বের নিদর্শন-স্বরূপ তামাস্‌কে বধ ক'রেছ!

রেজা। জাঁহাপনা যা শুনেছেন, তা সত্য নয়। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—

নাদির। সাম্রাজ্য—সাম্রাজ্য! যেন যুগ-যুগ ধ'রে তোমার পিতা-পিতামহের দল সাম্রাজ্য-শাসন ক'রে আস্‌ছে—তাই আজ তুমি সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অস্ত্র ধ'রেছ! আমি তোমার অন্তরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জান্‌তে পেরেছি!

রেজা। আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সম্রাটের আদেশ পালন করা।

নাদির। মিথ্যা কথা!

রেজা। সম্রাট মিথ্যা মনে কর্ত্তে পারেন—কিন্তু কারো ভয়ে আমি সত্য গোপন করিনা।

নাদির। তুমি ইস্পাহান ও তিহারানের শিক্ষিত জন-সমাজের সহিত বন্ধুত্ব কর?

রেজা। তারা আমায় ভালবাসে এবং অনেক অনুষ্ঠানে আমায় আমন্ত্রণ করে।

নাদির। তারা রাজ্যের শত্রু।

রেজা। না—তারা প্রচলিত কোনো শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে যাবে না!

নাদির। মাজেন্দ্রানের গিরিপথে আমার মস্তক লক্ষ্য ক'রে যে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সে কার চক্রান্তে?

রেজা। জানি না!

নাদির। জান না! এ কবিতার অর্থ কি?—
"ধনু হ'তে দেখা যায় বেগে ধায় তীর,
অস্ত্রের পশ্চাতে কিন্তু থাকে এক বীর।"
এর অর্থ বোধ হয় কঠিন নয়!

রেজা। না, অত্যন্ত সরল অর্থ।

নাদির। আমাকে নির্দ্দিষ্ট করে যে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়, তার পশ্চাতে কোন্ বুদ্ধিমান্ বীর ছিল?

রেজা। জাঁহাপনা এ-সব প্রশ্ন কেন আমায় ক'চ্ছেন? যদি আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হয়, আমায় স্পষ্ট বলুন। মাত্র এক বার আমি চেষ্টা করব আপনার সন্দেহ দূর ক'র্‌তে—না পারি, আপনার আদেশ স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেব। আমি আপনারই পুত্র—কাপুরুষ নই!

নাদির। আশা করি, তুমি কাপুরুষের মত কাজ ক'র্‌বে না—যা সত্য, তাই স্বীকার ক'র্‌বে। সম্ভবতঃ এই দণ্ডে আমি তোমায় আবার আহ্বান ক'র্‌বো। যাও—নিজের ঘরে থেকো।

[রেজাকুলীখাঁর প্রস্থান

(সিরাজীর প্রবেশ)

সিরাজী, আমি গুরুতর রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত আছি। আমি ইচ্ছা করি, কেউ যেন আমায় বাধা না দেয়, কেউ যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে, কেউ যেন আমায় কোনো রকম অনুরোধ না করে! সেই জন্য আমি নিজের কক্ষে বা সিতারা বেগমের কক্ষে যাইনি।

সিরাজী। জাঁহাপনার আদেশ প্রতিপালিত হবে।

নাদির। তোমার চোখ দু'টী যেন একটু কৌতূহলী! কিছু ব'ল্‌তে চাও?

সিরাজী। জাঁহাপনা যদি অভয় দেন—

নাদির। বল।

সিরাজী। আপনি শাহ্জাদার বিচার ক'চ্ছেন ?

নাদির। যদি করি, সে সম্বন্ধে আমি কারো কোনো অনুরোধ শুন্‌বোনা।

সিরাজী। আমি কোনো অনুরোধ ক'র্‌ছিনা —তবে, প্রধানা বেগম ব'লছিলেন—

নাদির। কি বল্‌ছিলেন তিনি ?

সিরাজী। তিনি বলেন, জাঁহাপনার উপর হিন্দুস্থানের সেই উন্মাদিনী নারীর অভিশাপ এতদিনে ফ'ল্‌ছে—

নাদির। তিনিও হিন্দু—তাই তাঁর ধারণা, হিন্দুনারীর সেই প্রলাপ-বচন আমার জীবনে সত্য হবে !

সিরাজী। তিনি আপনার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছেন ! ব'ল্‌ছিলেন, ক্রেস্তানদের সাধু হজরৎ ঈশা নাকি মানুষের পাপ-ভার নিজের মাথায় নিয়ে, ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়েছিলেন—

নাদির। তিনিও কি ক্রেস্তান হ'য়েছেন নাকি ?

সিরাজী। তা জানিনা—তবে তিনি ক্রেস্তান ধর্ম্মের মহিমা বিশ্বাস করেন। শুনেছি, শাহজাদা রেজাকুলীও পাদরী বাবাদের কাছে ধর্ম্ম-উপদেশ শুনে থাকেন—আপনার ভাইপো আলিকুলীও সেখানে যান।

নাদির। তাঁদের সবারই কি বিশ্বাস, হিন্দুস্থানে আমি মহাপাপ ক'রেছি ? তাঁদের ব'লো, সকল পাপ—সকল অভিশাপ—আমায় স্পর্শ ক'র্‌তে ভয় করে !

সিরাজী। আমিতো কিছুই জানিনা জাঁহাপনা - বেগম যেমন ব'ল্‌ছিলেন !

নাদির। তাঁকে ব'লো—নাদির শাহ্ ঈশ্বরের সমতুল্য শক্তিমান্, কোনো কাফেরের অভিশাপ তাঁকে বিদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌বেনা। আমার পাপের জন্য তিনি যেন কিছুমাত্র ব্যস্ত না হন ! তিনি কোথায় ?

সিরাজী। তাতো জানিনা সম্রাট ! সম্ভবতঃ তাঁর নিজের মহলে।

নাদির। আগাবাসী ! আমার জন্য আজ পরিবারের সকলেই ব্যস্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার জন্য আমি সবাইকে চিন্তিত হ'তে নিষেধ ক'চ্ছি। তর্জ্জনীর অতি ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতে আমিই যাদের সৃষ্টি ক'রেছি—স্পর্দ্ধা তাদের, যে তারা আমার ক'রুণা ক'র্‌তে আসে !

(কম্পিত-কলেবরে আগাবাসীর প্রবেশ)

নাদির। আগাবাসী, প্রধানা বেগম কোথায় ?

আগা। (পদতলে পতিত হইয়া) জাঁহাপনা আমায় মার্জ্জনা করুন !

নাদির। প্রধানা বেগম কোথায় ?

আলি। জাঁহাপনা—

নাদির। আমি তোমার শিরচ্ছেদের আদেশ দিইনি—আমি শুধু প্রশ্ন ক'রেছি, প্রধানা বেগম কোথায় ?

আগা। তিনি নগর-প্রান্তে এক ক্রেস্তান্ সাধুর কাছে গেছেন—আমি অতি বিশ্বস্ত লোক তাঁর সঙ্গে দিয়েছি—তিনি এখনি আস্‌বেন !

নাদির। গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে যেন আমার সাক্ষাৎ হয়। চল, আমি তাঁকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে নিয়ে আসি।

(নাদির ও তৎপশ্চাৎ সভয়ে আগাবাসীর প্রস্থান)

সিরাজী। হিন্দুস্থানের আকাশের পাখী— আর তুমি কোথায় যাবে ! এইবার তোমায় জালে আবদ্ধ ক'রেছি ! আর খোরাসানী জঙ্গলের বন্য মহিষ—এইবার তোমায় উন্মত্ত ক'র্‌বো ! তুমি ভেবেছিলে তুমি বড় বুদ্ধিমান্। তোমার শক্তির মাদকতায় তুমি ভেবেছিলে, আমাকে কীটানু-কীটের মত পদদলিত ক'র্‌বে ! দেখি, এইবার তোমার শক্তি কেমন ক'রে তোমায় রক্ষা করে !

(সিতারাকে টানিয়া লইয়া নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। সিরাজী ! (ইঙ্গিতে সরিয়া যাইতে বলিলেন)

সিতারা। আমি জাঁহাপনার কল্যাণের জন্য গিয়েছিলাম, একথা আপনি

[সিরাজীর প্রস্থান

অবিশ্বাস করেন ? আমার মুখ দেখুন, আমার চোখের স্থির দৃষ্টি দেখুন—যে চোখ তার সম্মুখের এই অনিন্দ্য-সুন্দর বীর মূর্ত্তি ছাড়া আর কোনো মূর্ত্তির দিকে জীবনে কখনো মুগ্ধ-নেত্রে চায়নি ! তারপর জাঁহাপনার নিজের চোখ দিয়ে আমার

হৃদয় দেখুন—আপনার কাছে, যার প্রতি অনুভব, প্রতি চিন্তা, প্রতি কার্য্য একেবারে সুস্পষ্ট!

নাদির। সিতারা, আমি তোমায় বিশ্বাস করি—বোধ হয় এই মুহূর্ত্তে একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করি! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, এ বিশ্বাস যেন না ভাঙে। যদি কোনো দিন ভাঙে সিতারা—জান্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে আমার পতন আরম্ভ হবে—কারণ, বাঁচবার মত আর কোনো অবলম্বন তখন আমার থাক্‌বেনা!

সিতারা। জাঁহাপনা, আপনি আমার একমাত্র প্রভু ও ইষ্ট-দেবতা। আমি আপনার কল্যাণের জন্য ক্রেস্তান সাধুর কাছে গিয়েছিলাম।

নাদির। ক্রেস্তান সাধুর আবশ্যক নাই। কোনো সাধুর কোনো আলৌকিক শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মের চেয়েও পৃথিবীতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান প্রেম! সে প্রেম যার জীবনে অসম্মানিত হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে আর নাই। ঈশ্বর জানেন সিতারা, আমি তোমায় ভালবাসি!

সিতারা। আমিও জানি জাঁহাপনা।

নাদির। যাও, তুমি তোমার নিজের কক্ষে যাও। ওই শয়তানীকে বিশ্বাস ক'রো না! সিরাজীকে কখনো এমন সুযোগ দেবে না, যার সাহায্যে সে তোমার ও আমার দু'জনের মুখ একই কলঙ্কের কালিমাতে মণ্ডিত ক'র্ত্তে পারে।

সিতারা। জাঁহাপনা, আপনার অনুমতি না নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সত্যই অন্যায় হ'য়েছে। আমি আর কখনো এরূপ আচরণ ক'রবো না—আমায় মার্জ্জনা ক'রুন।

নাদির। যাও, তোমার নিজের কক্ষে যাও। আজকার রাত্রি! আমার জীবনের বড় সঙ্কটাপন্ন রাত্রি! কোনো প্রশ্ন ক'রনা!

[সিতারার প্রস্থান

ঈশ্বর, ঈশ্বর—ঈশ্বর—যদি তুমি কেবল মাত্র ভাবুকের কল্পনা আর ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর পণ্য না হও, যদি মানুষের নিজের কৃতকর্ম্মের ফলাফলের উপরেও তোমার কোনো কর্ত্তৃত্ব থাকে, এই য়ুসুফজাই সৈনিক-পুরুষের বাক্য নিয়ন্ত্রিত কর—রেজাকুলীখাঁর বাক্য নিয়ন্ত্রিত কর!

[প্রস্থান

(একদিক হইতে সিরাজী অন্যদিক হইতে সুলতানা বেগম প্রবেশ করিলেন)

সুল। জাঁহাপনা এই খানেই ছিলেন না বহিন?

সিরাজী। হ্যাঁ ছিলেন—এই মাত্র কোথায় গেলেন—সম্ভবতঃ সেই য়ুসুফ্‌জাই সাক্ষীকে তলব ক'র্ত্তে! বোধ হয় তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করে, তাঁর ইচ্ছা নয়!

সুল। তোমার কি মনে হয়, রেজা এ চক্রান্তের ভিতর আছে?

সিরাজী। সম্ভবতঃ নাই, কিন্তু সম্রাটের বিশ্বাস, রেজাই এ চক্রান্তের মূল!

সুল। সম্রাট কি তাকে দণ্ড দেবেন?

সিরাজী। সেই রকমই তো মনে হ'চ্ছে। সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন।

সুলতানা। আমি যদি তাঁর পায়ে ধ'রে কাঁদি?—সমস্ত দিন চেষ্টা ক'রেও আমি তাঁর দেখা পাইনি। কোথায় তিনি?

সিরাজী। তাতো ব'ল্‌তে পারি না বহিন্—তবে এইমাত্র তিনি আমায় আদেশ জানিয়ে গেছেন, কেউ যেন তাঁকে আজ কোনো অনুরোধ না করে।

সুল। কি হবে সিরাজী! কেমন ক'রে আমি রেজাকে রক্ষা করি? তোমার কাছে অনুরোধ কর্ব্বার আমার মুখ নাই—রেজা তোমার আত্মীয়—মাতুল পুত্র—তামাসকে বধ ক'রেছে। কিন্তু নিশ্চয় জেনো, এ ব্যাপারে তামাসের বিদ্রোহী অনুচরেরা যত অপরাধী, আমার পুত্র তত অপরাধী নয়। তুমি যদি তাকে ক্ষমা ক'বে, তার পক্ষ নিয়ে—

সিরাজী। আমি পক্ষ নিলেওতো কিছু সুবিধা হবে না বহিন্!

সুল। আমার বিশ্বাস—দ্বিতীয় অপরাধ সম্বন্ধে আমার পুত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সিরাজী, আমি তোমায় কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত দেখি, এ বিপদে তুমি ছাড়া আর আমার গতি নাই! আমি জ্ঞানশূন্যা, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা কি ক'র্‌বো। আগেতো তিনি এত কঠোর ছিলেন

না! রেজা তাঁর জীবনের প্রথম আনন্দ, সেই অতি আদরের পুত্রকে তিনি কঠিন শাস্তি দেবেন!

সিরাজী। তোমার শত অশ্রুজল, সহস্র অনুনয়, আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ শাহ্জাদাকে বাঁচাতে পার্‌বেনা—তোমার-আমার দু'জনরেই যৌবন গত হ'য়েছে! তুমি হিন্দু বেগমের কাছে যাও—আজ জাঁহাপনা দুনিয়ায় একমাত্র তারই বশীভূত! তোমার-আমার মিলিত-অনুরোধ যা ক'র্‌তে পার্‌বেনা, হিন্দু-বেগমের একটি-মাত্র ইঙ্গিতে তাই হবে!

স্থুল। তোমার কথা বোধ হয় সত্য—কিন্তু, হিন্দু-বেগম কোথায়?

সিরাজী। সে তার মহলেই আছে, চল, আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই। বহিন্ বহিন্, সম্রাট সেই য়ুসুফজাই সাক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে এইখানেই আস্‌ছেন। শীগ্‌গির চল, আমরা অন্তরালে যাই। যদি তার কথা সম্রাট অবিশ্বাস করেন, তবে কিছুরই আবশ্যক হবে না—যদি বিশ্বাস করেন, তখন হিন্দু-বেগমের শরণাপন্ন হব!

[উভয়ের প্রস্থান]

(শৃঙ্খলাবদ্ধ নেক্‌কদম ও তৎসঙ্গে নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। তোমার নাম নেক্‌কদম?

নেক। হ্যাঁ জাঁহাপনা। দেখ্‌ছি জাঁহাপনা আমায় ভুলে' যাননি!

নাদির। না! তুমি তোমার সাহসের জন্য খ্যাতিলাভ ক'রেছিলে। যদিও তুমি আজ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত, তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করি।

নেক। এই প্রসংশার জন্য আমি সম্রাটের কাছে কৃতজ্ঞ!

নাদির। কিন্তু তুমি বুদ্ধিহীন গর্দ্দভ—তুমি মনে ক'রেছিলে, তুমি চিরকাল তৈমানি পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে! তোমার ধারণা কত ভুল, এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্ছ! তুমি জান, তুমি যদি পৃথিবীর এক প্রান্তেও পলায়ন ক'র্‌তে, সেখান থেকে আমার হাত তোমায় টেনে আন্‌তে পার্‌তো!

নেক্। জাঁহাপনার হস্তের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আমার দেশে ছিলাম—আমি এমন কোন অন্যায় কাজ করিনি, যার জন্য পলায়ন আমার পক্ষে আবশ্যক ছিল।

নাদির। তুমি খুব জোরের সহিত মিথ্যাকথা ব'ল্‌তে অভ্যস্ত দেখ্‌ছি, কিন্তু জোর ক'রে ব'ল্‌তে পাল্লেই মিথ্যা সত্য হ'য়ে ওঠে না। তুমি একবার গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হ'য়েছিলে—তুমি বীর বলে সেবার তোমায় প্রাণদণ্ড দিইনি—আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল!

নেক্। কৃতজ্ঞ?

(বন্দীর অঙ্গের শৃঙ্খল ঝঙ্কৃত হইয়া তাহাকে জানাইয়া দিল সে নিরুপায়)

আমি বন্দী—জাঁহাপনা আমায় যা ইচ্ছা বল্‌তে পারেন! আমার একমাত্র উত্তর, আমি নিরপরাধ।

নাদির। মিথ্যাকথা শুধু তাদেরই জন্য—যারা কাপুরুষ; বীরের মুখে মিথ্যা শোভা পায় না! আমি নিজে দেখেছি, পাহাড়ের গায়ের একটা ঝোপের অন্তরাল থেকে তুমি আমায় লক্ষ্য ক'রে গুলি ক'রেছিলে। এ চোখ্ যাকে একবার দেখে, তাকে চিন্‌তে পারে—এ চোখ কখনো ভুল করে না!

নেক্। কিন্তু এবার ভুল ক'রেছে—আমি গুলি করিনি। আপনি আমায় অপমান ক'রে কাজ ছাড়িয়ে দিলেন, আমি দেশে চ'লে গেলাম। সেই অবধি—গরীব মানুষ আমি—একটা কাজকর্ম্ম সংগ্রহের চেষ্টা ক'র্‌ছি।

নাদির। কেন বোকামি ক'র্‌ছ? প্রয়োজন হ'লে আমি কঠোর হই বটে, কিন্তু দয়া দেখাতেও আমি জানি—আর বীর-পুরুষকে আমি সহজে দণ্ড দিই না, তুমি নিজেই অনেকবার দেখেছ।

নেক্। (নীরব থাকিয়া চিন্তিত হইবার অভিনয় করিল)

নাদির। বিচারের চূড়ান্ত আদেশ জানাবার পূর্ব্বে তোমার কি বলবার কিছুই নাই? এখনো চিন্তা ক'রে দেখ। তোমার কি নিজের গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না? মনে কর, তোমার সেই

য়ুসুফজাই প্রদেশের ঘন মেঘের মত স্থির গিরিশৃঙ্গ—নিম্নে শ্যামল অধিত্যকায় সেই ক্ষুদ্রপল্লী—শুনেছি সেখানকার নবোঢ়া ও কুমারী যুবতীদের চোখের তারা গভীর কালো, তাদের অধরের মধু মধুর!

(নেক্‌কদম তথাপি চুপ করিয়া রহিল)

নীরবে মৃত্যুকে বরণ করায় লাভ কি? জীবন কি তোমার কাছে কিছুই নয়? আর একবার তোমায় চিন্তা কর্‌বার সুযোগ দিচ্ছি—আমি সহজে কঠোর হ'তে চাই না! যদি বুঝ্‌তে পারি তুমি সত্য ব'লেছ—আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, তোমায় আমি মুক্তি দেব।

নেক্। আমি যথার্থ কথাই ব'লেছি। কিন্তু তার চেয়েও কিছু বেশী কথা আমি জানি। সে কথা আমি জাঁহাপনাকে ব'লতে পারি—যদি জাঁহাপনা আমায় মুক্তি দেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, আমি নিরাপদে দেশে পৌঁছে নির্ব্বিবাদে সেখানে বাস কর্‌তে পার্‌বো!

নাদির। আমি হজরৎ আলির নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি, তোমায় মুক্তি দেব—দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রবো। কিন্তু তুমি যা ব'ল্‌বে, তা পরিপূর্ণ সত্য হওয়া আবশ্যক! তুমি জান, খণ্ড সত্য ও পূর্ণ সত্যকে চিনে নিতে আমার বিলম্ব হয় না। বল, কে আমায় গুলি ক'রেছিল?

নেক্। আচ্ছা—আমি সত্যই ব'লবো। জীবন লোভনীয়—জাঁহাপনা সত্যবাদী! আমি সত্য ব'ল্‌ছি—জাঁহাপনা সমস্তই জানেন। আপনার মৃত্যুতে যাঁর লাভ সব চেয়ে বেশী, তাঁরই আদেশে গুলি নিক্ষিপ্ত হ'য়েছিল!

নাদির। হেঁয়ালী রাখ—সহজ স্পষ্ট সত্য বল।

নেক। ঘটনা যা ঘ'টেছে, সম্রাট তার কিছু নিজের চোখে দেখেছেন, আর কিছু সম্রাটের পার্শ্ববর্ত্তিনী বেগম দেখেছেন। আমি আর মিথ্যা ব'লবো না—গুলি আমিই ক'রেছিলাম!

নাদির। সোভান্-আল্লা! তাহ'লে তুমি গুলি ক'রেছিলে—নিজের হাতে?

নেক্। জাঁহাপনা, নিজের হাতে! আমার গুলি বড় একটা ব্যর্থ হয় না।

নাদির। কি জন্য তুমি আমায় হত্যা ক'র্‌তে গিয়েছিলে?

নেক্। আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব'লছি, আপনি শুনুন—শুনে, আমার অপরাধের বিচার ক'রবেন।

নাদির। বল।

নেক্। হিন্দুস্থানে আপনি আমায় কর্ম্মচ্যুত কর্‌বার পরে, আমি ইরাণে এসে শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা করি!

নাদির। শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা ক'রেছিলে কেন?

নেক্। আমি পূর্ব্বে শাহ্‌জাদারই দেহরক্ষী ছিলাম—ভাব্‌লাম, আপনি বরখাস্ত ক'রেছেন, তিনি যদি অনুগ্রহ ক'রে চেষ্টা করেন, আমার চাকরী সম্ভবতঃ আবার হ'তে পারে! শাহ্‌জাদা আমায় ভালবাসতেন—

নাদির। ভালবাস্‌তেন! তাই বিশ্বাস ক'রে আব্‌দালির পত্র তোমার হাতে দিয়েছিলেন?

নেক্। না জনাব, শাহ্‌জাদা নিজে আমার হাতে দেন্‌নি—যাকে পাঠিয়েছিলেন, সে আমার জানা লোক। তারপর শুনুন! আমার সঙ্গে দেখা হ'তেই শাহ্‌জাদা আমায় খুব অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তারপর যেই শুন্‌লেন আপনি আমায় কর্ম্মচ্যুত ক'রেছেন, ত'খুনি তাঁর মুখখানা অন্ধকার হ'য়ে গেল—আমারই মুখে শাহ্‌জাদা প্রথম শুন্‌লেন যে, আপনি জীবিত এবং হিন্দুস্থানে শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন!

নাদির। তুমি শুধু ঘটনা বর্ণনা কর। কোন্ সংবাদে কার মুখ প্রফুল্ল কি বিষণ্ণ হ'য়েছিল, তা তোমার বলার আবশ্যক নাই!

নেক্। না জনাব, আমি যেমন দেখেছি তাই ব'ল্‌ছি। আপনি বেঁচে আছেন শুনে, শহ্‌জাদা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আর কাজ দিতে সাহস ক'ল্লেন না। আমায় বল্লেন, তুমি সাহসী বীর, তোমার কাজ যাওয়ায় আমি দুঃখিত—আমি তোমাকে কাজ দিলে, সম্রাট আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন; এখন তুমি দেশে যাও! এই ব'লে আমার খরচের জন্য আমার হাতে কিছু অর্থ দিয়ে আমায় বিদায় ক'ল্লেন!

নাদির। তোমায় কত অর্থ দিয়েছিলেন?

নেক্। মাত্র বিশটী স্বর্ণমুদ্রা।

নাদির। তুমি চ'লে গেলে?

নেক্। না জনাব। আমি তাঁকে ব'ল্লাম, আমায় অন্ততঃ একশত স্বর্ণমুদ্রা দিন! তিনি ব'ল্লেন, এখন তিনি সম্রাটের অধীন, রাজকোষের অর্থ নিজের ইচ্ছানুসারে ব্যয় করতে পারেন না। যদি তিনি কোনো দিন সম্রাট হন, তিনি আমায় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেবেন, আর সৈন্যদলে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ দেবেন।

নাদির। তুমি কি ব'ললে?

নেক্। আমি অতি দরিদ্র জাঁহাপনা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রার স্বপ্নে আমি উন্মত্তের মত উল্লসিত হ'লাম। আমায় ক্ষমা ক'র্ব্বেন জাঁহাপনা—উদরান্নের জন্য সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ ক'রে, অনেক যুদ্ধে অনেক মানুষ মেরে ফেলেছি—যারা আমার শত্রুও নয় কিম্বা কোনো ক্ষতি আমার করেনি! আর আজ যখন দেখলাম একজন শত্রু মার্‌লে অর্থ ও পদ-মর্য্যাদা দু'ই পাই, আমি আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন মনে ক'রে শাহ্‌জাদাকে স্পষ্টই আমার প্রাণের কথা ব'ল্লাম!

নাদির। কি ব'ল্‌লে?

নেক্। আমি অতি সত্বরই আপনার সম্রাট হবার পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছি—তিন মাসের মধ্যে আপনার পিতাকে হত্যা ক'র্‌বো!

নাদির। উত্তরে শাহজাদা কি বল্লেন?

নেক্। শাহজাদা মৃদু হেসে বল্লেন, "নেক্‌কদম, তুমি আমার সম্মুখে ও-রকম কথা ব'লোনা! ওকথা আমার শুন্‌তে নাই।" আমি আর কোনো কথা না ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে শাহজাদাকে সালাম করে চলে এলাম। তারপর যা ঘটেছে, আপনি জানেন।

নাদির। হুঁ, জানি—জানি—জানি! কে আছিস্?

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

বন্দীকে আরও কিছুক্ষণ এই ভাবে নিকটের কোনো কক্ষে তোদের জিম্মায় রেখেদে। নেককদম, তোমার কথা সত্য কিনা, এইবার তার পরীক্ষা ক'র্‌বো—পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হ'লে, তুমি প্রতিশ্রুত মুক্তি পাবে।

[নেক্‌কদমকে লইয়া প্রহরীদের প্রস্থান।

(একজন বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। শাহজাদা রেজাকুলী খাঁ!

[বাঁদীর প্রস্থান

নাদির। পুত্র বিষাক্ত হবে—পুত্র বিষাক্ত হবে! সেই রেজা—জীবনের প্রথম-স্বর্ণরশ্মি! তখন কোথায় ছিল পারস্য সাম্রাজ্য, কোথায় ছিল হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য্য, কোথায় ছিল ময়ুর-সিংহাসন, কোথায় ছিল কোহিনুর-রত্ন, কোথায় ছিল ভারত-নারীর প্রেম, কোথায় ছিল ভারত-নারীর অভিশাপ!

(অনেকক্ষণ একা-একা পরিক্রমণ করিলেন)

(রেজাকুলী খাঁর প্রবেশ)

রেজা, তুমি বোধ হয় শুনে সুখী হবে, যে লোকটা মাজেন্দ্রান গিরিপথে আমায় গুলি ক'রেছিল—সে ধরা প'ড়েছে।

রেজা। নিশ্চয়ই জাঁহাপনা! সে কে?

নাদির। বোধ হয় শুনে আরও সুখী হবে, সে আমার কাছে তার অপরাধের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা ক'রেছে!

রেজা। লোকটা কে? এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য সে কেন ক'র্‌লে, জাঁহাপনা জান্‌তে পেরেছেন কি?

নাদির। হ্যাঁ পেরেছি। অপরাধের ইতি-হাসের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের উদ্দেশ্যও সে আমায় জানিয়েছে!

রেজা। সে কি ইরাণী? কোন্ জাতীয়?

নাদির। সে ইরাণী নয় বটে, তবে ইরাণ-সাম্রাজ্যের প্রজা—যুসুফজাই জাতীয়, সম্ভবতঃ শাহ্‌জাদা তাকে জানেন!

রেজা। তার নাম?

নাদির। নেক্‌কদম।

রেজা। নেককদম?

নাদির। নাম শুনেও কি শাহ্‌জাদা স্মরণে আন্‌তে পার্চ্ছেন না? সে একদিন তোমার দেহরক্ষীদের সর্দ্দার ছিল।

রেজা। হ্যাঁ, মনে হয়েছে। একি সেই—যাকে জাঁহাপনা হিন্দুস্থানে কর্ম্মচ্যুত ক'রেছিলেন?

নাদির। তোমার কথা সত্য! সে গুরুতর অপরাধ ক'রেছিল—তার অপরাধের গুরুত্বও সম্ভবতঃ তুমি জান! তার প্রাণ-দণ্ড হওয়া উচিত ছিল—সাহসী দেখে তার দ'ণ্ড আমি লঘু ক'রে-ছিলাম। কর্ম্মচ্যুতির পর সে তোমার কাছে এসেছিল?

রেজা। এসেছিল জাঁহাপনা—তা'কে পুনরায় সৈনিকপদে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার জন্য সে পুনঃপুনঃ আমায় অনুরোধ করে, কিন্তু আমি তার অনুরোধ রক্ষা করিনি।

নাদির। সৈনিকের কাজ তুমি তাকে দাওনি সত্য—কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী আশা দিয়েছিলে!

রেজা। মিথ্যা কথা—আমি তাকে কোনো আশা দিইনি! একদিন সে আমার বিশ্বাসী ছিল, তাই তার দুর্ভাগ্যে যৎকিঞ্চিৎ সমবেদনা জানিয়ে-ছিলাম—এই মাত্র!

নাদির। তুমি তাকে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দাওনি?

রেজা। দিয়েছিলাম—কিন্তু কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে দিইনি জাঁহাপনা। আমি আমার মস্তক স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি—আপনার আদেশ প্রতিপালন ছাড়া কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হ'য়ে কোনো কাজ আমি করিনি!

নাদির। শপথ—শপথ! দেখছি ইস্পাহানি অভিজাতদের মত কথায় কথায় শপথ ক'র্‌তে শিখেছ! কিন্তু জেনো, আফ্‌সারি বংশের এ রীতি নয়। তারা সহজ সত্য কথা বলে—সত্যই তাদের একমাত্র অবলম্বন—বাক্য-বহুল শপথের দ্বারা তারা সত্যের মহিমা খর্ব্ব করে না! তুমি তাকে অর্থ দিয়েছিলে—তারপর সে আমায় হত্যা ক'র্‌তে চেষ্টা করে। শুধু এই অতি-সামান্য কার্য্য-পরম্পরায় কি প্রমাণ হয়?

রেজা। জাঁহাপনা, আমি স্বীকার ক'র্‌ছি, আমি অতি নির্ব্বোধের মত কাজ ক'রেছি। সে আমায় তার অভাবের কথা জানিয়ে, আমার পায়ে ধ'রে কেঁদে ব'লেছিল, অন্নাভাবে তার পরিবার মারা যাবে। তার অপরাধের কথা আমি সম্যক্ জান্‌তেম না। আমি ফলাফল চিন্তা করিনি। আমায় মার্জ্জনা করুন! এও কি সম্ভব পিতা, যে আপনি বিশ্বাস ক'র্‌বেন—এ মহাপাপের চিন্তা আমার মনে উঠবে?

নাদির। আফ্‌সার্ বংশের শোণিত যার ধমনীতে প্রবাহিত, পিতৃদ্রোহী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—এ আমি জানি। কিন্তু আজ আর তুমি শুধু আফ্‌সারি নও—পিতৃবংশকে তুমি অতিক্রম ক'রেছ—পারস্যের আভিজাত্যের হাওয়া তোমার গায়ে লেগেছে—তোমার অন্তরে সম্রাটের বংশধর আজ তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে জেগে উঠেছে! তুমি সম্রাটের বংশধর—লালসার কলুষ-বিষে তোমার অন্তর জর্জ্জরিত! অসম্ভব নয় তুমি পিতৃসম্বন্ধের পবিত্রতা অস্বীকার ক'র্‌বে!

রেজা। ঈশ্বর—ঈশ্বর—ঈশ্বর—খোদাতালা—তুমি ব'লে দাও, আমি কেমন ক'রে এ সন্দেহ-রাহু-মুক্ত হব!

নাদির। শোন! নেক্‌কদমকে আমি নিজে বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন ক'রেছি। তার কথায় আমার দৃঢ় ধারণা হ'য়েছে, তোমারই ইঙ্গিতে সে আমায় বধ কর্ব্বার চেষ্টা করে। আমি যখন হিন্দু-স্থানে অনুপস্থিত, তুমি তখন রাজধানীতে আমার প্রতিনিধি ছিলে। তুমি শক্তির শোণিত-স্বাদ পেয়েছ—তামাস্‌কে হত্যা ক'রে শক্তির মাদকতা অনুভব ক'রেছ! আশ্চর্য্য নয়, পরিপূর্ণ শক্তি লাভের জন্য তোমার অন্তর অধীর আগ্রহে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল। ভাল ক'রে নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে এ কথার উত্তর দাও—

রেজা।

(রেজাকুলী উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব রহিল। অন্তর মহাসাগরের তরঙ্গের নীচে কি কামনা লুকাইয়া ছিল, তাহা দেখিয়া সে সভয়ে শিহরিয়া উঠিল)

পিতা!—

(পদতলে পড়িল)

নাদির। ওঠ! তোমার অন্তরের কলুষ কামনার জন্য আমি তোমায় ক্ষমা করতে প্রস্তুত,

কেননা, কামনার উপর মানুষের হাত নাই, বিচার শুধু কার্য্যের। শোন রেজা, তুমি অপরাধ ক'রেছ সত্য, কিন্তু তোমার সমস্ত অপরাধের পরিধি আচ্ছন্ন ক'রে আছে তোমার প্রতি আমার সুন্দর, অনাবিল, পবিত্র, স্বার্থশূন্য স্নেহ; তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান, একদিন তুমি আমার সর্ব্বস্বেরও অধিক ছিলে। সে দিনের স্মৃতি এখনো ম্রিয়মান হয়নি। আমি তোমার পিতা, বাইরে আমি কঠোর হ'তে পারি, কিন্তু তোমার কাছে স্নেহশূন্য নই। এখানে কেউ নেই, তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার কর। তারপর যদি তুমি যথার্থ অনুতপ্ত হও, আমি তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব। বল, সত্য বল!

রেজা। আর কি ব'লবো, আমার বলবার কিছুই নাই। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই সত্য কথা ব'লেছি, কোন কথা গোপন করিনি, তবু আপনি আমার কথা বিশ্বাস ক'রলেন না। আমি জানি, পূর্ব্ব থেকেই আপনি আমায় সন্দেহ করেন, বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করেন! আমার মাতাকে ঘৃণা করেন, আমায় তো ঘৃণা কর্‌বেনই। সম্ভবতঃ বিচারের পূর্ব্বেই আপনি আমার শাস্তি নির্দ্দেশ ক'রেছেন। আপনি আমার পিতা, আমার প্রভু, আমি হজরৎ আলির মত আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, সেই শ্রদ্ধার আসন যখন টলেছে, আমার ইহ-জীবনের সর্ব্বস্ব আজ যখন আমার প্রতি অতি ঘৃণিত সন্দেহ পোষণ করেন, তখন এ জীবনে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আমায় রাজদ্রোহীর কঠিনতম শাস্তি দিন, আমি বাঁচতে চাই না।

নাদির। রেজা, রেজা, তোমার প্রগল্‌ভতা অসহ্য!

রেজা। না সম্রাট, এ প্রগল্‌ভতা নয়, এ সত্য। কিন্তু সে সত্য চিন্‌বার শক্তি আজ আর আপনার নাই, আপনি ষড়যন্ত্রের জটিল চক্রতলে নিষ্পেষিত, এ আপনার দুর্ভাগ্য, আমার দুর্ভাগ্য! নিস্তার নাই, নিস্তার নাই—আমি দেখতে পাচ্ছি, এ সাফাভী বংশের ভীষণ শোণিত-জিঘাংসা।

নাদির। না, এ সাফাভী বংশের শোণিত-জিঘাংসা নয়, এ আফ্‌সারি বংশের সর্ব্বপ্রথম শোণিত-বিদ্রোহ। আমি অঙ্কুরেই এ বিদ্রোহের বীজ নষ্ট ক'র্‌বো। এস আমার সঙ্গে, য়ুসুফ্‌ আজ সৈনিকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে তোমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সিরাজী ও সুলতানা বেগমদ্বয়ের প্রবেশ)

সুল। নিজের কানে তুমি সব কথা শুনেছ, আমি সব কথা শুনেছি, এখনো কি তুমি স্তোক বাক্য দিয়ে আমায় স্থির থাকতে বল?

সিরাজী। না, বলি না। জাঁহাপনা ক্রুদ্ধ—ভীষণ ক্রুদ্ধ। এরূপ ক্রোধ তাঁর অনেকদিন দেখিনি—মাত্র একবার হিন্দুস্থানে দেখেছিলাম—তার ফলে, সেই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড!

সুল। তবে—কি উপায় হবে সিরাজী?

সিরাজী। এখন একমাত্র উপায় হিন্দুবেগম। সে ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই যে, এখন জাঁহাপনার সাম্‌নে হাজির হয়। বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ)

সিতারা বেগম এই মুহূর্ত্তে!—আমাদের নাম কর্‌বিনি—বল্‌বি সম্রাট নিজে তাঁকে তলব দিয়েছেন।

[বাঁদীর প্রস্থান

আমি এখানে থাক্‌বো না। তুমি নিজে তার সঙ্গে কথা কও। আমায় এখনো সে শত্রু মনে করে, ভাবতে পারে তার সর্ব্বনাশের জন্য বুঝি আমি ষড়যন্ত্র ক'র্‌ছি! তোমার পক্ষে এ অনুরোধ স্বাভাবিক, তুমি শাহ্‌জাদার গর্ভধারিণী! মনে রেখো, একমাত্র উপায় সে—সে ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নাই—তার প্রাণ গলাতে হবে! আমি জানি, সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে ব'সে থাকলেও হৃদয় তার এখনো কোমল। যেমন ক'রে পার তার প্রাণকে স্পর্শ কর—যেন সে স্বেচ্ছায় জাঁহাপনাকে অনুরোধ করে!

[প্রস্থান

(সিতারা বেগমের প্রবেশ)

সিতারা। জাঁহাপনা—না, আপনি!

সুল। আমায় 'আপনি' কেন বেগম সাহেবা—এ পুরীতে আমি আজ বাঁদীরও অধম! আমার

মার্জ্জনা করবেন সম্রাজ্ঞী—সম্রাটের নাম ক'রে আমিই আপনাকে আহ্বান ক'রেছি।

সিতারা। আপনি আমায় আহ্বান ক'রেছেন! কি জন্য খানুম্?

সুল। আল্লার দোহাই—রক্ষা কর—রক্ষা কর—আমার পুত্রকে রক্ষা কর। তুমি জান, বিনাদোষে পুত্র আমার গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত। জাঁহাপনা প্রমাণ সংগ্রহ ক'রেছেন। কিন্তু আমি আমার পুত্রকে জানি—সে নিরপরাধ। অন্য সব দোষ তার সম্ভব—কিন্তু পিতৃদ্রোহী সে কখনো হবে না। জানিনা, কোন্ অদৃশ্য শত্রুর ভীষণ ষড়যন্ত্রে পুত্র আমার প্রাণ হারাতে ব'সেছে!

সিতারা। খানুম্, আপনার কথা সত্য—এ ষড়যন্ত্র! আপনার পুত্রকে আমি দেখেছি—আমার গর্ভজাত না হ'লেও, আমি তাকে পুত্রেরই মত স্নেহ করি। যে অবধি আমি তার দুরদৃষ্টের কথা শুনেছি—আমার মনে শান্তি নাই। আপনি জানেন না—আমি সম্রাটকে অনেকবার ব'লেছি, আমার কথায় তিনি কর্ণপাত করেননি! শাহ্জাদা জাঁহাপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র—সেই পুত্রের জননী আপনি। আমি কে হুজুরাইন—যে এ বিষয়ে জাঁহাপনা আমার অনুরোধ শুনবেন? আপনি নিজে যান্—আপনাকে দেখলে তাঁর পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠবে—তিনি শাহ্জাদাকে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। আপনি নিশ্চয় জানেন—আমিও লক্ষ্য ক'রেছি—জাঁহাপনা কঠোর হ'লেও, যাদের ভালবাসেন, তাদের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বার মত ঔদার্য্য তাঁর আছে। আপনি নিজ গেলে, আপনার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা ক'র্‌বেন!

সুল। না, না, না—আমি বেশ জানি, জাঁহাপনার কাছে আমার অনুরোধের আজ আর কোনো মূল্য নাই। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেছি—আজ তিনদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও আমি তাঁর দেখা পাইনি। আমি জানি, তিনি আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বেন না। তোমায় তিনি ভালবাসেন—তাঁর ভালবাসার উদ্দামতা আমি জানি—তুমি ইচ্ছা ক'রলে পার! দয়া কর, দয়া কর বহিন, তুমি আমার ছোট ভগিনীর মত, আমার কন্যার মত—আজ আমি বড় অসহায়! আমি শুনেছি হিন্দুনারী কোমলপ্রাণা,—আমি তোমার জাতির নারীত্বের দোহাই দিয়ে তোমায় অনুরোধ ক'র্‌ছি, আমার পুত্রকে রক্ষা কর, রক্ষা কর! সে তোমারও পুত্র—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, উদার, মহান্, বীর-যুবক! এখনো সে পঁচিশ বছর অতিক্রম করেনি—রক্ষা কর, রক্ষা কর!

(সিতারার পদতলে পতিত হইলেন)

সিতারা। কি করেন, কি করেন, হুজুরাইন—আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার পূজনীয়া—আমি আপনার কন্যার মত। আপনি স্থির হ'ন—আমার ভাগ্যে যা হবার হবে—আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, জাঁহাপনার কাছে শাহ্জাদার প্রাণ ভিক্ষা চাইব! যদি আমার নিজের প্রাণের বিনিময়েও তাঁর প্রাণ-রক্ষা ক'র্‌তে পারি—আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি সম্রাজ্ঞী, আমার প্রাণ আমি দেব! আমি এখুনি যাব। জাঁহাপনা কোথায়?

সুল। জাঁহাপনা এখানেই আস্‌বেন। এই ঘরেই শাহ্জাদার বিচার হ'চ্ছে!

সিতারা। তাহ'লে এ-ঘরে এ-সময়ে প্রবেশ করা আমাদের অন্যায় হ'য়েছে। ঐ বুঝি তিনি আসছেন—হ্যাঁ, তাঁরই পদধ্বনি!

সুল। চল, তোমার সঙ্গে যাই। অন্তরালে থেকে তুমি নিজেই বিচার দেখ্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান

(নাদির ও নেক্‌কদমের পুনঃপ্রবেশ)

নাদির। নেক্‌কদম, শাহ্জাদা তোমার মুখের উপর ব'ললে, তোমার কথা মিথ্যা—তবুও কি ব'লতে চাও, তুমি যা ব'লছ তাই সত্য!

নেক্। আমি পূর্ব্বেই জান্‌তাম, জাঁহাপনা আমার চেয়ে তাঁর পুত্রের কথাই বেশী বিশ্বাস ক'রবেন। আমি একজন সুদূর প্রদেশের সামান্য প্রজা, তার উপর রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত—আর শাহজাদা স্বয়ং সম্রাট-পুত্র, তাঁর সঙ্গে আপনার রক্তের টান—সুতরাং তিনিই সত্য কথা ব'লেছেন।

নাদির। শোন' নেক্‌কদম—রাজার বিচার শুধু বিচার, সে শোণিত-সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না!

আমার চোখে এখন শাহজাদাতে আর তোমাতে কোনো প্রভেদ নাই। সে জন্য নয়, শোন। আমি প্রতিশ্রুত আছি—সত্য ব'ললে তুমি মুক্তি পাবে। কিন্তু এখনো তুমি সমস্ত সত্য বলনি। শাহজাদার সম্মুখে সে কথা তোমায় বলিনি—তোমায় নিভৃতে ব'লছি, আমি সংবাদ পেয়েছি, তুমি শাহজাদার এক শত্রুর কাছে প্রচুর উৎকোচ নিয়ে শাহজাদার উপর তোমার নিজের অপরাধের কিয়দংশ চাপিয়ে দিচ্ছ! কেমন, সত্য কিনা?

নেক্। আমি পূর্ব্বেই জানতাম, জাঁহাপনা এরূপ সন্দেহ ক'র্ব্বেন। সেই জন্য আমি গোড়াতেই কোনো কথা ব'লতে চাইনি। জানতেম আমি ম'র্ব্ব—তাই, শাহজাদাকে আর জড়াতে ইচ্ছা করিনি! আপনি পুনঃপুনঃ অনুরোধ ক'রলেন—মুক্তির লোভ দেখালেন—মুসুফজাই পর্ব্বতমালার, সেখানকার যুবতী কুমারীর অধরের মধুর কথা আমার স্মরণপথে আবার ফুটিয়ে তুললেন—আমি কি ক'রবো! মুক্তির প্রলোভনে আমি সত্য কথাই ব'লেছি—এখন জাঁহাপনার অভিরুচি!

নাদির। তুমি সত্য ব'লছ—তুমি উৎকোচ গ্রহণ করনি? আলি আকবর নিজে বা অন্য কোনো কর্ম্মচারীর হাত দিয়ে তোমায় উৎকোচ দেয়নি?

নেক্। কি আশ্চর্য্য, আমি কতবার আপনাকে ব'লবো! আমি তো ব'লেছি, এ আমি আগেই জানতাম। এখন শাহজাদার অনেক শত্রুপক্ষ হবে—আমার অনেক উৎকোচদাতা আসবে—আবশ্যক হয়, তাঁরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে—সর্ব্বশেষে, বিচারে প্রমাণ হবে, আমিই একমাত্র অপরাধী! এ আমি জানি, আপনার আলি আকবর বা আর কাউকে ডাকুন, তারা এসে সাক্ষী দিক্! আমি অনেক দিন থেকেই জানি। তবে, জাহাপনা বংশের দোহাই দিয়ে রাজা হননি,! নিজের সাম্রাজ্য নিজে অর্জ্জন ক'রেছেন, তাই একটু ভুল ভেবেছিলাম—মনে ক'রেছিলাম জাঁহাপনার বিচার-প্রণালী বুঝি একটু স্বতন্ত্র! যাক্, আর আমি কিছু বলতে চাই না—আমি মরতে প্রস্তুত। আপনি এখন আপনার বিচার-প্রহসন সাঙ্গ ক'রে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন।

নাদির। কে আছিস্!

(প্রহরীর প্রবেশ)

এই দণ্ডে বন্দীর শৃঙ্খল উন্মোচন কর। একে সঙ্গে ক'রে মেশেদের সীমার বাইরে রেখে আয়, এ মুক্ত! নেকৃকদম, আমার প্রতিশ্রুতি পালন কল্লাম, তুমি মুক্ত, যাও!

(নেক্‌কদম বাক্যব্যয় না করিয়া আভূমি-প্রণত হইয়া প্রস্থান করিল)

প্রহরী!

(প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

রেজাকুলী—রেজাকুলী!

[প্রহরীর প্রস্থান

(নাদিরের চঞ্চল হইয়া পরিক্রমণ)

(দূরে সিতারার মুখ দেখা গেল—অতি শঙ্কিত, চরণ কম্পিত, তথাপি সে ভিতরে আসিবার সুযোগ খুঁজিতেছে)

(রেজাকুলী খাঁর প্রবেশ)

রেজা, আমি এইমাত্র নেকৃকদমকে প্রতিশ্রুত মুক্তি দিয়েছি।

রেজা। আমি জানি, আপনি তাকে মুক্তি দেবেন। আমার প্রতি আপনার সন্দেহ, আপনি আমায় সরাতে চান? তার জন্য এ নেক্‌কদম-প্রহসন সৃষ্টির কোনো আবশ্যক ছিল না! আপনি আমায় শুধু বল্লেই পারতেন—আপনার তুষ্টির জন্য আমি বিনাবাক্যব্যয়ে এ দেহ দিতে পারতেম!

নাদির। রেজা আমার বিচার তোমার কাছে প্রহসন? তুমি তো নেকৃকদমের কোনো কথার প্রতিবাদ ক'রতে পারনি।

রেজা। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, নেকৃকদমের কথা অর্দ্ধ-সত্য। আমি তাকে অর্থ দিয়েছি, সে গ্রহণ ক'রেছে, জাঁহাপনাকে হত্যা করার কোনো ইঙ্গিত করিনি! আমি পুনঃপুনঃ এ কথা আপনাকে ব'লেছি, আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না—আমি কি ক'রতে পারি! আর আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই—জীবনে আমার ধিক্কার জন্মেছে। আপনি আমার সম্রাট, আমার পিতা, সর্ব্বশক্তিমান্! এ দেহ আপনার দান—আপনি আমায় মৃত্যুদণ্ড

দিন্—আমি আপনার সংশয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই!

নাদির। তিহারাণী-ইস্পাহানীদের মত প্রচুর কথা তুমি শিখেছ—আমি কথা শুন্‌তে চাই না, প্রমাণ চাই! নেকৃকদমকে তুমি যখন অর্থ দিয়েছিলে—কেউ সেখানে ছিল, কোনো বালক-ভৃত্য?

রেজা। না—কেউ ছিলনা। তখন সন্ধ্যাকাল - আমি নমাজের উদ্দেশ্যে মস্‌জিদে যাচ্ছিলাম—কাছে যা অর্থ ছিল, তাই দিয়েছিলাম। আমার মনে হয়নি, এই সামান্য অর্থদানের জন্য একদিন এইভাবে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে; যদি মনে হ'ত, সাক্ষী রেখে দান ক'র্‌তেম!

নাদির। সেই কথা, সেই প্রগল্‌ভতা! তোমার বাক্যকে আমি সংযত ক'র্‌বো! যাও, আজ রাত্রি আমি তোমাকে চিন্তা কর্‌বার অবকাশ দিচ্ছি—কাল সকালে—

(পশ্চাৎ দিক হইতে ধীরে ধীরে সিতারার প্রবেশ)

তুমিও এসেছ!—কি চাও তুমিও?

সিতারা। জাঁহাপনা—

নাদির। হ্যাঁ, আমি জাঁহাপনা—তারপর বল।

সিতারা। জাঁহাপনা, এক্ষেত্রে আমার বলার কোনো অধিকার নেই—তবু আমি এসেছি!

নাদির। বলার অধিকার নেই জেনেও কেন এসেছ'? ভাল, যখন এসেছ, বল কি, ব'ল্‌তে চাও।

সিতারা। শুনেছি শাহ্‌জাদা আপনার বিরাগ-ভাজন হ'য়েছেন!

নাদির। হ্যাঁ, বিরাগভাজন হ'য়েছেন। উনি আমাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য ঘাতককে নগদ অর্থ দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাকে প্রচুর আশা দিয়েছিলেন। প্রমাণ হ'য়েছে—আমার কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং ওঁর গুরুতর রাজদণ্ড হবে। তারপর? আর কি ব'লতে চাও?

সিতারা। জাঁহাপনা, সত্য-মিথ্যা আমি কিছুই জানি না, তবে হারেমে সর্ব্বত্র শুনেছি, শাহ্‌জাদা নিরপরাধ!

নাদির। তুমি সত্য-মিথ্যা কিছুই জান না—অথচ তোমার প্রতি আমি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছি, তারই সুযোগ নিয়ে, আমার প্রবল আপত্তি জেনেও, তুমি রাজকার্য্যে বাধা দিতে এসেছ!

সিতারা। কিন্তু শাহ্‌জাদা আপনার পুত্র!

নাদির। আমি জানি শাহ্‌জাদা আমার পুত্র—এ তোমার নূতন আবিষ্কার নয়!

সিতারা। আপনি তাকে ক্ষমা ক'রুন! আজ আপনি ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন—কিন্তু দু'দিন পরে যখন আপনার ক্রোধ উপশম হবে, তখন হয়তো আপনি নিজেই অনুতপ্ত হবেন! আমি আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে ব'লছি, আপনারই মঙ্গলের জন্য আপনি শাহ্‌জাদাকে ক্ষমা ক'রুন। শাহজাদা আপনারই পুত্র—আপনার প্রতিকৃতি; সুন্দর, যুবক, মহান্, উদার, বীর!

নাদির। সুন্দর, যুবক, উদার, বীর! কে আছিস?

(প্রহরীর প্রবেশ)

এই মুহূর্ত্তে শাহজাদাকে নিয়ে যা' পাশের ঘরে—অস্ত্র-হকিমকে ডেকে আন্! আমার আদেশ, শাহজাদার দুই চোখ উৎপাটিত ক'রে এই মুহূর্ত্তে যেন আমার সম্মুখে আনে! রেজাকুলী, তুমি সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য্যের আমি অবসান ক'র্‌বো—তুমি যুবক, এই যৌবনের প্রারম্ভের দিন থেকে বার্দ্ধক্যের শেষ দিন পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য তোমার নয়ন থেকে মুছে নিলাম! নিয়ে যা!

রেজা। উত্তম, এ আমার স্নেহময় পিতারই যোগ্য আদেশ—কিন্তু জান্‌বেন, এ চক্ষু আমার নয়—এ সমগ্র ইরাণ-জাতির চক্ষু!

[রেজাকুলীর ও প্রহরীর প্রস্থান

সিতারা। দোহাই শাহানশাহ, অন্ততঃ আমাকে তার শাস্তির কারণ ক'র্‌বেন না—আমি আর অনুরোধ ক'র্‌বো না!

নাদির। হ্যাঁ, তুমিই তার শাস্তির কারণ। নির্লজ্জা বিশ্বাস-হন্ত্রী, শাহজাদা সুন্দর যুবক, আর তুমি সুন্দরী যুবতী! তুমি ক্রেস্তানদের সাধু-বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যাও! শাহজাদার প্রাণভিক্ষা ক'র্‌তে তোমার লজ্জা করে না—তুমি প্রাণ-ভিক্ষা কর্ব্বার কে?

সিতারা। একি! একি! তুমি কি ব'লছ—কি ব'লছ! এ রকম কথা তো তোমার মুখে কখনো শুনিনি!

নাদির। ক্রেস্তান-অবতার হজরৎ ঈশা জগতের পাপ গ্রহণ ক'রেছিল—তারও সাধ্য নাই তোমাদের দু'জনের পাপের ভার বহন করে! আগাবাসী—

(সিতারা নাদিরের পায়ে ধরিল, নাদির মুখ ফিরাইলেন—সিতারা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল)

(আগাবাসীর প্রবেশ)

এই বিশ্বাস-হন্ত্রীকে এই দণ্ডে রাজধানীর বাইরে রেখে এস—আজ থেকে এ আবার পথের ভিখারিণী!

(সিতারা কোনো কথা না বলিয়া ঘৃণাভরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আগাবাসী পশ্চাতে গেল)

নাদির। পুত্র বিষাক্ত হবে—হারেম বিষাক্ত হবে—পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে! ঈশ্বর, ঈশ্বর, সম্ভবতঃ তুমি নাই—যদি থাক, তুমি শুধু জগতের শাস্তিদাতা!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

খোরাসানের পল্লীস্থ প্রান্তর

(সিতারার প্রবেশ)

সিতারা। নিষ্ঠুর-নিষ্ঠুর-নিষ্ঠুর—একি ভয়াল মূর্ত্তি নিয়ে তুমি জন-সাধারণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! এতো তোমার স্বরূপ-মূর্ত্তি নয়। তবে কেন এমন হল? এ সংহার-মূর্ত্তি তুমি কেন ধরলে! গ্রামে, জনপদে, নগরে, পথে, প্রান্তরে—যেখানে যাই, সর্ব্বত্র তোমার সংহার-লীলার শত শত নিদর্শন! আর আমি দেখতে পারিনা, দেখতে পারিনা—ইরাণের পথ আমার চির-পরিচিত পথের মায়া ভেঙে দিয়েছে!

গীত

ও আমার নিঠুর দরদী,
কেন ভালবেসেছিলে
এমনি কাঁদাবে যদি!
এ কোন্ রূপে এলে, প্রিয়,
এ কোন্ রূপে এলে—
কেমন ক'রে, রুদ্র তোমায়
দেখ্‌বো নয়ন মেলে,
অন্তরে যে আর এক সাজে
জেগে আছ নিরবধি॥
তোমায় ভালবেসে, প্রিয়,
পেলেম ভাল ফল…
ভাঙ্‌লো মায়া, গৃহের ছায়া,
পথের তরুতল,
(শুধু) দৃষ্টিহারা, নয়নধারা
জীবন-ভরা অশ্রুনদী॥

[প্রস্থান

(সালেহ্ বেগ ও রহমতের প্রবেশ)

সালে। আচ্ছা, গান গাইতে গাইতে চ'লে গেল—মেয়েটী কে? এ গ্রামে তো কোনো দিন দেখেছি ব'লে মনে হয় না!

রহ। না, এ গ্রামের মেয়ে নয়, পথের ভিখারিণী—একটু যেন পাগল-পাগল ভাব!

সালে। মুখখানা ঠিক দেখতে পেলাম না। দেখেছো রহমৎ, পল্লীর চারিদিক আজ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে!

রহ। আচ্ছা বলুন তো, কতকাল পরে সম্রাট খোরাসানের এ অঞ্চলে এলেন?

সালে। বোধ হয় পনের—বৎসর হবে।

রহ। আসার উদ্দেশ্য আপনার কি মনে হয়?

সালে। ঠিক বুঝতে পারছিনা! লোকে কি বলছে?

রহ। অনেকে অনেক কথা বলে। পল্লী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। অনেক গৃহস্থ, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। সৈন্য ও কর্ম্মচারীরা জোর ক'রে গ্রামের লোকদের কাছ থেকে শস্য আর পশু নিয়ে যাচ্ছে।

সালে। জন্মভূমিটুকু বাকী ছিল—এইবার এখানেও অত্যাচার আরম্ভ হবে। আস্ত্রাবাদে নরমুণ্ড-কঙ্কালের স্তূপ তৈরী হ'য়েছে, এইবার এ-গ্রামেও হবে!

রহ। আচ্ছা, সম্রাটের এ অত্যাচারের অর্থ কি?

সালে। শক্তির মাদকতা—হিন্দুস্থানে আরম্ভ! ঈশ্বর তাকে শক্তি দিয়েছিলেন অনন্ত, কিন্তু সে-শক্তির সদ্ব্যবহার সে করেনি।

রহ। আচ্ছা, রেজাকুলির শাস্তির পর থেকেই যেন সম্রাটের নিষ্ঠুরতা বেড়েছে!

সালে। হিন্দুস্থানেই আমি প্রথম বুঝ্‌তে পারি—যে মানুষ নিরস্ত্র নগরবাসীর হত্যার আদেশ দিতে পারে, তার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই—পুত্র, পরিবার, স্বদেশ, কিছুই তার আপনার নয়! আজ যদি এ-গ্রাম ধ্বংস ক'রতে আদেশ দেয়, আমি একটুও আশ্চর্য্য হব না।

রহ। যে হিন্দুবেগমকে প্রধানা সম্রাজ্ঞী ক'রেছিলেন—শুন্‌লাম তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

সালে। তা হবে—তার পক্ষে আশ্চর্য্য কিছুই নয়। সেদিন সে আমায় বলেছিল—জন-সমাজকে ঘৃণা করি, আভিজাত্যকে ঘৃণা করি, আমি একা, আমার আত্মীয় নাই! এখন দেখছি, সে ক্ষণিক উত্তেজনার কথা নয়—সত্যকথা!

রহ। সম্রাটের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে বেগসাহেব।

সালে। নিষ্ফল দুঃখের আবশ্যক নাই রহমৎ—কারো প্রাণের স্পর্শে সে প্রাণ জাগবে না! সব চেয়ে বড় আঘাত দিয়েছে সে তাদের—যারা তাকে ভালবাসতো! কোনো প্রাণের কোনো সম্মান সে রাখেনি। প্রথম যৌবনে সুলতানা বেগম আর আমি মনে ক'রেছিলেম তার প্রাণ স্পর্শ ক'রেছি—আমাদের দু'জনের ভুল ভাঙতে দেরী হয়নি! তারপর—উদ্দাম পিতৃস্নেহ—তুমি জাননা রহমৎ, কি ভালই সে বাস্‌তো ঐ রেজাকে! সেই রেজার কি দুর্দ্দশা হল!

রহ। আচ্ছা, লোকে যে বলে, রেজার মৃত্যুর প্রতিবাদ ক'রেছিল ব'লে ইরাণী অভিজাতেরা রাজদ্রোহের অপরাধে ধরা পড়েছে, এ কথা কি আপনি সত্য বলে মনে করেন?

সালে। ইরাণী অভিজাতেরা রেজাকে ভালবাসতো, একথা সত্য। কিন্তু তাই ব'লে যে তাদের গ্রাম-বাড়ী ধ্বংস ক'রবে, এ কি কখনো সম্ভব হয়! অভিজাতদের সে ঘৃণা করতো বটে, কিন্তু ইরাণ-সাম্রাজ্যের সামান্য এক টুকরো মাটীও তার প্রাণের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। সেই অতি-প্রিয় স্বদেশকে সে আজ শ্মশান ক'রে তুলেছে! আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, হয়তো বা হিন্দু-বেগম সত্যিই তাকে গুণ ক'রেছিল।

রহ। কিন্তু তাঁকে তো তাড়িয়েছেন! আমি তাঁর চরিত্রের সামঞ্জস্যের সূত্র কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনি! আমি যাব।

সালে। কোথায়?

রহ। আপনার সম্রাটকে দেখ্‌তে!

সালে। সে কি?

রহ। আমার মনে হয়, তাঁর অন্তরে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি—আপনি তাঁকে চিন্‌তে পারেন নি!

সালে। হয়তো পারিনি। কিন্তু তুমিও পারবে না।

রহ। আমি পারবো। আমি তাঁকে প্রশ্ন করবো।

সালে। উন্মত্তের মত কথা ব'লনা রহমৎ। যা শুনছি, তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করাও যা, ইচ্ছা ক'রে মৃত্যুর সামনে হাজির হওয়াও তা!

রহ। মৃত্যুর রহস্য যে জান্‌তে চায়, তাকে মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হতে হয় বেগসাহেব। আপনি ভাবছেন কেন, কত লোকই তো ম'চ্ছে—না হয় আমিও ম'র্‌বো!

সালে। (বনপথের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ-হ্যাঁ, মুখ যেন পরিচিত! রহমৎ, রহমৎ, সম্ভবতঃ সে-ই এ রহমৎ! আমি দেখে আসি—তুমি ব'সো, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কোথায়ও যেওনা!

রহ। তা যাবনা! কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন!

সালে। ওই যে মেয়েটা—ওই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অনেকটা যেন—দাঁড়াও, এসে তোমায় সব কথা বলছি! [প্রস্থান

রহ। এ কখনো হ'তে পারেনা! এত বড় প্রাণ কোন্ মরুভূমিতে এসে তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে!

(অতি সন্তর্পণে আলি আকবরের প্রবেশ)

আলি। আপনারই নাম মৌলানা রহমৎ খাঁ?

রহমৎ। হ্যাঁ, আমারই নাম! আপনি কে?

আলি। আমি রাজধানী থেকে আসছি!

রহ। আপনি কি আমারই খোঁজ ক'চ্ছেন?

আলি। হ্যাঁ, আপনারই খোঁজ ক'রছি।

রহ। প্রয়োজন?

আলি। বল্‌ছি। শুনেছি—আপনি একনিষ্ঠ, ধর্ম্ম-পরায়ণ, স্বদেশ-সেবক। ইরাণ দেশের সর্ব্বনাশের কথা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেন নি?

রহ। হ্যাঁ, কিছু শুনেছি। চোখেও দেখেছি—ইরাণের দুর্ভাগ্য!

আলি। দুর্ভাগ্যের পরিমাণ আপনি জানেন না! নিরীহ নগরবাসীদের অস্থি-কঙ্কালে দেশ পূর্ণ হ'য়েছে। ইরাণ দেশ আজ ইরাণীদের নয়, আবদালি সৈন্যেরাই তার যথার্থ শাসনকর্ত্তা! পিতৃপুরুষের সঞ্চিত এবং নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থ দিয়ে যে সৈন্যদল তারা পোষণ ক'র্‌ছে, তারাই দেশের অধিবাসীদের দণ্ড দিচ্ছে—শাসন ক'চ্ছে!

রহ। শুনলাম—একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

আলি। অতি ভীষণ—অতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। নূতন অত্যাচার সৃষ্টি করায় সম্রাট আর তাঁর আবদালি সৈন্য যেন আনন্দ পায়!

রহ। অত্যাচারের ভীষণতা কি সম্রাটের সৃষ্টি—না আবদালিদের সৃষ্টি।

আলি। তা জানিনা—হয়তো উভয়েরই! তবে, সম্রাটের অনুমোদন আর সহানুভূতি না থাক্‌লে আবদালিদের এত সাহস কখনই হ'ত না। আমরা তো সন্ত্রস্ত হয়ে আছি—কখন্ কোন্ দিন কার্ ডাক পড়ে। এক একবার মনে করি, সব ছেড়ে দিয়ে, দরবেশ হ'য়ে এক দিকে পালাই, কিন্তু—অজগর সর্পের বিষ নিঃশ্বাসের আকর্ষণে আমাদের টেনে রেখেছে। অপমৃত্যু আমাদের অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু কবে, কোথায়, কোন্ অবস্থায় হবে, তাই শুধু জানিনা!

রহ। আপনি কি রাজকর্ম্মচারী?

আলি। হ্যাঁ।

রহ। সম্রাটের সঙ্গে খোরাসানে এসেছেন?

আলি। তাই।

রহ। আপনার নাম?

আলি। নাম বলবার সাহস নেই মৌলানা সাহেব—এখনো প্রাণের মায়া ছাড়তে পারিনি।

রহ। আমায় কি শুধু সম্রাটের অত্যাচারের কথা শোনাতে এসেছেন?

আলি। না, অন্য প্রয়োজন আছে। সালেহ্-বেগ কি এই গ্রামেই বাস করেন?

রহ। হ্যাঁ, করেন।

আলি। তাঁর সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে?

রহ। সম্পর্ক বিশেষ কিছুই নাই বটে, তবে আমরা পরস্পর বিশেষ বন্ধু—তিনি আমার শিক্ষক। তিনি এখানেই ছিলেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?

আলি। অপেক্ষা করবার সময় নেই। আমি যে কাজে এসেছি, আপনি জান্‌লেই হবে। আপনাকে বোধ হয় বিশ্বাস কর্‌তে পারি।

রহ। সে আপনার ইচ্ছা—আমি কি ব'ল্‌বো!

আলি। এই কাগজখানা আপনি সালেহ্-বেগকে দেখাবেন।

রহ। (রহমৎ কাগজ লইয়া অনেকক্ষণ দেখিলেন) একি সম্রাটের স্বাক্ষর?

আলি। হ্যাঁ, স্বাক্ষর তাঁরই—সালেহ্‌বেগ দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বেন।

রহ। আপনি বল্‌তে চান—সালেহ্‌বেগ ও তাঁর বৃদ্ধ পিতা পীরবেগকে সম্রাট হত্যা কর্ব্বার আদেশ দিয়াছেন?

আলি। অতি সন্তর্পণে এ গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছি।

রহ। সালেহ্‌বেগ চিরদিন সম্রাটের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু—বিশেষ, তাঁর বৃদ্ধ পিতা একেবারেই নির্ব্বিরোধ—অতি বৃদ্ধ।

আলি। আমি তো এর কিছুই জানিনা! রাত্রি দ্বিপ্রহরে আহ্‌মেদ আবদালীর সঙ্গে মন্ত্রণা হবে—খুব সম্ভব সেই সময়ে পরোয়ানা জারির আদেশ

বেরুবে। সালেহ্‌বেগ আমার অনেক দিনের বন্ধু, তাই একটু সাবধান ক'রে দিতে এলাম। আমি চল্লাম, আর এখানে থাকতে পারিনা! দেখবেন, একথা যেন প্রকাশ না হয়!

[প্রস্থান

রহ। তাইতো! যে অত্যাচার দূর থেকে শুধু জাতির সমস্যা হ'য়ে আমায় আকর্ষণ ক'রছিল, এখন দেখছি সে মূর্ত্তিমান্ সত্য হ'য়ে আমার কাছে এলো!

(সালেহ্‌বেগের পুনঃপ্রবেশ)

সালে। না রহমৎ, ধরা গেল না—আমায় দেখে যেন মেয়েটী কোথায় পালিয়ে গেল! হয়তো আমার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক মনে ক'র্‌লে! আর অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে ভদ্রোচিত বলে মনে হ'লনা!

রহ। পরের ভাবনা ভাববার সময় আপনার নেই—আপনি এখুনি বাড়ী যান, এই দেখুন!

(কাগজ দেখাইলেন)

সালে। একি—আমার ও পিতার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা! সম্রাটের হস্তাক্ষর! হ্যাঁ, সম্রাটেরই তো হস্তাক্ষর! তুমি কোথায় পেলে?

রহ। এইমাত্র এক রাজকর্ম্মচারী· দিয়ে গেছে —নাম ব'ল্লেনা!

সালে। রাজকর্ম্মচারী—রাজকর্ম্মচারী? তবে কি অন্ধকারে আমিই ঠিক চিন্‌তে পারিনি!

রহ। সম্ভবতঃ পারেন নি! কে?

সালে। বোধ হয় আলি আকবর! অনেকটা সেই রকমেরই চেহারা!

রহ। তিনি যে ই হোন্, চিন্তা কর্ব্বার অবকাশ আপনার নেই! আপনি অবিলম্বে বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই গ্রাম পরিত্যাগ করুন।

সালে। সেকি রহমৎ, গ্রাম ছেড়ে কোথা যাব?

রহ। যাবার আবশ্যক হ'য়েছে! আপনার নিজের জন্য নয়, বৃদ্ধ পিতার জন্য—ন'ইলে ব'লতাম না।

সালে। শোন রহমৎ, রাত্রিকালে বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আর কোথায়ই বা যাব! পরোয়ানা যদি সত্য হয়, পৃথিবীর অপর প্রান্তে গেলেও আমার নিস্তার নেই—য়ুসুফ্‌ভাই নেক্‌কদমের কথা তুমি শুনেছ?

রহ। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে!

সালে। তার চেয়ে, আমি বরং সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি!

রহ। আপনি একা হ'লে সে পরামর্শ দিতাম —কিন্তু বাড়ীতে আপনার বৃদ্ধ পিতা একা—

সালে। এইবার সে খোরাসান জ্বালাবে! জন্মভূমির কাছে শেষ হিসাব-নিকাশ ক'রতে এসেছে!

রহ। সে হবে না—খোরাসানে অত্যাচার আরম্ভ হবার আগে তাঁকে তাঁর অত্যাচারের কারণ দেখাতে হবে। যে অত্যাচার ইরাণের অভিজাতদের উপর তিনি অসঙ্কোচে ক'রেছেন, খোরাসানে সে অত্যাচার হ'তে দেবনা! আমি এই দণ্ডেই শিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো, তাঁকে প্রশ্ন ক'র্‌বো—তাঁকে কারণ দেখাতে হবে! যদি তিনি খেয়ালী হন, তাঁর খেয়াল এখানে শান্ত হবে!

সালে। না—না—না—তুমি যেওনা রহমৎ, তুমি যেওনা—উন্মত্তের মত আচরণ ক'রোনা! বিশেষ তুমি নিরস্ত্র—কখনো যুদ্ধ করনি!

রহ। আপনি আজন্ম-সৈনিক—অস্ত্রের আবশ্যকতা আপনি স্বীকার ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা ক'রতে হ'লে যে অস্ত্রের আবশ্যক হয়, একথায় আমার অন্তর কোনো দিন সায় দেয়নি। আমি নিরুপায় প্রজার পক্ষ থেকে যাচ্ছি, আমি নিরস্ত্রই যাব। আপনি বাড়ী যান, আপনার পিতাকে রক্ষা করুন!

সালে। সিংহের গহ্বরে আমি একা তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না রহমৎ।

রহ। আপনি তাঁকে সিংহ মনে ক'চ্ছেন, আমি তাঁকে সিংহ মনে করি না—ঠিক আমারই মত অতি ক্ষুদ্র মানুষ বলেই মনে করি! সম্ভবতঃ আমার চেয়েও দুঃখী, আমার চেয়েও দুর্ভাগ্য।

সালে। তোমার কথায় কোথায় যেন সত্যের একটা ঝঙ্কার আমি শুনতে পাচ্ছি— অতি বৃহৎ সত্য! তবু তবু-তবু—তোমায় ছেড়ে দিতে আমার সাহস হয় না। বন্ধু—

রহ। কিন্তু আপনি তো আমায় ধ'রে রাখতে পারবেন না!

সালে। তবে চল, আমরা দুজনেই যাই।

রহ। না—আপনার বৃদ্ধ পিতা।

সালে। তা হোক—আমি যাব!

রহ। যদি এর মধ্যেই সম্রা'টের চর আপনার পিতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়!

সালে। তবে পিতাকে আমি কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে আসি—তারপর দুজনে এক সঙ্গে যাব।

রহ। একথা যুক্তিপূর্ণ। বেশ, আপনি তাই করুন। আমি এইখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রছি।

সালে। কিন্তু তুমি যেন একা যেওনা!

রহ। আজ আমার দৃঢ় ধারণা হ'চ্ছে, আপনি এতকাল সম্রাটের সঙ্গে বাস ক'রেও তাঁকে চিনতে পারেন নি!

সালে। হবে!

রহ। যাক, আপনি আর দেরী করবেন না! আমি এইখানেই র'ইলাম।

[সালেহ্ বেগের প্রস্থান

সিংহ সিংহ-সিংহ—পশুরাজ! হোলই বা রাজা—তবু পশুর রাজা, মানুষের নয়! মানুষ পশু হয়ে গেছে, একথায় বিশ্বাস করার চেয়ে বোধ হয় মরাও ভাল!

(গাহিতে গাহিতে সিতারা রহমতের দিকে আসিতে লাগিলেন)

গীত

ওগো বহু দূর বিপুল সুদূর
কেন সীমা হয়ে ডাক তুমি!
স্মৃতির বাঁধন স্মৃতির কাঁদন
ভুলিতে যে চাই আমি!!
তবু দিকে-দিকে কেন আবাহন,
কোন্ তীরে ফিরে যাবি ওরে মন,
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া পলাতকা হিয়া
আঁধার নিশায় বেদনা মিশায়
মরণের পথ-গামী!!

(রহমৎ সিতারার নিকটে আসিলেন)

রহ। তুমি কে?

সিতারা। আমি কি ইরাণ ছাড়িয়ে এসেছি?

রহ। না, এস্থান ইরাণ সাম্রাজ্যের ভিতর—খোরাসান।

সিতারা। খোরাসান? শুনেছি, খোরাসান বর্ত্তমান সম্রাটের জন্মভূমি। এ কি সেই খোরাসান?

রহ। হ্যাঁ, সেই খোরাসান। তুমি কে?

সিতারা। যা দেখছো—পথের ভিখারিণী।

রহ। তুমি কি অত্যাচার-পীড়িতা?

সিতারা। ইরাণের সর্ব্বত্রই কি অত্যাচার?

রহ। শুধু এই প্রদেশটায় এখনো বিশেষ অত্যাচার হয়নি। শুন্‌ছি, আজ থেকে অত্যাচার আরম্ভ হবে।

সিতারা। কি ক'রে জানলে, আজ থেকে অত্যাচার আরম্ভ হবে?

রহ। লোকে ব'লছে, সম্রাট জন্মভূমির সঙ্গে একটা শেষ হিসাব-নিকাশ ক'রতে এসেছেন!

সিতারা। তুমি একথা বিশ্বাস কর?

রহ। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি আসে যায়! সাধারণ প্রজার এই রকম বিশ্বাস—তার নিদর্শনও কিছু-কিছু আছে। তার উপর, তারা ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে।

সিতারা। আমি তোমায় নিজের মনের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।

রহ। মানুষকে অবিশ্বাস ক'রতে আমার ধর্ম্ম আমায় নিষেধ করে।

সিতারা। তোমার কি ধর্ম্ম?

রহ। কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আমার নেই—আমি সুফি কবির ভক্ত!

সিতারা। তোমার নাম কি?

রহ। রহমৎ। তুমি তো আমার অনেক কথাই শুনে নিলে, তোমার নিজের পরিচয় আমায় দাও।

সিতারা। যা দেখছো তাই, এর বেশী পরিচয় আমার নাই।

রহ। তোমার দেশ কোথায়?

সিতারা। জানিনা।

রহ। তুমি মুস্‌লিম, না ক্রেস্তান, না ইয়াহুদী?

সিতারা। আমি জীবনের যাত্রা পথে দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, সব হারিয়ে বসে আছি।

রহ। তুমি আমার সঙ্গে এসো, তোমায় পরিশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে—আমার বাড়ীতে আমি তোমায় নিয়ে যাব।

সিতারা। না, আমি যাব না!

রহ। কেন?

সিতারা। আমি পথের—গৃহস্থের গৃহচ্ছায়া আমার জন্য নয়।

রহ। তুমি এখন কোথায় যাবে?

সিতারা। আমি জানিনা—আমার যাত্রা নিরুদ্দেশ! আচ্ছা, যেখানে সম্রাটের ছাউনি পড়েছে, সে যায়গাটা এখান থেকে কত দূর?

রহ। বেশী দূর নয়—ঐযে দেখা যাচ্ছে, ওরই পাশেই—এক ক্রোশও হবেনা।

সিতারা। তুমি কি সম্রাটের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে?

রহ। সে কথা কেন?

সিতারা। এমনি জিজ্ঞাসা কচ্ছি—দেশের সবাইতো সম্রাটের কথা আজ আলোচনা ক'চ্ছে।

রহ। তা ক'চ্ছে। শুনেছি, পনর বৎসর পূর্ব্বে তাঁর কথা নিয়ে আর একবার এই রকমই আলোচনা হয়েছিল!

সিতারা। তুমি কি সত্যিই সম্রাটের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে?

রহ। যাব।

সিতারা। কেন?

রহ। বড় কৌতূহল হ'য়েছে। যাঁর সম্বন্ধে চিরকাল এত আলোচনা শুনে এলাম—যাঁর কাজে সমস্ত দেশ একদিন উল্লাসিত হল, আর একদিন স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হ'ল—সুযোগ যখন হ'ল, তাঁকে একবার চোখেই দেখে রাখি!

সিতারা। তুমি তাঁকে ভয় করনা?

রহ। আমার ধর্ম্ম আমায় কাউকে ভয় করতে শেখায়নি!

সিতারা। যদি সম্রাট তোমায় বধ করেন?

রহ। না হয় ক'রবেন। আমি চিরকাল বেঁচে থাক্‌বো, এ বিশ্বাস আমার নেই। আমি তাঁকে প্রশ্ন করবো—এ অত্যাচার কেন? আচ্ছা, সম্রাট-সম্বন্ধে তুমি এত কৌতূহলী কেন?

সিতারা। তুমিও যে কারণে কৌতূহলী! তোমার নাম রহমৎ—বাল্যকালে আমার একটি ভাই ছিল, তোমায় দেখে আজ আমার তার কথা মনে পড়েছে।

রহ। তুমি কতদিন তাকে দেখনি?

সিতারা। অনেকদিন—কত যুগ হবে!

রহ। তুমি কে? তোমার দেশ কোথায়?

সিতারা। বলেছি তো—আমার দেশ নাই!

রহ। তুমি কি হিন্দুস্থানের? যাঁর কথা শুনেছি? আপনি সম্রাটের সেই?

সিতারা। আমি যাই, আমি যাই—ওই তোমার বন্ধু আসছেন, আমি এখানে থাকবো না!

রহমৎ। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও—উত্তর দিয়ে যাও!

(সিতারার পশ্চাদনুসরণ)

(সালেহ্ বেগের পুনঃ প্রবেশ)

সালে। এ পরোয়ানা সত্য নাও হ'তে পারে—সম্ভবতঃ এ আলি আকবরের ষড়যন্ত্র। আমি জানি, আলি আকবর চিরদিনই অন্তরে অন্তরে সম্রাটের বিদ্বেষী! রহমৎ—একি, রহমৎ কোথায়? রহমৎ—রহমৎ—সর্ব্বনাশ! আত্মহারা উন্মত্ত বালক উত্তেজনার বশে বোধ হয় একাই সম্রাটের শিবিরে গেছে। কিন্তু—কিন্তু—যদি সম্রাটের এই রূপই সত্য রূপ হয়, আরতো আমার চিন্তা করবারও সময় নাই! যদি—যদি—তাই হয়, আমি কি রক্ষা ক'রতে পারবো? অনেক দিন অস্ত্র ধরিনি! (দূরে একটা গাছ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন) না—আজও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি! কিন্তু—কিন্তু—যদি হাত কাঁপে!

[প্রস্থান

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

খোরাসানের গ্রাম্য-প্রান্তরে সম্রাটের শিবিরাভ্যন্তর

(সিরাজী ও আলি আকবরের প্রবেশ)

সিরাজী। একি আলি, তোমার এ বেশ কেন?

আক। আমি পালাচ্ছি সিরাজী, এই দরবেশের ছদ্মবেশে পালাচ্ছি—তোমায় ব'লে গেলাম। সম্রাট আবদালির সঙ্গে ছদ্মবেশে নিকটের গ্রামগুলি পরিদর্শন ক'রতে বেরিয়েছেন—এই উপযুক্ত অবসর!

সিরাজী। তুমি কোথায় যাচ্ছ? আর কেনই বা যাচ্ছ?

আক। তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ—বুঝতে পাচ্ছ'না? প্রাণের দায়ে যাচ্ছি! শোন, তোমায় বলি—সম্ভবতঃ আজ রাত্রিই সম্রাটের শেষ রাত্রি!

সিরাজী। সে কি!

আক। আমি নিকটের সমস্ত গ্রামের লোকেদের ভিতর উত্তেজনার বীজ ছড়িয়ে এসেছি, বিশেষ এক জায়গায়, সে বীজ আর ব্যর্থ যাবেনা! সম্ভবতঃ আজ রাত্রিই সম্রাটের শেষ রাত্রি!

সিরাজী। তুমি কি সম্রাটের হত্যাব ষড়যন্ত্র ক'রেছো?

আক। তুমি যেন একটু আশ্চর্য্য হ'চ্ছ? তোমার কি ধারণা ছিল, শুধু হিন্দু বেগমকে তাড়ানোর জন্য, আমি নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রে পুনঃপুনঃ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিচ্ছি? শোন, বোকামি ক'রনা—অনেক দিন স্বামী-সঙ্গ পেয়েছো, এখন না হয় বিধবা হবে! তোমার স্বামীর মরা দরকার—শুধু তোমার জন্য নয়, সাফাভী-রাজবংশের প্রতিহিংসার জন্য! যদি নাদির আজ রাত্রে নিহত হয়, কাল সকালে আমি আসবো। আর, কোনো গতিকে যদি বেঁচে যায়, আমি ইরাণে আর ফিরবোনা—তাই, এই দরবেশের বেশ প'রেছি!

সিরাজী। তুমি, তুমি, তুমি—আলি আকবর, তুমি?

আক হ্যাঁ, আমি। শোন, সমস্ত ইরাণ দেশ বিদ্রোহীতে পূর্ণ হয়েছে। আলি-কুলী সম্রাটের ভাইপো, সে-ও এক বিদ্রোহী দলের নেতা। কিন্তু বোধ হয়, সে বা ইরাণী অভিজাতগণ বিশেষ কিছু ক'রতে সাহস ক'রবেনা! তাই, আমি আজ যে সব স্থানে ঘা' দিয়েছি, সম্ভবতঃ তা' একেবারেই অব্যর্থ। এতদিন আমি ভুল করেছি—গোড়াতেই আমার এদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ছিল। যাক্, সময় না থাকলে কিছু হয় না। মানুষের দুর্ভাগ্য, যে, সময়ের সঙ্গে লয় রেখে চলতে হয়!

সিরাজী। তোমায় আমি অনেক দিনই জানি। নাদিরের উচিত ছিল আগে তোমায় হত্যা করা!

আক। তোমার মুখে নূতন কথা শুনছি সিরাজী! হ্যাঁ, আমি যা ভেবেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি তার চেয়েও বেশী!

সিরাজী। কি ভেবেছিলে?

আক। মাঝে মাঝে তোমায় মনে হ'তো, বুঝিবা তুমি কুলীণাকে একটু ভালবাস। এখন দেখ্‌ছি তুমি তাকে দস্তুর মত ভালবাস—চাই কি তোমায় পতিব্রতা বলা যেতে পারে! যাক্, মনে রেখো তোমার স্বামী যদি মরে, আমি ছাড়াও তার যথেষ্ট মরবার কারণ আছে, হিন্দুস্থানের অভিশাপ—সাফাভী-বংশের প্রতিহিংসা! হয়তো কাল সকালে দেখা হবে, নয়তো আর হবে না! চ'ল্লাম।

সিরাজী। শোন, যেওনা।

আক। কি ব'লতে চাও?

সিরাজী। কেন তুমি আমার স্বামীকে হত্যা কর্ব্বার ষড়যন্ত্র ক'রলে? আমি তো কোনো দিন তোমায় সে ইঙ্গিত করিনি!

আক। আমি শুধু তোমার স্বার্থের জন্য তোমার ইঙ্গিতে কাজ করছিলাম, আমাকে তোমার এরকম একান্ত ভগিনী-বৎসল ভাই বলে মনে কর্ব্বার সুযোগ আমি তো কোন দিনই তোমায় দিইনি সিরাজী! শোন, কোন কাজ অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ক'রে ছেড়ে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। একবার যখন রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি, তার শেষ পর্য্যন্ত দেখবো। গোড়ায় তুমিই আমাকে উত্তেজিত করেছিলে। হিন্দুস্থানে সে রাত্রির সেই উত্তেজনার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সিরাজী! তুমি যদি উত্তেজিত

না করতে, তা হলে এই রকম লাথি,
আর কানমলা খেয়ে আমি বোধ হয় বরাবরই বেঁচে থাকতাম সিরাজী! প্রাণের মায়া আমায় কখনো ছাড়েনি। আজও সেই প্রাণের মায়া নিয়েই চল্লাম।

সিরাজী। আমি আমার স্বামীর প্রেম হারিয়েছিলাম, তাই, ফিরে পাবার জন্য সেদিন তোমার—

আক। আজ কি তোমার মনে হচ্ছে কুলীখাঁ একান্ত তোমারই?

সিরাজী। আমি ছাড়া আজ তাঁকে দেখ্‌বার কেউ নেই।

আক। তুমি তাকে ঘৃণা করতে না?

সিরাজী। না-না-না। সে তুমি বুঝতে পারবে না।

আক। বুঝতে পারবো না কেন সিরাজী। অনেক অর্থ খরচ ক'রে বিদ্যা শিখেছিলাম, বুঝি সবই, পারিনা কিছুই। তোমার অন্তর আমার কাছে খোলা কিতাবের মতই সরল ছিল। কিন্তু আমি বরাবরই ঘৃণা করতাম, এবং আজও করি; যদি বেঁচে থাকি—চিরদিন ঘৃণা কর্ব্বো।

সিরাজী। তুমি যে ষড়যন্ত্র করেছ, কোন রকমে তা নাকচ করা যায় না?

আক। না, তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে; ফিরাবার উপায় নাই।

সিরাজী। সম্রাটের ভারত-ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক যদি তোমায় দিই!

আক। তুমি কে সিরাজী, যে, ভারত-ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক তুমি সম্রাটের হ'য়ে আমায় বণ্টন ক'রে দিচ্ছ? দুদিন সম্রাট তোমার সঙ্গে কথা ক'রেছেন বলে, নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার মত কথা ব'লোনা। আর আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়, আশা করি, আমার কথা তোমার স্বামীকে ব'লবে না। মন দৃঢ় কর, এবং জেনে রাখ—তোমার স্বামী ম'রবে, যদি আজ বাঁচে, এক সপ্তাহের ভিতর মরবে!

সিরাজী। যদি আমিই তোমায় এখন বন্দী করবার আদেশ দিই?

আক। পরীক্ষা করে দেখতে পার, তবে, তোমার আদেশ প্রতিপালিত হবে না।

সিরাজী। প্রতিপালিত হবে না?

আক। না, তোমারই প্রদত্ত অর্থে সকলের হাত আমি নিষ্ক্রিয় ক'রেছি। আর তোমার স্বামীটীর উপর আপাততঃ কোন ইরাণী কর্ম্মচারী বা সৈনিক পুরুষের প্রবল অনুরাগ নাই। তারা সবাই সন্ত্রস্ত, কোন্ দিন কার প্রাণ যায়। মাত্র একজন পূর্ব্ববৎ সম্রাটের ভক্ত আছে, সেও এখন শিবিরে নাই।

সিরাজী। যাও—

আক। দেখ্‌ছি হিন্দুস্থানী বেগমই জাদু জানতো না, জাদু জানে কুলিখাঁ। তোমার সঙ্কল্প এতটা বিচলিত হয়েছে বুঝলে, তোমার কাছে আমার পরিপক্ক রাজনীতির পূর্ণসিদ্ধির কথাটা বলতাম না। যাক্, তোমার চেয়ে আমি একধাপ বেশী এগিয়ে গেছি। পরস্পরের বিভিন্ন স্বার্থের খাতিরে এটা অবশ্যম্ভাবী, তুমি দুঃখ করোনা।

সিরাজী। না, তুমি যাও—

আক। আচ্ছা, চললাম—

[প্রস্থান

সিরাজী। সত্য, আলির দোষ কি? আমিই আমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। তার অন্তর খুঁড়ে তার সুপ্ত প্রতিহিংসার সরীসৃপকে জাগিয়ে দিচ্ছি। এখন সে আমার বশের অতীত!

[প্রস্থান

(নাদির ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া,
কয়েকবার পরিক্রমণপূর্ব্বক বাহিরের
আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন)

নাদির। সে একদিন বলেছিল, ধরা দিলেই ধ'রতে পারে, নইলে ধরে সাধ্য কার! সমস্ত ইরাণী-সাম্রাজ্যে তার চিহ্ন নাই। সম্ভবতঃ সে পলাতকাকে আর পাওয়া যাবে না! রুখ, শোন, এইদিকে এস—

(ধীরে ধীরে মির্জ্জারুখ নাদিরের নিকট আসিল। নাদির তাহাকে দূরের এক পর্ব্বতশ্রেণী দেখাইলেন)

ঐ দেখতে পাচ্ছ, মেঘের মত আকাশের গায়ে মিশে আছে ঐ যে গিরিশ্রেণী, যার কপালে চাঁদের টীপ, ওর নাম আল্লা-হো-আকবর! ওইখানে

উদার আকাশের নীচে এক অধিত্যকা ছিল, আজও সম্ভবতঃ আছে, কিন্তু তার সে রূপ নিশ্চয়ই আর নাই।

রুখ। ওখানে কি সম্রাট্?

নাদির। বল্‌ছি, কিন্তু রুখ তুমি আমাকে সম্রাট ব'ল কেন?

রুখ। সকলে যে আপনাকে ওই নামেই ডাকে!

নাদির। তাদের কাছে আমি সম্রাট, তোমার কাছে তো সম্রাট নই রুখ?

রুখ্। ভাই সাহেব!

নাদির। হ্যাঁ, ভাই সাহেব! শোন, আমি যেমন তোমার ভাই সাহেব, তোমার বাবারও তেমনি একজন ভাই সাহেব ছিলেন। ওইখানে ওই গিরিশ্রেণীর ভিতর অধিত্যকার এক অতি ক্ষুদ্র পল্লীতে তিনি বাস ক'রতেন—নগরের দূষিত বায়ু তাঁর গায়ে লাগেনি।

রুখ্। ওখানে আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন ভাই সাহেব!

নাদির। যদি সময় পাই নিয়ে যাব। কিন্তু সাম্রাজ্যের সভ্যতার হাত থেকে ও-স্থান কি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পেরেছে! তুমি যখন বড় হবে, ইস্পাহান, তিহারান, সিরাজ কি মেসেদে বাস না ক'রে যদি পার ওইখানের কোনো পল্লীতে বাস ক'রো। তোমার বাবাকে এ স্থানের কথা আমি কখন বলিনি। বল্‌লেও সে আস্‌তে পার্‌তো না—তুমিও বোধ হয় পার্‌বেনা।

(নাদির গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন)

রুখ। আমায় কি আর কিছু বল্‌বেন ভাই সাহেব!

নাদির। না, তুমি যাও, অনেক রাত্রি হয়েছে, শোওগে!

[মির্জ্জা রুখের প্রস্থান

(আহ্‌মেদ আবদালির প্রবেশ)

খোরাসানের পল্লী দেখ্‌লে আবদালি!

আমেদ। দেখ্‌লাম সম্রাট!

নাদির। কেমন মনে হ'ল?

আমেদ। স্থির, অচঞ্চল, যেন নিষ্প্রাণ!

নাদির। অথচ এই প্রদেশের এই পার্ব্বত্য পল্লী থেকে যে প্রাণ আহরণ ক'রেছিলাম—তারই পরিবেষণে সমস্ত ইরাণ সাম্রাজ্য একদিন প্রাণবান্ হ'য়েছিল। এ প্রদেশ নিষ্প্রাণ হ'ল কেমন ক'রে!

আহ্‌মেদ। আমি বলেছি—যেন নিষ্প্রাণ। হয়তো প্রাণ আছে—কিন্তু তার স্পন্দন নাই।

নাদির। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি আব্‌দালি, যে, খোরাসান্ প্রদেশেও এমন কেউ নেই যে আমার এই শাস্তি-বিধানকে অত্যাচার মনে ক'রে প্রতিবাদ কর্ত্তে সাহস করে! সমগ্র ইরাণ-সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু এই স্থানটুকুতেই আমি আশা করেছিলাম—এমন কারো দেখা পাব, যে প্রকাশ্যভাবে আমার মৃত্যু-কামনা করে। রেজাকুলির দণ্ড শুনে যখন শুন্‌লাম সমস্ত ইরাণ-জাতি আমার কার্য্যের প্রতিবাদ ক'র্চ্ছে, এমন কি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আলি কুলিখাঁ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ল্লেনা, আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম—ভেবেছিলাম যে, ইরাণ-জাতিকে আমি এত বড় ক'রেছি যে, অত্যাচার তারা সইবে না! এখন দেখ্‌ছি—সে আশা অমূলক!

আহ্‌মেদ। আপনি শত্রু অন্বেষণ ক'রছেন সম্রাট?

নাদির। নিশ্চয়ই। ন'ইলে রাজ্য-পরিদর্শনে আমার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আমি প্রতিদিন অনেক গুপ্ত পত্র পাই।

আহ্‌মেদ। সে সব পত্রে কি লেখা থাকে জান্‌তে পারি কি সম্রাট?

নাদির। "অত্যাচারীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী"—
"তোমার উপযুক্ত শয্যা কবরের নীচে"—
"এতদিন তোমার মৃত্যু হয়নি কেন?"—
"যে অস্থি-স্তূপ তুমি নির্ম্মাণ ক'রেছ, তাতে সর্ব্বশেষ মুণ্ড তোমার"—
"সমগ্র ইরাণ-জাতির অভিশাপ দিন দিন তোমায় দোজাকের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে"—আরও কত কি!

আহ্‌মেদ। পত্র কি প্রায়ই আসে?

নাদির। হ্যাঁ, প্রায়ই আসে। আমি প্রতিদিন আহারের পর আমার প্রিয়তমা বেগম সিরাজীর

ঘরে পত্র নিয়ে যাই। সে-ই আমায় প'ড়ে শোনায়। আমি আমোদ পাই।

আহ্‌মেদ। তার প্রতিকার-স্বরূপ কি করেন?

নাদির। একটু একটু করে শাস্তির মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে চলি, এই আশায়—যদি সেই শাস্তির ফলে সমস্ত ইরাণ-জাতির সজীব মূর্ত্তির একবার দেখা পাই!

আহমেদ। এই কি আপনার শাস্তি-দানের তত্ত্ব-কথা!

নাদির। ঠিক এই না হ'লেও অনেকটা এই বটে। তোমার কি মনে হয়েছিল—আমি নিজের মৃত্যু এড়াবার জন্য অত্যাচার করছি!

আহমেদ। জাঁহাপনা, আমি ক্ষুদ্র-বুদ্ধি!

নাদির। কত নূতন নূতন শাস্তি আবিষ্কার ক'রলাম, কিন্তু ইরাণ-জাতির কিছুই হ'ল না—এরা ঠিক সেই পূর্ব্বেরই মত নিষ্ক্রিয়, বিলাসী, বিদ্বেষ-পরায়ণ, ভীরু র'য়ে গেছে! আমি এত দণ্ড দিয়েও এদের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিতে পারিনি। এ জাতি আমাকে বরাবর ঘৃণা ক'রেছে, অথচ মুখের সামনে আমার কোনো কাজের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়নি! আজ আমার মনে হ'চ্ছে, বুঝি শাস্তিই এদের প্রাপ্য! এরাও তাই মনে করে—ন'ইলে, প্রতিবাদ ক'রতে সামনে এসে দাঁড়াত!

(আগাবাসীর প্রবেশ)

আগা। জাঁহাপনা!

নাদির। কি সংবাদ আগাবাসী?

আগা। সিরাজী বেগম এই মুহূর্ত্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চান। ব'ল্লেন, বিশেষ প্রয়োজন।

নাদির। তাঁকে আসতে বল। আবদাল—

(আগাবাসী ও আহ্‌মেদ আবদালের প্রস্থান)

(সিরাজী বেগমের প্রবেশ)

এত ব্যস্ত কেন সিরাজী—তোমায় যেন একটু বিষণ্ণ দেখ্‌ছি! এরকম মুখের ভাব তোমার কখনো তো দেখিনি!

সিরাজী। জাঁহাপনা, আমি সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আপনি আজ আর কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে, আমায় বধ করুন!

নাদির। আমি তো কিছুই বুঝলাম না সিরাজী—ব্যাপারখানা কি?

সিরাজী। আমি রাজদ্রোহিণী।

নাদির। তার অর্থ?

সিরাজী। আপনার জীবনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র লালিত হ'য়েছে, আমারই অর্থে তা' পুষ্ট।

নাদির। হ'তে পারে! কিন্তু আমায় কি ক'রতে হবে?

সিরাজী। অন্যান্য রাজদ্রোহাপরাধীদের মত আমারও হত্যার আদেশ দিন!

নাদির। তুমি এখনও ধরা পড়নি কিম্বা আমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তোমায় সন্দেহ করেনি।

সিরাজী। কিন্তু আমি ব'লছি—আমার অপরাধ স্বীকার ক'রছি জাঁহাপনা, আমার কথা সত্য। আজ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজদ্রোহীতে ইরাণসাম্রাজ্য পূর্ণ, তার মূল উৎস আমি—আমায় হত্যা করুন!

নাদির। বোধ হয় তোমায়-আমায় মিলন হবার এই সুদীর্ঘ কাল পরে এই প্রথম তুমি একটা সত্যকথা আমার সম্মুখে বলতে পেরেছ।

সিরাজী। তবে আমায় বধ করুন।

নাদির। না; এত দিন যখন ষড়যন্ত্র-কারিণীকে নিয়ে বিষাক্ত হারেমে বাস করতে পেরেছি, আজও পারবো। তোমার ষড়যন্ত্রের ফল ভোগ করবে ইস্পাহান, সিরাজ ও তিহারানের অভিজাত-গণ—আর, তুমি বেঁচে থেকে তাই দেখবে!

সিরাজী। আপনার জীবন বিপন্ন। ষড়যন্ত্র-কারীগণ আজ আপনাকে হত্যা করবে।

নাদির। আগাবাসী!

(আগাবাসীর প্রবেশ)

আহ্‌মেদ আবদালি—এই মুহূর্ত্তে—

[আগাবাসীর প্রস্থান

সিরাজী। দোহাই জাঁহাপনা, আমার কথা বিশ্বাস করুন!

নাদির। মাত্র আজ তোমার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কচ্ছি।

সিরাজী। এ ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী আলি আকবরের সৃষ্টি।

নাদির। কিন্তু আমার ভারপ্রাপ্ত কোনো কর্ম্মচারী কোনো দিন মূলের সন্ধান করেনি। তারা শাখা-প্রশাখা কর্ত্তন ক'চ্ছে!

সিরাজী। তারা সবাই আলি আকবরের বশীভূত। আলি আকবর তাদের অর্থ দিয়ে বশ ক'রেছে—আর সে অর্থ আমারই। আমারই অর্থে সমগ্র ইরাণ-সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজদ্রোহী মাথা উঁচু করে উঠেছে। আবার তারাই প্রতিদিন আলি আকবরের অনুচরদের দ্বারা ধৃত হ'য়ে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হ'চ্ছে—তাদেরই অস্থি স্তূপীকৃত হ'য়ে জাহাপনার কলঙ্ক-ঘোষণা কচ্ছে!

নাদির। বাঃ বাঃ বাঃ—সোভানাল্লা, মাশে-আল্লা! হারেম বিষাক্ত—পারিবারিক জীবন বিষাক্ত—প্রজা বিষাক্ত—তবু এই বিষময় অস্তিত্বের মধ্যে, হে বিষ-নিস্যন্দী ভুজঙ্গী, তোমায় আজ আমার আলিঙ্গন ক'র্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে।

(আহ্‌মেদ আবদালির প্রবেশ)

আবদাল!

আহ্‌মেদ। সম্রাট!

নাদির। আমি যদি মরি, ইরাণ-সাম্রাজ্য তোমার!

আহ্‌মেদ। একথা কেন জাহাপনা? আপনি ম'রবেন কেন?

নাদির। ম'রবো কেন? এ-তো বড় আশ্চর্য্য কথা আবদাল্—ম'রবোনা?—আজ হোক, কাল হোক্, দশদিন পরে হোক্—যখন ম'রবো, এ সাম্রাজ্য তোমার!

আহমেদ। কেন সম্রাট! শাহজাদা নাসির-কুলি জীবিত! শাহজাদা রেজাকুলী অন্ধ হ'লেও তাঁর শিশু পুত্র জীবিত। তাঁরা সম্রাটের বংশধর।

নাদির। বংশধর! মনে ক'রনা, আমি তোমায় ওদের চেয়ে ভালবাসি ব'লে খুশি হ'য়ে সিংহাসন তোমায় দিয়ে যাচ্ছি! হিন্দুস্থানে আমি তোমায় সন্দেহ ক'রেছিলাম—সে সন্দেহ একেবারে আমার অন্তর থেকে লোপ পায়নি। আমি জানি, তুমিও বিশ্বাসঘাতক হ'তে পার! তোমার শক্তিকে বিশ্বাস করি—তোমার ভক্তিকে নয়! যদি কোনো দিন তুমি রাজ্যেশ্বর হও, তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ র'ইল—সে রাজ্য শক্তিমানের জন্য রেখে যাবে, ভক্তিমান্ পুত্র ও আত্মীয়ের জন্য নয়!

আহ্‌মেদ। আমার প্রতি অন্য কোনো আদেশ আছে?

নাদির। আছে। আজ এই শিবিরে আলি আকবর কর্ত্তৃক নিযুক্ত আমার সমস্ত দেহরক্ষী সৈন্য-এবং যাবতীয় গুপ্তচরকে ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে ধন দান কর, খাদ্য দান কর। তাদের উৎসব ক'রতে দাও—উৎসবের পূর্ব্বেই জানিয়ে দেবে, কাল সকালে তাদের সকলের মৃত্যু।

আহমেদ। দেহরক্ষী সৈন্যদলকে?

নাদির। হ্যাঁ—আর গুপ্তচর, দ্বিরুক্তি নয়, যাও! আর আলি আকবরকে একবার ডেকে দাও—যে কাজে থাক!

[আহ্‌মেদের প্রস্থান

ভুল হ'যে গেল! আলি আকবরকে বোধ হয় পাওয়া যাবেনা সিরাজী!

সিরাজী। না সম্রাট, সে পলায়ন করেছে!

নাদির। আজ আলি আকবরের সঙ্গে সত্যই দেখা ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে! সে পলায়ন ক'রলে—আমায় এত ছোট ভাবলে! সিরাজী, আজ তোমার ধারণা—তুমি আমায় ভালবাস?

(সিরাজী নীরব রহিলেন)

তোমার মনে হ'চ্ছে—আমার প্রতি অধীর-আগ্রহে তুমি আমায় বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছ! তুমি আমায় বাঁচাবে না—কেউ আমায় বাঁচাবে না। আমি নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে বাঁচবো—নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে ম'রবো!

সিরাজী। আমায় কত্‌ল করুন জনাব! হিন্দুস্থানের হত্যাকাণ্ড—পারস্যের হত্যাকাণ্ড—এই সর্ব্বদেশব্যাপী বিপুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে, আমি আমার ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছি।

নাদির। সে কি সিরাজী—তুমি তোমার কৃত-কর্ম্মের জন্য ভয় পাও? আমি আজ সমস্ত দেশে আমার কার্য্য কি ফল প্রসব ক'রেছে তাই দেখতে বেরিয়েছি। তথাপি, তোমায় ব'লছি সিরাজী, তুমি বা তোমার আলি আকবরের সৃষ্ট

ষড়যন্ত্রের সাধ্য নাই যে আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করে! আজ তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছ, ইরাণের অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে শুধু তাদেরই অস্থিস্তূপ দিন-দিন বর্দ্ধিত হ'য়েছে—আমার কিছুই হয়নি! সিরাজী, সিরাজী!

(সিরাজী পানীয় দিল, নাদির পান করিলেন)

সিরাজী। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

নাদির। আবশ্যক নাই সিরাজী! পাপই মানুষের প্রকৃতি, পাপেই তার আনন্দ—সে পাপাত্মা, পাপ-সম্ভব। কোনো ধর্ম্মের কোনো ঈশ্বর তাকে এ পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারিনি—পারবে না।

(নাসিরকুলির প্রবেশ)

কি বল্‌তে এসেছিস্? কি সংবাদ এনেছিস্!

নাসির। জাঁহাপনা, শিবিরের সর্ব্বত্র বিষম চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'চ্ছে—আপনি আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন!

নাদির। আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা আদেশ বেরোয় না নাসিরকুলি!

নাদির। শিবিরের বাইরে—শিবিরের ভিতরে—সর্ব্বত্র জাঁহাপনার নূতন আদেশের মূক প্রতিবাদ অনুভব ক'র্‌ছি। খোরাসানের স্থির শান্ত পার্ব্বত্য-প্রকৃতি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

নাদির। এই মূক প্রতিবাদকে আমি মুখর ও মূর্ত্ত ক'র্‌তে চাই!

নাসির। জাঁহাপনা, আমি শঙ্কিত হ'চ্ছি।

নাদির। আর আমার কাছে নয়, ভীরু পুত্র আমার!—প্রিয়তম বৎস,—ইরাণ-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ তুমি।

নাসির। কেমন ক'রে এ সাম্রাজ্যের হাত থেকে আমি পরিত্রাণ পাব! রেজা চক্ষু দিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে—আমি কি মূল্য দেব?

নাদির। তোমার পরিত্রাণ নাই—তোমাকে এ সাম্রাজ্য গ্রহণ ক'র্ত্তেই হবে! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, সম্রাট নাদির শাহের একমাত্র চক্ষুষ্মান্ বংশধর—তদুপরি, তুমি ভারত-সম্রাটের জামাতা—তুমি না ব'সলে ময়ূর-সিংহাসনের মর্য্যাদা থাকবে কেন? ঔরংজেবের পর হিন্দুস্থানে যে ক'জন বাদশা ওতে বসেছে, সবাই তোমারই মত বংশধর।

(নাসিরকুলি সম্রাটের চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বিদ্রূপের অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সভয়ে প্রস্থান করিল)

(মৌলানা রহমৎ খাঁর প্রবেশ)

রহ। আশা করি আমি সম্রাটের শিবিরে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছি।

নাদির। সিরাজী—

(অন্তরালে যাইবার ইঙ্গিত করিলেন)

হ্যাঁ ভাগ্যবান যুবক, তোমার অনুমান সত্য।

রহ। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি সম্রাট। আমি শুনেছিলেম, আপনি দুর্ভেদ্য প্রহরী-দুর্গে বেষ্টিত হয়ে থাকেন। এত সহজে আপনার দেখা পাব মনে করিনি; দেখ্‌লাম শিবির প্রহরীশূন্য—এক-একবার মনে হচ্ছিল বুঝি এ সম্রাট-শিবির নয়।

নাদির। ব'লেছি তো যুবক, তুমি ভাগ্যবান্। কে তুমি?

রহ। আমি এই খোরাসানের পল্লীবাসী।

নাদির। খোরাসানের পল্লীবাসী! সিরাজী, অন্দরনের অন্তরালে তোমায় লুকিয়ে থাকতে হবে না—একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখ্‌বে এস।

(সিরাজীর প্রবেশ)

সিরাজী। এই যুবক খোরাসানের পল্লীবাসী—চেয়ে দেখ—আশ্চর্য্য নয়? সম্ভবতঃ আমি যাকে দেখতে চাই—এ সেই।

রহ। সম্রাজ্ঞী—আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি সত্যই ভাগ্যবান।

নাদির। ভাল—ভাগ্যবান যুবক, কি নিমিত্ত তুমি উন্মত্তের মত সম্রাট-শিবিরে ছুটে এসেছ, তাকি তুমি জান?

রহ। সম্রাটকে দর্শন ক'র্‌তে, আর সমগ্র ইরাণ-জাতির স্বপক্ষে সম্রাটকে প্রশ্ন ক'র্‌তে।

নাদির। উত্তম। তোমার দর্শন-লাভ হয়েছে। কি প্রশ্ন ক'র্‌তে চাও—এইবার প্রশ্ন কর।

রহ। সম্রাট, আপনার জীবন এমন বিচিত্র যে তার সামঞ্জস্যের সূত্র আমরা সন্ধান ক'রতে পারিনি। পালন না পীড়ন, ধ্বংস না সৃষ্টি, ইরাণের মুক্তি না ইরাণ-সাম্রাজ্যকে দাসত্বের কঠিন নিগড়ে বন্ধন—আপনার কার্য্যের যথার্থ উদ্দেশ্য কি?

নাদির। তোমাদের কি মনে হয়?

রহ। আমরা বুঝ্‌তে পারিনি। আপনার বীরত্বে সমগ্র ইরাণ মুগ্ধ—ঔদার্য্যে বিস্মিত—নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত! আপনি বিচিত্র—অর্থহীন—রহস্যময়! কে আপনি লোকোত্তর পুরুষ! আপনার যথার্থ পরিচয় কি? আপনি রাজা না পয়গম্বর না ঈশ্বর স্বয়ং? কে আপনি—আপনার দৃষ্টিতে বহ্নিশিখা, নিঃশ্বাসে ভুজঙ্গের শ্বাস, মুখমণ্ডল কোমলতার চিহ্ন-লেশ-পরিশূন্য! আপনি ভীষণ, আপনি ভয়াল—আপনার এক ইঙ্গিতে রাজা রাজ্য-হারা হয়, দেশ রক্তস্রোতে প্লাবিত হয়, ভিখারিণী সম্রাজ্ঞী হয়, সম্রাজ্ঞী ক্রীতদাসীর আকার ধারণ করে—রাজসিংহাসন, রাজমুকুট, পথের ধূলায় গড়াগড়ি যায়! হে ভয়ঙ্কর. আপনি কে? অথচ আপনার আকর্ষণ অসামান্য!

নাদির। যুবক! তোমার বর্ণনাশক্তির প্রশংসা করি। বোধ হয়, তুমি শিক্ষিত যুবকগণের নেতা। দেখে সুখী হ'লাম, খোরাসানের সর্ব্বত্র অধিবাসীবৃন্দ আজ তাদের পৈত্রিক মাংসপেশীর শক্তি হারিয়ে, ইরাণের অভিজাতের মত সাধু-ভাষায় কথা কইতে শিখেছে। কিন্তু তোমার ভিতর আমি আর কিছুর সন্ধান পাব মনে ক'রেছিলাম। তোমার আকৃতি দেখে তোমায় একটু স্নেহ করতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু কিন্তু, কিন্তু, নিয়তি তোমায় এখানে প্রেরণ করেছে। তোমার মত দু'চার-জন নিরীহ খোরাসানীর মৃত্যু আবশ্যক।

রহ। তা জানি সম্রাট—আমি জেনেই এসেছি! তাতে আমার দুঃখ নাই; কিন্তু আমি উত্তর শুনতে চাই, আপনার পরিচয় চাই। শুনুন সম্রাট! আপনি যদি রাজা হন, নিরুপায় প্রজাবর্গকে হত্যা ক'রবেন না, তাদের পালন করুন—যদি পয়গম্বর হন, মানবকে মুক্তির উপায় দেখিয়ে দিন—আর যদি ঈশ্বর হন, আপনার সৃষ্টি—এ জীব-জগতের প্রতি করুণা-প্রদর্শন করুন!

নাদির। শোন যুবক! আমি রাজা নই, কৃষকপুত্র—পালনের ছলে প্রজাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা আমি অনাবশ্যক মনে করি—প্রজা-পালন আমার কর্ত্তব্য নয়। আমি পয়গম্বর নই, যে মানুষের মুক্তির ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করি। আমি ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ঈশ্বরও নই, যে সর্ব্বভূতে দয়াপ্রকাশ ক'রব!

রহ। হে ভয়াল, হে ভীষণ, তবে তুমি কে—তুমি কে?

নাদির। আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—জগতের শাস্তিদাতা। যে ঈশ্বর রাত্রি-দিন সর্ব্বভূতে দয়া করে—ক্রেস্তান সাধুর, সুফি কবির, হিন্দু বৈষ্ণবের সে ঈশ্বর নয়—এক প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের। যে মানুষের সামান্য ক্রটীও ক্ষমা করে না, জাতির ক্রটী ক্ষমা করে না—সেই ক্ষমাহীন, দয়াহীন বিচারক ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছে—পাপীর দণ্ড-বিধান ক'রতে। শোন যুবক, জীবনে মাত্র তিনবার আমি তোমার বর্ণিত, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলাম—একবার অতি শৈশবে যখন আমার জননী উজ্‌বেগী দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হ'য়ে অতি নিষ্ঠুর মৃত্যু উপহার পেয়েছিলেন—আর একবার, যখন নাইশাপুরের কৃতঘ্ন শাসন-কর্ত্তা আমায় তার রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করে—আর একবার অতি সম্প্রতি—কোনো বারই আমি তার অস্তিত্বের সাড়া পাইনি! কিন্তু এই প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বর প্রতি বারই আমায় হাত ধ'রে নিয়ে গেছে—নব-নব জীবন-রসের মধ্য দিয়ে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায়!

রহ। বৃথা আশা! এ স্তূপীকৃত গর্ব্বের আবরণ ভেদ ক'রে প্রকৃত অন্তরতম মানুষের সন্ধান আমায় কে দেবে?

নাদির। গর্ব্বের আবরণ নিজের হাতে না ভাঙ্‌লে প্রকৃত মানুষের সন্ধান পাবে না যুবক! শুধু প্রশ্নে হবে না—সত্যকার আঘাত দিয়ে এ আবরণ ভাঙ্‌বার সাহস আছে তোমার? যদি থাকে—এই অস্ত্র নাও, আঘাত কর।

রহমৎ। জাঁহাপনা, আমি কখনো মানুষকে অস্ত্রাঘাত করিনি!

নাদির। তাহ'লে আঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত হও যুবক! পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ জন্মায়—

একদল আঘাত করে, আর এক দল আঘাত সয়। তুমি যখন অস্ত্রাঘাত ক'রতে শেখনি, আঘাত তোমায় নিতে হবে! প্রস্তুত হও।

রহমৎ। বৃথা—বৃথা—বৃথা!

(রহমৎ অভিভূতের মত অগ্রসর হইয়া নাদিরের অস্ত্রের উপর গিয়া পড়িল)

(সিতারার প্রবেশ)

নাদির। ভারত-নারী! না—সিতারা, সিতারা, সিতারা, সিতারা!

(সিতারাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন)

(সালেহ্‌বেগের প্রবেশ)

সালে। না, শুধু সিতারা নয়—তার পশ্চাতে আরো একজন—যে তোমার গর্ব্বের আবরণকে আজ ভেঙে ফেল্‌বে!

নাদির। সিরাজী, সিরাজী—এসেছে, এসেছে, সত্যিকার খোরাসানী—সবাই একসঙ্গে এসেছে, একসঙ্গে এসেছে! তোমার ইরাণের অভিজাতগণ যা পারেনি, আজ সেই অসাধ্য-সাধনের সম্ভাবনা হ'য়েছে! সালেহ্‌বেগ, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে?

সালে। না, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বো না। প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বর আমায় পাঠিয়েছে—তোমার মনুষ্যত্ব-আবরণকারী গর্ব্বী পশুকে হত্যা ক'রে, ইরাণকে তোমার হাত থেকে মুক্ত ক'র্‌তে!

নাদির। পার্‌বে?

সালে। হ্যাঁ, পার্‌বো! যদি পশু-বলই জগতে একমাত্র বল হ'ত, পার্‌তেম না! তুমি আজ মর্‌বে, মর্‌বে, মর্‌বে!

(নাদিরকে অস্ত্রাঘাত। প্রথম আঘাত সিতারার গায়ে লাগিল। পরবর্ত্তী আঘাতে নাদির সিতারাকে লইয়া পড়িয়া গেলেন। সিতারা পড়িয়া গেলে, নাদির সহসা যেন বলহীন হইলেন। সালেহ্‌বেগ সেই অবকাশে নাদিরকে পুনরায় অস্ত্রাঘাত করিলেন)

নাদির। সিতারা, সিতারা!

সিরাজী। আহ্‌মেদ খাঁ আবদালি—আমেদ খাঁ আবদালি!

নাদির। কাউকে ডাকতে হবে না সিরাজী—আমি একা মার্‌তেও পারি, ম'র্‌তেও পারি। ছিঃ সালেহ্‌বেগ, তুমি আমার যুদ্ধ কর্ব্বার অবকাশও দিলে না!

সালে। তুমি জগৎকে হত্যা দিয়েছ, প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বর তাই তোমায় হত্যা ছাড়া আর কিছুই দেবেনা!

নাদির। ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্ কথা—আমি ভুলে গিয়েছিলাম! সালেহ্‌বেগ, তুমি ছাড়া আর কেউ পার্ত্ত না—আফ্‌সারি-রক্তপাতের জন্য দ্বিতীয় মানুষ ইরাণ-সাম্রাজ্যে ছিল না! তবে শোন, মৃত্যুর সময় তোমায় শেষ সত্যকথা ব'লে যাই! তুমি জাতির কল্যাণের জন্য আমায় হত্যা করনি! একদিন তুমি আমারই মত ইরাণকে বাঁচাতে চেয়েছিল—পারনি, সে শক্তি তোমার ছিল না। তোমার অন্তরের সেই নপুংসক আত্মা আমার রক্তে আজ তৃপ্ত হল! (সালেহ্‌বেগের হাত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল।) তথাপি তুমি শুধু নরহত্যাই ক'রেছ—নারীহত্যা ক'রেছ—পশুকে মারতে পারনি! সে সাধ্য তোমার নাই—আমার নাই—কারো নাই। তোমার আগে অনেক আদর্শবাদী এসেছিল, জগতে সাম্য-বিধান ক'র্‌তে—তারা পারেনি! হয়তো স্বয়ং ঈশ্বরও একদিন জগৎকে ভাল ক'র্‌তে চেষ্টা করেছিলেন—তাঁর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে! তথাপি—সিতারা, সিতারা! শোন সালেহ্ বেগ, একদিন যে ঈশ্বর পৃথিবীকে ভাল ক'র্ত্তে চেয়েছিল, তার একবিন্দু নিদর্শন সম্ভবতঃ এই অভিশপ্ত পৃথিবীতে আজও প'ড়ে আছে!

[সিতারার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন

সালে। বন্ধু, তোমার কথাই সত্য। তুমি আমার কল্পনার চেয়ে সত্যই বৃহৎ! কে কোথায় আছ—শীঘ্র এস, সম্রাট্‌ নাদির শাহ্‌ তাঁর শিবিরে হত হ'য়েছেন—আমিই তাঁকে হত্যা ক'রেছি, প্রতিশোধ নেবার জন্য কে শেষ ভক্ত আছ, শীঘ্র এস!

(আলি আকবরকে বন্দী করিয়া আহ্মেদ আবদালির প্রবেশ)

আহ্মেদ। আলি আকবর! একি, সম্রাট নিহত। সালেহ্ বেগ, তুমিই তাঁকে হত্যা ক'রেছ ?

সালে। হ্যাঁ আবদালি, আমিই তাঁকে হত্যা ক'রেছি। প্রয়োজন বোধ কর, আমায় বন্দী কর—সম্রাটের শেষ ভক্ত, আমায় বন্দী কর !

আহ্মেদ। না, আমি আজ তোমায় বন্দী ক'র্‌বো না। আলি আকবর, তোমাকেও আজ মুক্তি দিলাম ! এখন সম্রাটের সমাধির সময়। আজ সমস্ত রাত্রি ইরাণ-সাম্রাজ্য অরাজক ! সম্রাটের নির্দ্দেশ—ইরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর তাঁর উত্তরাধিকারী। কাল সূর্য্যোদয়ের পর যিনি সম্রাট হবেন, অপরাধীর বিচারের ভার তাঁর।

(আবদালি সঙ্কেত বাঁশী বাজাইলেন—অনেক সৈন্য-সামন্ত প্রবেশ করিল। সিরাজী ধীরে-ধীরে সম্রাট ও সিতারার শবদেহের নিকটে আসিয়া এক-সঙ্গে উভয়কে সম্মান জানাইলেন। সকলে নত-মস্তকে মৃতকে সম্মান করিল—শুধু আলি আকবর, গর্ব্বোন্নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল)

[যবনিকা]

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় অঙ্কে ২৪ পৃষ্ঠায়

সিরাজী বেগমের যে গান আছে, নাট্যমন্দিরের অভিনয়ে তৎপরিবর্ত্তে

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-

রচিত নিম্নলিখিত গানখানি গাওয়া হয়ঃ—

গান

তারে কেন মন চায়—
যে জন ভুলিয়া আছে
 চাহেনা আমায়।
আমি থাকি তারই আশে,
সে কি মোর কাছে আসে—
কত না রজনী যায়
 বিরহে বৃথায়!
যারই তরে ভরি ডালা,
তুলি ফুল, গাথি মালা,
সে কি গো আদরে নিয়ে
 পরে তা গলায়॥

নন্দরাণীর সংসার

করুণরসাত্মকসামাজিক নাটক

৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

[রঙ্‌মহলে অভিনীত]

নিবেদন

"নন্দরাণীর সংসার" আমার পাঁচ বৎসর আগেকার রচনা। তখনো আমি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিই নাই। বর্ত্তমান যুগে দেশের কল্যাণকামী বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক পল্লীতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। নাটকের নায়ক মহিমারঞ্জন সেইরকম একজন শিক্ষিত কর্ম্মী। যৌবনে---যখন জীবনে তাঁহাকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই---সেই সময়ে, এক উচ্চশিক্ষিতা বালবিধবাকে ভালবাসিয়া সমাজের চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেন। চিরদিন সেই স্রোতে চলিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। কিছু দিন পরে, প্রধানতঃ পল্লীসেবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি তাঁহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন---এবং, পাশ্চাত্য গ্রাম ও জীবনের অনুকরণে নিজের ব্যবসায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগঠন করিয়া কিছু কৃতকার্য্য হন। "নন্দরাণী" এই মহিমারঞ্জনের স্ত্রী। স্বামী পাশ্চাত্যশিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ---স্ত্রী খাঁটী বৈষ্ণবের মেয়ে। স্বামী জীবনে পুরুষকার ছাড়া আর কিছু মানেন না---স্ত্রী জানেন দেবসেবার চেয়ে বড় কাজ সংসারে নাই। স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ মিলন হয় না। স্ত্রীর সহযোগের অভাবে মহিমারঞ্জনের কান স্মষ্টিই সার্থক হইয়া উঠে না।

প্রাচীনকে সমর্থন এবং বর্ত্তমান ও আধুনিককে গালাগালি দেওয়া নাটকের উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীনের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ আছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ও মহত্ত্ব আছে। তবু জানিনা কাহার দোষে---ঘরেবাইরে কোথাও আজ বাঙালীর সুখ নাই, আনন্দ নাই! প্রবীণে নবীনে যোগ নাই, প্রৌঢ়ের সঙ্গে তরুণের মিল নাই, বুদ্ধিমানের কাজ নাই, স্বামী স্ত্রীর মর্ম্মকথা বুঝিতে পারেন না, স্ত্রীও স্বামীর বৃহৎ অনুষ্ঠানে সহায় হন না,---ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়। শিক্ষিত সহৃদয় যুবক মনে করেন, আঘাত দিয়া এই জাতিকে বাঁচাইব। কাছে গিয়া দেখেন, যাহাকে আঘাত দিবেন---সে মুমূর্ষু। তাহার প্রাণশক্তি বুঝি নিঃশেষ হইয়াছে।

আমি যখন যেখানে গিয়াছি, বাঙ্‌লা দেশের সর্ব্বত্র এই নিষ্ঠুর চিত্র আমার চোখে পড়িয়াছে। বর্ত্তমান নাটকে এই চিত্রের রস ও রূপ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহার প্রতীকারের উপায় বলি নাই। উপায় আমার জানা নাই। রূপ ও রস ঠিক্ হইয়াছে কিনা---বিচারের ভার রসিক দর্শক ও পাঠকের উপর।

প্রথম অভিনয়-রাত্রি হইতে নাট্যামোদী দর্শক-বৃন্দের উৎসাহ এবং প্রেক্ষাগৃহের জনসমাগম দেখিয়া মনে হয়, নাটকখানি দর্শকসাধারণের ভাল লাগিয়াছে। যাঁহাদের পরিশ্রম ও সহানুভূতিতে অভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছে---রঙ্‌মহলের সেই সকল অভিনেতৃগণ, প্রযোজক এবং কর্ম্মিমণ্ডলীকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার সহকর্ম্মী বন্ধু---শ্রীসতু সেন, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়কে আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাইতেছি,---তাঁহারা নাটকের অনেক ক্ষুদ্র ত্রুটীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ভগবৎকৃপা না থাকিলে শুধু মানুষের চেষ্টায় কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। রঙ্‌মহলের প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায়, এই অভিনয় যে এতখানি সাফল্য-মণ্ডিত হইবে, তাহা মনে করি নাই। যাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইল, তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা।

১৮বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট;
কলিকাতা।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী, ১৩৪৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

উৎসর্গপত্র

স্বর্গগত শ্রীমান্ রামধন !

তুমি একদিন ক্ষুদ্র শিশুরূপে আমার ঘরে আসিয়াছিলে ! আজ তুমি ঘরে নাই—আমার অন্তরে আছ। তুমি কোনদিন আমার কাছে বিশেষ কিছু চাহ নাই। সম্মুখে ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। গত বৎসর পূজার সময় তোমায় নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়াছি। এ বৎসর তোমায় কোন স্থূল বস্তু দিবার উপায় নাই ! আমার অন্তরের ভাব-ধারায় পুষ্ট এই নাটকখানি তোমায় দিলাম।

—তোমার বাবা

নাটকীয় চরিত্রপরিচয়

—পুরুষ—

মহিমারঞ্জন	--	--	কর্ম্মী ও ব্যবসায়ী
বিজয়	--	--	ঐ সংসারে প্রতিপালিত যুবক
বিকাশ	--	--	ঐ জামাতা
রাজ্যেশ্বর	--	--	ঐ সরকার
রামলাল	--	--	ঐ ভৃত্য
প্রফুল্ল	--	--	ডাক্তার
পরেশ চৌধুরী	--	--	অভিরামপুরের জমিদার
অমরেশ	--	--	ঐ পুত্র
মতিলাল	--	--	বেকার যুবক
গুরুচরণ	--	--	জনৈক পল্লীবাসী চাষা
পরাণ	--	--	ঐ ঐ
অভিরাম	--	--	ঐ ঐ

ভৃত্য, শ্রীকৃষ্ণবেশী বালক, মাঝি ইত্যাদি

—স্ত্রী—

নন্দরাণী	--	--	মহিমারঞ্জনের স্ত্রী
সৌদামিনী	--	--	নন্দরাণীর বড়বোন
জ্যোৎস্না	--	--	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা
পূর্ণিমা	--	--	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা
বিন্ধ্যবাসিনী	--	--	বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী
শরৎশশী	--	--	ঐ বিবাহিতা কন্যা
পাচকড়ির মা	--	--	গুরুচরণের স্ত্রী
পাঁচকড়ি	--	--	ঐ কন্যা

রাধিকাবেশিনী বালিকা ইত্যাদি

নন্দরাণীর-সংসার

করুণরসাত্মক সামাজিক নাটক

প্রথম অঙ্ক

গ্রাম, মধুমতী নদীর তীর

মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাটী

দ্বিতলে একটি প্রশস্ত হলঘর। ঘরটি বহির্বাটী ও অন্তঃপুরের সংযোগ-মহল। ইহারই ঠিক পাশে মহিমারঞ্জনের আপিস-ঘর। হলটি হালফ্যাসানে সাজানো। বিজয় ভিতর দিককার দরজা খুলিয়া হলঘরে প্রবেশ করিয়া অতি সন্তর্পণে দরজাটি বন্ধ করিল। টেবিল হইতে খবরের কাগজখানি লইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময় বাহিরের দিক হইতে পূর্ণিমা ঘরে আসিল।

পূর্ণিমা। তুমি চ'লে যাচ্ছ নাকি বিজয়?

বিজয়। হ্যাঁ, আর একবার যেতে হ'বে বৈকি। কর্ত্তাবাবুতো কারখানায় নেই---কোথায় বেরিয়েছেন। ছুটী এখনও হয়নি---তুমি ডেকে পাঠালে ব'লে তাড়াতাড়ি আসতে হ'ল।

পূর্ণিমা। মা'র যন্ত্রণাটা আবার বেড়েছে। দুপুর থেকে এপাশ ওপাশ ক'রছেন---আর তোমার নাম ক'রছেন। শুনলাম, তুমি ছাড়া আর কেউ অসুখের সময় ওঁর শুশ্রূষা ক'রতে পারে না?

বিজয়। ওঁর শুশ্রূষা খুব সোজা, আমি তোমায় শিখিয়ে দেব---তুমি পারবে। আমি মাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি---তুমি একটু কাছে কাছে থেক।

পূর্ণিমা। আমি প্রফুল্লবাবুকে খবর দিয়েছি। তিনি ব'লে পাঠিয়েছেন, সন্ধ্যার আগেই আসবেন।

বিজয়। কিন্তু, ওঁর রোগ ডাক্তারী চিকিৎসার রোগ নয়।

পূর্ণিমা। তুমি কি ক'রে ঘুম পাড়ালে এত শীগগির শীগগির?

বিজয়। (সহাস্যে) বলেছি তো, খুব সোজা---তোমায় শিখিয়ে দেব। উনি আমার মুখে রামায়ণ শুনতে বড় ভালবাসেন। ওঁর অসুখ মনের। যখনই মন খারাপ হয়, তখনই যন্ত্রণা আরম্ভ হয়---অমনি উনি আমায় ডেকে পাঠান। আমি সুর ক'রে রামায়ণ পড়ি---শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন।

পূর্ণিমা। তুমি বড় চমৎকার রামায়ণ পড়---আমি পারিনে।

(রামলাল আসিল)

বিজয়। কি রে রামলাল?

রামলাল। কারখানার দরওয়ান আপনাকে ডাকতে এসেছে বাবু! সেখানে কে একজন ইংরেজপেক্টরবাবু---কারখানা দেখতে এসে কি বক্তৃতা কচ্ছে!

বিজয়। ইন্সপেক্টরবাবু কারখানা দেখবে কিরে? স্কুল ইন্স্পেক্টর?

রামলাল। হ্যাঁ, ইস্কুলের ইংরেজপেক্টরবাবু। কুলিমজুরদের সব বলেছে---তোমরা অত খাট কেন? তোমাদের মাইনে অত কম কেন? তা'রাতো বাবু---একে পায় আরে চায়! বড়বাবু নেই---আপনি শীগগির আসুন।

বিজয়। বুঝলাম না কিছু---আচ্ছা চল, দেখে আসি।

পূর্ণিমা। যাই হোক, বেশী দেরী ক'রনা---শীগগির ফিরে এস। প্রফুল্লবাবু যখন আসবেন, তোমার থাকা দরকার।

(বিজয় ও রামলাল বাহিরের দিকে গেল। পূর্ণিমা ভিতরের দিকে যাইতেছিল। এমন সময়, আধুনিকভাবে সজ্জিতা জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

পূর্ণিমা। দিদি কোথাও বেরুচ্ছিস্ নাকি?

জ্যোৎস্না। (ভ্রূকুটি করিয়া) বলতে পারিনে, এখনো ঠিক করিনি---ভাবছি!

পূর্ণিমা। এসনা, একটু মায়ের কাছে বসবে? মা তখন তোমার নাম কচ্ছিলেন।

জ্যোৎস্না। আমি ও অন্ধকূপের মধ্যে বসে থাকতে পারবো না---আমি এখন নদীর ধারে বেড়াব!

পূর্ণিমা। তুমি তো একবারও মার কাছে যাওনা।

জ্যোৎস্না। না---যাইনে; তুমিত খুব মাতৃভক্ত আছ---তাহ'লেই হ'ল!

(পূর্ণিমা একটু থামিল, তারপর বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না অসহিষ্ণুভাবে হলে পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর হারমোনিয়মের কাছে বসিয়া বাজাইবার একটু চেষ্টা করিল---এবং গুনগুন করিয়া গান গাহিতে লাগিল।)

গান

নদীকিনারে, সরসীপারে---
ফুল্ল কুসুমিত বনভবনে,
যদি সই দেখা হয় তার সনে।
যেন ভুলনা ভুলনা---
কথা ব'লোনা---
আমার প্রাণের কথা ব'লোনা।
রেখো গোপনে যতনে।
সে যদি ভুলিতে চায়
ভুলিতে পারে---
আমি কেন বার বার
সাধিব তারে?
দু'নয়নে কাঁদি যদি---হাসিব
অধর কোণে॥

(গানের মাঝখানে বিকাশ প্রবেশ করিল)

বিকাশ। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) গানের কথাগুলো আর একবার বলতো!

জ্যোৎস্না। কি গানের কথা?

বিকাশ। কি গানের কথা? আমি সব শুনেছি। "সে যদি ভুলিতে চায় ভুলিতে পারে'---এরকম গান কে গায়, আর কখন্ গায়---জানো?

জ্যোৎস্না। না।

বিকাশ। গান শুনে গায়িকার মনের ভাব বোঝা যায়---এ কথা স্বীকার কর?

জ্যোৎস্না। না। তুমি কি বলতে চাও---স্পষ্ট ক'রে বল।

বিকাশ। আমি বলতে চাই, তুমি এই মুহূর্ত্তে ঠিক এই গানখানা কেন গাইলে?

জ্যোৎস্না। কি গান গাইব?

বিকাশ। ধর, তুমি গাইতে পারতে "তনয়ে তার তারিণী"; কিম্বা "বঙ্গ আমার জননী আমার"। তা না গেয়ে---"যদি সই দেখা হয় তার সনে" কেন গাইলে?

জ্যোৎস্না। গেয়েছি তা কি হ'য়েছে?

বিকাশ। আচ্ছা ধর, যদি প্রেমের গানই তোমার ভাল লাগে---"ওগো প্রাণনাথ পতি, তুমি কোথায় গেলে গো" গানখানা গাইতে পারতে।

জ্যোৎস্না। আমি ওই গানই গাইব।

বিকাশ। ওই গান গাইবে?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ---!

বিকাশ। তুমি একটুও অনুতপ্ত হ'চ্ছ না?

জ্যোৎস্না। না---!

বিকাশ। উঃ আচ্ছা---তাহ'লে আর কি হবে, চল বেড়াতে যাই।

জ্যোৎস্না। না---!

বিকাশ। রাগ ক'রলে নাকি?

জ্যোৎস্না। না---আমি কা'র ওপর রাগ ক'রবো?

বিকাশ। কেন, আমার ওপর? তুমি রাগ করবে ব'লে আমি সদাই প্রস্তুত রয়েছি। মাইরি বলছি, রাগ কর। আরে---হেসে ফেল্লে যে? তাহ'লে ত আর রাগ করা হ'ল না---তবে চল বেড়িয়ে আসি।

জ্যোৎস্না। না—ভাল লাগছে না।

বিকাশ। সমস্ত দিন ঘরের ভিতর আটক আছ, তাই ভাল লাগছে না। একটু খোলা হাওয়ায় বেড়ালে---

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ, এ তোমার কলকাতা কিনা---গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে! চারিদিকে বাঁশবন---মশা ভন্ ভন্ ক'চ্ছে! তুমি আমায় কলকাতায় নিয়ে চল; এখানে আমার ভাল লাগছে না---আদৌ।

বিকাশ। বেশ তো, তোমার বাবাকে বলনা!

জ্যোৎস্না। থিয়েটার নেই, সিনেমা নেই, একখানা ভাল মোটরকার নেই; সেই মান্ধাতা আমলের পুরানো ফোর্ড---এখানে মানুষ থাকে?

বিকাশ। আমারো ঠিক ওই একই মত; তবে তোমার বাবা ইচ্ছে ক'রলেই হয়। একখানা বাড়ী আর মাস মাস পাঁচশো ক'রে টাকা—আমি ঠিক চালিয়ে নেব।

জ্যোৎস্না। বাবা দেবেন? কেন, বাবা দিতে যাবেন কেন? তুমি নিজে রোজগার ক'রতে পার না?

বিকাশ। কেন পারবো না? কিন্তু শ্বশুরের টাকা থাক্‌তে আমার চাকরি কি ব্যবসা-বাণিজ্য করা ভাল দেখায়? শ্বশুরের মাথা হেঁট হবে না?

জ্যোৎস্না। আবার ঠাট্টা হ'চ্ছে। মনে ক'চ্ছ বুঝি, ভারি রসিকতা হ'ল?

বিকাশ। আমার তো তাই ধারণা!

জ্যোৎস্না। আচ্ছা, তোমার লজ্জা করেনা---দিনরাত শ্বশুরবাড়ী প'ড়ে থাক?

বিকাশ। খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে---যার জন্যে শ্বশুরবাড়ী, সেই অভয়া যখন বরদাত্রী হ'য়ে সঙ্গেই আছেন---তখন আর লজ্জা কা'রে?

জ্যোৎস্না। আহা, কি রসিকতাই হ'ল!

বিকাশ। বলি তুমি যাবে—না এই রকম ঝগড়া ক'রবে? না হয় রাস্তায় গিয়েই ঝগড়া ক'রতে।

জ্যোৎস্না। কেন?---আমি কি হাড়ীবাগ্দী, না ডোম-ডোক্‌লা যে রাস্তায় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রবো!

বিকাশ। নাঃ---একখানা মেজাজ সংগ্রহ করেছিলে বটে! যাক্, তুমি যাবে না তো? দরকার নেই আমার জ্যোৎস্নায়---এস এস পূর্ণশশী এস।

(পূর্ণিমা ভিতর দিক হইতে আসিল)

পূর্ণিমা। জামাইবাবু, ডাক্তারবাবু আসেন নি?

বিকাশ। না। কেন?---মার কি কোন---?

পূর্ণিমা। না---নতুন কিছু হয়নি; তবে শরীরতো ভাল হ'চ্ছে না---একটা constitutional treatment যদি কিছু---। দিদি, তুই অমন গোঁজ হ'য়ে ব'সে আছিস কেন? জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি?

বিকাশ। সকাল থেকে এই পঞ্চমবার। এখনো সমস্ত রাত আছে---কি বল?

পূর্ণিমা। তোমাদের দাম্পত্য কলহে কথা কইতে যাবো, এমন বোকা মেয়ে আমায় পাওনি। আর পাঁচ মিনিট পরে তোমাদের ভাব হ'য়ে যাবে, তখন দু'জনে মিলে আমায় খোঁটা দেবে।

বিকাশ। ভেবেছিলাম, নদীর ধারে একটু বেড়াতে যাবো---সঙ্গী পাচ্ছিলাম না; যাক্, তুমি যখন এসেছ---

পূর্ণিমা। দিদি, তুই একটু বসবি?—ডাক্তারবাবু এলে মায়ের কাছে নিয়ে যাবি? আমি তাহ'লে জামাইবাবুর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি—।

জ্যোৎস্না। তা বৈকি! (হঠাৎ উঠিয়া) বিবিয়ানা ক'রতে হয়, আর কারো সঙ্গে—ওকে নিয়ে নয়। (স্বামীর প্রতি)---এস!

পূর্ণিমা। স্বত্বসাব্যস্ত সম্বন্ধে মাথা একেবারে পরিষ্কার দেখছি।

জ্যোৎস্না। (স্বামীর হাত ধরিয়া) চল আমার সঙ্গে—এস।

বিকাশ। (ভাবগতিক দেখিয়া)---চল।

(দুইজনে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল; বাহির হইতে প্রফুল্লবাবু ডাকিলেন)

প্রফুল্ল। মহিমবাবু বাড়ী আছেন?---

(জ্যোৎস্না পিছাইয়া গেল)

পূর্ণিমা। আসুন আসুন ডাক্তারবাবু---আসুন।

(ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষাল প্রবেশ করিলেন; তাহার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ---সুন্দর চেহারা)

প্রফুল্ল। নমস্কার---আপনার বাবা বাড়ী নেই?

পূর্ণিমা। না---এখুনি আসবেন। আপনি বসুন। ইনি আমার দিদি, আর ইনি ভগ্নীপতি বিকাশবাবু।

প্রফুল্ল। নমস্কার! এঁকে দেখেছি, তবে পরিচয় ছিল না। ক'দিন এসেছেন?

বিকাশ। হ্যাঁ তা---এসেছি---অর্থাৎ কিনা---একটু বেশীদিনই এসেছি!

প্রফুল্ল। ও! আচ্ছা---তারপর, আপনার মাঠাক্‌রুণ কেমন আছেন?

পূর্ণিমা। আসুন---দেখবেন আসুন।

[উভয়ে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

বিকাশ। ডাক্তারটা আমায় ভারি বিপদে ফেলেছিল---ভদ্রলোকের কাছে শ্বশুরবাড়ীতে আছি পরিচয় দেওয়াটা যেন কি রকম!

জ্যোৎস্না। বিবি---বিবি! পুরুষমানুষের সঙ্গে নাকেমুখে কথা! বাবা তো এদিকে নজর দেবেন না।

বিকাশ। কেন---বেশ চমৎকার কথা কইলে তো? আজকালকার মেয়ে, এই তো চাই---বেশ modern!

জ্যোৎস্না। তোমার চোখে তো ভাল লাগবেই! আমি অতটা পারিনে ব'লেই তো আমি মন্দ হ'য়ে আছি---আমায় পছন্দ হয় না!

বিকাশ। মার কি অসুখ---একবার খোঁজ নেবে না?

জ্যোৎস্না। মার অসুখ? মার অসুখ কেন হ'তে যাবে? ও একটা ছুতো! পাঁচজন পুরুষমানুষের সামনে বাহাদুরী দেখানো---নিজের বিদ্যে জাহির করা!

বিকাশ। চল---চল!

(মহিমারঞ্জন ও অমরেশের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। আসুন অমরেশবাবু---বসুন! এই যে---পূর্ণিমা কোথায় জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না। বাড়ীর ভিতর আছে।

মহিমারঞ্জন। অমরেশবাবুর জন্যে চা-জলখাবার পাঠিয়ে দাও। আপাততঃ এইখানেই বসা যাক---তারপর আপনাকে details বুঝিয়ে বলছি। ওরে রামলাল---তামাক দিয়ে যা।

বিকাশ। (জনান্তিকে---জ্যোৎস্নার প্রতি) চল, আমরা বাগানে বেড়াই---গঙ্গের ধারে আজ আর গিয়ে কাজ নেই।

উভয়ের প্রস্থান।

অমরেশ। ব্যাপারখানা কি, আমায় বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন দেখি? হঠাৎ আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে চ'লে আসতে হ'ল।

মহিমারঞ্জন। বলছি---ব্যাপার হচ্ছে এই, আমরা যে সব জিনিস নিয়ে ব্যবসা ক'রছি---ধান, চাল, পাট, এইসব raw materialএর বাজার আজ দু'বছর বড় মন্দা! এই দু'বছর আমরা লাভ কিছু ক'রতে পারিনি---অথচ টাকাটাও আটকে আছে।

অমরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বুঝেছি!

মহিমারঞ্জন। এখন, আর কিছু টাকা যদি আমরা সংগ্রহ না ক'রতে পারি---

অমরেশ। কত টাকা হ'লে আপনি এই crisis সামলাতে পারেন?

মহিমারঞ্জন। দেখুন, আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পথে চলতে হবে। আপনি যদি চল্লিশ হাজার টাকা যোগাড় করতে পারেন, তাহ'লে সমস্ত

businessটা আমরা দু'জনে সমান বখরায় চালাই, যা কিছু লোকসান হ'য়েছে আমার share থেকে বাদ দিয়ে—equal partnershipএ।

(প্রফুল্লবাবু ও পূর্ণিমা আসিল—চাকর জলখাবার দিয়া গেল)

পূর্ণিমা। বাবা, এই ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়েছিলাম মাকে দেখতে।

মহিমারঞ্জন। ওঃ—হ্যাঁ—নমস্কার।

প্রফুল্ল। একি, অমরেশবাবু—আপনি যে এখানে ?

অমরেশ। তাই তো—আপনি বুঝি গিন্নী-ঠাক্রুণকে দেখতে এসেছেন ?

পূর্ণিমা। মামাবাবু ভাল আছেন তো ?

(অমরেশকে প্রণাম করিল)

অমরেশ। আমি তোমার মামা—তুমি তা জান ?

পূর্ণিমা। হ্যাঁ, মায়ের কাছে শুনেছি। ডাক্তারবাবু বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন যে।

প্রফুল্ল। একটু কাগজ—prescriptionটা শেষ করি। (লিখিতে লিখিতে) দেখুন, আপনার মার সম্বন্ধে—আপনি একটু বিশেষ যত্ন নেবেন—ও কে দেখে আমার মনে হ'ল, উনি বড় একা।

পূর্ণিমা। একা—তার মানে ?

প্রফুল্ল। মানে—ওঁর এমন কোন বন্ধু নেই, যার কাছে উনি মনের কথা ব'লতে পারেন। মুখে একটা অবসাদ আর বিষণ্ণতার ছাপ এসে পড়েছে,—ওঁকে একটু প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করা দরকার। (অমরেশের উদ্দেশে) তারপর অমরেশবাবু, কলকাতা থেকে কবে এলেন ?

অমরেশ। ঘণ্টা দুই আগে। বাড়ীতে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা ক'রেই একটু নদীর ধারে বেড়াব ব'লে এদিকে এলাম—পথে মুখুজ্জে-মশায়ের সঙ্গে দেখা।

প্রফুল্ল। আপনার নতুন মেলার কি হ'ল মুখুজ্জেমশাই ?

মহিমারঞ্জন। আর বেশী দেরী নেই; সামনের পূর্ণিমায়, ফুলদোলে—পরশুদিন বোধ হয়।

প্রফুল্ল। কি রকম হ'বে মনে ক'চ্ছেন ?

মহিমারঞ্জন। চাষীর ঘরে পয়সা নেই—কি ক'রে ভাল হবে। তবু যারা বারো মাস খাটেখোটে, তা'রা যাতে একটু আমোদ পায়—এইজন্যেই চেষ্টা করা !

প্রফুল্ল। (উঠিয়া) হ্যাঁ, দেখুন পূর্ণিমা দেবী, আমার dispensaryতে পাঠিয়ে দেবেন ওষুধটা আনতে। ওষুধ কিছুই নয়—ও একটা নামমাত্র—আসল কথা শুশ্রূষা। তা আপনি আর আপনার দিদি যখন আছেন—ভাবনা কি ?

(পূর্ণিমা ডাক্তারের হাত হইতে prescriptionটা লইয়া পড়িতে লাগিল। বাহিরের দরজা খুলিয়া বিজয় ও মতিলাল প্রবেশ করিল। মতিলাল কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিল। সে কথা বলায় এমনি মত্ত যে, অপরিচিত লোকের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপই নাই।)

মতিলাল। দেখুন বিজয়বাবু—আমার কথা হ'চ্ছে মোটের উপর এই যে, আপনি যুগকে অবহেলা ক'রে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন না ; এখন, বর্ত্তমান যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ, তার মানে এ নয় যে, কোন সমষ্টিশক্তির কাজ এযুগে হবে না—বরং যদি কোন বড় জিনিস কখনো গড়া সম্ভব হয়—

(এই বক্তৃতার সময় সকলে পরস্পরের প্রতি চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল)

প্রফুল্ল। পরিচিত বন্ধু এবং অপরিচিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রবেন কি মশাই—?

মতিলাল। (সহসা বাধা পাইয়া) আমি—আমি—?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি—?

মতিলাল। আমি কি আপনার পরিচিত ?

প্রফুল্ল। আমার তো সেই রকম ধারণা।

মতিলাল। তাইত। (মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া) হুঁ—মুখখানা বিশেষ পরিচিত ব'লেই মনে হচ্ছে। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

প্রফুল্ল। পরিচয় দিলে অপ্রস্তুত হবেন না তো ?

মতিলাল। না—অপ্রস্তুত আমি কখনো হইনে। আপনি বলুন দেখি ?

প্রফুল্ল। ছুতোরপাড়া লেনের Vagaband Clubএর কথা মনে পড়ে ?

মতিলাল। খুব মনে পড়ে। আমিতো আজও Greater Vagaband Clubএর member, ও:—তুমি প্রফুল্ল ঘোষাল ? এখানে—কোত্থেকে হে ?

প্রফুল্ল। বেশ যাহোক—আমিতো এইখানকার লোক। এই জেলায় আমার বাড়ী—আমি স্থানীয় ডাক্তার। তুমি এখানে কি ক'রে এলে—তাই বল ?

মতিলাল। সে পরের কথা—অনেক কথা বলতে হয়। আপাততঃ আমি কা'র অতিথি বল দেখি ? তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে ভদ্রতা রক্ষা করি।

অমরেশ। আপনি আজ সাড়ে চারটের ট্রেণে কলকাতা থেকে এলেন না ? আপনার নাম বলেছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ?

মতিলাল। হ্যাঁ ; ও—তাই বটে। আপনার সঙ্গে তো গাড়ীতেই একটু আলাপ হয়েছিল। আপনিই বুঝি গৃহকর্ত্তা ?

অমরেশ। আজ্ঞে না—আমিও আপনারই মত অভ্যাগত। বাড়ী যাঁর, তিনি এই আমার পাশে স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শুনতে পাই, বিশ বছর আগে এ জায়গাটা ছিল মাঠ আর জঙ্গল ; ইনি নিজের চেষ্টায় এখানে একটা ছোটখাট সহর গ'ড়ে তুলেছেন। গ্রামের নাম অভিরামপুর ; তবে এপাড়ার নাম ওঁরই নাম অনুসারে মহিমগঞ্জ।

মতিলাল। আমি কলকাতায় আপনার নাম শুনেছি। আমি মস্তবড় কাজের ভার নিয়ে এখানে এসেছি ; আপনাকে আমার দরকার আছে। আপনার কর্ম্মচারী বুঝি এই বিজয়বাবু ? ওঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। এদেশের কুলি-মজুরদের কথা আলোচনা হ'চ্ছিল। আপনাদের সঙ্গে এবিষয়ে মতের আদানপ্রদান আমাদের আবশ্যক। আমি নিজের চোখে দেখে দেশের অবস্থা বেশ ভাল ক'রে বুঝবো।

প্রফুল্ল। সে তো আর দু'এক দিনে হয়না—কিছুদিন তোমায় এখানে থাকতে হয়।

মতিলাল। তা না হয় থাকবো।

প্রফুল্ল। আজ রাত্রে কোথায় থাকবে ?—আমিই তো এখানে তোমার একমাত্র বন্ধু! আমার বাড়ীতেই চল ?

মহিমারঞ্জন। সেটা কি ভাল হয় ডাক্তারবাবু ? আপনার বন্ধু উনি হ'তে পারেন—কিন্তু আমার বাড়ীতে প্রথম এসেছেন, আজ রাত্রে উনি আমার অতিথি। আজ ওঁর কোথাও যাওয়া চলতে পারে না।

(রামলালের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। (রামলালের কাছে গিয়া জনান্তিকে) ষ্টেশনে গিয়েছিলি ?

রামলাল। আজ্ঞে—হ্যাঁ।

মহিমারঞ্জন। চ'লে গিয়েছে ?

রামলাল। না—আমার সঙ্গে বাড়ীতে এসেছেন।

মহিমারঞ্জন। এই বাড়ীতে ?—কি সর্ব্বনাশ। তুই যা—আমি যাচ্ছি। (প্রকাশ্যে) আপনারা একটু বসুন—আমি দু' মিনিটের ভিতর আসছি।

[প্রস্থান।

প্রফুল্ল। আমি আর ব'সবো না—উঠি। আমার অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা হবে মতিলাল।

মতিলাল। আচ্ছা---মহিমবাবুর কথা তো আর অমান্য করতে পারি নে? আজ এইখানেই মাটি নিলাম।

প্রফুল্ল। তাহ'লে আসি। রোগীকে একটু সাবধানে রাখবেন পূর্ণিমা দেবী! আর বেশী রাত করবেন না---ওষুধটা এই বেলা আনিয়ে নিন। নমস্কার।

[প্রস্থান।

পূর্ণিমা। বিজয়, তুমি তাহলে প্রফুল্লবাবুর ডাক্তারখানা থেকে prescriptionটা serve করিয়ে নিয়ে এস।

বিজয়। আচ্ছা---।

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। বিজয় ওষুধ আনতে যাচ্ছ? বেশী দেরী হবে না তো?

বিজয়। আজ্ঞে না---দেরী কেন হবে? আমি যাব আর আস্‌বো।

মহিমারঞ্জন। মতিবাবুর অতিথিসৎকারের ভার তোমার উপর। উনি সমস্ত দিন কষ্ট ক'রে রেলগাড়ীতে এসেছেন, বেশী রাত হ'লে কষ্ট পাবেন।

মতিলাল। না, না---আমার জন্য আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার রাতজাগা অভ্যাস আছে।

মহিমারঞ্জন। শুধু তাই নয়---তোমার সঙ্গে আমারও একটু আবশ্যক আছে। শুতে যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে।

[বিজয়ের প্রস্থান।

মহিমারঞ্জন। যাও তো পূর্ণিমা---তোমার মাকে একবার দেখে এস! ভালকথা---মতিবাবু, এই আমার ছোট মেয়ে---পূর্ণিমা।

মতিলাল। আমার নাম তো পূর্ব্বেই শুনেছেন---নমস্কার!

[পূর্ণিমা প্রতিনমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

অমরেশ। এইবার তো সবায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়ে গেল?

মতিলাল। তাতো হ'ল, কিন্তু এর মধ্যে আপনার নামটাই ভুলে ব'সে আছি।

মহিমারঞ্জন। ওঁরা এই অভিরামপুরের পুরুষানুক্রমিক জমিদার---ওঁর নাম শ্রীযুক্ত অমরেশ চৌধুরী।

মতিলাল। ও---তাই বলুন! উনি তাহ'লে পরেশবাবুর ছেলে?

অমরেশ। বাবাকে চেনেন নাকি?

মতিলাল। বিলক্ষণ! বাংলাদেশের মানুষ আর আপনার বাবার নাম শুনিনি? হ্যাঁ---তবে চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় নেই।

(পূর্ণিমার চা লইয়া প্রবেশ)

অমরেশ। তোমার মা কেমন আছেন?

মতিলাল। আপনার মায়ের অসুখ নাকি? তাহ'লে তো আপনাদের বড়ই বিব্রত করা হবে।

পূর্ণিমা। না, না---সে আপনি ভাববেন না। মায়ের ব্যারামটা chronic,---মাঝে মাঝে বেশ ভালই থাকেন---সহজ মানুষের মত। এখন ভাল আছেন।

মহিমারঞ্জন। তুমি মতিবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কও---না হয়, তোমার জামাইবাবুকে ডেকে নিতে পার। অমরেশবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কাজ আছে---একটু business talk. আমরা এই পাশের ঘরেই থাকবো; কিছু মনে ক'রবেন না মতিবাবু!

মতিলাল। না, না---তা কেন মনে ক'রবো! আপনারা কথাবার্ত্তা কন না।

মহিমারঞ্জন। আসুন---অমরেশবাবু!

[মহিমারঞ্জন ও অমরেশের প্রস্থান।

মতিলাল। আপনার বড় বোন আছেন বুঝি?

পূর্ণিমা। হ্যাঁ, আছেন বৈকি!

মতিলাল। তিনি বুঝি শ্বশুরবাড়ী থাকেন?

পূর্ণিমা। না---বেশীর ভাগ সময় এইখানেই থাকেন।

মতিলাল। কই—তাঁকে তো দেখ্‌লাম না?

পূর্ণিমা। তিনি ঠিক আমার মত নন্—একটু পর্দ্দানশীন-গোছ, অর্থাৎ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ঠিক কথাবার্ত্তা কইতে পারেন না! (একটু থামিয়া সসঙ্কোচে) আপনি অনেক লেখাপড়া করেছেন?

মতিলাল। কি ক'রে বুঝলেন?

পূর্ণিমা। আপনার কথা বলার ভঙ্গীতে মনে হ'ল—আপনি চমৎকার কথা বলেন।

মতিলাল। আপনিও তো বেশ সুন্দর কথা বলেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড় আনন্দ হ'ল। আপনার কথাবার্ত্তায় মনে হ'চ্ছে—আপনি বেশ সুশিক্ষিতা। বাড়ীতে পড়াশুনা করেছিলেন—না স্কুল-কলেজে?

পূর্ণিমা। আমি কলকাতায় বেথুনে পড়ি।

(বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। উনি বি-এ পড়েন—পাশও ক'রবেন; তবে আজও বিয়ে পাশ ক'রতে পারেননি। সে বিষয়, ওঁর চেয়ে ওঁর দিদির কৃতিত্ব বেশী।

পূর্ণিমা। আঃ জামাইবাবু, কি যে বলেন—একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে! দিদি মিথ্যে বলে না—আপনার শাসন দরকার।

মতিলাল। আপনি বুঝি এবাড়ীর জামাই? বেশ আছেন দেখছি।

বিকাশ। আমার অবস্থা দেখে লোভ হ'চ্ছে নাকি? বাইরে থেকে যা মনে ক'রছেন ততখানি লোভজনক অবস্থা নয়—all that gilters is not gold!

মতিলাল। আপনি কি এইখানেই থাকেন?

বিকাশ। হ্যাঁ—এইখানেই আছি।

মতিলাল। কি করেন?

বিকাশ। ওঁর দিদির সঙ্গে ঝগড়া—আর তারই ফলে তাঁর মানভঞ্জন।

পূর্ণিমা। জামাইবাবু, দিদি কিন্তু আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছে,—এমনি নিস্তার পাবেন না, এর জবাবদিহি ক'রতে হবে আপনাকে।

বিকাশ। ভাবনা কি ভাই?—সমস্ত রাত পড়ে আছে।

মতিলাল। বিবাহিত জীবনের রসটা আপনি দেখছি ষোল আনা আদায় ক'রছেন।

বিকাশ। আঠার আনা মশায়—উপরি দু'আনা। আপনার বুঝি আজও হাতের জল শুদ্ধ হয়নি?

মতিলাল। কি ক'রে বুঝলেন?

বিকাশ। সে আমরা অর্থাৎ ভুক্তভোগীরা দেখেই চিনতে পারি। আপনি বুঝি বইটই লেখেন?

মতিলাল। (ঈষৎ বিরক্তির সহিত) কেন বলুন দেখি?

বিকাশ। আপনাকে দেখে মনে হ'চ্ছে—যারা বই লেখে, আপনি অনেকটা তাদের মত দেখতে।

পূর্ণিমা। যাঁরা বই লেখেন, তাঁদের গায়ে কি ছাপ মারা থাকে নাকি জামাইবাবু?

বিকাশ। থাকে—তুমি দেখতে পাও না। আমি বুঝতে পারি। আচ্ছা, আপনি বলুন-না মশাই?

মতিলাল। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) কি জানেন মশাই? বাংলাদেশকে আমি আঘাত দিয়ে বাঁচাতে চাই।

বিকাশ। আঘাত দেবেন—বাংলাদেশকে? কেন বলুন দেখি?

মতিলাল। (উত্তেজনার আতিশয্যে) হ্যাঁ, আঘাত দেব—আঘাত দেওয়া দরকার। আমাদের মধ্যে যা কিছু কুরূপ-কুশ্রী, দারিদ্র্যজীর্ণ, অসত্য, কুসংস্কার, মূর্খতা, কৃত্রিমতা আছে—সে সমস্ত আমি আঘাত দিয়ে চূর্ণ করে ফেলবো।

বিকাশ। বলেন কি মশাই?—আপনি তো সাংঘাতিক লোক।

মতিলাল। (ভাবের প্রাবল্যে আত্মহারা) আপনি আমায় পাগল মনে ক'রতে পারেন, কিন্তু আমি

বলছি---যে অসত্য আর কৃত্রিমতার মাঝখানে সারা বাংলাদেশের নরনারী বাস ক'রছে, তা ম্যালেরিয়া-কলেরার বীজাণুর চেয়েও ঢের বেশী মারাত্মক। এভাবে, এরকম 'ভাবের ঘরে চুরি' ক'রে একটা জাত বাঁচতে পারেনা।

পূর্ণিমা। (জিজ্ঞাসুভাবে) আপনি কি ক'রতে বলেন?

মতিলাল। (প্রায় আত্মহারা) আমি কিছুই ক'রতে বলিনা---আমি জানিও না কি করা উচিত। আমি শুধু বলি,---এ না, এ না---এ হ'তে পারে না। আমি এই বাংলাদেশের তরুণ যুবক, আমার দাঁড়াবার ভিত্তি নেই,--আমি চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছি, যে কোন মুহূর্ত্তে কোথায় তলিয়ে যেতে পারি। ভাববেন না, আমি শুধু আমার নিজের কথা ব'লছি---বাংলার প্রতি নরনারীর ঠিক আমারই মত অবস্থা।

পূর্ণিমা। (মুগ্ধ ও চিন্তিত) আপনার কথা শুনে ভয় হয়।

মতিলাল। তা হ'তে পারে। আপনারা সুখেসচ্ছন্দে আছেন, নির্ব্বিবাদে জীবনযাপন ক'রছেন---বেশ আরামে আছেন। আপনারা হয়তো ভাবছেন, আপনারা এড়িয়ে যাবেন; আমি ব'লছি, তা হয় না---হ'তে পারে না, আপনারাও এড়িয়ে যাবেন না!

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। এই ওষুধ, কিছু খাওয়ার পর খাওয়াতে বলেছেন। সকালে একবার, রাত্রে একবার। চল---আমিই ওষুধটা খাইয়ে আসি।

[পূর্ণিমা ও বিজয়ের প্রস্থান।

(মহিমারঞ্জন ও অমরেশের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। অনেকক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি মতিবাবু, ত্রুটি মার্জনা করবেন।

মতিলাল। কিছুনা---কিছুনা; আমরা নানান রকম আলোচনা কচ্ছিলাম, সময় একরকম মন্দ কাটেনি।

অমরেশ। আমি তা'হলে এখন আসি মহিমবাবু!

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা---তাহ'লে কথা ওইই রইল অমরেশবাবু!

অমরেশ। আমি অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো---এখন আপনার বরাত! আর শুধু আপনারই বা বলি কেন?---আমাদের বরাত, আর আমার হাতযশ!

মহিমারঞ্জন। ওরে রামলাল, গাড়ীখানা ঠিক আছে কিনা দেখ্। চলুন---আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিই!

[উভয়ের প্রস্থান।

বিকাশ। Her Majestyকে চটান ঠিক নয়---কি বলেন মতিবাবু? শেষ-কালে কি আপনার মত বেকারের দলভুক্ত হব'। ওদিকটা একটু manage করে আসি।

[প্রস্থান

(মতিলাল পায়চারি করিতেছিল, তাহার মনে হইল বাড়ীর ভিতর হইতে কাতরাণীর শব্দ আসিতেছে; ক্ষণপরে বিজয় প্রবেশ করিল।)

মতিলাল। বাড়ীর ভিতর থেকে একটা কাতরাণীর শব্দ আসছে না বিজয়বাবু? গিন্নী-ঠাক্রুণের কি খুব অসুখ?

বিজয়। তিনি বহুদিন থেকে invalid হয়ে পড়ে আছেন; মাঝে মাঝে একএকটা hysterical fit হয়---সেই সময় ওই রকম একটা যন্ত্রণাসূচক---

মতিলাল। (আবিষ্টের মত) আমার যেন মনে হচ্ছে---তাঁর অন্তরাত্মা কাঁদছে। ধ্বনিটার মধ্যে একটা খুব করুণ সুর রয়েছে বলে আপনার মনে হয় না কি? একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন!

বিজয়। আপনি নতুন শুনছেন, তাই ওই রকম মনে হচ্ছে,---আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

মতিলাল। (তিরস্কারের ভাবে) আপনারা সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন? কি আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছিলাম, আপনি আজও অভ্যস্ত হননি। জীর্ণ

দেহ, তার ভিতর অতি ক্লান্ত আত্মা কাঁদছে—বেরোবার পথ নেই।

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। বিজয়, মতিবাবুকে খাইয়ে নিয়ে তোমার ঘরে ওঁর শোবার ব্যবস্থা করে দাও। যাও—ওঁকে নিয়ে যাও। মতিবাবু, আজ তো অনেক রাত হয়ে গেল; কাল আপনার কথাবার্ত্তা শুনবো। আপনি যে ভাবে কথা বলছিলেন, দু'চারটে আমার কানে গেছে। আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে।

মতিলাল। তাই নাকি?

মহিমারঞ্জন। তাহ'লে আজ আর রাত করবেন না। যাও বিজয়,—নিয়ে যাও ওঁকে।

মতিলাল। আপনি এখন খাবেন না?

মহিমারঞ্জন। আমার কিছু ঠিক নেই। যদি খাই, সে অনেক রাত্রে,—আপনার কষ্ট হবে। আচ্ছা—নমস্কার।

[বিজয় ও মতিলালের প্রস্থান।

(জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। তোরা এখনো ঘুমুসনি জ্যোৎস্না।

জ্যোৎস্না। এবার ঘুমুতে যাব—এখনো তেমন রাত হয়নি বাবা।

মহিমারঞ্জন। তোমার তো সন্ধ্যে হলেই চোখ জড়িয়ে আসে মা।

জ্যোৎস্না। তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌বো—তা তোমায় তো আর সহজে পাবার উপায় নেই? কাল হয়তো সকাল থেকেই আবার লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হবে।

মহিমারঞ্জন। কি বলবে—বল?

জ্যোৎস্না। আমার এখানে আর ভালো লাগছে না বাবা—আমি কিছু দিন কলকাতায় গিয়ে থাকবো।

মহিমারঞ্জন। তোমার ভালো লাগছে না—না বিকাশের ভালো লাগছে না? কার মাথা থেকে খেয়ালটি বেরিয়েছে?

জ্যোৎস্না। না বাবা, খেয়াল বলে উড়িয়ে দিলে চ'লবেনা। মা রাতদিন শুয়ে আছে। তুমি রাতদিন কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত। পূর্ণ পুরুষ মানুষের মত, পুরুষের সঙ্গে পাঁচ জায়গায় আসে যায়, বেড়িয়ে বেড়ায়,—ওর কোন অসুবিধে নেই। আমি একা একা দিনরাত কি করি—বলত?

মহিমারঞ্জন। কেন—বিকাশ কি করে? সে তোমায় গাড়ী করে খানিকটে বেড়িয়ে আন্‌তে পারে না রোজ?

জ্যোৎস্না। রোজ রোজ এক জায়গায় বেড়ান ভাল লাগে না। আমি কলকাতায় যাবো, তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

মহিমারঞ্জন। তোমার মায়ের এই অসুখ, আর তুমি কলকাতায় যাবে?

জ্যোৎস্না। মায়ের অসুখটসুখ কিছু না, ও পূর্ণর দরদ দেখানো—আমার উপর টেক্কা দেওয়া—যেন উনিই একা মাতৃভক্ত, আর আমি কিছুই না! বেশী টাকা লাগবেনা বাবা। ও বলেছে, একখানা বাড়ী—আর পাঁচশ' টাকা!

মহিমারঞ্জন। কে বলেছে—বিকাশ? তোর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে।

জ্যোৎস্না। তোমার তো অনেক টাকা আছে বাবা! কত লোককে কত টাকা মাইনে দাও,—আর মোটে পাঁচশ টাকা আমার জন্যে খরচ করতে পারবে না?

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা জ্যোৎস্না, তোমার কি জ্ঞানবুদ্ধি কখনো হবে না—আজও কি তুমি সেই ছেলে মানুষটি আছ?

জ্যোৎস্না। ছেলেমানুষ নইতো কি? আমি বুড়ী হয়ে গেছি নাকি? বয়সের গাছপাথর নেই কিনা—দাঁত পড়ে গেছে, চুল পেকে গেছে—.

মহিমারঞ্জন। যাও—শোওগে। অনেক রাত হয়েছে। এমাসে পূণর বিয়ে, তুমি না থাকলে—

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ—বিয়ে! বিয়ে তো বর কোথায় শুনি? সে শক্ত মেয়ে, নিজে পাত্র বাছাই

করে বিয়ে ক'রবে। তাকে বিবি তৈরী করেছ—তোমরা যাকে বিয়ে দিতে যাবে, তাকে সে বিয়ে করবে কিনা।

মহিমারঞ্জন। আঃ—জ্যোৎস্না—যাও, শুতে যাও। আমায় বিরক্ত ক'রোনা।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান।

(জ্যোৎস্না সেইদিকে অভিমানভরে চাহিয়া রহিল—ধীরে ধীরে বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। কর্ত্তাকে কল্‌কাতায় যাওয়ার কথা বলেছিলে বুঝি!

জ্যোৎস্না। তুমিই তো আমায় বকুনি খাওয়ালে? বাবা আমায় কোনদিন বকেন না—আর আজ—(কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)

বিকাশ। তোমায় তখন সাবধান ক'রে দিলাম—বল্লাম, আজ ওকথা বলোনা—কর্ত্তার মেজাজ ভাল নেই। সব কাজের সময় অসময় আছে। তুমি তো আর আমার কথা শুন্‌বে না? কলকাতায় যাবার ইচ্ছে হ'ল তো, অমনি তখনই—তোমার যে তর্ সয়না!

জ্যোৎস্না। না—তর্ সয় না। তুমি খুসী হয়েছ তো? আমার মরণ হয় তো বাঁচি।

(রাগিয়া প্রস্থান।

বিকাশ। আরে, ভালরে ভাল—এর মধ্যে আমার দোষটা হ'ল কোন্‌খানটায়? যাই আবার মান ভাঙাইগে—চাক্‌রি হয়েছে ভাল।

(প্রস্থানোদ্যত।

(মহিমারঞ্জনের পুনঃপ্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। বিকাশ, শোন!

বিকাশ। বলুন!

মহিমারঞ্জন। জ্যোৎস্নার মাথায় কল্‌কাতায় যাবার খেয়াল কে ঢুকিয়েছে? তুমি—?

বিকাশ। আমি?—না!

মহিমারঞ্জন। তবে যে জ্যোৎস্না ব'ল্‌ছিল, তুমি ব'লেছ পাঁচশ টাকায় কলকাতার খরচ চালিয়ে নেবে?

বিকাশ। ও! হ্যাঁ—সে আমি ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিলাম। আমি বরং কত বুঝিয়ে ব'ল্লাম—কল্‌কাতা অত্যন্ত খারাপ জায়গা, আর পল্লীগ্রাম খুব ভাল জায়গা; কল্‌কাতার সব লোকদের আমাদের এই গাঁয়ে উঠে আসা উচিত—ও!

মহিমারঞ্জন। আমার টাকাকড়ি, ব্যবসাবাণিজ্য—যা কিছু, তোমাদের জন্যে। আমার তো আর ছেলে নেই। থাক্‌লে তোমাদেরই থাক্‌বে। আর এখন থেকে যদি উড়িয়ে দিতে চাও—তোমাদেরই যাবে।

বিকাশ। সেতো নিশ্চয়ই—সে কি আর আমি বুঝিনে। তবে আপনার মেয়েটি একটি আস্ত—

মহিমারঞ্জন। ও তো পাগল!

বিকাশ। আপনার জানা আছে দেখছি—?

মহিমারঞ্জন। তাই বলে তুমি যেন ওর পাগলামির প্রশ্রয় দিও না। তুমি ওকে সদুপদেশ দেবে। ভাল বইটই পড়াবে—

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বুওর ওয়ারের ইতিহাস আর ভগবদ্‌গীতা রোজ পড়াবার চেষ্টা করি তো!

মহিমারঞ্জন। বুওর ওয়ারের ইতিহাস?—আচ্ছা যাও শোওগে। রামলাল—

(বিকাশের প্রস্থান।

রামলাল। (নেপথ্যে) যাই বাবু—

(রামলালের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। (পিছনে চাহিয়া) এখনো সেইখানে বসে আছে?

রামলাল। হঁ্যা বাবু!

মহিমারঞ্জন। দেখ্‌তো—বাড়ীর ভিতরে সব ঘুমিয়েছে কিনা? খুব আস্তে আস্তে যাবি। তোর পায়ের শব্দে যেন জেগে না ওঠে।

(রামলালের প্রস্থান।

(মহিমারঞ্জন উত্তেজিতভাবে পায়চারী করিতে লাগিলেন। একটু পরে ধীরে ধীরে সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদামিনী। অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। বাড়ী নিশুতি,---তুমি একা ব'সে আছ দেখে, এলাম। বেশীক্ষণ থাক্‌বো না।

মহিমারঞ্জন। ব'স---!

সৌদামিনী। তুমি ব'স। আমি এতক্ষণ ব'সেই ছিলাম।

মহিমারঞ্জন। তুমি হঠাৎ আমায় না জানিয়ে এখানে এলে যে?

সৌদামিনী। তুমি যে আমায় দেখে ভয় পেলে না? আমি জ্যান্ত মানুষ ব'লে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে তো? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।

মহিমারঞ্জন। কেন কেন, একথা কেন ব'লছো সৌদামিনী---?

সৌদামিনী। কেন বলছি, তা তুমি আমার চেয়ে ভালই জান। আমার মরার খবর এ গাঁয়ে কে রটিয়েছিল?

মহিমারঞ্জন। তোমার মরার গুজব?

সৌদামিনী। বিশ-বাইশ বছর এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছি, ফিরে এসে খবর পেলাম---আজ আঠার বছর আমি মারা গেছি!

মহিমারঞ্জন। এরি মধ্যে কার কাছে শুনলে?

সৌদামিনী। শুনেছি। আঠার বছর আগেকার কথা, তুমি বোধ হয় সব ভুলে গেছ---কিছু মনে নেই?

মহিমারঞ্জন। না সৌদামিনী, আমি কিছুই ভুলিনি। কিন্তু তুমি এখানে আবার কেন এলে?

সৌদামিনী। আমি জানি---আমি না এলে তোমার ভাল হ'ত। কিন্তু তোমার জন্যে আসিনি---আমার জন্যেই আমাকে আস্‌তে হ'ল। আমার ছেলে কোথায়?

মহিমারঞ্জন। শোন---তোমায় সত্য কথা বলি। আমায় ভুল বুঝনা---তোমার কাছে হয়তো আমি কিছু অন্যায় করেছি; কিন্তু সব দিক দিয়ে বিচার ক'রলে বোধ হয় আমি অন্যায় করিনি।

সৌদামিনী। আমার ছেলে কোথায়---?

মহিমারঞ্জন। তোমার ছেলে ভাল আছে। তুমি উত্তেজিত হ'য়োনা। আমার কথা বিশ্বাস কর। তোমার ছেলের জন্যই তোমার মরার খবর রটিয়েছিলাম। তুমি ব'স---।

সৌদামিনী। বসচি। (বসিল)

মহিমারঞ্জন। তুমি কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে?---সমস্ত কথা আমায় বল।

সৌদামিনী। তোমার তো খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। খাসা বাড়ীঘর ক'রেছ, পুরোণো ভিটে ছেড়ে গাঁয়ের বাইরে এসে নতুন শহর তৈরী ক'রেছ। কোন পুরোণো জিনিসের চিহ্নই আর রাখনি!

মহিমারঞ্জন। আমার কথা থাক। তোমার কথা---তুমি বল।

সৌদামিনী। আমার কথা---? আমায় যা দেখ্‌ছো,---আমি বেঁচে আছি। তবে, তুমি আমায় যেখানে রেখে এসেছিলে---সেখানে আমি ছিলাম না। আমি সে পাঁক থেকে বাইরে এসেছি। বাইশ বছর---দিনরাত চেষ্টা ক'রে ভগবানের দয়ায় আমি আমার পাপের ছাপ ধুয়ে ফেলিছি। তাই আজ তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস হ'ল।

(নেপথ্যে কাতরধ্বনি---"উঃ, মাগো---মাগো---মাগো")

সৌদামিনী। ওকি ওকি, ওকি!---কে কাঁদে?

মহিমারঞ্জন। আস্তে আস্তে কথা কও, সৌদামিনী।

সৌদামিনী। আস্তে কথা কইব কেন? ও কে? কেন কাঁদছে?

মহিমারঞ্জন। কি জানি, ও কেন কাঁদে। প্রায়ই কাঁদে। স্বপ্নে কাঁদে, জেগেও কাঁদে---কান্নাই ওর রোগ।

সৌদামিনী। ও কে? কান্নাই রোগ? (ক্ষণপরে) ও কে---তোমার স্ত্রী?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী।

সৌদামিনী। কি হয়েছে তাঁর---?

মহিমারঞ্জন। জানিনে---ও ওই রকম। আমি সুখে নেই সৌদামিনী।

সৌদামিনী। চল---আমি যাবো তোমার স্ত্রীর কাছে। উনি বড় কষ্ট পাচেছন।

মহিমারঞ্জন। না---তা হয়না সৌদামিনী!

সৌদামিনী। কেন হবে না?

(দ্বারের কাছে গেল)

মহিমারঞ্জন। এদের কাছে তুমি মৃত!

সৌদামিনী। মৃত? তোমার স্ত্রী আমায় চেনে?

মহিমারঞ্জন। সে তোমার ছোটবোন!

সৌদামিনী। আমার ছোটবোন নন্দ! তারও জীবন তুমি এমনিভাবে নষ্ট ক'রেছ? আমি নিশ্চয় যাবো। (অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

মহিমারঞ্জনের গৃহসংলগ্ন উদ্যান। বাগানের পিছন দিকে মধুমতী নদী---নদীতে পূর্ণ জোয়ার। নদীবক্ষে পল্লী-জীবনযাত্রার বিচিত্র আয়োজন---বড় বড় পালের নৌকা, ছোট ছোট জেলে ডিঙি। নদীর পাড়ে নারিকেলগাছ, সুপারি-গাছ। তাহার ভিতর দিয়া গ্রামবাসীদের ছোট ছোট চালের ঘর দেখা যাইতেছে। সূর্য্য উঠিয়াছে---দূরে কোথায় যেন মেঠোসুরে উদাস ভৈরবী রাগিণী বাজিতেছে। মহিমারঞ্জন ও নন্দরাণী আসিলেন। মহিমারঞ্জনের মনে হইতেছিল---জীবনযাত্রার কোথায় যেন কিসের অভাব---বুঝি---"এবারের মত, বসন্ত গত জীবনে"।

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা---তখন তোমার দিদিকে দেখে তুমি ওরকম ক'রে চেয়েছিলে কেন? আমি তো তোমায় তখনি বুঝিয়ে ব'ল্‌লাম, তোমার দিদি মারা গেছেন ব'লে যে গুজব রটেছিল---সে মিথ্যে! তুমি যেন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

নন্দরাণী। আমি এখনো ঠিক বুঝ্‌তে পাচিছনে---ও কেন এল, কোত্থেকে এল, এতদিন কোথায় ছিল,---সবই যেন আমার কাছে হেঁয়ালী মনে হচেছ---।

মহিমারঞ্জন। না, না---এর মধ্যে আবার হেঁয়ালী কি আছে? তিনি এতদিন পশ্চিমে ছিলেন---কাশীতে। আমরা একটা মিথ্যে খবর পেয়েছিলাম।

নন্দরাণী। দেখ আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম---যেন আমার সেই শত্তুরদুটো---। বাড়ীতে?---না---ঠিক বাড়ীতে না; কোথায় যেন---গোবিন্দদেবের ফুলদোল হ'চেছ। শত্তুরদুটো গোবিন্দদেবের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতেই----গোবিন্দদেব---উঠে এসে---ওদের সঙ্গে খেলা ক'রতে লাগ্‌লেন! আমি যেন সেখানে গেছি---তিন জনেই---আমায় "মা" ব'লে ডেকে---আমায় এক জায়গায় বসালে---আর সবাই মিলে সংকীর্ত্তন গাইতে লাগ্‌ল---। তারপর, কি যেন---ঠিক মনে প'ড়ছে না! বৃষ্টি হ'ল? না---যেন খুব ঘন কুয়াশা! দেখিনা---হঠাৎ আমার পাশে দিদি! তখন আমি ভাব্‌লাম---"এরা তো সবাই ম'রে গেছে---আমি এখানে কেন?---আমি তো এখনো মরিনি!"

মহিমারঞ্জন। আমি তোমায় কতবার ব'লেছি মেজবউ---তুমি আকাশপাতাল ওসব ভেব না।

নন্দরাণী। ভাগ্যিস্, তুমি আমায় সঙ্গে ক'রে এনেছিলে! নইলে---দিদি কি মনে ভাবতো?

মহিমারঞ্জন। এইবার তুমি যাও---তোমার দিদির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওগে!

নন্দরাণী। হ্যাঁ---যাই। এখন আমার মন বেশ ভাল আছে। তুমি আবার গোবিন্দদেবের ফুলদোল ক'চছ---এটা বড় ভাল হ'ল---। আমি কতদিন স্বপ্ন দেখেছি---এ যেন আমার স্বপ্ন ফল্‌লো! সঙ্কীর্ত্তন হবে তো---?

মহিমারঞ্জন। তা, যা যা নিয়ম আছে—সবই চাই বই কি? (সৌদামিনীকে আসিতে দেখিয়া) এস, এস—বড়গিন্নী সুপ্রভাত।

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

("বড়গিন্নী" বলিয়া ডাকায় সবাই পরস্পরের প্রতি চাহিল)

সৌদামিনী। ছিঃ—। তুমি বরং আমায় সৌদামিনী ব'লে ডেকো।

(নন্দরাণী আবার যেন বিমর্ষ হইতে লাগিল)

মহিমারঞ্জন। সে যা ব'লে ডাকতে হয় ডাকবো। (বাহিরেবদিকে তাকাইয়া সৌদামিনীর প্রতি) কোন্ জায়গাটা বুঝতে পাচ্ছ—?

সৌদামিনী। হুঁ—ওপারের ওই বটগাছটা—চিহ্ন আছে।

(মহিমারঞ্জন নন্দরাণীর দৃষ্টিতে কি যেন অনুভব করিয়া কথাবার্ত্তায় ক্ষান্ত হইলেন)

মহিমারঞ্জন। ওঃ, সেকালে—আমাদের নাওয়ার ঘাট থেকে সাঁতার কেটে—রোজ চক্রবেড়ের বাঁক পর্য্যন্ত—তুমি ছিলে একটি আস্ত পানকৌড়ি—। (সৌদামিনীকে নিরুৎসাহ দেখিয়া) আচ্ছা—সে অন্য এক সময় হবে। তোমরা ব'স—আমি একবার বেরুব। তোমরা দুই বোনে একটু গল্প-গুজব কর—বাড়ী, বাগান, তোমার দিদিকে ভাল ক'রে দেখাও না—?

নন্দরাণী। তুমি কি এখুনি বেরুচ্ছ—?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ—ঠিক এই সময়টিতে আমার কাজের আর অন্ত নেই। কতদিন পরে তোমার দিদি এলেন—এবাড়ীতে কুটুম্বর পায়ের ধুলো এই প্রথম—কোথায় ওঁকে নিয়ে একটু গল্পগুজব ক'রবো—তা নয়, ভোর না হ'তে ছুটতে হচ্ছে।

সৌদামিনী। তোমার সঙ্গে আমার কাজের কথাও আছে।

মহিমারঞ্জন। বেশ তো—সবই হবে। দু'এক দিন বোনের বাড়ী থাকলেই বা?

সৌদামিনী। আমি নন্দর বোন—এ পরিচয় ছেলেমেয়েদের দিতে চাও? আমার আপত্তি নেই।

মহিমারঞ্জন। মেজবউ, তোমার দিদির খাতির-যত্ন তুমি কর। (সৌদামিনীর প্রতি) এরই মধ্যে স্নান ক'রেছ দেখ্‌ছি? দেখেছ মেজগিন্নী—তোমার চেয়ে তোমার দিদির স্বাস্থ্য কেমন সুন্দর।

নন্দরাণী। দিদি তো আমার মত যমের জ্বালায় জ্বলেনি। ওই দুটী টিঁকে আছে—সদাই ভয় দিদি—দিনরাত তুক্‌তাক্ ক'চ্ছি। আমি যেন কি হ'য়ে গেছি—। তুমি বেশ আছ দিদি, ছেলেপুলে হয়নি—বেশ আছ। না হওয়ার এক তাপ—হওয়ার শতেক তাপ দিদি।

(সৌদামিনী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মহিমারঞ্জনের প্রতি চাহিলেন)

মহিমারঞ্জন। (কোন কথার উত্তর দিতে না পারিয়া) আমি এখন আসি—তোমরা একটু বেড়াও। গাঁয়ের বাইরে—এখানে বেশ খোলা হাওয়া আর আলো আছে।

(প্রস্থান।

(পূর্ণিমা ধীরে ধীরে মায়ের কাছে আসিল)

পূর্ণিমা। মা, আজ যে বড়, বাগানে বেড়াতে এসেছ—?

(পূর্ণিমা মায়ের মাথার চুল লইয়া খেলা করিতে লাগিল—দূরে বিজয় আসিয়া দাঁড়াইল)

নন্দরাণী। কিছু ব'ল্‌বে বিজয়?

বিজয়। পূর্ণিমাকে একটা কথা ব'ল্‌ব। আপনি কেমন আছেন মা?

নন্দরাণী। আজ একটু ভাল আছি বাবা।

বিজয়। তাহ'লে, ডাক্তারের ওষুধটা বেশ কাজ ক'রেছে দেখছি।

(নন্দরাণী ও সৌদামিনী ধীরে ধীরে অন্য দিকে গেলেন—তাঁহাদের আর দেখা গেল না)

বিজয়। প্রফুল্লবাবু বেশ ভাল ডাক্তার।

পূর্ণিমা। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। কি ব'ল্‌বে আমাকে—?

বিজয়। (মৃদুহাস্য) দরকারী কথা আছে। আচ্ছা, ঐ মহিলাটী কে? কখন্ এলেন উনি? তোমাদের সঙ্গে ওঁর কোন আত্মীয়তা আছে নাকি?

পূর্ণিমা। কি জানি? ওঁকে কখনো দেখিনি! আজ সকালে উঠে দেখি মার বিছানার পাশে ব'সে। কখন্ এলেন---তাও জানিনে!

বিজয়। মাকে জিজ্ঞাসা করনি?

পূর্ণিমা। তারপর থেকে মাকে এখনো একা পাইনি।

বিজয়। ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হয়, হয় কোন নিকট আত্মীয়---না হয় বাল্যবন্ধু!

পূর্ণিমা। নিকট আত্মীয় কেউ আছেন ব'লে জানিনে। এক মাসী ছিলেন---তিনি বহুকাল আগেই মারা গেছেন।

বিজয়। তাঁর কথা গাঁয়ে কিছু কিছু শুনেছি।

পূর্ণিমা। হ্যাঁ---কি দরকারী কথা আছে ব'ল্‌ছিলে?

বিজয়। (মৃদুহাস্য) আমি এখন কাজে বেরুচিছ; মতিবাবু একা ব'সে আছেন---তিনি তোমার খোঁজ ক'রছিলেন।

পূর্ণিমা। জামাই বাবু কোথায়?

বিজয়। তিনি তোমার দিদিকে নিয়ে গাড়ী ক'রে বেড়াতে গেছেন।

পূর্ণিমা। দিদি যেন কি---! লোকের সুখসুবিধে যদি একটু বোঝে!

বিজয়। (মৃদুহাস্য) মতিবাবুর কাছে গিয়ে গল্পগুজব করগে---লোকটি বেশ চমৎকার! কিন্তু একেবারে পাগল---!

পূর্ণিমা। পাগল কি রকম?

বিজয়। একেবারে---বদ্ধপাগল! কাল রাতে আমার ঘরে ভদ্রলোক শুলেন, সমস্ত রাত ঘুমুননি ---সে কতরকম কথা যে বল্লেন! আমি বার বার ঘুমিয়ে পড়ি, আর বার বার আমায় ডেকে তোলেন---"ও মশায়, ঘুমুলেন নাকি---?"

(হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দরাণী ও সৌদামিনী বেড়াইতে বেড়াইতে পুনরায় বেঞ্চের কাছে আসিলেন)

সৌদামিনী। ও ছেলেটি কে নন্দ?

নন্দরাণী। কে---বিজয়?

সৌদামিনী। ঐ যে---তোমার ছোটমেয়েকে ডেকে নিয়ে গেল?

নন্দরাণী। খাসা ছেলে। কর্ত্তার এখানকার আফিস তো ওই চালায়। এসেছিল ছোটছেলেটি---আজ আটদশ বছর এখানে আছে।

সৌদামিনী। ব্রাহ্মণের ছেলে?

নন্দরাণী। হ্যাঁ---ব্রাহ্মণের ছেলে বৈকি! তবে, মা-বাপ নেই গরীব! নৈলে, আমি কারো মানা শুন্‌তাম না---ওরি সঙ্গে পূর্ণর বিয়ে দিতাম।

সৌদামিনী। (বাহিরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে) গ্রামের ছিরিছাঁদ সব বদ্‌লে গেছে। আয়, এখানে একটু বসি। তোর কষ্ট হচেছ নন্দ?

নন্দরাণী। না---কষ্ট কিসের?

(উভয়ে বসিলেন এবং কিছুক্ষণ দু'জনেই নির্ব্বাক্)

নন্দরাণী। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) দিদি, একটি কথা তোমায় বল্‌বো---না ব'লে পার্‌ছিনে---রাগ ক'রো না।

সৌদামিনী। তুমি বলনা, কি কথা তোমার ব'ল্‌বার আছে।

নন্দরাণী। কাল রাত্রে তুমি যখন হলঘরে ওঁর সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছিলে---আমি একটা অন্যায় সন্দেহ ক'রে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলাম; তারপর, তোমায় দেখে অত্যন্ত ভয় পাই---!

সৌদামিনী। তোমার সন্দেহ করাও যেমন স্বাভাবিক---ভয় পাওয়াও তেমনি স্বাভাবিক নন্দ।

নন্দরাণী। আমি সেজন্যে বড় লজ্জিত আছি দিদি। তোমায় দেখে হঠাৎ কেমন যেন আমার ফিটের মত ভাব এল। হিষ্টিরিয়া---মূর্চ্ছা ভাঙ্‌লেও আমি অনেকক্ষণ তোমার মুখের দিকে চাইতে পারিনি।

সৌদামিনী। আজ বিশ-বাইশ বছর ধরে যার কোন খবরই পাওনি---বরাবর শুনে আস্ছো, সে বহুকাল ম'রে গেছে---তারপর, সে হঠাৎ একদিন যদি রাতদুপুরে এসে উপস্থিত হয়, তাকে দেখে---কে না ভয় পায়? বিশেষ, তোমার শরীর খারাপ---মন খারাপ। তোমার স্বামীও আমায় দেখে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল।

নন্দরাণী। কিন্তু, এখনো আমার ভয় ঘোচেনি দিদি।

সৌদামিনী। এখন কিসের ভয়?

নন্দরাণী। আমার মেয়ে, জামাই---কারো কাছে আমি তোমার পরিচয় দিতে পাচ্ছি না। এতদিন পরে তোমায় কাছে পেলাম---কখনো পাবার আশাও ছিল না? আমার যে কি আনন্দ হ'য়েছে---তা তোমায় মুখে বল্‌তে পার্‌ছি না। অথচ—

সৌদামিনী। অথচ কি---?

নন্দরাণী। অথচ---তোমায় কাছে রাখ্‌তে আমার একটুও সাহস নেই---।

সৌদামিনী। কারণ---?

নন্দরাণী। কারণ?---এও কি সম্ভব দিদি, তুমি তার কারণ জান না?

সৌদামিনী। ঠিক জানিনে বটে---তবে অনুমান ক'রতে পারি।

নন্দরাণী। তুমি ব'ল্‌বে---সবাই সে কথা ভুলে গেছে; কিন্তু এখনো বুড়ো পরেশ চৌধুরী বেঁচে। এ সমাজের সমাজপতি তিনি; আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করি দিদি---আমার ছোটমেয়ের আজও বিয়ে হয়নি, অনেকে ভাঙ্‌চি দেয়। বড়টিকেও খুব সুপাত্রে দিতে পারিনি---।

সৌদামিনী। এত টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম তোমার স্বামীর---তবু মেয়েদের জন্যে ভাল পাত্র পাও না কেন---? আর কেনই বা লোকে ভাঙ্‌চি দেয়---?

নন্দরাণী। (একটু চিন্তা করিয়া) তুমি যখন স্পষ্ট কথাই শুন্‌তে চাও দিদি, তাহ'লে বলি---ভাঙ্‌চি দেয়, সবাই সব কথা আজও মনে করে রেখেছে ব'লে---।

সৌদামিনী। আমার কথা?

নন্দরাণী। হ্যাঁ---তোমারই কথা---? সেই ঘটনার পর আমারই কি বিয়ে হ'ত দিদি? তবে তোমার ভগ্নীপতি নাকি শিবতুল্য মানুষ---।

সৌদামিনী। (হাসিয়া) শিবতুল্য---?

নন্দরাণী। হাস্‌ছ যে দিদি---শিবতুল্য নন্? নইলে, তুমি যে কাণ্ড ক'রে গিয়েছিলে, তারপরে ---সেই বাড়ীতে তোমার বোনকে জেনেশুনে কেউ বিয়ে ক'রত?

সৌদামিনী। যাক্---তা'হলে স্বামী নিয়ে তুমি বেশ সুখে-সচ্ছন্দেই জীবন কাটিয়ে এসেছ---?

নন্দরাণী। সুখে-সচ্ছন্দে---? একথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ---?

সৌদামিনী। এমনিই জিজ্ঞাসা ক'রছি---বলনা? সুখে-সচ্ছন্দে চল্‌ছে তো?

নন্দরাণী। হ্যাঁ---তা একরকম সুখে-সচ্ছন্দেই বল্‌তে হবে বৈকি---? সাধারণ বাঙালীর মেয়ে যাকে সুখ বলে---তার অভাব আমার কখনও হয়নি।

সৌদামিনী। অর্থাৎ কাপড়, গয়না, টাকাকড়ি, ঠাকুর, চাকর, পেটের সন্তান---এই সব?

নন্দরাণী। হ্যাঁ---এই সব। তবে, দুটো সন্তান ম'রে গেছে---যমে নেছে, সে আমার বরাত।

সৌদামিনী। আর স্বামীর ভালবাসা---?

নন্দরাণী। তুমি যেন কি---দিদি। তুমি যেন আজো সেই ষোল বছরের মেয়েটি আছ। স্বামীর ভালবাসা---। তবে, তোমার কথা আলাদা দিদি। তুমি ক'দিনই বা স্বামী দেখেছ---। ক'দিনই বা তাকে নিয়ে ঘর ক'রেছ? আমার কথা তুমি বুঝ্‌বে না।

সৌদামিনী। তোমার এ কথা খুবই সত্যি—নন্দ। গিন্নীবান্নীর মনের ভাব কি হয়, সত্যি তা আমি জানিনে—আমার জানার দরকারও হয়নি। তবে একটা কথা, কাল রাতে তুমি তোমার শিবতুল্য স্বামীকেও একটু সন্দেহ ক'রেছিলে—?

নন্দরাণী। ছেলেবেলায় আমরা পিঠোপিঠি দু'বোন ছিলাম—তা—তুমি আজও ভোলনি দেখ্‌ছি। নইলে, হঠাৎ কি একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বলে—তুমি আমায় এতখানি টিট্‌কিরি দিতে না।

সৌদামিনী। হ্যাঁরে—তুই রাগ করলি নাকি নন্দ!

নন্দরাণী। না—রাগ আমি করিনি; আমি তোমার মন দেখ্‌ছি। তুমি এত নীচু হোয়ে গেছ?

সৌদামিনী। আমি নীচু হোয়ে গেছি? বল—কি নীচু কাজ আমি করেছি, তোমায় বল্‌তে হবে।

নন্দরাণী। আমার স্বামী নিয়ে সকাল থেকে তুমি আমায় অনেক খোঁটা দিয়েছ। স্বামী কি বস্তু তুমি জান না,—যদি জান্‌তে, তাহ'লে এমনি ক'রে তোমার নিজের মুখ—আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঁচজনের মুখ পোড়াতে না।

সৌদামিনী। নন্দ—নন্দ!

নন্দরাণী। না—আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব,—শোন দিদি। কাল রাতে যখন তিনি তোমার সঙ্গে কথা কন, তোমার গলা শুনে আমার মনে হঠাৎ আতঙ্ক হ'ল। কেন জানিনে, আমার ভয় হ'তে লাগল—কে রাক্ষুসী এসেছে—রাক্ষুসী এসেছে! আমার সুখের সংসার ভেঙে দেবে—ভেঙে দেবে!

(নন্দরাণী কাঁদিতে লাগিল)

সৌদামিনী। (একটু স্থির থাকিয়া) তোমার যা বল্‌বার ছিল বলা হ'য়েছে নন্দ? এইবার তোমার একজন চাকরকে ডাক—আমায় একখানা গাড়ী এনে দিক্; আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

(নন্দরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিতা হইল)

সৌদামিনী। নন্দ, নন্দ—নন্দরাণী!

(সৌদামিনী নন্দরাণীর পাশে বসিল)

(বাড়ীর ভিতরের দিক হইতে পূর্ণিমা, প্রফুল্ল ডাক্তার ও মতিলালের প্রবেশ)

পূর্ণিমা। আসুন না মতিবাবু—আমাদের বাড়ীতে পর্দ্দা আইন খুব কড়া নয়। বাবা liberal হিন্দু কিনা?

মতিলাল। কিন্তু, আপনি বোধ হয় জানেন না—liberal হিন্দু কথাটা একেবারেই নিরর্থক; ওর কোন মানে হয় না; আপনার বাবা হয় liberal, না হয় হিন্দু—দুইই একসঙ্গে হওয়া যায় না; বরং বলুন, আপনার বাবা liberal বাঙালী।

পূর্ণিমা। (দূর হইতে সৌদামিনী ও নন্দরাণীকে দেখিয়া) মা, তুমি বেশ লোক যাহ'ক বাপু। ছ'মাসের বেড়ানো কি একদিনে শেষ করবে। ডাক্তারবাবু তোমার জন্যে পনেরো কুড়ি মিনিট বসে আছেন মা। (নিকটে আসিয়া) একি— মা, মা—ডাক্তারবাবু!

প্রফুল্ল। একটু স'রে দাঁড়ান। (সৌদামিনীর প্রতি) আপনি যেমন আছেন, তেমনি থাকুন—কেবল ওঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসুন। (পূর্ণিমার প্রতি) ভয় পাবেন না, ও কিছু নয়—nervous strain. আপনি এক গ্লাস জল নিয়ে আসুন।

(পূর্ণিমা চলিয়া গেল।

সৌদামিনী। একটু হাওয়া ক'রব কি?

প্রফুল্ল। কিছু দরকার নেই। খাসা ফাঁকা জায়গা—দিব্যি হাওয়া আছে এখানে।

মতিলাল। বড় চমৎকার জায়গায় বাড়ী করেছেন মহিমবাবু। এখানে দশদিন থাক্‌লে—লোকের স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার কথা। অথচ এ বাড়ীতে থেকেও গিন্নীঠাক্‌রুণের শরীরের এই অবস্থা—বড়ই দুঃখের বিষয় বল্‌তে হবে।

(পূর্ণিমার জল লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

প্রফুল্ল। (পূর্ণিমার প্রতি) চোখেমুখে একটু জলের ছিটে দিন।

(পূর্ণিমা তাহাই করিল। নন্দরাণীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি চোখ মেলিয়া চারিদিকে লোকজন দেখিয়া মাথার কাপড় দিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন।)

প্রফুল্ল। থাক্, থাক্—আপনাকে উঠ্‌তে হবে না; আপনি একটু জল খান। (পূর্ণিমা মাকে জল দিল) এখনি উঠ্‌বেন না—একটু বিশ্রাম করুন।

পূর্ণিমা। এটা কেন হোল বলুন দেখি ডাক্তার বাবু! একটু আগে তো বেশ ছিলেন। (সৌদামিনীর প্রতি) কি হ'য়েছিল—আপনি তো এখানে ছিলেন?

নন্দরাণী। (লজ্জা ও আশঙ্কার সহিত) ওঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ মাথাটা কি রকম ঘুরে গেল—।

(পূর্ণিমা সৌদামিনীর দিকে একটু সন্দেহের চোখে চাহিল)

প্রফুল্ল। ও কিছু না! complete nervous break down— ও রকম একটু আধটু মাঝে মাঝে হবে বৈকি। ইনি বোধ হয় বাল্যবন্ধু—অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে; একেবারে অনেক কথা ক'য়েছেন—একটু strain হয়েছে। আপনারা বসুন—আমরা দু'জন না হয় হলঘরে গিয়ে বস্‌ছি। মতিলালের সঙ্গে এখনও আমার ভাল রকম আলাপ করাই হয়নি। এস মতি। (পূর্ণিমার প্রতি) দেখুন, এক কাজ করুন—মিনিট পাঁচেক পরে ওঁকে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবেন, আর এক কাপ গরম দুধ খেতে দেবেন; এখনও মিনিট দশেক আমি আছি। চল—আমরা বসিগে মতিলাল।

মতিলাল। জায়গাটা আমার বড় ভালো লাগ্‌ছে প্রফুল্ল। চল না—নদীর ধারে ঐ দিকটা একটু বেড়িয়ে আসি। আজকের সকালটি বড় সুন্দর। আলো বাতাস—আকাশের ঘন নীল রঙ, গাছপাতার সবুজ আভা, ঐ বাড়ীগুলো, নদীর জল, তার ওপর সূর্য্যকিরণ। বাঃ—ছোট ছোট জেলে ডিঙি, সাদা পালের নৌকো, নদীর ওপারে ঐ পাড়—তারও ওধারে নারকেল গাছ সুপুরি গাছ, তার ভেতর দিয়ে ছোট ছোট খড়ের চালের ঘর। বা—বা—বা, সবগুলি মিলে একটী চমৎকার ছবি হয়েছে। এ এই বাংলাদেশেই আছে, আর কোথাও নেই। আমার গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে প্রফুল্ল—গাইব?

প্রফুল্ল। গাও—।

মতিলাল। (সুরে)

"সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি—
(চিরদিন) তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

এস, এস—প্রফুল্ল এস। একটু বেড়িয়ে আসি—

প্রফুল্ল। তুমি দেখ্‌ছি, দস্তুর মত কবি হে—। বেশ গান বাঁধতে পারতো মুখে মুখে।

মতিলাল। তুমি দেখ্‌ছি একেবারে সাহিত্য জহুরী। গানখানা আমি বেঁধেছি ব'লে তোমার ধারণা নাকি? চ'লে এসো।

(দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল—পূর্ণিমা সেইদিকে চাহিয়া রহিল)

সৌদামিনী। এখন একটু সুস্থ হ'য়েছ নন্দ?

নন্দরাণী। হ্যাঁ—হ'য়েছি।

সৌদামিনী। তাহ'লে কাউকে একখানা গাড়ী ডাক্‌তে ব'লে দাও—আমি সাড়ে দশটার ট্রেণে রওনা হব'।

পূর্ণিমা। আপনি কে মাসিমা—?

সৌদামিনী। আমি তোমাদের কেউ নই মা। তোমার মা আর বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় ভাব ছিল; তারপর বহুকাল দেখা হয়নি—আমি এক অঞ্চলে ছিলাম, ওঁরা আর এক অঞ্চলে ছিলেন।

পূর্ণিমা। কল্‌কাতায় আপনার ঠিকানা কি—? আমি দেখা করতে যাব।

সৌদামিনী। আমি তো কল্‌কাতায় থাকিনে মা।

পূর্ণিমা। ও হরি---আপনি কল্‌কাতায়ই থাকেন না! তবে আর আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা ক'র্‌বো?

নন্দরাণী। পূর্ণ---তুই যা, গিয়ে আমার বিছানাটা ঠিক ক'রে রাখ্‌।

(পূর্ণিমা সৌদামিনী ও নন্দরাণীকে সংশয় দৃষ্টিতে দেখিয়া চলিয়া গেল)

নন্দরাণী। তুমি কি সত্যি আজই যাবে দিদি?

সৌদামিনী। তোমার স্বামীর কাছে আমি একটি কাজে এসেছি; কাজ এখনো আমার শেষ হয়নি।

নন্দরাণী। তবে---? তুমি যে যেতে চাইছ্‌---?

সৌদামিনী। তোমার মেয়ের মুখের দিকে চেয়েছিলে? তোমাদের সবার ভালর জন্যে আমার চ'লে যাওয়াই কি উচিত নয়?

নন্দরাণী। দিদি, এ তোমার অভিমানের কথা।

সৌদামিনী। হ্যাঁ---অভিমান আছে বৈকি! অভিমানের কারণও আছে।

নন্দরাণী। দিদি---আমি তোমায় বড় কড়া কথা ব'লেছি। কি জানি---কেন যে ওকথা আমার মুখ দিয়ে বেরুল! তুমি আমায় ক্ষমা কর দিদি!

সৌদামিনী। যাক্‌ নন্দ---ওসব কথা আর ব'লোনা; তোমার মন অতি দুর্ব্বল! আর এও বুঝ্‌তে পাচ্ছি---তোমার মনের এ অবস্থা এক আধ দিনে হয়নি।

নন্দরাণী। এক আধ দিন---তুমি বল্‌ছো দিদি! আজ বিশ বছর---পুরো বিশ বছর! কিছু ধ'রে-ছুঁয়ে পাইনে---অথচ কিছুতেই মন ভরে না। আমার শুধু মনে হয়---আমি তাঁর যোগ্য হ'তে পারিনি। তিনি কত বড়---দেশের একটা মাথা বল্লেই হয়। আর আমি কি---? কিছুই তো নয়।

সৌদামিনী। ওকথা আর তু'লো না---নন্দ!

নন্দরাণী। আজকের দিনটে তুমি থেকে যাও দিদি, এখনই চ'লে যেও না।

সৌদামিনী। আচ্ছা---আজকার দিনটে আমি আছি।

নন্দরাণী। তার বেশী আমিই বা কোন্‌ সাহসে তোমায় থাক্‌তে বল্‌বো?

(উভয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তখনো দূর হইতে মতিলালের কণ্ঠের গান ভাসিয়া আসিতেছে---"ওরা আমার যে ভাই---তারা সবাই তোমার রাখাল, তোমার চাষী। সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"---সেই দিক হইতেই বিকাশ ও জ্যোৎস্না প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিল।)

জ্যোৎস্না। এ বাড়ীতে বাস ক'রে যে সুখেসচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্‌বে, সে আজও মাতৃগর্ভে!

বিকাশ। যা ব'লেছ জ্যোৎস্না---আমারও ঠিক ওই মত।

জ্যোৎস্না। বাড়ীতো নয়---যেন শ্যাল্‌দর ইষ্টিশান। লোকজন আস্‌ছেই---আস্‌ছেই; আর, সব কেমন সপ্রতিভ?---যেন তাদেরই বাড়ীঘর! আর, বাড়ীর লোক সব---বানের জলে ভেসে এসেছে!

বিকাশ। একটু প্রেম ক'রবার মত নিরিবিলি জায়গা মেলে না---বেড়াতে না গেলে পরিবারের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইবার উপায় নেই।

জ্যোৎস্না। একজন অন্দরমহল আটক ক'রে ব'সে আছেন---আর দু'জন সদর-অন্দর চ'ষে বেড়াচ্ছেন। বাবা তো আর এদিক পানে চোখ মেলে চাইবেন না?---যত দোষ দেখ্‌বেন---

বিকাশ। আমরা কল্‌কাতায় যেতে চাইলে!

জ্যোৎস্না। তুমিও ওদের দলে গিয়ে মেশ---ষোলকলা পূর্ণ হ'ক।

(এক দিক দিয়া মহিমারঞ্জন এবং আর এক দিক দিয়া দূরে রাজ্যেশ্বর সরকারের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। তোমরা এখানে কি ক'চ্ছ---?

বিকাশ। কিছু না---এই দাঁড়িয়ে আছি। কাল রাত্রে আপনি ব'ল্‌ছিলেন না---সদুপদেশ দিতে? সে তো আর পাঁচজনের সাম্‌নে দেওয়া চলে না---তাই এই বেশ নিরিবিলি জায়গায়---

মহিমারঞ্জন। এই বেশ নিরিবিলি জায়গায়—? কেন, বাড়ীর ভিতরে তোমাদের ঘরে—সেখানে কি হ'ল ?

জ্যোৎস্না। বাড়ীর ভিতর নিত্য নতুন লোকের আনাগোনা—কে কার কথা শোনে—?

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা—তোমরা সহজভাবে কিছু কর্‌তে পার না—?

বিকাশ। না—না, ও আপনি চিন্তিত হবেন না ; আমি সব ঠিক manage ক'রে নেব'।

মহিমারঞ্জন। যাও—বাড়ীর ভিতর যাও।

(জ্যোৎস্না ও বিকাশের প্রস্থান।

মহিমারঞ্জন। ব'স—রাজ্যেশ্বর। মেলা কি রকম হবে মনে ক'চ্ছ ?

রাজ্যেশ্বর। আপনার স্বদেশী ভলন্‌টিয়ারের দল যে মদগাঁজার দোকান নিয়ে গণ্ডগোল ক'র্‌ছে। নেশার ব্যবস্থা না থাক্‌লে কি মেলায় লোক আসে বাবু ? মদগাঁজা আর ফড়খেলা—এ চাইই বাবু।

মহিমারঞ্জন। তাহ'লে কি ক'র্‌বে ?

রাজ্যেশ্বর। সে এখন আপনি বুঝুন বাবু। আপনি যদি ভরসা দেন—আমি পুলিস মোতায়েন রেখে দোকান খোলাবার ব্যবস্থা কর্‌তে পারি। ছেলেছোক্‌রার হুমকিতে আমি ডরাই ?

মহিমারঞ্জন। না—না, সে হয় না ; তাতে গাঁয়ের ভদ্রলোক আমার বিরুদ্ধে যাবে। এ'কে একটা ছোটখাট দলাদলি র'য়েছে—

রাজ্যেশ্বর। তাহ'লে একমাস মেলা চালানো যাবে না—তা আমি ব'লে দিচ্ছি।

মহিমারঞ্জন। একমাস না চ'ল্‌লে আমাদের চালডাল কি সব উঠ্‌বে ? কল্‌কাতায় চালান দেওয়া পোষাবে না।

রাজ্যেশ্বর। তবে একথা ঠিক—আপনার গতবারের কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর চেয়ে মেলা অনেক বেশী জম্‌বে। মদগাঁজা আর ফড়খেলা থাক্‌লে, আপনি হেসেখেলে তিরিশ দিনে তিরিশটে হাজার টাকা পেতেন। এখনো বিবেচনা ক'রে দেখুন বাবু।

মহিমারঞ্জন। শোন—চাল্‌টে একচেটে রাখ্‌তে হবে। ছোটখাট যত দোকানদার আস্‌বে—তাদের সব চাল কিনে নেবে। বড় আড়ৎদার কেউ দোকান বাঁধেনি ?

রাজ্যেশ্বর। মেলাটা যে এত বড় মেলা হ'য়ে যাবে, আপনার অভিরামপুরের বাজারের দোকানদারেরা তা মনে করেনি।

মহিমারঞ্জন। তুমি কিসে মনে ক'চ্ছ যে মেলাটা বেশ বড় মেলা হবে ?

রাজ্যেশ্বর। আজ তার লক্ষণ দেখা দেছে বাবু। সকাল থেকে অন্ততঃ একশো নৌকো এসে ঘাটে লেগেছে।

মহিমারঞ্জন। এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল ?

রাজ্যেশ্বর। সে এই রাজ্যেশ্বর শর্ম্মা—। সোজায় কোন কাজ হয় বাবু ? পুরো দু'মাস ধ'রে হাটেবাজারে গাঁয়ে গাঁয়ে সব ঢেঁট্‌রা দিচ্ছিনে ? এ মেলা একেবারে গাঁয়ের মেলা—কল্‌কাতার কোন বড় দোকানদার এখানে আস্‌বে না—আমাদের দেশের সমস্ত দোকান-পশারীদের খুব সুবিধে হ'বে। যার ঘরে যত ধানচাল জমায়েত আছে, গঞ্জের বাবু সব কিনে নেবেন। দোকান-পিছু গড়ে পাঁচটাকা ক'রে সেলামী, আট আনা খাজনা—আর নৌকো পিছু একটাকা সেলামী, দু'আনা খাজনা ; তারপর ধরুন, এতগুলি লোকের খোরাকি—সমস্ত চাল আমাদের কাছ থেকেই কিনতে হবে। মণকরা চার আনা লাভে যদি আপনি ছাড়েন—আপনার চালানি খরচা একপয়সা নেই।

মহিমারঞ্জন। আমার গুদামের সব মালটা কাটিয়ে দিতে পার্‌লে আমি আর কিছু চাইনে। তোমায় আমি খুসী কর্‌বো।

রাজ্যেশ্বর। সে কি আর জানিনে বাবু ? আপনার শ্রীচরণে প'ড়ে আছি কি করতে তবে—?

তার জন্যে আপনার দরকার শুধু হাজার পাঁচেক টাকা। আজ আর কাল---এই দু'টো দিন ধান-চালের নৌকো আস্‌বে, সব কিনে নেওয়া---পরশু থেকে আপনি মণকরা চার আনা দর বাড়াতে পার্‌বেন।

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা---সন্ধ্যেবেলা তোমায় টাকা দোব।

রাজ্যেশ্বর। সন্ধ্যাবেলা কেন, কাল বেলা দশটা এগারোটায় দিলেও চল্‌বে---আমরা কাল বেলা দু'টার পর payment সুরু কর্‌বো।

মহিমারঞ্জন। ও---যথেষ্ট সময়। তাহ'লে তুমি এখন যাও। এই নদীর ধারের পথ দিয়ে চ'লে যাওনা---সোজা হবে।

রাজ্যেশ্বর। তাই যাচ্ছি; আপনার শ্রীচরণ-ধূলোর জোরে ব'ল্‌ছি বাবু---আপনি তখন বল্‌বেন, হ্যাঁ---রাজ্যেশ্বর বলেছিল বটে? এই এতদিন যা পারেননি, এ মেলায় তাই হবে---পরেশবাবুর বিষদাঁত এইবার আপনি ভাঙ্‌তে পারবেন।

মহিমারঞ্জন। না না---আমি কারো বিষদাঁত ভাঙ্‌তে চাইনে।

রাজ্যেশ্বর। চাইনে ব'ল্লে কি আর চলে দেব্‌তা? সব দোকানী-পসারী, চাষীমজুর---সবার মুখে ঐ এক কথা,--- গঞ্জের বাবু এবার জমিদার বাবুর ওপর টেক্কা মেরেছে। আমি কিছু বল্‌ছিনে,---যোদ্ধা আপনি দেখে নেবেন!

(প্রস্থান।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। কর্ত্তাবাবু, আপনি এখানে র'য়েছেন? অমরেশবাবুকে নিয়েই এলাম।

মহিমারঞ্জন। তাহ'লে খবর সুবিধে নয়?

বিজয়। আপিস-ঘরে যাবেন---না তাঁকে এইখানেই ডাক্‌বো?

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা---তাঁকেই ডাক।

বিজয়। একটা কথা ছিল।

মহিমারঞ্জন। বল।

বিজয়। আমাদের Credit Societyতে কাল-পরশু কি---আর দু'চার দিন, কিছু কিছু drawing হবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

মহিমারঞ্জন। আমাদের বিরুদ্ধে কি কোন---?

বিজয়। না---তা নয়! তবে, আমাদের একটু সাবধান থাকা দরকার। ধরুন্‌, মেলায় খরচপত্র ক'রবে ব'লে---কেউ কেউ যদি বেশী ক'রে তুলতে চায়।

মহিমারঞ্জন। (দূরে রামলালকে দেখিয়া) ওরে রামলাল, অমরেশবাবুকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। তোমার ক্যাসে কত টাকা আছে?

বিজয়। হাজার টাকাও না---আজ তিন মাস সমস্ত খরচ ঐ টাকা থেকে হ'চ্ছে না? তার ওপর, পূর্ণিমা ব'ল্‌ছিলেন---সংসার খরচ নেই। শ'পাঁচেক টাকা কালই তো সংসারের জন্যেই নিতে হবে। ধরুন---আজ যদি শ'তিনেক টাকাও drawing হয়---

মহিমারঞ্জন। কত টাকা এবাবদ রাখা দরকার মনে কর?

বিজয়। অন্ততঃপক্ষে পাচ হাজার টাকা।

মহিমারঞ্জন। পাঁচ হাজার, আর ঐ পাঁচ হাজার---দশ হাজার; এমাসের establishment---তাও ধর পাঁচ হাজার,---আপাততঃ পনের হাজার টাকা পেলে---; আচ্ছা, তুমি এখন এসো---কথাটা মাথায় রইলো।

(অমরেশের প্রবেশ ও বিজয়ের প্রস্থান)

মহিমারঞ্জন। কর্ত্তার ভাবগতিক কিরকম বুঝ্‌লেন?

অমরেশ। আপনার নাম সহ্য ক'রতে পারেন না---আশ্চর্য্য! এতদূর, তা আমি জানতুম না! আচ্ছা, আপনার ওপর এতটা চ'টবার কারণ কি?

মহিমারঞ্জন। সে অনেক দিনকার---অনেক সঞ্চিত ব্যাপার! আমার বাবা আপনাদের জমি-দারীতে সামান্য গোমস্তার কাজ কর্ত্তেন। তাঁর ছেলে হ'য়ে আমি জমিদারের সঙ্গে সমান চালে

চ'ল্‌বো, এটা উনি কল্পনা ক'রতে পারেন না। যাক্‌—ও আলোচনায় কোন লাভ নেই। কথা হ'চ্ছে—পনের হাজার টাকা কাল বেলা দশটার মধ্যে চাই।

অমরেশ। কাল্‌কের ভিতরে চাই—?

মহিমারঞ্জন। এই পনের হাজার টাকা আপনি ধার দিন—আমি আমার শেয়ার বাঁধা রাখ্‌ছি। কাল আপনাকে আমি চল্লিশ হাজারের কথা ব'ল্‌ছিলাম—আজ ব'ল্‌ছি প'নের হাজার। আজ সকালে situation অনেক বদ্‌লে গেছে।

অমরেশ। (উল্লসিতভাবে) বলেন কি? কি ক'রে বদ্‌লালো—?

মহিমারঞ্জন। বদ্‌লেছে—পরে আপনাকে বল্‌ছি। আপাততঃ টাকা চাই—যেমন ক'রে হোক্‌।

অমরেশ। (চিন্তিতভাবে) আমার নিজের টাকা যা ছিল—সে তো সব আপনাকে দিয়েছি; এখন আমার নিজের হাতে আর কিছু নেই। আচ্ছা, আপনি নিজে একবার কর্ত্তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন না? যদি বেশ ভাল ক'রে কাগজে-কলমে দেখিয়ে দিতে পারেন এটা সত্যি-কারের লাভের ব্যবসা, আমার বিশ্বাস—তিনি টাকা দেবেন।

মহিমারঞ্জন। আপনি আমার কারবারের হিসাবপত্তর দেখুন—আজ দশ বছর কারবার করছি— bonafide firm.

অমরেশ। (উৎসাহিতভাবে) তা'ছাড়া—গ্রামের যা কিছু উন্নতি, সে আপনার জন্যেই হ'য়েছে। আপনি গতানুগতিকের পথ ছেড়ে নতুন পথে চ'লেছেন, সেইজন্যই তো আপনার উপর আমার এত দরদ।

মহিমারঞ্জন। অবশ্য, আপনার বাবাকে ব'লতে আমার কোন আপত্তি নেই—কিন্তু সে পরের কথা। টাকার দরকার কাল বেলা দশটায়। আমার এই financial crisis—আমি তাঁকে জানুতে দিতে চাইনে। তিনি মনে মনে আমার পছন্দ করেন না—আপনি জানেন। কথাটা যদি পাঁচকান হয়—সেটা কি ভাল হ'বে?

অমরেশ। হ্যাঁ, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

মহিমারঞ্জন। কাল্‌কের টাকাটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে পারলে তারপর আমি তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পারি। আপনি কখন কলকাতায় যাচেছন—?

অমরেশ। আজ—না হয় কাল।

মহিমারঞ্জন। আপনি কলকাতায় আপনার কোন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে একমাসের কড়ারে টাকাটা ধার ক'রে দিতে পারেন না—?

অমরেশ। (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া) বোধ হয় পারি। আমার মায়ের গহনা—প্রায় বিশ হাজার টাকা দাম হবে—সেগুলো বাঁধা রেখে কোন bank থেকে—

মহিমারঞ্জন। দুর্গা দুর্গা দুর্গা—যাক্‌, আমার একটা দুর্ভাবনা ঘুচলো।

অমরেশ। তবে, আপনি শুধু দেখবেন—একথা যেন ঘুণাক্ষরে বাবার কানে না ওঠে।

মহিমারঞ্জন। এ তাঁর কানে কি ক'রে উঠ্‌বে—? টাকা আপনি দিচেছন—আর দু'বার যেমন দিয়েছেন। সে ঘটনাও তো আপনার বাবা জানেন না।

অমরেশ। এর মধ্যে আপনি বাবার সঙ্গে একদিন দেখাশুনো ক'রে কথাবার্ত্তা ক'ন। মুখে যাই বলুন, মনে মনে আপনার উপর ও'র যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আপনি কি নিজে কল্‌কাতায় যাবেন আমার সঙ্গে—?

মহিমারঞ্জন। না—বিজয়কে পাঠাবো।

অমরেশ। (উৎসাহিতভাবে) কাল বেলা একটা, দেড়টার মধ্যে টাকা পেঁৗছে যাবে। আপনার দাম কি আমি বুঝিনে মহিমবাবু? অন্য স্বাধীন দেশে জন্মালে আপনি রথচাইল্ড, রক্‌ফেলারদের মত বড়লোক হ'তে পারতেন। এই পল্লী-গ্রামে—এখানে মানুষ কতটুকুই বা scope পায়?

মহিমারঞ্জন। আপনি এবার ফিরে এসে দেখ্‌বেন, আপনার বাবাকে আমি দলে টেনে নিয়েছি। অবশ্য, আমারও একটু দোষ আছে—মানুষের দুর্ব্বলতা—বুঝ্‌তেই তো পাচেছন? এতদিন আমিও ওঁকে এড়িয়ে চলেছি—!

অমরেশ। (আরও উৎসাহভরে) আপনারা দু'জনে যদি এক সঙ্গে কাজ করেন, সাধারণের যে কত উপকার করতে পারেন—তার কি সীমা আছে?

(দূর হইতে অমরেশ ও মহিমারঞ্জনকে দেখিয়া রাধাকৃষ্ণবেশী দুইটী ছেলে সঙ্গে লইয়া প্রফুল্ল ডাক্তার ও অর্দ্ধভুক্ত পাঁপরভাজা-হস্তে মতিলালের প্রবেশ।)

মতিলাল। (অতি উচচকণ্ঠে) অমরেশবাবু—পালাবেন না, পালাবেন না। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে—আড্ডা জমাতে হবে। এই দেখুন, দুটি রাধাকৃষ্ণ সংগ্রহ ক'রেছি। এরা গান গাইবে—নাচ্‌বে। (নিকটে আসিয়া) এই যে মহিমারঞ্জনবাবু, আপনার ও গাম্ভীর্য্য শিকেয় তুলে রাখুন মশায়। আজ আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছি—আমি এখানে র'য়ে গেলাম।

অমরেশ। প্রফুল্লবাবু যে—কখন এলেন?

প্রফুল্ল। সকালে এসেছিলাম মশায় রুগী দেখ্‌তে—তারপর এই পাগলের পাল্লায় প'ড়ে—। উনি যা দেখেন, তাতেই মুগ্ধ হন। এমন কি, ওঁর ধারণা—এ রকম উৎকৃষ্ট পাঁপরভাজা উনি জীবনে খাননি!

মহিমারঞ্জন। ক'চেছন কি মশায়—এই সব বাজারে পাঁপর—?

মতিলাল। চিরকাল বাজারে খাবার খেয়ে মানুষ—আজ কিনা প্রফুল্লডাক্তার আমায় bactrologyর lecture শোনাচেছ। যাক্, আর বাজে কথায় দরকার নেই—বসুন সব, ধরতো রাধাকেষ্ট, গান ধরতো—লক্ষ্মী ভাই।

মহিমারঞ্জন। আপনারা এখানে বসুন—আমরা বরং আপিসঘরে গিয়ে—

মতিলাল। রেখে দিন্ আপনার আপিস-ঘর—আপিস আর পালিয়ে যাচেছ না। তোমরা গান ধর না বাবা—এই সব বাবুর কাছ থেকে একটি ক'রে টাকা পাইয়ে দেব। তোমাদের নিয়ে আজ কি কাণ্ড করি, দেখ না একবার।

অমরেশ। এ দুটিকে সংগ্রহ ক'রলেন কোত্থেকে—?

মতিলাল। এ দু'টি মাণিক পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। সোনার চাঁদ ছেলে। মশায়, কি গলা। মেলায় গান গাইতে যাচ্ছিল। এখানে কোথায় মেলা হবে—এখনো বসেনি ভাল ক'রে। আমি মেলা দেখ্‌তে যাব, নাগরদোলায় ঘুরপাক খাব—অনেক plan আমার মাথায় এসেছে। ধর, ধর রাধাকেষ্ট—গান ধর।

(রাধাবেশী বালক গান ধরিল)

গান

তোরা যা লো সজনি।
ঘরে যাব না লো আর,
আমি দেখেছি সে কালশশী
তীরে যমুনার।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম বাঁকা
সে মুরতি হৃদে আঁকা,
মাথায় ময়ূরপাখা।
বিপিনবিহারী শ্যাম,—
বাঁশরীতে দিয়ে তান,
মোর নাম করে গান,
(আমি) বিকায়েছি মনপ্রাণ।
কিছু তো নাহি আমার।।

(পূর্ণিমাকে দেখিতে পাইয়া—মতিলাল অতি আগ্রহে পূর্ণিমার কাছে ছুটিয়া গেল)

মতিলাল। বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন—ঘরে ব'সে ক'চেছন কি? কেমন সুন্দর গান হ'চেছ—একবার শুনুন।

(পূর্ণিমা দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া গানের কাছে আসিল---গান চলিতে লাগিল)

(আমি) কি রূপ দেখিনু
কি বাঁশী শুনিনু---
আর না ভুলিতে পারি।
(আমি) নাহি পাই যদি
শ্যাম-গুণনিধি
পশিব যমুনাবারি---
(এ দেহ ডারি দিব।
আমার শ্যামের রূপের আরশী
স্বচ্ছ শ্যামল যমুনা রূপসী---
(আমি) তার জলে দেহ ডারি দিব,)
(তোরা) যালো ঘরে ফিরে
বলিস জননীরে---
শ্যাম-সুখনীরে
ডুবেছে মা তোর
কিশোরী এবার।।

মতিলাল। খুব চমৎকার---কি বলেন পূর্ণিমা দেবী।

পূর্ণিমা। হ্যাঁ---বেশ ভাল।

অমরেশ। আমি তাহ'লে উঠি।

মতিলাল। সে কি অমরেশবাবু।

অমরেশ। আমায় একটু পরে কলকাতায় যেতে হবে। আপনি কবে যাবেন?

মতিলাল। বল্‌তে পারিনে---হয়তো যাবই না আর। কি দরকার?

মতিলাল। "বহুদিন মনে ছিল আশা---
ধরণীর এককোণে
রহিব আপন মনে
ধন নয়, মান নয়---এতটুকু বাসা,
করেছিনু আশা।"

এখানেই যদি বাসা মিলে যায়---কি বলেন পূর্ণিমা দেবী?

[মতিলাল পূর্ণিমার মুখের দিকে চাহিল---সম্পূর্ণ অর্থহারা চাহনি। এই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণিমার মুখ ঈষৎ আরক্ত আর চোখদুটী অল্প নত হইল।]

অমরেশ। (রাধাকে একটি টাকা দিয়া) আচ্ছা---এই নাও। (কৃষ্ণের প্রতি) তুমিও নেও---ভালো ক'রে গান করো।

মহিমারঞ্জন। আপনার সঙ্গে কথাটা শেষ করি---চলুন। পূর্ণিমা, তুমি এখানে একটু থাক।

(মহিমারঞ্জন ও অমরেশের প্রস্থান।

মতিলাল। "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।" প্রফুল্ল, তোমারও কাজ আছে নিশ্চয়ই---যাবে বোধ হয়?

প্রফুল্ল। আমাদের খেটে খেতে হয় ভাই। আচ্ছা---"যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন" তোমার অনুরোধে। গাও তো ছোকরা।

(কৃষ্ণবেশী বালক গান ধরিল)

গান

কেন, কাঁদিস কিশোরী।
আমি কি সই, থাকতে পারি
তোমায় পাশরি?
ওগো রাধা, ওগো রাধা।
মম অঙ্গের আধা---
তব প্রেমে আমি বাঁধা,
ওই নামে চির সাধা---
মোর অধরের বাঁশরী।
(তুমি) দেখিতে কেন না পাও
আমি বসে থাকি তীরে---
(যবে) কলস ভরিয়া যাও
বিজন যমুনা তীরে---
বুঝি মোর কথা বিসরি।
(রাধে) শুধিতে তোমার ঋণ
একদেহ হব মোরা---
রাই-কাঁচাসোনা-মাখা
শ্যামতনু হবে গোরা---
(নদীয়ায়) নূতন ভাবের হব পসারী
বলবো রাইকিশোরী, রাইকিশোরী---
রাইকিশোরী, রাইকিশোরী।

(গানের ভাবে মতিলাল চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে---চারিদিকে চাহিতেছে ও মাঝে মাঝে পূর্ণিমাকে দেখিতেছে। দু'একবার মতিলাল-পূর্ণিমার দৃষ্টি বিনিময় হইল। পূর্ণিমা মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতেছে আর বোধ হয় ভাবিতেছে---এ কোন্ ক্ষ্যাপা তার জীবনে নূতন গান আনিয়া দিল। প্রফুল্লবাবু এক জায়গায় বসিয়া মৃদুমৃদু হাসিতেছেন; গান থামিল।)

মতিলাল। এও ভালো গায়, এও ভালো গায়---চমৎকার ! They are very good boys or girls. What are they, boys or girls ? My God ! God knows ! সত্যি, এরা ছেলে---না মেয়ে পূর্ণিমা দেবী ?

(ব্যস্তভাবে মহিমারঞ্জনের প্রবেশ---তাঁহার চোখে মুখে উদ্বেগ, বিরক্তি ও অপমানের চিহ্ন।)

মহিমারঞ্জন। মতিবাবু---শুনুন।

মতিলাল। কি হয়েছে---মহিমবাবু ?

মহিমারঞ্জন। আপনি পলাতক ফৌজদারী আসামী ?

মতিলাল। (একটু চিন্তা করিয়া) না। (পরে পূর্ণিমাকে দেখিয়া) হ্যাঁ---হ্যাঁ, বোধ হয়।

মহিমারঞ্জন। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কেন ?

মতিলাল। তাতে কোন দোষ হয়েছে কি ?

মহিমারঞ্জন। তাও বুঝতে পারেন না---এতখানি নির্বুদ্ধি আপনি তো নন! আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পুলিশ এসেছে! আপনি ধরা দেবেন ?

(প্রফুল্লবাবু ও পূর্ণিমা প্রভৃতি সকলেই চমকিয়া উঠিল)

মতিলাল। (সামান্য চিন্তার পর) আমি ধরা দেব---তবে এখানে, আপনার বাড়ীতে নয়। পুলিশকে যেতে বলে দিন---ওই নদীর ঘাটে। সেখানে আমি বসে থাক্‌বো---পালাবো না।

প্রফুল্ল। কি করেছ তুমি মতিলাল!

মতিলাল। পরে ব'ল্‌বো---আমি আবার আস্‌বো। পূর্ণিমা দেবী---শুনুন! (জনান্তিকে) তোমায় আমি ভালবেসেছি---'tis love pure and simple. আমি আবার আস্‌বো--- আচ্ছা ।

(মহিমারঞ্জন বিরক্তি সহকারে মতিলালের দিকে চাহিলেন)

মতিলাল। মহিমবাবু---নমস্কার ।

(মতিলাল নদীর ধারের দিকে চলিয়া গেল---সবাই সেইদিকে চাহিয়া রহিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জ্যোৎস্নার ঘর

(জ্যোৎস্না একটী বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছিল, এমন সময় বিকাশ আসিল।)

বিকাশ। ও---তুমি Toilet ক'চ্ছ ?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ---।

বিকাশ। এই দিকে এস।

জ্যোৎস্না। কেন ?

বিকাশ। একটু উপদেশ দিতাম, তোমার বাবা উপদেশ দিতে বলেছেন কিনা।

জ্যোৎস্না। দেখ, আমায় রাগিও না !

বিকাশ। রাগের সময় তোমায় খুব সুন্দর দেখায় যদিচ---তবু স্বামীর ওপর রাগ ক'রতে নেই---রাগ ক'রোনা। তুমি বড্ড বেশী বাবুগিরি কর, বিলাসিতা কর---এটা দোষ! আর একটু কম বাবুয়ানা করা উচিত।

জ্যোৎস্না। বেশ করি, আমার খুসী।

বিকাশ। উত্তর ঠিক হল না; তোমার বলা উচিত ছিল---তোমার চোখের জন্যেই আমার রূপ, তোমার জন্যেই এই সজ্জা নাথ।

জ্যোৎস্না। শুধু নাথ কেন ? প্রাণেশ্বর ব'লবো'খন।

বিকাশ। আচ্ছা---নাথ, প্রাণেশ্বরটি বর্ত্তমান যুগে বাদ দেওয়া যেতে পারে। ওটা একটু যাত্রার এ্যাক্টিংএর মত লাগে---দরকার নেই।

জ্যোৎস্না। কাজের কথা শোন---তুমি আমায় ইংরিজী-বাংলা ভাল ভাল অথরদের বই আনিয়ে দাও।

বিকাশ। বই কি হবে?

জ্যোৎস্না। আমি লাইব্রেরী ক'রবো---ঘর সাজাবো। সেক্সপীয়র, বঙ্কিম চাটুয্যে, রবি ঠাকুর, মাইকেল---সব আনিয়ে দাও আমায়।

বিকাশ। নাম শিখ্‌লে কার কাছে?

জ্যোৎস্না। নাম জানা আছে গো, নাম জানা আছে। তোমার চেয়ে বেশী বইয়ের নাম আমি জানি।

বিকাশ। সেটা ভাল নয়। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর বেশী বিদ্যে, ভাল নয়!

জ্যোৎস্না। এই বইখানা আমায় একটু পড়ে শোনাও দেখি!

বিকাশ। কি বই ওখানা?

জ্যোৎস্না। ইংরিজী কবিতার বই; ওতে ভাল ভাল পদ্য আছে---পড়।

বিকাশ। তুমি আমায় এক্‌জামিন ক'চ্ছ নাকি? সার্‌লে দেখ্‌ছি---।

জ্যোৎস্না। না---তোমায় প'ড়তে হবে---পড়।

বিকাশ। (বই খুলিয়া) আরে---এ যে algebra। এ বই তোমায় কে দিলে?

জ্যোৎস্না। পূর্ণর ঘর থেকে এনেছি। সবচেয়ে মোটা বই---পড়।

বিকাশ। $a^2-b^2=(a+b)\ (a-b)$

জ্যোৎস্না। এ, বি, তো ফার্ষ্ট-বুকএ আছে। তুমি আমায় বোকা বুঝচ্ছ নাকি? অত বড় মোটা ইংরিজী বই---তাতে শুধু এ বি আর এ বি?

বিকাশ। সত্যি বলছি---এ অঙ্কের বই।

জ্যোৎস্না। অঙ্কতো 1, 2, 3, 4---আমি বুঝি আর অঙ্ক জানিনে? এ, বি, আবার অঙ্ক হয় নাকি? এ, বি, তো ফার্ষ্ট-বুকএ।

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। বিকাশ আছ?

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ; এই ঘরে বসে একটু algebra বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।

মহিমারঞ্জন। সেই মতিবাবু ভদ্রলোকটির কোন খবর জান?

বিকাশ। না---কেন? তাকে তো থানায় নিয়ে গেছে।

মহিমারঞ্জন। না, থানায় নিয়ে যায়নি। আমিতো কিছু বুঝতে পারছি না। থানার দারোগা এই চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে, 'আমরা ভুল খবর পেয়ে আপনার বাড়ীতে আসামীর সন্ধানে গিয়েছিলাম, আমাদের ত্রুটি মার্জনা ক'রবেন।'

বিকাশ। তাই হবে, বোধ হয় ভুল খবরই পেয়েছিল।

মহিমারঞ্জন। দেখতো কি অন্যায়, আমি ভদ্রলোককে শুধু শুধু অপমান ক'রেছি। আচ্ছা, এর মধ্যে কোন রহস্য আছে বলে মনে হয়?

বিকাশ। তা হ'তে পারে। হয়তো পরেশ চৌধুরী মশায়ের দলের কোন লোক আপনাকে একটু বিপদ গ্রস্ত ক'রবার জন্যে---

মহিমারঞ্জন। আমিও তাই ভাবছি। ভেবেছিলাম, আমি অস্বীকার করবো। তারপর আবার বাড়ী সার্চ্চ ক'রবে? তোমার সঙ্গে তো ইন্সপেক্টর অবিনাশবাবুর খুব আলাপ আছে।

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ---তা আছে।

মহিমারঞ্জন। একবার থানায় গিয়ে খবরটা নিয়ে আস্‌তে পার?

বিকাশ। ও আর খবর নিতে হবে না। ও আপনি যা সন্দেহ করেছেন, তাই। পরেশ বাবুর সঙ্গে খানিক আগে আমার দেখা হয়েছিল, ---হাসতে হাসতে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তোমাদের বাড়ীতে দিনে দুপুরে নাকি ডাকাতি হয়ে গেছে?

মহিমারঞ্জন। বটে---দিনেদ্‌পুরে ডাকাতি। তুমি কি উত্তর দিলে?

বিকাশ। আমি তখনো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। জবাব দিতে আর পারলাম না। এখন আমার মনে হ'চ্ছে---ওই দলেরই কাজ। নইলে, ওরকম ঠেস দে'য়া কথা কেন বলবেন?

মহিমারঞ্জন। পরেশবাবু এতখানি নীচ বলে তোমার ধারণা?

বিকাশ। আমি পরেশবাবুর কথা ব'লছিনে---ওঁদের দল; দলটি বড় সাঙঘাতিক। আপনি ওদের কাউকে ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাতেই ওরা চ'টে যায়। আমাদের নামে যা-তা কুৎসা রটায়।

মহিমারঞ্জন। তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি?

বিকাশ। কি ক'রতে হবে বলুন?

মহিমারঞ্জন। থানায় গিয়ে একবার খোঁজটা নিয়ে আসতে হবে।

বিকাশ। আচ্ছা, আমি যাচিছ, কিন্তু মতিবাবু যদি থানায় না থাকেন?---খুব সম্ভব নেই।

মহিমারঞ্জন। তাকে খোজ করা দরকার---He must explain himself! আমি ভদ্রতা করে তাকে আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, আর সে এইভাবে আমায় অপমান করলে? scoundrel!

বিকাশ। দেখুন, ঠিক scoundrel নাও হ'তে পারে; হয়তো একটু বেশীরকম খোলা---মনের ভাব ঠিক গোপন ক'রতে পারেন না।

মহিমারঞ্জন। (হঠাৎ কি যেন মনে হইল) ও---তাহ'লে তুমি কি মনে কর---?

বিকাশ। (অত্যন্ত নিরীহভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।

মহিমারঞ্জন। (বিশেষ চিন্তিতভাবে) তাইতো, ওর ঠিকানাও তো জানা নেই।

বিকাশ। না।

মহিমারঞ্জন। যদি কলকাতায় চলে গিয়ে থাকে?

বিকাশ। আমার মনে হয়, কলকাতায় যায়নি।

মহিমারঞ্জন। ওঃ, তুমি মনে ক'চ্ছ—Yes, you are right। এই সময়টিতে আমি আবার এত ব্যস্ত আছি। আমাকে এখুনি বেরুতে হ'চ্ছে।

বিকাশ। আপনি কাজে যান না, আমি মতিবাবুর খোঁজ কচ্ছি। ও আমি ঠিক manage ক'রতে পারবো।

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা, পূর্ণকে ডেকে আমি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা ক'রব?

বিকাশ। (নিরীহভাবে) জিজ্ঞাসা করলেই কি স্পষ্ট উত্তর পাবেন? মেয়েরা তো এসব ব্যাপারে ঠিক স্পষ্ট কথা বলে না।

মহিমারঞ্জন। তাহ'লে তুমি চলে যাও। যদি দেখ, এর মধ্যে কোন বদমাইসি আছে, তুমি যে দলের কথা ব'লছিলে, সেই দলের কোন চক্রান্ত আছে---। আচ্ছা, এই মতিলাল যদি ওদলের কা'রো বন্ধু হয়, ওই রকম একটা কুৎসা রটাবার জন্যে হয়তো ওকে পাঠিয়েছে, আমি তো বুঝতে পারছি না,---তাহ'লে সে আসবে না। In any case তুমি তাকে ধ'রে আনতে চাও---আমি নিজে তার সঙ্গে কথা কইব। যদি সে পরেশবাবুর দলের লোক হয়—আচ্ছা তুমি এখুনি বেরিয়ে পড়।

(প্রস্থান)

(বিকাশ আয়নার কাছে গিয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল)
(জ্যোৎস্না আসিল)

জ্যোৎস্না। বাবা কি কথা ব'লছিল তোমায়?

বিকাশ। (গম্ভীরভাবে) অত্যন্ত গোপনীয় কথা। দেখি, তোমার ল্যাভেন্‌ডারের শিশিটা, একটু ল্যাভেন্‌ডার মাখা যাক্।

জ্যোৎস্না। কি গোপনীয় কথা?

বিকাশ। (বিজ্ঞের মত) তোমায় বলতে পারিনে, তুমি পেটে কথা রাখতে পারনা।

জ্যোৎস্না। মাইরি, বলনা—আমি কাউকে ব'লব না।

বিকাশ। ঠিক ব'লছো—কাউকে বলবে না? তিন সত্যি কর।

জ্যোৎস্না। ব'লব না—ব'লব না—ব'লব না।

বিকাশ। আচ্ছা র'সো—ইসারায় ব'লছি। (ইসারা করিল) বুঝতে পারলে?

জ্যোৎস্না। তুমি কিছুই বললে না, কি বুঝবো?

বিকাশ। বলেছি—তুমি বুঝতে পারনি।

জ্যোৎস্না। আহাহা—বুঝতে পারিনি। আমি ঘাস খাই নে, ভাত খাই।

বিকাশ। শ্বশুরমশায় ব'লছিলেন, কত টাকা হলে তুমি কলকাতার খরচ চালিয়ে নিতে পারবে?

জ্যোৎস্না। তোমায় আর মনরাখা কথা ব'লতে হবে না। সত্যি মিথ্যে আমি বুঝতে পারি।

বিকাশ। একটা শুভ কাজে যাচ্ছি—আর এই সময়টায় তুমি মুখভার করে রইলে! মাইরি, একটু হাস—একটু হেসে কথা কও! একটা গান গাইব—না ডিগ্‌বাজি খাব?

জ্যোৎস্না। যাও যাও, সব সময় হাসিঠাট্টা ভাল লাগে না।

শরৎশশী। (নেপথ্যে) ও সই—সই।

জ্যোৎস্না। কে—সই?

(শরৎশশী ভিতরে আসিল)

শরৎশশী। হঁ্যা ভাই—আমি। ওমা—সয়া যে। সয়া কি দিনমানেও সইকে ছুটি দাও না নাকি?

বিকাশ। (প্রথমে অপ্রতিভ পরে বিশেষ সপ্রতিভ) আচ্ছা, আমি তা'হলে আসি—কিছু মনে ক'রবেন না। আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। আমরা একটু algebra আলোচনা ক'চ্ছিলাম—।

(প্রস্থান)

শরৎশশী। বেশ ক'চ্ছিলে গো—বেশ ক'চ্ছিলে।

জ্যোৎস্না। কবে এলি এখানে?

শরৎশশী। আজ সকালে। এসেই মায়ের কাছে তোর খোঁজ নিয়েছি।

জ্যোৎস্না। বর যে বড় আসতে দিলে?

শরৎশশী। (হাসিয়া) দিলে—।

জ্যোৎস্না। সঙ্গে ক'রে এনেছিস বুঝি?

শরৎশশী। আমি ভাই থাকতে পারিনে—ওর দোষ নেই।

জ্যোৎস্না। (ভ্রূকুটি করিয়া) এত? ক'দিন থাকবি?

শরৎশশী। ওর তো ছুটি নেই। কত বলেকয়ে, কেঁদে কেটে, দুটোদিন ছুটি করিয়ে সঙ্গে এনেছি।

জ্যোৎস্না। তোর বর কোথায় কাজ করে?

শরৎশশী। রাইটার্স বিল্ডিংএ।

জ্যোৎস্না। কত মাইনে পায় রে?

শরৎশশী। এখন পাঁচশ' পঁচাত্তর—বারোশ' পর্য্যন্ত মাইনে হবে।

জ্যোৎস্না। তোরা রোজ সিনেমা দেখিস—থিয়েটার দেখিস?

শরৎশশী। থিয়েটার কুচিৎকদাচিৎ। তবে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখিতে নিয়ে যায়।

জ্যোৎস্না। তুই বেশ আছিস সই—আমার পোড়া কপাল।

শরৎশশী। হঁ্যারে—পূর্ণর কি হ'য়েছে রে?

জ্যোৎস্না। কি হ'বে?

শরৎশশী। তুই জানিস—বলছিস্‌নে।

জ্যোৎস্না। মাইরি ভাই, আমি কিছু জানিনে।

শরৎশশী। শুনলাম, সে নাকি কার লভে পড়েছে, সে লোকটা নাকি ডাকাত।

জ্যোৎস্না। পূর্ণ তো বাড়ীতেই আছে—তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্ না।

শরৎশশী। না ভাই, আমি একদিনের জন্যে এসেছি—আমার অত সাতপাঁচে দরকার কি?

জ্যোৎস্না। তুই কার কাছে শুনলি?

শরৎশশী। বাড়ী পৌঁছিয়েই শুনেছি—আরো কত কি।

জ্যোৎস্না। আর কি?

শরৎশশী। কে নাকি মরা মানুষ সাদা কাপড় প'রে রোজ রাত্তিরে তোর মায়ের কাছে আসে!

জ্যোৎস্না। মরা মানুষ!

শরৎশশী। হ্যাঁ—সে নাকি আঠারো বছর আগে মারা গেছে!

জ্যোৎস্না। (তাচ্ছিল্যভাবে) মা তো কত কি স্বপ্ন দেখে, তাই বোধ হয় কা'রো সঙ্গে গল্প ক'রেছে।

শরৎশশী। নারে না: অন্য লোকেও তারে দেখেছে!

(পূর্ণিমা আসিল)

পূর্ণিমা। এই যে শরোদি—কখন্ এলে?

শরৎশশী। এই আসছি ভাই! মা এলেন তোদের মায়ের কাছে, আমিও সঙ্গে এলাম।

পূর্ণিমা। দেখলুম বটে! তা—জ্যাঠাইমা তো আমাদের বাড়ীতে বড় আসেন না, তুমিই যা এস মাঝে মাঝে।

শরৎশশী। হ্যাঁরে—তুই আর কত'দিন পড়বি? বিয়ে-থাওয়া ক'রবিনে?

পূর্ণিমা। তুমি তো বিয়ের দু'বছরের ভেতর একেবারে গিন্নী হ'য়ে উঠেছো! খরচের টাকা তোমার হাতে—না কর্ত্তার হাতে?

শরৎশশী। টাকা হাতে না থাকলে আব কিসের গিন্নী? হ্যাঁরে পূর্ণ, কি শুনছিরে!

পূর্ণিমা। কি শুনছো?

শরৎশশী। তুই নাকি খুব প্রেম ক'চ্ছিস!

পূর্ণিমা। প্রেম কচ্ছি?

শরৎশশী। গাঁয়ে এসে তাইতো শুনলাম!

পূর্ণিমা। হবে—আমিতো জানিনে। যাক্, তোমার গানটান গাওয়া অভ্যেস আছে—না গিন্নী হ'য়ে সব ভুলে বসে আছ?

শরৎশশী। নারে—কর্ত্তার বড় গানের সখ। তাঁকে রোজ রাতে একটি ক'রে গান শোনাতে হয়!

পূর্ণিমা। তাহ'লে গাও, শুনি—এখন বাবা বাড়ী নেই।

শরৎশশী। (মধুর হাস্যে) গাচ্ছি—শুনেছি প্রেমে প'ড়লে গান শুন্‌তে ইচ্ছে হয়।

গান

(আজি) বাদল-বরিষণে
তার মুখ পড়ে মনে—
সে কোথায়, সে কোথায়—!
বনমাঝে, নদীতীরে
না জানি কি গান গায়—!
কদম্ব-কেশরে—
ঝর ঝর বারি ঝরে—
সমীর শিহরি চলে যায়!
আকাশে মেঘের মায়া,
তাহার নয়নছায়া,
আমার পরাণে সই—
বেদনা জাগায়!
হায়—হায়—
সে কোথায়—সে কোথায়!

(বিন্ধ্যবাসিনী ও নন্দরাণী আসিল)

বিন্ধ্যবাসিনী। আয় মা শরৎ, চল্ বাড়ী যাই!

নন্দরাণী। আর একটু বসবেনা দিদি!

বিন্ধ্যবাসিনী। ব'সবার কি যো আছে ভাই? জামাইয়ের মস্তবড় মান! সে তার পরিবারকে কারো বাড়ীতে আসতে দেয় না। লাটসাহেবের সঙ্গে এক আপিসে চাক্‌রি করে কিনা?—পান থেকে চুন খ'সলে তাঁর পরিবারের মান যাবে!

শরৎশশী। আ: মা—তুমি যেন কি!

বিন্ধ্যবাসিনী। তা মেয়ে আবার এদিকে জ্যোৎস্না আর পূর্ণিমা ব'লতে অজ্ঞান! আমি লুকিয়ে নিয়ে এসেছি—চল মা।

শরৎশশী। চল!

নন্দরাণী। হ্যাঁ দিদি, তোমার জামাইয়ের যখন অত কড়াকড়ি---তুমি এস।

বিন্ধ্যবাসিনী। জামাই বলেন, আমার বাড়ীতে আসুক না?---আমার স্ত্রী কেন সেখানে যাবে? নইলে, আমার আর কি বল ভাই।

নন্দরাণী। তবে, আমার বাড়ীতে এলে তোমার মেয়ে জামাইয়ের মান যাবে না। শরতের বিয়ের খরচাটা তোমার দেওরই দিয়েছিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী। সে আবার কি কথা মেজবৌ? আমাদের উনি ঠাকুর-পোর কাছে বিয়ের টাকাটা গচ্ছিত রেখেছিলেন।

নন্দরাণী। তা' হবে। উনি টাকাটা দিয়েছিলেন ---সেই কথাটাই জানি; তার আগে কি হয়েছিল, জানিনে।

শরৎশশী। আমি জানি কাকীমা,---মেজ-কাকাবাবুই টাকা দিয়েছিলেন। বাবা যখন মারা যান, আমাদের ঘরে একটা পাই পয়সাও ছিলনা।

বিন্ধ্যবাসিনী। তুমি তো সব জানো। (নন্দরাণীর প্রতি) ও একেবারে মেজকাকা ব'লতে অজ্ঞান। তা, ঠাকুরপো কখন্ ফিরবেন?

নন্দরাণী। কিছু ঠিক নেই দিদি---ক'দিন বড় ব্যস্ত।

বিন্ধ্যবাসিনী। পাঁচজনে পাঁচকথা বলে ভাই--- আমাদের গায়ে লাগে। পাঁচজনের আর কি বল ভাই?---আস্‌বে, দেখ্‌বে, দাঁত কাত করে হাসবে, চলে যাবে---আমাদের তো আর তা নয়।

শরৎশশী। এস মা---চলে এস। কাকীমা, কাকাবাবু এলে ব'লো---কলকাতায় যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো। (প্রণাম)

নন্দরাণী। আচ্ছা মা---সাবিত্রী সমান হও।

বিন্ধ্যবাসিনী। (জনান্তিকে) মেজবৌ, তুই হাজার হোক্ ছেলে মানুষ---অল্প বয়সে ঘরণী-গিন্নী হ'য়েছিস এই যা। কত লোকে কত ছল করে আসে---দুটো পয়সার জন্যে। আমি ওই মাগীর কথা বলছি---উঃ বুড়োমাগী, উনি আবার ঢং ক'রে ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন। মরণ আর কি---দেখ্‌লে গা জ্বালা ক'রে।

শরৎশশী। আহা---এস না মা।

বিন্ধ্যবাসিনী। যাই বাছা---যাই। দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে দেবে না---যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই।

শরৎশশী। তুমিই তো যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'চ্ছিলে---এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নন্দরাণী ধীরে-ধীরে নিজের ঘরে গেলেন)

জ্যোৎস্না। (কঠোর বিরক্তিপূর্ণ স্বরে) সত্যি পূর্ণ, লোকটার কি বুকের পাটা গো! বাবার সামনে, ডাক্তারের সামনে, তোকে বল্লে---আমি তোমায় ভালবাসি। কেন, ও কি মনে করে? আমার বোনের আর পাত্তর জুটবে না?---পোড়াকপাল আর কি।

পূর্ণিমা। আঃ দিদি, কেন মিছে ব'কছিস্ ---সে তো আর এখানে নেই। তার কথায় দরকার কি?

জ্যোৎস্না। তুই ব'লছিস্ কি পূর্ণ? আমি হ'লে বুঝতাম---দেখে নিতাম। বলুক দেখি আমার মুখের ওপর। উনি ভালোবাসেন।---তবেই আর কি।

পূর্ণিমা। দিদি, আমার সামনে ওসব কথা আলোচনা করিস্‌নি---আমার ভাল লাগে না।

জ্যোৎস্না। লোকে তাহ'লে মিথ্যে বলেনা। তোর আস্কারা ছিল---নইলে, তারই বা অমন সাহস হবে কেন? কোথাকার কে---রাস্তার লোক বই তো নয়? বাবার যেমন ব্যবস্থা। যে আসবে, তারই সঙ্গে মেয়ের পরিচয় করিয়ে দেবেন। এ'কে এবাড়ীর এক মাসীর কলঙ্ক আছে---।

(নন্দরাণী আসিলেন)

নন্দরাণী। আঃ জ্যোৎস্না---ছোটমুখে বড় কথা বলিসনে।

জ্যোৎস্না। না, ব'লবো না---কেন ব'লবো না! পাড়ার পাঁচজনে কি ব'লছে---শুনে এসোগে!

নন্দরাণী। কি ব'লছে পাড়ার পাঁচজনে?

জ্যোৎস্না। কি ব'লছে, তোমায় শুনিয়ে শুনিয়ে ব'লবে কিনা! তুমি তো ঘরের কোণে চুপ ক'রে শুয়েই থাক। কোন্ কথাটা তোমার কাণে এসে ঠিক পৌঁছয়?

নন্দরাণী। (অত্যন্ত অসহায়ভাবে) তোরা সবাই মিলে আমায় পাগল ক'রবি দেখছি!

জ্যোৎস্না। ইচ্ছে ক'রে পাগল হ'লে আর লোক কি ক'রবে!

পূর্ণিমা। (গম্ভীরভাবে প্রতিবাদ) দিদি, তখন থেকে বারণ কচ্ছি---আমার কথায় কথা ক'সনি!

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ! তোর কথা---একা তোরই কথা কিনা? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গায়েও যে ফোস্কা পড়ে! মার পেটের বোন হ'তে গিয়েছিলি কেন? ওপাড়ার চৌধুরীদের মেয়ে হ'লে কেউ কথা কইতে যেত? লোকে তো স্পষ্টই ব'লছে---যেমন মা-মাসি, তেমনি দুই মেয়ে হয়েছে। কাউকে বাদ দিয়ে কথা ব'লছে না।

পূর্ণিমা। (উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ, ব'লছে---তোর কানে কানে এসে ব'লছে? তাদের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!

জ্যোৎস্না। (আরো উত্তেজিত) খেয়েদেয়ে কাজ আছে, কি না আছে---কে জানে। নিজের কানে শুনলি তো?

নন্দরাণী। (চেষ্টা করিয়া তিরস্কার) লোকে কি ব'লছে না ব'লছে, সে কথা নিয়ে তুই ঝগড়া কচ্ছিস্ কেন হতভাগা মেয়ে?

জ্যোৎস্না। (উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন) বারে---একজন দোষ ক'রবে আর বকুনি খাবে আর একজন! কেন?---আমি তোমাদের কি করেছি যে, দিনরাত আমাকেই ব'কবে? একচোখো বাপ-মার বাড়ীতে থাকার চেয়ে মরাই ভাল!

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

(কিছুক্ষণ স্থির হইয়া শুনিবার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে)

মহিমারঞ্জন। জ্যোৎস্না! তোমরা যদি দিন-রাত এই রকম ছোটলোকের মত ঝগড়া কচকচি কর---আমি এসব ফেলেঝেলে দিয়ে একদিকে চ'লে যাব, কেউ আমার খোঁজও পাবে না।

নন্দরাণী। (নিজের অক্ষমতায় লজ্জিত) তুমি চল---চল। আমি এত ব'কে মরি, কে কার কথায় কাণ দেয়!

মহিমারঞ্জন। না---না, এর মানে কি? কিসের জন্যে এ রকম ভাব---এমন মুখভার! আমি কাকে কি অসুবিধেয় রেখেছি? তোমরা যা সুখ-সুবিধে স্বাধীনতা পাচ্ছ, গাঁয়ের কোনো মেয়ে তা পায় না---তবু তোমাদের অশান্তির আর শেষ নেই!

নন্দরাণী। তুমি চল---এখনো স্নান করনি!

মহিমারঞ্জন। কেউ আমায় কোন সাহায্য করতে পারবে না, তা জানি! এই দু'টো তিনটে দিন আমায় একটু ঠাণ্ডা মাথায় থাকতে দাও---এর বেশী আমি তোমাদের কাছে চাইও নে---প্রত্যাশাও করিনে!

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী। আমি আর ক'দিন তোমাদের বাড়ীতে থাকবো? (মহিমারঞ্জন স্থির অসহায় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সৌদামিনীর দিকে চাহিলেন,---কথা বলিতে পারিলেন না) অনেক কথা আমার কাণে আসছে। পনের মিনিট তুমি যদি আমার সঙ্গে কথা কইতে পার---আমি আর তোমায় বিরক্ত ক'রবো না।

মহিমারঞ্জন। আর দু'টো দিন তুমি অপেক্ষা কর। তোমায় আমি বুঝিয়ে ব'লতে পারবো না। তুমি বুদ্ধিমতী---যদি পার, আমার মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর।

সৌদামিনী। (শুষ্ক অভিমানে) তুমি এত কথা কেন ব'লছো? আমি সামান্য স্ত্রীলোক, এসেছি একটা বৈষয়িক ব্যাপারে,—আমায় ক্ষমা করার কথা কেন ব'লছো।

নন্দরাণী। (নিজের গৃহিণীত্ব ও স্বামী সাহচর্য্যের ব্যর্থ প্রয়াসে) আঃ—তুমিও কি আর কথা ব'লবার সময় পেলে না?—চল।

সৌদামিনী। (নিজের অজ্ঞাতসারে পরিপূর্ণ প্রতিঘাতের সহিত) সময় পেলে আর এ সময় কথা ব'লতাম না। আমিতো বুঝতে পারছি না, আর কত কাল আমায় তোমাদের সংসারে থাকতে হবে।

মহিমারঞ্জন। আর দু'টো দিন, দু'টো দিন—আমি একান্ত নিরুপায়।

(মহিমারঞ্জন ও সৌদামিনী চোখোচোখি চাহিলেন। নন্দরাণী উভয়ের দৃষ্টিতে কি যেন রহস্য আছে দেখিতে পাইয়া, যাইতে যাইতে সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিকটের একখানি চাষাগ্রাম, গুরুচরণ মণ্ডলের বাড়ী, গুরুচরণ, পরাণ।

গুরুচরণ। (তামাক খাইতে খাইতে) তুই যাবি নাকি?

পরাণ। তা—একবার যাতি হবে বৈকি? মুখুয্যেবাবু এবার বড্ড ঘটা করতিছে—সাত পরগণার লোক এক হবে।

গুরুচরণ। তুই 'বাবু' বলতিছিস্ কিরে—মহিম মুখুয্যে তো সায়েব? ওনারে তো সবাই মুখুয্যেসায়েব কয়।

পরাণ। এবার আর সায়েব নেই মেজতালুই—ও এখন মুখুয্যেমশাই হয়েছে।

গুরুচরণ। সায়েবই হোক, আর মুখুয্যেমশায়ই হোক—চৌধুরীবাবুরা যদ্দিন আছে, ও কিছু কত্তি পারবে না। তবে মুখুয্যেসায়েবের ইস্ত্রী খুব নক্ষ্মী, তেঁনার হ'তেই ওনার টাকা।

পরাণ। যাই হোক মেজোতালুই, গঞ্জের বাবু এবার খুব টেক্কা দেছে, হরিসংকেত্তন, কবিগায়ন, তরজার নড়ুই, তিনদিন ক'লকাতার যাত্রা,—ছোকরাবাবুরা আবার থিয়েটার করবে। আবার দু'দিন কথাকওয়া ছবি দেখাবে।

(পাঁচকড়ি ও পাঁচকড়ির-মার প্রবেশ)

পাঁচকড়ির-মা। কথা কওয়া ছবি আবার কি রকম রে পরাণ। তুই দেখিছিস্ কহনো?

পরাণ। দেখিছি বইকি মাউই।

গুরুচরণ। কিরকম দেখতি—বলদিনি? কথা কয়—ছবিতে কথা কয়। সায়েবের ছবি—না বাবুদের ছবি?

পরাণ। ও দু-ই মেজোতালুই, সাহেবের ছবিও কথা কয়—বাবুদের ছবিও কথা কয়। বাবুরো যেমন থিয়েটার করে না—সেইরকম মাউই।

পাঁচকড়ির-মা। তা হ্যাঁগা—একবার নিয়ে চলনা গঞ্জের মেলায়? পাঁচিও দেহেনি, আমিও দেহিনি, তুমিও দেহনি। চল যাই সব, কথা কওয়া ছবি দেহে আসি।

পাঁচকড়ি। মুই যাব বাবা, মোরে লিয়ে চল, মুই কহনও দেহিনি।

(গুরুচরণ চিন্তিতমনে তামাক খাইতে লাগিল)

পাঁচকড়ির-মা। কি করবা —বল?

গুরুচরণ। পরাণের কথায় তুমিও খেপলে নাকি? দু'গণ্ডা পয়সা টিকসের দাম। তিনজনে তিনখানা টিকস্—ছ'গণ্ডা পয়সা।

পরাণ। টিকস্ লাগবে না তালুই—তবে আর তোমারে বলতিছি কি?

গুরুচরণ। আরও তো পাঁচটা খরচা আছেরে বাবা? মেলায় গেলি দু'টো দিন থাকতি হয়, খাতি হয়, দু'চার পয়সা সওদা করতি হয়—হয়তো একটা টাহাই খরচা হয়ে যাবে।

পাঁচকড়ির-মা। তা, ফুলদোলের মেলা তো আর বছরে চারবার করি হচ্ছে না---মানষির সাদ-আহলাদ তো আছে?

গুরুচরণ। আছে---তা তো জানি। হ্যাঁরে পরাণে---তোর বাবা যাবে?

পরাণ। আরে---বাবাই তো তোমার কাছে পেঠিয়ে দ্যালে।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভিরাম। বলি ও গুরুদা, তুমি এখনও বসে আছ? তা কখন্ যাবা?

গুরুচরণ। তা, তমি কি এখুনি যাচ্ছ নাকি?

অভিরাম। কলকাতার যাত্রা, সকালে সকালে না গেলি কি আসরে জায়গা পাওয়া যাবে?

পাঁচকড়ির-মা। বাবা, মুই যাত্রা শোনবো। অভিরাম-কাকা, মুই তোমার সাথে যামু।

গুরুচরণ। ওরে, নারে না---মোরা কথা কওয়া ছবি দেখবো; তার এখনো দেরী আছে।

অভিরাম। ও দেহনা দাদা, দেহনা---সব ফাঁকি, সব ফাঁকি।

গুরুচরণ। ফাঁকি? কি ফাঁকি---কার ফাকি?

অভিরাম। যারা ছবি করে, যারা ছবি দেখায় ---সব ফাঁকি। সব ভতির ছবি।

গুরুচরণ। নারে না, ও সায়েবের ছবি--- ওকি আর ফাঁকি হয়?

অভিরাম। কেডা বলেছে তোমারে? আমি একবার দেখিলাম,---এই এত বড় বড় মুখ, এত বড় বড় চোখ, মুলোর মত দাঁত, খোনা খোনা কথা কয়---"আমি তোমায় ভালবাসি পিরে"। তুমি ভয় পাবা---ভয় পাবা।

পাঁচকড়ির-মা। হ্যাঁরে পরাণে---কি বলে অভিরাম।

পরাণ। বলুক, বলুক---ওর কথা ছেড়ে দাও মাউই।

অভিরাম। চৌধুরীবাবুদের বাড়ী---সেই যাত্রা শুনেলাম?---অভিমান্য বধ, মনে নেই তোমার? একেবারে কাঁদিয়ে দিয়েল। তুমিও তো গিয়েলে?

গুরুচরণ। যাবো না কেন? সে কতদিন আগেকার কথা!

অভিরাম। ওঃ কি গানই গেয়েলো ভূষণদাস! যেমন গান, তেমনি বেয়লা---মধুবিষ্টি করে গেলো!

(অতি উচ্চ স্বরে)

"দাদা অভি, কেন যাবি---সে ঘোর শ্মশানে।
সেতো যুদ্ধু-খেত্তর নয়---মৃত্যুর আলয়,
কত শত হত হয় সেখানে।"

(দূরে লক্ষ্য করিয়া উচৈচঃস্বরে) ও বাবু, ও বাবু---বাবুমশায়। এদিক পানে, এদিক পানে। (কি যেন শুনিল) হ্যাঁ, আমি ডাকতিছি---আমি ডাকতিছি।

(মতিলালের প্রবেশ)

মতিলাল। আমায় ডাকছো?

অভিরাম। হ্যাঁ।

মতিলাল। কেন?

অভিরাম। আপনি কি মহিমগঞ্জ থেকে আসছো?

মতিলাল। হ্যাঁ---না---একরকম। মানে আমি---আচ্ছা, এগাঁয়ে কি থানা আছে?

অভিরাম। থানা?---কিসির থানা।

মতিলাল। পুলিশের।

অভিরাম। না বাবু---থানা টানা এহানে নেই।

মতিলাল। তবে তুমি, আমায় ডাকলে কেন?

অভিরাম। মেলার বাজারে কখন্ যাত্রা হবে---আপনি জানো বাবু?

মতিলাল। যাত্রা?---হ্যাঁ যাত্রা হবে।

অভিরাম। যাত্রা হবে---সে তো আমুও জানি; কহন্ হবে জানেন?

মতিলাল। হ্যাঁ---সন্ধ্যের পর।

অভিরাম। তা'হলি আমি আর দেরী করতি পারিনে---আমি চল্লাম!

পাঁচকড়ি। ও অভিরাম-কাকা, মুই তোমার সাথে যামু---মুই তোমার সাথে যামু।

অভিরাম। তুই তোর বাবার সাথে যাস্।

(প্রস্থান)

পরাণ। তুই চুপ কর পাঁচু---মোরা সবাই একসাথে যাব।

(পাঁচকড়ি বাড়ীর ভিতর গেল)

মতিলাল। পুলিশ নেই তো?

গুরুচরণ। না।

মতিলাল। তাহ'লে বসি। একটু জল খাওয়াতে পার?

গুরুচরণ। বসেন বাবু---বসেন। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে পাঁচির মা---বাবুরে একটু গুড় আর জল দেও। আপনি আমাদের জল খাবেন বাবু?

মতিলাল। জলতো খাবই; তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে---ভাতও খেতে পারি।

গুরুচরণ। (নেপথ্যে সলজ্জ পাঁচকড়ির মাকে দেখিয়া) পাঁচুর হাত দিয়ে পেঠিয়ে দাও; আয় মা পাঁচু---আয়।

(পাঁচকড়ির পুনঃপ্রবেশ)

গুরুচরণ। নিন বাবু---জল খান।

মতিলাল। (জল পান করিয়া) এটি বুঝি তোমার মেয়ে? খাসা মেয়েটি তো! বিয়ে দিয়েছ?

গুরুচরণ। না বাবু---আজও বিয়ে হয়নি। তামাক ইচ্ছে করবেন বাবু?

মতিলাল। আচ্ছা, তামাকই ইচ্ছে করি।

গুরুচরণ। (কলিকা দিয়া) ওরে পরাণে, বাবুরে একটা পাতার নল তৈরী করে দে। (পরাণ কলাপাতার নল তৈয়ারী করিয়া মতিলালের হাতে দিল) তা আমারে আগে বল্‌তি হয়? হাটবারে দু'টাকার ধান বিক্রী কল্লি নেটা চুকে যেতো। এখন হাতে নেই টাকা---

পরাণ। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) ঐ শোন---মাউই বলতিছে, মাউয়ের হাতে টাকা আছে। আর ধান বিক্রী করতি চাও, গঞ্জের মেলায় তো ধান বিক্রী করতি পারবা---বাবুদের তরফ থেকে দ্যাড়া দরে ধান কিনতিছে।

গুরুচরণ। তোর যেমন বুদ্ধি---ধান কেনবে কেন?

পরাণ। তুমি তালুই খবর রাখনা কিছু, শুধু শুধু নেই কর্‌বা; গঞ্জের বাবুগোর ধানের আড়ত নেই, চালির কল নেই? কি যে বল তুমি!

গুরুচরণ। তাহলি এক নৌকো ধান নিয়েই যাওয়া যাক?

পরাণ। বাবাও তো ধান নিয়েই যাবে।

গুরুচরণ। তাহলি তোর বাবারে দু'খানা নৌকো কর্‌ত্তি বল---একখানায় ধান যাবে, আর একখানায় মোরা সব যাব।

পরাণ। আচ্ছা---তা'হলি আমি যাই; তোমরা খাইয়ে দাইয়ে ঠিক হয়ে থেকো।

(প্রস্থান)

মতিলাল। এই নাও কত্তা---খাও।

(গুরুচরণকে কলিকা ফেরত দিল)

গুরুচরণ। আপনি আমারে কত্তা বল্‌ছেন কেন?

মতিলাল। ও---কত্তা বলাটা বুঝি ঠিক হয়নি?

গুরুচরণ। না।

মতিলাল। কি ব'লব তোমারে?

গুরুচরণ। সবাই যা বলে---তাই বলবা। আমার নাম---গুরুচরণ মণ্ডল।

মতিলাল। ও; আচ্ছা দেখ গুরুচরণ---আমি যদি আজ তোমাদের এখানে থাকি, তোমাদের অসুবিধে হবে কি?

গুরুচরণ। আপনি থাকবা?

মতিলাল। হ্যাঁ---থাকবো।

গুরুচরণ। তা মোরা যদি মেলার বাজারে যাই?

মতিলাল। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

গুরুচরণ। আচ্ছা---আচ্ছা। তা তোমরা আপনারা কি বৈরাহ্মণ ঠাকুর?

মতিলাল। হ্যাঁ।

গুরুচরণ। তা তোমারে তো মোরা ভাত দেবনা।

মতিলাল। ভাত খাবনা---milk and fruits কিম্বা boiled আলু and পটল।

গুরুচরণ। ও সব কি বলছ ঠাকুর? তোমায় রাঁধতে হবে---আমরা তোমার পেরসাদ পাব।

মতিলাল। (কিঞ্চিৎ শঙ্কার সহিত) আমার হাতের রান্না কিন্তু ভাল না। আচ্ছা শোন---আমি তোমাদের সামাজিক আর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন ক'রব।

গুরুচরণ। কি সম্বন্ধ করবা।

মতিলাল। অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন।

গুরুচরণ। সে আবার কি?

মতিলাল। তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে প'রছো না।

গুরুচরণ। না; ব'সো ঠাকুর। ওমা পাঁচু---এই ঠাকুরমশায় আজ এখানে খাবে; আমাদের অতিথ---ওনারে রান্নার জোগাড় করেদে। তোর গভধারিণীরে বল্!

পাচকড়ি। তা মোরা মেলায় যাবনা?

গুরুচরণ। এক নৌকো ধান বোঝাই দিতি দেরা হবে না?---তুই বল্তিছিস্ কি? মোরা কাল সকালে মেলায় যাবো। তারপর দু'দিন যাত্রা শোনবো, কেত্তন শোনবো, কথা-কওয়া ছবি দেখাবো---ও "যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন।" না হয় মোর পাঁচসিকে খরচাই হবে। তোদের যখন ইচ্ছা হইছে, তখন আমি আর না বলবো না।

মতিলাল। ও মোড়ল।

গুরুচরণ। তুমি ঠাকুর জামাজুতো খোল।

মতিলাল। শোন---শোন---তোমাদের অবস্থা কেমন?

গুরুচরণ। আবস্থা? আবস্থা কি আর বাবু সব সময়তি একরকম থাকে?

মতিলাল। আচ্ছা---তোমাদের জন্যে আমি কি ক'রতে পারি বলতো? এখানে একটা ইস্কুল ক'রব?

গুরুচরণ। আশেপাশে তো ইক্সুল আছে; আবার নতুন ইক্সুল কি হবে?

মতিলাল। আচ্ছা---কি ক'রলে তোমাদের খুব উন্নতি হয় বল তো?

গুরুচরণ। আগে পাটের ব্যবসা ক'রে কেউ কেউ ফেঁপে উঠছেলো। এখন পাটের দর নেই, ধানের দর নেই---কিসি কি হবে বাবু! আচ্ছা---আমি একবার ন'শের সঙ্গে দেখা করে আসি---তুমি তেল মেখে ছ্যান করতি যাও! চালকড়া নিয়ে গেলি যদি একটু বেশী দরে বিক্রী হয়---মন্দটা কি? ওরে পাঁচু---ঠাকুরমশায়রে তেল দিয়ে যা!

(প্রস্থান

(তেল লইয়া পাঁচকড়ির প্রবেশ)

মতিলাল। তোমার নাম পাঁচকড়ি? (পাঁচকড়ি মাথা নাড়িল) তুমি গুরুচরণ মণ্ডলের মেয়ে?

পাঁচকড়ি। (মাথা নাড়িল)

মতিলাল। আচ্ছা---এখানে চাষাগাঁয়ের ভেতরে তুমি কি নিজেকে সুখী আর সুস্থ বলে মনে কর?

পাঁচকড়ি। আপনি ছ্যান করতি যাও।

মতিলাল। আচ্ছা, তুমি লেখাপড়া শিখেছ?

পাঁচকড়ি। (মাথা নাড়িয়া জানাইল শিখে নাই)

মতিলাল। আচ্ছা ধর, যদি কোন লেখাপড়া জানা ভদ্রযুবক তোমায় বিয়ে করে---তুমি কি মনে কর? বেশ ভাল হয় না কি?

পাঁচকড়ি। কি জানি বাবু---আমি অতশত জানিনে। আপনি তেল মাখবা তো মাখ!

মতিলাল। না---না, পাঁচু শোন---আর একটা কথা; মানে আমি তোমাদের সত্যিকার inner life---মানে আভ্যন্তরীণ জীবনের ইতিহাস জানতে চাই। আমার উদ্দেশ্য খারাপ নয়।

পাচকড়ি। কি বলবেন বলুন---মা রাগ করছে।

মতিলাল। ও---আচ্ছা। আমি জানতে চাইছিলাম, কোন ভাগ্যবান কৃষকনন্দন কি তোমায় প্রেমনিবেদন ক'রেছে পাচকড়ি?

পাঁচকড়ি। ধ্যেৎ—!

(অন্দরের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইতেই সম্মুখে মায়ের সহিত দেখা)

পাঁচকড়ির-মা। (দ্বারের কাছে) হ্যাঁরে পাঁচি—ও ভদ্দরলোক-মিনসে তোরে কি বলতিছিলরে।

পাঁচকড়ি। (কাঁদিয়া ফেলিল) তা মুই কি জানি? বাবা আমারে ওনার কাছে তেল নিয়ে যাতি বল্লে যে।

মতিলাল। (পাঁচকড়ির মায়ের প্রতি) দেখুন, আপনারা আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাদের আভ্যন্তরীণ জীবন আর মনস্তত্ত্ব জানবার জন্যই এতটা—

পাঁচকড়ি। (নিম্নস্বরে) মা—ও দাদাঠাকুর মাথা পাগলা।

পাঁচকড়ির-মা। পাগলামো বার কচ্ছি—রোস, আগে মিনসে বাড়ী আসুক। মিনসের ভীমরতি ধরেছে—ফরশা জামাকাপড় দেখলিই অমনি তারে বিশ্বাস করবে।

মতিলাল। ওগো বাছা—আমি তোমাদের ঠিক বোঝাতে পাচ্ছিনে। আমি খুব ভাললোক—এ শুধু আমার জীবন জানবার আগ্রহ।

(গুরুচরণের প্রবেশ)

গুরুচরণ। বলি ও ঠাকুর, তুমি হাত-পা নেড়ে কি ব'লতেছো—আমার পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছ নাকি?

পাঁচকড়ির-মা। (দ্বারের কাছে স্বামীকে ডাকিল) শোন—ও ঠাকুর ভাললোক না, ওনারে একটু নজরে নজরে রেখো।

(গুরুচরণ স্ত্রীর অভিযোগ শুনিয়া মতিলালের কাছে আসিল)

মতিলাল। গুরুচরণবাবু নমস্কার। আমি তাহ'লে আসি।

গুরুচরণ। তুমি কোথায় যাবা? এই যে বল্লে—এখানে খাওয়াদাওয়া করবা?

মতিলাল। সে আর একদিন হবে। আর একদিন এসে আপনার আতিথ্য গ্রহণ ক'রব—আজ নয়।

গুরুচরণ। দাঁড়াও ঠাকুর, তোমার চেহারাটা একবার দেখি। হু—তুমি যাতি চাচ্ছ কেন?

মতিলাল। আপনার পরিবার আমায় একটু ভুল বুঝেছেন; আপনাদের দাম্পত্যজীবনে আমার জন্যে একটি বিরোধ হবে—এ আমি চাইনে।

গুরুচরণ। আমার পরিবার তোমার কি করেছে বললে?

মতিলাল। না, করেনি কিছু—আচ্ছা আমি আসি।

গুরুচরণ। হুঁ—এই মাগী, তুই ঠাকুরমশাইরি কি বলিছিস্?

পাঁচকড়ির-মা। (সম্মুখে আসিয়া) আমি-আবার তোমারে কি বল্লাম। তুমিই তো ঠাকুর বরং—

(বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। বেশ মশাই—বেশ লোক আপনি।

মতিলাল। একি—বিকাশবাবু। আপনি—আপনি এখানে কেন?

বিকাশ। 'আপনি এখানে কেন' বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা আগে চলুন—তারপর বুঝিয়ে দেব। এমনি যাবেন, না হাতকড়া লাগাতে হবে?

গুরুচরণ। ও বাবু, ওনারে না। (বিকাশের প্রতি) আপনি শোনেন।

বিকাশ। কি?

গুরুচরণ। ও বাবু কি ডাকাত? পুলিশের হাত ছিনিয়ে পালিয়েছে বুঝি?

(বিকাশ এমনভাবে মাথা নাড়িল যাহার অর্থ, আমি অনেক কথাই জানি)

পাঁচকড়ির-মা। (জনান্তিকে) ওই দেখ, আমি তখন তোমায় বল্লাম না।

বিকাশ। তোমাদের সবাইকে থানায় যেতে হবে।

গুরুচরণ। (বিপন্নের মত) কেন বাবু—আমরা কি দোষ করিছি?

বিকাশ। (সহানুভূতির সহিত) দোষ করনি? আচ্ছা,—তোমরা বাড়ীর ভেতরে যাও; দেখি যদি তোমাদের বাঁচাতে পারি।

গুরুচরণ। (যাইবার পূর্ব্বে) আপনি মুখুয্যে-সায়েবের জামাই, না থানার নতুন দারোগা!

বিকাশ। (রহস্যময়ভাবে) আমি টিকটিকি পুলিশ—জামাই সেজে আছি, কাউকে কিছু ব'লো না; যাও, তোমরা বাড়ীর ভিতর যাও। হঁ্যা—আমার সাইকেলখানা বাইরে আছে উঠিয়ে রেখে দিও।

গুরুচরণ। কি হয়েছে বাবু—ও বাবু কি করেছে?

বিকাশ। চুরি!—

পাঁচকড়ির মা। ঐ দেখ, দেখ্‌লে।

(পাঁচকড়ির-মা, পাঁচকড়ি ও গুরুচরণের প্রস্থান)

মতিলাল। কি হয়েছে বলুন তো বিকাশবাবু?

বিকাশ। চলুন—নিজে গিয়ে দেখবেন; আমি আর কি ব'লবো। পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে এলেন যে?

মতিলাল। আমি পালিয়ে আসিনি, পুলিশ আমায় ধ'রলো না।

বিকাশ। তবে পুলিশকে ধরা দিতে গিয়েছিলেন কেন?

মতিলাল। আপনি তো জানেন—তখন আমার খুব উৎসাহ, বেশ জমিয়েছি। ভাবলুম—আপনার কাছে সত্যি কথা বলবো?

বিকাশ। বলুন না—We are friends.

মতিলাল। মেয়েদের কাছে একটু বীরত্ব দেখাবার জন্যে। কিন্তু পুলিশের ব্যাপারটা কি? আমার বীরত্বের মত পুলিশও কি মিথ্যে পুলিশ নাকি? ফাঁকি—?

বিকাশ। চলুন তো। ওঃ—শ্বশুরমশায় যা চ'টে আছেন।

মতিলাল। কে—মহিমবাবু? উঃ—ভদ্রলোক যেমন গম্ভীর, তেমনি রাগী, আর তেমনি বেরসিক।

বিকাশ। তাঁর সামনে তাঁর মেয়েকে ওই রকম কথা ব'লে এসেছেন, তিনি একেবারে রেগে বারুদ হ'য়ে আছেন। আপনাকে একবার পেলে হয়।

মতিলাল। বেশ মশায়, তবে যে আপনি আমায় সেখানে যেতে ব'লছেন?

বিকাশ। না ব'লে আর কি করি বলুন।—মেয়েটি যে মারা যায়! নারীহত্যে তো আর চোখের সামনে দেখতে পারিনে।

মতিলাল। তাহ'লে তিনি কি আমায় সত্যি—

বিকাশ। নইলে আমি আপনার খোঁজে আসি। দু' ঘণ্টার ওপর স্ত্রীর কাছ থেকে চলে এসেছি। বেশী দেরী করতে পারবো না—আসুন।

মতিলাল। না।

বিকাশ। না ব'ললেই—না! ও মহিমমুখুয্যের ভিটে—গোলকধাঁধা; একবার সেঁদুলে আর বেরুবার উপায় নেই।

মতিলাল। আমি মশাই আপনার সঙ্গে যাব না; আপনি মশাই লোকটি মোটেই ভাল নয়। এই পুলিশের ব্যাপারেও বোধ হয় আপনার একটা মতলব আছে—নমস্কার।

(প্রস্থান)

বিকাশ। কোথায় যান—ও মশাই, ও মতিবাবু!

(কিছুক্ষণ পরে গুরুচরণের প্রবেশ)

গুরুচরণ। ও বাবু আপনার সাইকেলে উঠে চলে গেল যে।

বিকাশ। এঁ্যা—চলে গেল? তাইতো। ও মতিবাবু—পালাবেন না, পালাবেন না, ফিরে আসুন—অন্ততঃপক্ষে সাইকেলখানা ফেরত দিয়ে যান।

তৃতীয় দৃশ্য

মহিমারঞ্জনের গৃহ

(নন্দরাণী, সৌদামিনী, জ্যোৎস্না ও পূর্ণিমা হলঘরে বসিয়া পরস্পরে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন)

নন্দরাণী। (মনে মনে স্থির করিলেন, গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব তিনিই লইবেন) আমি সবাইকে ব'লছি, মেলার এই কটা দিন তোমরা সবাই একটু সাবধানে থেকো; কারো কোন কথা যেন কর্ত্তার কানে না ওঠে! নানান কাজের ঝঞ্ঝাটে ঘুরে বেড়ায়, বাড়ীতে পা দিয়ে যেন তিতিবিরক্ত না হয়।

(রামলালের প্রবেশ)

রামলাল। মা, বাবু খবর পাঠালেন—ওপাড়ার বুড়োকর্ত্তা, পরেশ চৌধুরী মশাই মেলা খুলবার জন্যে এসেছিলেন। বুড়োবাবু মেলার সভাপতি হয়েছেন কিনা। তাঁর সঙ্গে বাবুর খুব ভাব হয়ে গেছে। পরেশবাবু এখুনি এখানে আসবেন, কর্ত্তা-বাবুর সঙ্গে কি সব কাজকর্ম্ম আছে; তারপর রাত্রে তিনি আর ডাক্তারবাবু এখানে খাওয়াদাওয়া করবেন। আপনারা ভাল করে খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবেন। আর, ঘর সাজাতে বলে দেছেন—আমি ফুল নিয়ে আসছি।

নন্দরাণী। পরেশবাবু এখানে খাবেন?—তুই বলিস্ কি!

রামলাল। এটি ছোটবাবু—সেই যে বাবু সেদিন এখানে এসেছিলেন, তাঁনার কাজ—উনি বুড়ো-বাবুকে বোধ হয় ব'লে কয়ে গেছেন। হলটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন মা—আমি বাবুর কাছে যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

নন্দরাণী। জ্যোৎস্না, আজ আর গণ্ডগোল করিস্‌নে মা। বিশ বছরের মনের কালি মরবার আগে বুড়ো ধুয়ে ফেলবে।

জ্যোৎস্না। তুমি কেবল আমাকেই সাবধান ক'চ্ছ,—যেন আমি একাই গণ্ডগোল করি? আর সবাই একেবারে লক্ষ্মী।

(প্রস্থান)

পূর্ণিমা। আমি আজ রাঁধবো। যাই আমি—যোগাড় করিগে। কেমন মা—আমি রাঁধবো তো?

(প্রস্থান)

নন্দরাণী। আচ্ছা। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) এতদিন পরে মামার রাগ পড়ল।

সৌদামিনী। মামার বাড়ীতে কি তোদের যাওয়া-আসা নেই এতদিন ধরে?

নন্দরাণী। যাওয়া-আসা?—শুনতে পাই আমাদের নাম মুখে আনেন না।

সৌদামিনী। কেন—এত রাগের কারণ কি?

নন্দরাণী। কি জানি দিদি?—ছেলেবেলা থেকে উনি তোমার ভগ্নীপোতকে সুনজরে দেখেন নি। ঐ নিয়ে বাবার সঙ্গে পর্য্যন্ত মামার ঝগড়া হয়। আমি ওসব খবর জানতাম না—ওঁর মুখ থেকে পরে শোনা। মাত্র এইটুকু মনে আছে, বিয়ের রাতে মামা এলেন না। তারপর, রাগ করে বাবাও মামাকে আর ডাকেন নি। (কিছুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক) এখন তুমি কি ক'রবে—মামার সাম্‌নে বেরুবে?

সৌদামিনী। মামা আমায় বড় ভালবাসতেন। আয়—ঘরটা গুছিয়ে রাখি।

(উভয়ে ঘর গুছাইতে লাগিলেন। রামলাল ফুল লইয়া প্রবেশ করিল)

নন্দরাণী। বাবুরা কখন আসবেন—জান রামলাল?

রামলাল। আসছিলেন—রাজ্যেশ্বর বাবু আবার সবাইকে কীর্ত্তন শোনাবার জন্যে নিয়ে গেলেন। কীর্ত্তন নিয়েই তো ফুলদোল—কি বল মা।

নন্দরাণী। হ্যাঁ—তাতো বটেই।

(রামলালের প্রস্থান

সৌদামিনী। তোর মনে নেই নন্দ, সেকালে গোবিন্দদেবের ফুলদোল হ'ত? (নন্দরাণী সায় দিল, তার মুখ প্রসন্ন হইল) তুই যেবার হ'লি---এ অবিশ্যি বাবার মুখ থেকে শোনা---সকালবেলা, তখন গোষ্ঠ গান হ'চ্ছে---"ওগো নন্দরাণী, তোর নীলমণিকে সাজিয়ে দে মা।" এমন সময় বাবার কাছে খবর এল ---তুই হ'য়েছিস্। তখনই বাড়ী গিয়ে তোর মুখ দেখে নাম রাখলেন---"নন্দরাণী"। গোবিন্দদেব আজো আছেন নন্দ?

নন্দরাণী। হেলায়শ্রদ্ধায় পুরুতের জিম্মায় আছেন। মন্দিরটে ভেঙে যাচ্ছিল---উনি সারানোর টাকা দিয়েছেন। তবে দিদি, কাল উল্টে গেছে--- সে বিশ্বাসও কারো নেই, সে দরদও কারো নেই। ঐ পুরুতঠাকুর যা করেন, তাই। এ বাড়ী হয়েছে দিদি, আধা বাঙালী আধা খৃষ্টান---কিছুর যদি ঠিক থাকে। সাহেব-সুবো, উকিল, ব্যারিষ্টার এল-- মদ আসছে, মুরগী আসছে, মটন আসছে, বাবুর্চিতে রাঁধছে---পাঁচ-ভূতের কাণ্ড! আবার ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বিদায়ও আছে, পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ-শান্তিও আছে।

সৌদামিনী। বাড়ীর ভিতর হিঁদু---বাইরে খৃষ্টান।

নন্দরাণী। ভিতরটাই বা পুরো হিঁদু কই? সে ছিল আমাদের ছেলেবয়সে,---আজ তো তাও আর নেই। আমি একা---কিছুতেই এ অনাচারের ভিতর যেতে পারলাম না দিদি। আমার ঘাড়ে তাই পুরোণো হিঁদুয়ানি চেপেই রইল। সেও আমায় বাঁচাতে পাচ্ছে না, আমিও তাকে বাঁচাতে পাচ্ছিনে---আঁকড়ে পড়ে আছি। ঐ ত আমার ব্যারাম,---ডাক্তার কি অতশত বোঝে।

সৌদামিনী। (পরিপূর্ণ বিস্ময়ে এই প্রথম সৌদামিনী নন্দরাণীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিল) তাইতো নন্দ---এসব কি কথা তুই বল্‌ছিস্? আমি তোকে ভাবতাম বোকা।

নন্দরাণী। (আশঙ্কা, হতাশা ও মাতৃহৃদয়ের বেদনা) কিন্তু কি হ'ল এতে?---একটা ছেলেও তো বাঁচলো না। কিসের থেকে কি হয় দিদি, কিছুই তো বলা যায় না। গোবিন্দদেবের হেনস্থা হ'চ্ছে---উনি তো সহজ ঠাকুরটি নন। তুমি ত জান দিদি, বাবা বল্‌তেন---গোবিন্দদেব আমার ছেলে, খাওয়ার অযত্ন হলে উনি বাবাকে ডেকে বলে দিতেন---তুই নিজে দেখে ভোগ দিবি। সেই গোবিন্দদেব এখন পরের জিম্মায়---, কি আর ভাল হচ্ছে দিদি। একদিক থেকে হুড় হুড় করে টাকা আসছে, আর একদিক থেকে জলের মত সব খরচ হয়ে যাচ্ছে। সবাই খাট্‌ছে--কিন্তু সুখশান্তি কার্ আছে! (কিছুক্ষণ দুজনেই নির্ব্বাক---যেন তারা আবার বালিকা বয়সে ফিরিয়া গেছে) এখন তুমি কি করবে?---মামার সামনে বেরুবে?

সৌদামিনী। আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, কারো সামনে বেরুতে আমার লজ্জা নেই। আমি শুধু ভাবছি, তোমাদের কোন ক্ষতি হবে কি না?

নন্দরাণী। চুপ কর দিদি, ঐ বুঝি ওঁরা আস্‌ছেন---(কান পাতিয়া পায়ের শব্দ শুনিয়া) হ্যাঁ এলেন। চল---আমরা বাড়ীর ভিতর যাই। তারপর উনি যদি বলেন, তখন দেখা করা যাবে।

সৌদামিনী। বেশ---তাই!

(উভয়ের প্রস্থান)

(মহিমারঞ্জনের সঙ্গে বৃদ্ধ পরেশ চৌধুরী প্রবেশ করিলেন। বয়স চৌষট্টি পঁয়ষট্টি, ঘোরতর বাবু; অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি। রামলাল তামাক দিয়া গেল।)

মহিমারঞ্জন। আসুন আসুন, কখনো এ বাড়ীতে আপনার পায়ের ধুলো পড়েনি---এতদিনে আমার বাড়ী তৈরী সার্থক হ'ল।

পরেশ। তা বেশ ভাল বাড়ী ক'রেছ,--- একেবারে হাল ফ্যাসনের বাড়ী; আচ্ছা, এ কোথাকার ফ্যাসন্ বল দেখি? (চারিদিকে তাকাইয়া) বাঙলা দেশে কোথাও তো নেই---এটা কি সিনো-আমেরিকো ওরিয়েণ্টাল ষ্টাইল নাকি?

মহিমারঞ্জন। ও একটা এক্সপেরিমেণ্ট করা গেল।

পরেশ। তা বেশ ভাল জায়গায় এক্সপেরিমেণ্ট ক'চ্ছ, একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ভিতর—সবাই বুঝ্‌বে। (বসিয়া) তা এ বাড়ীতে ঠাকুরদালান টালান নেই বুঝি।

মহিমারঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) পূজোপার্ব্বন তো আর ক'রছিনে—সে বিশ্বাস নেই। শুধু শুধু ঠাকুর-দালান আর কি হবে?

পরেশ। তোমার বিশ্বাস নেই বটে—তোমার ছেলের, কি নাতির, কি অন্য কোন উত্তরাধিকারীর আবার বিশ্বাস ফিরে আসতে পারে তো? ফিরে আসবার পথটাই বন্ধ করে দিয়েছ বুঝি?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ তাই। কারণ, সে প্রাচীন বিশ্বাস ফিরে আসা সমাজের পক্ষে অনাবশ্যক বলেই আমার ধারণা।

পরেশ। আমি তা জানি। তবে আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, বহুকাল পরে তোমার শ্বশুরের ফুলদোল আবার তুমি আরম্ভ ক'ল্লে যে।

মহিমারঞ্জন। সর্ব্বসাধারণের আমোদ-আহলাদের জন্যে এ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এটা—এই ধরুন, যেমন বসন্তোৎসব। এখনো বসন্তের আমেজ একটু আছে, গ্রীষ্মও ভাল করে পড়েনি—এই ঠিক উপযুক্ত সময় নয় কি?

পরেশ। তোমায় আমি দোষ দিচ্ছিনে কিছু। তবে, তোমার শ্বশুরের এই উৎসবটি বড় প্রিয় ছিল। সেই কথাই আজ আমার মনে পড়ছে। তাঁর ফুলদোলে খুব উৎসাহ ছিল। সঙ্কীর্ত্তনের গান তিনি নিজেই বেঁধে দিতেন।

মহিমারঞ্জন। সে কথা আমিও ভুলিনি। তিনি ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব, রাধানাম ক'রতেই তাঁর চোখ দিয়ে জল প'ড়তো। আজকের উৎসব একেবারেই বহিরঙ্গ। তবু আজ যে আপনাকে আনতে পেরেছি—

পরেশ। আমি তো আসবার জন্যে বহুদিন থেকেই প্রস্তুত আছি। তুমিই তো আমায় ডাকনি কোনদিন।

মহিমারঞ্জন। অনেকের কাছে অনেক কথা শুনে আমি আপনাকে ডাকতে সাহস করিনি। আমার সে ত্রুটি আজ আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছেন।

পরেশ। নন্দ কোথায়—সে কেমন আছে? আর তোমার মেয়েদুটি?

(রামলালের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। ওরে—রামলাল, গিন্নী আর দিদিবাবুদের এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

(সৌদামিনী যাহাতে না আসে, চোখ টিপিয়া ইসারা করিলেন—রামলাল ভিতরে চলিয়া গেল)

পরেশ। 'দিদিবাবু'। দিদিবাবু কিহে? কানে বড় বিশ্রী লাগলো। হয় দিদিঠাক্‌রুণ বলুক, নয় এম্‌নি ছোড়দি বড়দি বলুক না—মেয়েদের আর বাবু ক'রে তুলনা বাবা।

(নন্দরাণী ও কন্যাদ্বয়ের প্রবেশ ও প্রণাম)

পরেশ। কেমন আছ নন্দ? হ্যাঁরে—তুই যে একেবারে ভয়ানক কাহিল হয়ে গেছিস্‌! (মেয়েরা নমস্কার করিল) বাঃ বাঃ বেশ। এস, এস।

মহিমারঞ্জন। আপনার প্রফুল্ল ডাক্তারকে দেখান হ'চ্ছে—আজ দু'দিন একটু ভাল।

নন্দরাণী। আপনি ভাল আছেন মামাবাবু?

পরেশ। আমাদের আর ভালমন্দ কি মা? ভাল থাকবার দিন চ'লে গেছে—এখন সুবিধে মত স'রে প'ড়তে পারলেই হয়। তোমার মেয়েদুটি তো বেশ রূপসী হয়েছে।

নন্দরাণী। বড়টিকে তো একরকম পার করিছি।

পরেশ। না, পার আর কই ক'রেছ? চিহ্নিত-নামা ক'রে রেখেছ বল।

নন্দরাণী। হ্যাঁ---একরকম তাই। এখন ছোটটির ভার আপনি নিন।

পরেশ। শুনলাম, ও নাকি নিজেই ওর বর ঠিক ক'রে নিয়েছে? কার জিনিস কাকে দিচ্ছ, একটু হিসেব রেখ।

নন্দরাণী। ওসব তামাসার কথা ছেড়ে দিন। আপনি একটি ভাল পাত্র জোগাড় করে দিন, আমরা এই মাসেই বিয়ে দেব।

পরেশ। ভাল পাত্র তো আমি স্বয়ং। (পূর্ণিমাকে লক্ষ্য করিয়া) কেমন রে---বর পছন্দ হয়?

নন্দরাণী। সে তো ওর পরম ভাগ্য।

পরেশ। সে তুমি মনে ক'চ্ছ; ওর প্রাণ কাঁদছে সেই পলাতকা নাগরের জন্যে। আমরা সেকেলে মানুষ---গান আর ইংরিজি লেখাপড়ার চটকে ভুলিনে। তা মেয়েদের তো খুব সৌখীন নাম রেখেছ, কি---পূর্ণিমে আর জ্যোচ্ছনা?

নন্দরাণী। হ্যাঁ---! (হাসিল)

পরেশ। তা, কোন্‌টি কিনি? পূর্ণিমে কিনি আর জ্যোচ্ছনা কিনি?

নন্দরাণী। এইটি পূর্ণিমা---আর ওইটি জ্যোৎস্না।

পরেশ। (জ্যোৎস্নার প্রতি) তুমি জ্যোৎস্না ---বটে? (জোৎস্না মাথা নাড়া দিল) তুমি তো কেল্লা দখল করে বসে আছ---তোমার সঙ্গে আর কার কথা। (পূর্ণিমার প্রতি) পরখ হবে তোমার? এইদিকে আয়---শোন্, তুই তো খুব লেখাপড়া শিখেছিস---কেমন? আচ্ছা, "দশকুমারচরিত" পড়েছিস---গোমিনীবৃত্তান্ত?

পূর্ণিমা। (মাথা নাড়িয়া জানাইল পড়িয়াছে)

পরেশ। আচ্ছা, গোমিনীবৃত্তান্ত থেকেই বলছি, ধর---তোমার খুব গরীবের ঘরে বিয়ে হ'য়েছে। বাপের পয়সা থাকলেই যে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়, তার কোন মানে নেই। আচ্ছা, স্বামী খুব গরীব, তাকে রেঁধে বেড়ে খাইয়ে সুখী করতে হবে---অথচ বাজার করার পয়সা নেই, খুব শস্তা আর খুব বিশ্রী জিনিস---যা লোকে ফেলে দেয়, তাই দিয়ে খুব ভাল মুখরোচক তরকারী রাঁধতে হবে।

পূর্ণিমা। রাঁধবো।

পরেশ। কি রাঁধবি?---বল্ দেখি কেমন বুদ্ধি।

পূর্ণিমা। এক পোয়া বুনো ওল, আর তার সঙ্গে আধসের বাধা তেঁতুল মিশিয়ে চাটনী তৈরী করবো।

পরেশ। বা---বাঃ, তোমার বর এল ব'লে। বর রাস্তায়। হয় ভ্যাগাবণ্ড, না হয় আমার মত প্রবীণ---বয়েস তিরিশ কি ষাট্। আচ্ছা যাও,---ফার্ষ্টডিভিসনে পাশ।

নন্দরাণী। সত্যি বলছি মামাবাবু, এদের কথা ভেবে ভেবে আমার শরীরের এই দশা। আপনি আজ এসেছেন, আমার বুক থেকে যেন একখানা পাথর নেমে গেল।

পরেশ। শোন মা, তোমার এমন স্বামী---ফুটন্ত ফুলের মত দুই মেয়ে---তোমার তো নিরানন্দে থাক্‌বার কথা নয় মা। তোমার বাবা বড় সাধ করে তোমার নাম রেখেছিলেন---নন্দরাণী। আমাদের বৈষ্টবের চোখে নন্দরাণীর সংসার তো আনন্দের সংসার। আমার নিজের আনন্দ আর কিছু নেই; তবু, আজ তোমার বাড়ীতে এসে তোমাদের আনন্দে আমারও একটু আনন্দ হ'চ্ছে। অভাব দেখছি---একটি কৃষ্ণচন্দ্রের। তা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র দয়া করলেই হবে। আচ্ছা, যাও মা বাড়ীর ভিতর যাও---মহিমের সঙ্গে আমার একটু কাজের কথা আছে।

(নন্দরাণী ও কন্যাদ্বয়ের প্রস্থান)

পরেশ। দেখ মহিমারঞ্জন, তোমায় আমি বরাবরই ভালবাসতাম---স্নেহ ক'রতাম, তোমার চরিত্রের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল---কিন্তু তোমার এই আচরণগুলি আমি আদৌ পছন্দ করিনে।

মহিমারঞ্জন। কোন্ আচরণের কথা ব'লছেন আপনি?

পরেশ। মেয়েদের তুমি লেখাপড়া শেখাও—আমি বারণ করিনে; কিন্তু এসব কি? কোথাকার কে একটা বাইরের লোক—জানা নেই শোনা নেই, তার সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দাও কোন্ সাহসে? আমাদের কর্ম্মজীবনে অবশ্য বিলিতিয়ানা খানিক্‌টে এসে পড়েছে—ও আর বাধা দেবার উপায় নেই; কিন্তু আমাদের ঘরের ভিতরে কি সমাজে—একটু সতর্ক হয়ে এড়িয়ে চলাই কি উচিত নয়?

মহিমারঞ্জন। ওইখানেই তো আপনার সঙ্গে আমার বরাবরই মতভেদ। আজ আমাদের পারিবারিক বা সামাজিক জীবন এত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যে, প্রাচীন কোন আদর্শ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! আপনি চেষ্টা করলেও পারবেন না।

পরেশ। তুমি কি বিশ্বাস কর, পাশ্চাত্য আদর্শই আমাদের সমাজজীবনের পক্ষে উৎকৃষ্ট আদর্শ?

মহিমারঞ্জন। না—তা করিনে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বিশ্বাস করিনে যে, আমরা চেষ্টা করলেই 'প্রাচীন' আবার ফিরে আসবে। আমাদের মতামতের কথাই নয়—স্রোতটা ওইদিকেই।

পরেশ। যাই হোক, তোমার মেয়েটির কথা শুনে আমি ভাবিত আছি। তুমি একেবারে স্রোতে হাল ছেড়ে দিওনা। বিলিতি সভ্যতার মোহে প'ড়ে অনেকেরই মনে হয়—যাকে ভালবাসে, তাকেই বিয়ে করা উচিত আর এইটেই স্বাভাবিক কিন্তু এটি যে কতবড় মারাত্মক ভুল, তুমি নিশ্চয়ই জান!

মহিমারঞ্জন। সব ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল নাও হতে পারে!

পরেশ। সব ক্ষেত্রেই মারাত্মক ভুল। তোমার বড়শালী সৌদামিনীর কথা মনে পড়ে?—নিজের মেয়ের চেয়েও আমি তাকে বেশী ভালবাসতাম, তাই তার কথা আজো ভুলতে পারিনি! নিশ্চয় সে কাউকে ভালবেসেছিল—নইলে, অমন ক'রে চ'লে যেতে পারতো? আমার মেয়ের বিয়ের সময় কলকাতার বাড়ীতে গেল, আমরা সবাই বিয়ের গোলমালে ব্যস্ত, সেই সময় কিন্তু হতভাগী কোথায় চ'লে গেল!

মহিমারঞ্জন। (অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল) হ্যাঁ, ওই রকমই শুনেছি বটে—থাক সে সব পুরোন কথা!

পরেশ। না না—তুমি জাননা মহিম, সৌদামিনীর মত ভালো মেয়ে হয় না! স্নেহে, মমতায়, সাহসে, কর্ত্তব্যে, লেখাপড়ায় অমন মেয়ে হাজারে একটি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ! সেই মেয়ের কি পরিণাম হ'ল? তোমার এই ছোট-মেয়েটিকে দেখে আমার তার কথাই মনে প'ড়ছে। তারই ধাঁচা পেয়েছে ও!

মহিমারঞ্জন। না—এবার থেকে আমি সাবধান হব!

পরেশ। সেইদিন থেকে তোমাদের এই সব কথা—পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, ভালবাসা,—মায় তোমাদের আধুনিক যুগের কাব্য, সাহিত্য, সিনেমা,—সব আমার কাছে বিষ হয়ে গেছে! তোমার সঙ্গে নন্দর বিয়েতে পর্য্যন্ত আমার মত ছিল না—যখন শুনলাম, তুমি নন্দকে ভালবাস, নন্দ তোমায় ভালবাসে। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে পর্য্যন্ত আমার ঝগড়া হ'য়ে গেল, আমি তোমার শ্বশুরকে বল্লাম, এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দাও, যাকে মেয়ে ভালবাসে না —সুখে থাকবে!

(মহিমারঞ্জন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন)

(বিজয়, রাজ্যেশ্বর ও প্রফুল্ল ডাক্তারের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। কি বিজয়, খবর কি? রাজ্যেশ্বর, এস—বস!

রাজ্যেশ্বর। খুব ভাল খবর, অথচ---! এই যে বড়কর্ত্তা, একটু শ্রীচরণের রেণু। তখন বুঝি আপনি আমায় চিনতে পার্লেন না!

পরেশ। ও---তুমি, এখানে এসে জুটেছ! তাইতো বলি---রাজ্যেশ্বরকে আর দেখিনে কেন? রাজ্যেশ্বরের একটি চাই---কারো ঘাড়ে না চেপে উনি থাকতে পারেন না। (রাজ্যেশ্বর লজ্জিত হইল) কি, তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয়ে কথা আছে নাকি?---মুখ চাওয়া-চায়ি কচ্ছ কেন?

মহিমারঞ্জন। না, এমন কিছু নয়,---আপনি বসুন!

পরেশ। নাহে না---কাজের কথা ওভাবে শুনতে নেই। তারপর, রাজ্যেশ্বর তোমার এখানে কদ্দিন?---

রাজ্যেশ্বর। আপনি তো কিছুই ক'রলেন না কর্ত্তা---তাই বাবুর কাছে আসতে হল। ওঁর হাতে অনেক কাজ---আমি গরীব মানুষ, পেটের দায়।

পরেশ। কি খেলে তোমার পেট ভরে আমায় ব'লতে পার রাজ্যেশ্বর? আমার সাতখানা গাঁয়ের প্রজার রক্ত দশ বছর ধরে খেয়েচ, তবু তোমার 'পেটের-দায়' ঘুচল না বাবা!

রাজ্যেশ্বর। (সপ্রতিভ হইবার চেষ্টায়) কর্ত্তাবাবুর ওই রকম, আমারে দেখলেই কেবল ঠাট্টা। সেকেলে মানুষ---সকলের সঙ্গেই সমভাব। আবার কাছারীতে বসলে কার সাধ্যি টুঁ-শব্দ করে!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

পরেশ। এস ডাক্তার! চল---আমরা একটু ঐদিকে যাই।

মহিমারঞ্জন। না---না, সে কি রকম কথা, আপনি উঠ্‌বেন কেন?

পরেশ। আরে বাবা---অত formality কেন? আমি তো আর তোমার কুটুম্ব না---তোমার জামায়ের কুটুম্ব। তা সে নবাবের জামাই গেল কোথায়? (পাশের ঘর দেখিয়া) এই এই, ওরে শালা---এদিকে আয়। (বিকাশ আসিয়া প্রণাম করিল) তারপর, নবাব নাজিমউদ্দৌলা সেজে যাওয়া হ'চেছ কোথায়?

বিকাশ। একটু যাত্রা শুন্‌তে যাবো।

পরেশ। বেড়ে আছ। হুঁ, শ্বশুরের অন্নে আছ---বালামের দর তো জান্‌তে হয়না;---দিন দিন ফুলছো!

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরেশ। শ্লোক জানত? ---"কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ"। তা তোমার খুব বরাত-জোর, প্রহারের বদলে---ক্ষীরভোজন চল্‌ছে। হে ভগবান, এবার ম'রে যেন মহিম মুখুয্যের জামাই হ'য়ে জন্মাই-!

বিকাশ। ম'রবার দরকার হবে না---এজন্মেই হ'ন না, একটি পোষ্ট তো খালিই আছে।

পরেশ। আমার কি তোমার মত যৌবনের জোর আছে যে, দরখাস্ত করলেই মঞ্জুর?---আমাদের টেষ্টিমোনিয়ল চাই। তা যাও, রাত্তিরে সকাল সকাল ফিরো---আপিস কামাই ক'র না, চাকরী থাক্‌বে না! এস প্রফুল্ল!

(প্রফুল্ল, পরেশ ও বিকাশের প্রস্থান)

রাজ্যেশ্বর। বুড়ো ভারি ধড়িবাজ---!

মহিমারঞ্জন। কি খবর বিজয়?

বিজয়। টাকা পাওয়া যায়নি!

মহিমারঞ্জন। বলকি---মোটেই পাওয়া যায়নি?

বিজয়। সে একরকম না পাওয়ার মধ্যে---মাত্র দু' হাজার টাকা!

মহিমারঞ্জন। শেষ পর্য্যন্ত অমরেশ এই ক'রবে আমি কখনো ভাবিনি---

বিজয়। আজ্ঞে, তাঁর কোন দোষ নেই---তাঁর জানা ছিলনা। তিনি যেদিন কলকাতা থেকে বাড়ী আসেন, সেইদিন কর্ত্তামশাই এখান থেকে সরকার পাঠিয়ে দেন গহনা আনতে---এই পূর্ণিমায় সিংহবাহিনীর পূজোয় কি নাকি তুক্‌তাক্ করা

হবে। ওটা ওঁদের কি পারিবারিক দেবোত্তর সম্পত্তি না কি---আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মহিমারঞ্জন। দেবোত্তর না ঘোড়ার ডিম---এ সব ঐ বুড়োর কারসাজি। বুড়ো ভেতরে ভেতরে কি রকম সন্ধান পেয়েছে।

বিজয়। অমরেশবাবু অনেক চেষ্টা ক'রে তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে personal guarantee দিয়ে এই টাকা যোগাড় ক'রে দিয়েছেন---তার এক হাজার তো আসতে আসতেই রাজ্যেশ্বরবাবু নিয়ে নিলেন।

রাজ্যেশ্বর। তাতে তো আমার নস্যি। তিন হাজার টাকার মাল খরিদ হ'য়েছে বাবু---সবাইকে কিছু কিছু দিয়ে থামিয়ে রেখেছি। পুরো টাকা দিয়ে কাল্‌কের চালানি নৌকোগুলো যদি কিনে ফেলা যায়---পরশু ধানচালের বাজার মণকরা আটদশ আনা অবলীলাক্রমে চড়বে। এ কর্ম্মেই হবে বাবু---যেমন ক'রে হোক। ন'হাটা, দেউলে, বাগ্‌ঘাটা, হরিরামপুর---সব মেলাকে টেক্কা দিয়েছি বাবু---এত লোক কোথাও হয় না। তারপর, তিন রাত্তির যাত্রাগানের পর ব্যাপারখানা কি দাঁড়াবে, বুঝতে পারছেন? তারওপর, রাত ন'টার পর ফড়খেলা---আরো আরো সব ব্যবস্থা ক'রেছি বাবু, অমনি কি আর হয়? তবে নিশ্চিন্তি, রাজ্যেশ্বর সরকার যতক্ষণ বেঁচে আছে। এখন আর হটবার উপায় নেই বাবু---আর দুটোদিন আপনি চালিয়ে দিন।

বিজয়। এ দিকে গতকালের drawing গেছে তিনশ টাকা, আজকের drawing পাঁচশ'---আস্‌ছে কাল আরো কিছু বাড়বে বলেই মনে হয়। এ হাজার টাকা আমি ব্যাঙ্ক বাবদে রাখা ভিন্ন কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারিনে।

মহিমারঞ্জন। (সন্দিগ্ধভাবে) ব্যাঙ্কে drawing আর কল্‌কাতা থেকে গহনা নিয়ে আসা, এই ঘটনা দু'টো এক করলে মনে হয় না কি---এতে বুড়োর টিপ্‌নি আছে?

রাজ্যেশ্বর। (পরম বিজ্ঞের মত) নিশ্চয়---নিশ্চয়। ও বাবা পরেশ চৌধুরী---তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে---ও দুধটুকু ম'রে ক্ষীরটুকু হ'য়ে আছে। ওকি আর সোজা মানুষ। ওদিক থেকে কোন সুবিধে হবে না বাবু, সে আপনার মিছে আশা।

মহিমারঞ্জন। আমার বিশ্বাস, বুড়ো আজ মজা দেখ্‌তে এখানে এসেছে। নইলে, যে লোক বিশ বছর আমার মুখ দেখ্‌লে না, আমার নামটি পর্য্যন্ত যে সহ্য করতে পারে না, সে আজ ব'ল্‌বা মাত্র আমার বাড়ীতে নেমতন্ন খেতে উপস্থিত হ'ল---এর মানে কি? তবে, আমিও সহজে হ'ট্‌বার পাত্র নই।

বিজয়। দেখুন, আপনি যা সন্দেহ ক'চ্ছেন, তা সত্যি নাও হ'তে পারে।

মহিমারঞ্জন। বিজয়, তুমি ছেলেমানুষ---ক'দিনই বা তুমি ওই বুড়োকে দেখেছ, তুমি ওর শয়তানীর অন্ত খুঁজে পাবে? আমি আজ চল্লিশ বছর, আমার জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আস্‌ছি---ওই, 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'-গোছ মানুষটি। ওর বাড়ীতে চাকরী ক'রে আমার বাবা, দেহের হাড় ক'খানা জল ক'রেছেন।

রাজ্যেশ্বর। আস্তে, আস্তে। যা ব'লছেন বাবু---একেবারে পাকা কথা। তবে, আপনার ঠাকুরের কাছেই উনি জব্দ ছেল---তাঁর কাছে কোন ধাপ্পা চল্‌তো না।

মহিমারঞ্জন। দেখ, রাজ্যেশ্বর, তুমি যদি আজ রাতের মধ্যে, হাজার চারপাঁচ টাকা যোগাড় ক'রতে পার---কাল্‌কের দিনটা র'ক্ষে হ'লে--আমি পরশু, নিজে একবার কল্‌কাতায় যেতে পারলে---

রাজ্যেশ্বর। (দীনভাবে) আমি কোথায় টাকা পাবো বাবু!

বিজয়। অমরেশবাবু আপনাকে এই পত্রখানা দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, আপনি বুড়োকর্ত্তাকে সব কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লে তিনি আপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য ক'রবেন।

মহিমারঞ্জন। (পত্র পড়িয়া অন্যমনস্কভাবে টেবিলের উপর পত্র রাখিয়া দিলেন)

রাজ্যেশ্বর। কি লিখেছেন খোকাবাবু?

মহিমারঞ্জন। সে ঐ বিজয়েরেই মত ছেলে-মানুষ। সংসারে বিশেষ ঘা তো খায়নি, সরল বিশ্বাস!

(পরেশ চৌধুরী ও প্রফুল্লর প্রবেশ)

পরেশ। ওহে মহিম, তোমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হ'ল---না আমরা আর একটু পরে আস্‌বো? খিড়কীর বাগানটা চমৎকার ক'রেছ।

মহিমারঞ্জন। আপনারা বসুন, আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হয়েছে। তাহ'লে রাজ্যেশ্বর, তুমি একবার মেলায় যাও। বিজয়, তুমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছ---খাওয়াদাওয়া ক'রে শুয়ে পড়গে। কাল সকালে আগে আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে।

প্রফুল্ল। রাজ্যেশ্বরবাবু যাবেন না, আমার দু'একটি খুব দরকারী কথা আছে মহিমবাবু! রাজ্যেশ্বরবাবুই তো আপনার মেলার ম্যানেজার?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ, রাজ্যেশ্বরের উপরই তো সমস্ত ভার।

প্রফুল্ল। আমার প্রশ্ন হ'চ্ছে---মেলায় যে রকম জনসমাগম হ'য়েছে আর উত্তরোত্তর লোকসমাগম যে রকম বাড়বে ব'লে মনে হ'চ্ছে, সেই অনুসারে তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কি ব্যবস্থা আপনারা করেছেন?

মহিমারঞ্জন। স্বাস্থ্যরক্ষা---অর্থাৎ?

প্রফুল্ল। অর্থাৎ---এ বিষয়টি আপনারা আদৌ চিন্তা করেন নি, যা খুব বেশী রকম চিন্তা করা দরকার ছিল। আজই দেখে এলাম, অন্ততঃ পাঁচসাত হাজার লোক জমায়েত হয়েছে। এদের পানীয় জলের কি ব্যবস্থা করেছেন?

রাজ্যেশ্বর। নতুন আর কি ব্যবস্থা হবে? গঞ্জের বড়পুকুরের জল সবাই যেমন খায়, মেলার লোকেরাও খাবে।

প্রফুল্ল। এরই মধ্যে সে পুকুরের কি অবস্থা হয়েছে, কাল সকালে একবার দেখবেন।

পরেশ। সত্যি মহিম, এ তো বড় সাঙ্ঘাতিক কথা!

প্রফুল্ল। কথা যে কতখানি সাংঘাতিক, আপনাদের কা'রো কিছু ধারণা নেই! এরি মধ্যে দুটো ময়রার দোকান থেকে আমায় ডাক্‌তে এসেছিল---তিনটি ছেলের ভেদবমি হয়েছে। সমস্ত দিনরাত হল্লা, বোশেখ মাসের গরম, ময়রার দোকানের খাবারের সঙ্গে মাঠের ধূলোবালি, আর তার উপর, ঐ একটা মাত্র পুষ্করিণী---সবগুলি খতিয়ে দেখুন, কি দাঁড়াতে পারে।

মহিমারঞ্জন। আপনি বড্ড বেশী থিয়োরাইজ ক'চ্ছেন প্রফুল্লবাবু!

প্রফুল্ল। এর মধ্যে থিয়োরী পেলেন কোথায় আপনি? এর ফলে যদি সমস্ত গ্রাম উজাড় হ'য়ে যায়---আমি মোটেই আশ্চর্য্য হবো না।

রাজ্যেশ্বর। কিন্তু এইতো মশায়, চিরকাল হ'য়ে আসছে। ছেলেবেলা থেকে কত মেলা দেখে এলাম ডাক্তারবাবু, আপনার কথা সত্যি হ'লে এতদিনে আমরা ম'রে ভূত হ'তাম!

প্রফুল্ল। (অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে) আপনারা ভূতের বাড়া হয়ে আছেন, কিছুতেই আপনাদের চেতনা হয় না! আপনারা দেখেও শিখবেন না, ঠেকেও শিখবেন না! এইভাবে নিজেরা ম'রবেন---পরকে মারবেন!

মহিমারঞ্জন। আজ রাতে এ বিষয় আমি চিন্তা ক'রবো। কাল সকালে আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলোচনা হবে। রাজ্যেশ্বর, তোমরা এখন যেতে পার।

(বিজয় ভিতরের দিকে ও রাজ্যেশ্বর বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। মহিমারঞ্জন মাথার চুল দুইহাতে টানিতে টানিতে চিন্তিত মনে সমস্ত ঘরটি পায়চারী করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পরেশ চৌধুরী অমরেশের হস্তাক্ষর দেখিয়া সকৌতুকে টেবিল হইতে চিঠিখানি লইয়া পড়িলেন।)

(রামলালের সহিত জনৈক লোকের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। রামলাল, কর্ত্তাবাবুকে কল্‌কেটা বদ্‌লে দাও?

রামলাল। আজ্ঞে বাবু, এই লোকটি মেলার বাজারে থেকে এসেছে ডাক্তারবাবুর খোঁজে।

প্রফুল্ল। ও---হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই তো বটে? তোমারই দোকানে একটি ছেলের ভেদবমি হ'য়েছে না?

লোক। আজ্ঞে না, আমি মেলা দেখ্‌তি আর ধান বেচ্‌তি এইছি বাবু! আমার মেয়ের ভেদবমি হ'চেছ।

প্রফুল্ল। তোমার মেয়ে?---তাইতো! তোমার নামটি কি বাপু?

লোক। আজ্ঞে আমার নাম গুরুচরণ মোড়ল।

প্রফুল্ল। মেয়ে এখন কেমন?

গুরুচরণ। আজ্ঞে হুজুর, ডাক্‌লি উত্তর দেয় না ---বড্ড বেহুঁস, আর ভুল বক্‌ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে তার গর্ভধারিণীর নাম করে কেবল বল্‌ছে---"মা, এয়েছ তুমি?---আমায় নিয়ে চল, বাড়ী নিয়ে চল"। আমার পরিবার পাশে ব'সে রয়েছে, তাকে চিন্‌তি পারছে না। আপনি একটিবার চলুন হুজুর দয়া ক'রে, (ক্রন্দন) ---আমার ধান যাক্‌---সব যাক্‌, আপনি বাবু মেয়েটির প্রাণদান দিন!

পরেশ। আহা--ডাক্তার, ডাক্তার।

প্রফুল্ল। চল চল---আমি যাচ্ছি; কিন্তু আর একজন ডাক্তার দরকার হবে। আচ্ছা, আমাদের শশীবাবুকে ডেকে নিচ্ছি। আপনার গাড়ীখানা পাওয়া যাবে মহিমবাবু?

মহিমারঞ্জন। ও---নিশ্চয়ই। গাড়ীখানা আছেরে রামলাল?

রামলাল। আজ্ঞে---হ্যাঁ হুজুর।

(প্রফুল্ল, গুরুচরণ ও রামলালের প্রস্থান

মহিমারঞ্জন। কি বিভ্রাট দেখুন! ভদ্রলোককে এখানে খেতে ব'ল্লাম, অথচ---

পরেশ। তা আর কি ক'রবে বল? ডাক্তারদের অমন হ'য়েই থাকে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করা যাক। নাও ব'স---মাথা ঠাণ্ডা কর। তুমি কি স্বভাবতঃই এই রকম উত্তেজিত থাক---না, আজ এই মেলার ব্যাপারে---?

মহিমারঞ্জন। আমার এ জীবনের নিত্যসঙ্গী--- গণ্ডগোল একটা-না-একটা রোজই আছে। আপনা-দের মতন তো আর জমিদারীর আয় নেই যে, নির্ভাবনায় পায়ের উপর পা দিয়ে চ'লবে।

পরেশ। তুমি বুঝি তাই মনে কর? তোমার বাবা বেঁচে থাক্‌লে অন্য কথা ব'লতো। জমিদারীর কাজ সে বুঝতো। পায়ের ওপর পা দিয়ে চালালে, অনেকদিন আগেই জমিদারী লাটে উঠ্‌ত--- সাত পুরুষ ধ'রে আর ভোগদখল ক'রতে হ'ত না।

মহিমারঞ্জন। আপনার সময় পর্য্যন্ত প্রাচীন কালের নিয়মেই সমস্ত চ'লেছে। এখন অমরেশ-বাবুর আমলে কি হয় দেখা যাক্‌।

পরেশ। আরে বাবা---তোমরা ভাব, বুঝি তোমরাই একা অগ্রসর হ'য়েছ? তা নয়রে বাবা! অগ্রসর হওয়া চলেছে অনেকদিন থেকে! ঐ যে ইষ্টিশনের কাছে ব্রাহ্মসমাজের প'ড়ো বাড়ীটে আছে না?---আজকাল আর ভূতের ভয়ে কেউ ওদিকে যায় না, ঐটিই এ গাঁয়ের প্রথম উন্নতির চিহ্ন। তারপরে হ'ল ইংরিজি ইস্কুল, তারপর রেল, ---আমার আমলে কলকাতার বাড়ী, মটরকার। এইবার আমার বাবাজী কোন লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টার হ'লেই সম্পত্তির বালাই যেটুক আছে ওটুকু ঘুচে যাবে।

মহিমারঞ্জন। (ভিতরে ভিতরে দারুণ সন্দেহ) না, অমরেশবাবু তো খুব হিসেবী, আর ভারী বুদ্ধিমান।

পরেশ। তোমায় যে চিঠি লিখেছে---তা প'ড়ে তো মনে হয়না বুদ্ধিমান।

মহিমারঞ্জন। (দারুণ বিরক্তির সহিত শুষ্ককণ্ঠে) আপনি আমায় চিঠি পড়েছেন?

পরেশ। এই যে---টেবিলের ওপর খোলা প'ড়ে আছে। প'ড়বার ইচ্ছে ছিল না,---দেখলাম অমরেশের হাতের লেখা---একটু কৌতূহল হ'ল---। দরকারী চিঠি কি এইভাবে রাখে বাবা।

মহিমারঞ্জন। আপনি আমায় ক্ষমা ক'রবেন, আমি আপনাকে না জানিয়ে অমরেশবাবুর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা ধার ক'রেছি।

পরেশ। তাতে আর দোষ কি? তিনি তো আর নাবালক নন। আমার মতামত না নিয়ে তিনি আরো অনেক কাজ ক'রে থাকেন।

মহিমারঞ্জন। অমরেশবাবুর একান্ত ইচ্ছা, আমার কারবারে আপনি বেশ ভাল ক'রে যোগ দেন।

পরেশ। হ্যাঁ, তার চিঠি ওই মর্ম্মেই বটে---।

মহিমারঞ্জন। দেখুন, আপনি যদি কিছু বেশী টাকা বার করেন, তাহ'লে আমি এখানে একটা কাপড়ের কল ক'রতে সাহস পাই।

পরেশ। কেন?---ধান, চাল, পাটে বুঝি আর তেমন সুবিধে হ'চেছ না?

মহিমারঞ্জন। অবশ্য, এ বছর অতি দুর্বৎসর---আমি সেজন্যে ব'লছিনে। কাপড়ের কল হ'লে একটা সত্যিকার বড় কারবার হয়---অনেক টাকা খাটে, আমাদেরও পোষায়, দশজন লোকও প্রতিপালন হয়।

পরেশ। শোন মহিম, বহুদিন তোমার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাৎ নেই বটে, কিন্তু তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি---অনেকের মুখে, প্রশংসা নিন্দে দু'ই। আমি তোমায় বাহাদুরি দিই---তুমি সামান্য অবস্থা থেকে সংসারে উঠেছ, বড় হ'য়েছ, দশজনের একজন হ'য়েছ, তুমি বাঙালী বাহাদুর। তুমি যদি আমার সাহায্য চাও, আমায় কোন কিছু গোপন ক'রতে পারবে না বাপু! তোমার সমস্ত হিসেবপত্তর, খাতা আমি নিজে দেখবো। তুমি যদি আমায় খুশী ক'রতে পার---তুমি কি বলছ, আমি তোমায় পাঁচ লাখ টাকা ফাইনান্স্ ক'রতে রাজী আছি। কিন্তু আমায় তোমার কারবারের ঠিক অবস্থাটি দেখিয়ে দিতে হবে বাবা।

মহিমারঞ্জন। আমার সমস্ত হিসেবনিকেশ একখানা খাতায় আলাদা অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট করা আছে, আপনি চলুন আমার আপিস-ঘরে---আমি পাঁচ মিনিটের ভিতর আপনাকে সব বুঝিয়ে দেব।

পরেশ। কটা বেজেছে? ডাক্তারের---এখনো আসবার সময় হয়নি?

মহিমারঞ্জন। ডাক্তার আসবার আগেই আমরা শেষ ক'রবো, আপনি আসুন। (উভয়ে উঠিলেন) কিন্তু আমার দিক থেকে আমার একটি প্রস্তাব আছে।

পরেশ। কি বল?

মহিমারঞ্জন। আমি আপনার কাছে কোন কিছু গোপন রাখছিনে---আমার কারবারের কোথায় কি গলতি, সবই আপনি জানতে পারবেন! আপনি আমায় কথা দিন, কাউকে কিছু ব'লবেন না?

পরেশ। না---ব'ল্‌বো না।

(উভয়ে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন)

(তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর ঘরের আলো একটু ম্লান হইল। সেই ম্লান আলোকের কুহেলিকার ভিতরে প্রবেশ করিল পূর্ণিমা। সে একবার আফিস-ঘরের দিকে, একবার বাড়ীর ভিতরের দিকে চাহিয়া সোৎসুকে বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিতেই সেই দিক হইতে দ্রুতপদে মতিলাল ঘরে প্রবেশ করিল।)

মতিলাল। পূর্ণিমা দেবী।

পূর্ণিমা। (সানন্দে ও সবিস্ময়ে) আপনি---।

মতিলাল। (সসঙ্কোচে) আমি বিকাশবাবুর সাইকেলখানা ফেরত দিতে এসেছি! নীচে কারুর দেখা না পেয়ে ওপরে এলাম।

পূর্ণিমা। আপনি ছাড়া পেয়েছেন?

মতিলাল। ধরা দেবার দরকার হ'লনা। পুলিশের ব্যাপারটা কিছুই নয়, ওটা বিকাশবাবুর কি একটা মতলব ছিল বোধ হয়।

পূর্ণিমা। এ দু'দিন কোথায় ছিলেন?

মতিলাল। তোমাদের এই নদীতে নৌকোয় ক'রে বেড়িয়ে এলাম। বেশ চমৎকার জায়গা!

পূর্ণিমা। বসুন---বাবা এখুনি আসবেন।

মতিলাল। না---তোমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসিনি,---দেখা না হলেই খুশী হবো।

পূর্ণিমা। তাহ'লে এখানে এলেন কেন?

মতিলাল। (মুগ্ধের মত) তোমায় একটি কথা ব'লতে।

পূর্ণিমা। আমায়---আমায় কি ব'লবেন?

মতিলাল। (প্রায় উচ্চকণ্ঠে)

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হ'ল যেন চিনি!"

পূর্ণিমা। আস্তে---আস্তে।

মতিলাল। আমি আবার আস্তে কথা ব'লতে পারিনে---তাহ'লে তুমি বাইরে এস!

পূর্ণিমা। অনেক রাত হ'য়ে গেছে---

মতিলাল। না না, এখনো বেশী রাত হয়নি। **The night is wonderful and the moon is fine!**

(পূর্ণিমা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

মতিলাল। এস!

(উচ্চকণ্ঠে) "তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে
হে রসতরঙ্গিনী,---
---চিনিগো তোমায় চিনি।"

ওঃ---তোমাদের বাড়ীতে বুঝি কবিতাপড়া নিষেধ? মনে ছিলনা---এস!

পূর্ণিমা। আঃ---চলুন---বাইরে চলুন!

(উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে আপিস-ঘরের ভিতর হইতে পরেশ চৌধুরী)

পরেশ। আর কিছু দেখবার দরকার নেই---তোমার খাতাপত্তর গুটিয়ে রাখতে পার।

(উভয়ে হলঘরে আসিলেন)

মহিমারঞ্জন। (ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া) তা রাখছি। কাল সকালে আপনি আমায় পনের হাজার টাকা দিচ্ছেন?

পরেশ। (প্রায় তাচ্ছিল্যের সহিত) অমরেশকে বোকা বোঝাতে পেরেছিলে ব'লে তুমি কি মনে ক'রেছিলে আমাকেও বোকা বোঝাবে?

মহিমারঞ্জন। (হতাশ তিক্তকণ্ঠে) আমি আপনার কাছে কোন কথা গোপন রাখিনি। নতুন কোন কথা ব'লতে চাইনে। আপনার কাছে আমার সরল প্রস্তাব---কাল সকালে পনের হাজার টাকা আপনি আমায় দেবেন কিনা? আমার সমস্ত কারবার আপনি মর্টগেজ রাখতে পারেন।

পরেশ। প'নের হাজার তো তুচ্ছ কথা, পঞ্চাশ হাজার টাকাতেও তোমার কারবার বাঁচানো যাবে না বাবা!

মহিমারঞ্জন। (তাঁহার মনে হইল, পরেশবাবু ছলে ও কৌশলে তাঁহার কারবারের গলতি জানিয়া লইলেন) তাহ'লে আপনি টাকা দেবেন না?

পরেশ। না!

মহিমারঞ্জন। (অতি উত্তেজিত ভাবে) কিছুতেই দেবেন না?

পরেশ। আমিতো পাগল হইনি। পরের টাকা নিয়ে জুয়াখেলা ক'রে তোমার লোভ বড় বেড়ে গেছে; কিন্তু সমস্ত কাজেরই তো হিসেব-নিকেশ একদিন দিতে হয়।

মহিমারঞ্জন। আমি শেষবার আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রছি, আপনি দেবেন কি না?

পরেশ। না!

মহিমারঞ্জন। দেবেন না?

পরেশ। এ ব্যবসায়ে কোন পক্ষেই কোন লাভ নেই---তোমার নিজের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি। এর শেষ হওয়া দরকার।

মহিমারঞ্জন। (আত্মহারা) তাহ'লে শুনুন, একটু কথা এখনো আপনার কাছে গোপন রেখেছি;

আমি যদি যাই, আপনিও থাকছেন না---অমরেশ-বাবু আমার ওয়ান-থার্ড পার্টনার।

পরেশ। জানি---।

মহিমারঞ্জন। (সবিস্ময়ে) আপনি জানেন?

পরেশ। হ্যাঁ---সেইজন্যেই তার মায়ের গহনা কলকাতা থেকে আনিয়ে নিজের কাছে রেখেছি---যাক্, নেমন্তন্ন ক'রে এনে শুধু ঝগড়াই ক'রবে, না খেতে দেবে? তোমার বাড়ীর অন্দরমহলটা কোন্ দিকে? এ তো সদর-অন্দরের হদিস্ পাওয়া দায়। ও মা---নন্দরাণী!

("নন্দরাণী" বলিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজা খুলিতে দেখিলেন সম্মুখে নন্দরাণী---পশ্চাতে সৌদামিনী দাঁড়াইয়া আছে। পরেশ চৌধুরীর সঙ্গে মহিমারঞ্জনের উক্ত বাদানুবাদ শুনিয়া তাহারা দরজার ধারে আসিয়াছিল।)

পরেশ। (পরেশবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; যাহা কখন দেখিবেন মনে করেন নাই, তিনি তাহাই দেখিয়াছেন) মেয়েটি কে নন্দ? দেখেছি ব'লে মনে হ'চেচ!

নন্দরাণী। (কি উত্তর দিবেন বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর দিকে চাহিলেন)

মহিমারঞ্জন। (মুহূর্তের জন্য মনে হইল বুঝি কোন্ অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা তাঁহাকে বিড়ম্বনা করিতেছেন ---আত্মহারা) আপনি এখানে বসুন, খাওয়ার ব্যবস্থা পাঁচ মিনিটের ভেতর হবে।

পরেশ। খাওয়ার ব্যবস্থার আর দরকার হবে না। আমি ভেবেছিলাম, শুধু তোমার কারবারেই গণ্ডগোল,---এখন দেখছি, তোমার বাড়ীর ভেতরও কম গণ্ডগোল নয়।

(প্রস্থানোদ্যত)

(নন্দরাণী আসিয়া মাতুলের পা'দুখানি ধরিলেন)

নন্দরাণী। দোহাই মামাবাবু, আপনার পায়ে পড়ি---আমাদের উপর রাগ ক'রে আপনি যদি না খেয়ে চ'লে যান, সে দুঃখ আমার মরে গেলেও যাবে না।

পরেশ। কই---সে হতভাগী কোথায় গেল? তাকে আসতে বল আমার সামনে---তাকে আসতে বল।

(সৌদামিনী ধীরে ধীরে মাতুলের সামনে আসিয়া প্রণাম করিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া মহিমের দিকে চাহিলেন।)

পরেশ। মহিম, এখন কি বলবার আছে তোমার---কি বলবার আছে?

সৌদামিনী। (মহিমারঞ্জনের প্রতি) এইবার তুমি বল, সত্যি কথা বল। তোমাকে ব'লতে হবে---আমি কারো মুখ চাইব না---আজ আমি সত্যি কথা ব'লবো।

নন্দরাণী। কি---কি---সত্যিকথা?

(উগ্র উৎকণ্ঠার ও আশঙ্কায় হাত-পা কাঁপিতে লাগিল)

মহিমারঞ্জন। (পুনরায় আত্মস্থ---নিজ প্রতিভায় সমুজ্জ্বল) মন দৃঢ় কর, ভেঙে প'ড়লে চ'লবে না। সৌদামিনী ভয় পেও না। আমি কোন কথা গোপন ক'রবো না---পরেশবাবু বসুন। আপনি আমার কারবারের গলতি জেনেছেন---আজ বিশ বছর ধ'রে যে খবরটি জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন, সেই কথা আজ আমি নিজেই ব'লছি---বসুন!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহিমারঞ্জনের বাড়ীর খিড়কীর দরজা---অদূরে নদী

(পূর্ণিমা ও মতিলাল ছাদে দাঁড়াইয়াছিল। নদীতে একখানি নৌকায় একটী মাঝি গান গাহিতেছিল। গান ভালো লাগায় মতিলাল মাঝিকে ডাকিল।)

মতিলাল। (নেপথ্যে) ওহে বাপু, এইদিকে এস---আমরা নীচে যাচ্চি!

(মতিলাল, পূর্ণিমা ও মাঝির প্রবেশ)

মতিলাল। এইবার গাও।

গান

এই ঘাটেতে আমার বঁধু
ধুয়েছিল গা,
আমার নায়ে রেখেছিল—
আলতাপরা পা।
যাবার সময় বলেছিল,
আসবো আবার ফিরে—
আমার দেখা পাবে বন্ধু,
এই মধুমতীর তীরে;
কেন বঁধু এল না।
আজো হেথা কোকিল ডাকে
শীতল নদীর জল,
ঝরা ফুলে ছেয়ে গেছে—
তীরের বনতল।
জোয়ার-জলে মধুমতী—
এখনো টলমল।
আমি তরী নিয়ে ব'সে আছি
আমার বঁধু এল না॥

(গান শেষ হইলে মতিলাল গায়ককে পয়সা দিবার জন্য পকেট খুঁজিল—পয়সা পাইল না।)

মতিলাল। (মাঝির প্রতি) আচ্ছা, তুমি যাও।

(মাঝি চলিয়া গেল)

মতিলাল। বাঃ—বাঃ, চমৎকার গান। এ গান ছাড়া অন্য গান এখানে মানাতো না।

পূর্ণিমা। গান ভাল, কিন্তু আপনি আমায় ডাকলেন কেন?

মতিলাল। না না—ওরকম আপনি-আজ্ঞে বলা চ'লবে না। এখন থেকে তমি আমায় 'তুমি' ব'লবে।

পূর্ণিমা। (মৃদু হাসিয়া) আপনাকে 'তুমি' ব'লবো—কেন?

মতিলাল। তোমার কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে?

পূর্ণিমা। কি প্রস্তাব?

মতিলাল। ধর, আমরা দু'জন যদি এই নদীর ঘাট থেকে একখানা নৌকো ভাড়া ক'রে, খুব দূরদেশে চলে যাই—what do you think of the idea?

পূর্ণিমা। Very bad idea। আমি আপনার সঙ্গে যাব কেন?

মতিলাল। কেন?—আমি যে তোমায় ভালবাসি। It is pure romance—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না।

পূর্ণিমা। না।

মতিলাল। ও—আমি যে তোমায় ভালবাসি, তুমি তা বিশ্বাস ক'চ্ছ না। আচ্ছা, কি প্রমাণ দিলে তোমার বিশ্বাস হবে? ধর, এই নদীর জলে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ি?

পূর্ণিমা। থাক্ থাক্—আর ঝাঁপ দিতে হবে না। বিশ্বাস হয়, যদি তুমি নিজে আমার বাবার কাছে গিয়ে আমার বিয়ে করার প্রস্তাব কর।

মতিলাল। (সভয়ে) ও বাবা। তোমার বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে না।

পূর্ণিমা। কেন বিয়ে দেবেন না? নিশ্চয়ই দেবেন।

মতিলাল। হঁ্যা দেবে—তুমি জাননা; তাড়িয়ে দেবে—মেরে তাড়াবে। আরেবুর—পাত্তর হিসেবে কি আর একটা ভাল পাত্তর। I have no income এক পয়সাও আয় নেই—but I love you!

(বাড়ীর ভিতর হইতে বিজয় ও বাহির হইতে প্রফুল্ল ডাক্তার আসিল।)

প্রফুল্ল। কে—বিজয়?

বিজয়। প্রফুল্লবাবু, আমি আপনাকে দেখতে পাইনি।

প্রফুল্ল। কে—মতিলাল। ও—হ্যাঁ, তা মতিলাল, তুমি কখন্ এলে?

মতিলাল। (অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া) আমায় দেখে তুমি যেন ঠিক খুশী হ'তে পারলে না।

প্রফুল্ল। না—আমি বড় চিন্তিত আছি। এখানে একটা অস্থায়ী হাঁসপাতাল করা দরকার। মেলার বাজারে আরো সাতজন লোকের কলেরা হ'য়েছে, সেখানে থাকলে তারা বাঁচবে না।

পূর্ণিমা। আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে আসুন, ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

বিজয়। না—না, পূর্ণিমা, তুমি এখন বাড়ীর ভিতরে যেওনা?

পূর্ণিমা। কেন, কি হ'য়েছে.—বাড়ীর ভিতরে যাব না কেন? মায়ের কি কোন—

বিজয়। কি জানি, কি হ'য়েছে—আমি জানিনে। তোমার মা মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, পরেশবাবু রাগ ক'রেছিলেন—তাঁর চোখেও দু' এক ফোঁটা জল দেখেছি—আর সেই মহিলাটি কেবলই কাঁদছেন। আমি ঘরে যাচ্ছিলাম—তোমার বাবা ইঙ্গিত ক'রে যেতে নিষেধ ক'রলেন।

পূর্ণিমা। সে কি?—তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে বিজয়।

প্রফুল্ল। যাই হোক, আমার যে জরুরী কাজ—সাত জন লোকের জীবন-মরণ নিয়ে প্রশ্ন। আমি আর দেরী ক'রতে পারিনে।

বিজয়। আপনি একটু অপেক্ষা করুন প্রফুল্লবাবু। আমি বরং খোঁজ নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান

প্রফুল্ল। তারপর মতিলাল, তোমায় ক'লকাতায় নিয়ে গিয়েছিল না?

মতিলাল। (অপমানিত মনে করিয়া) নিয়ে যাবে কে?—আমি কার ধার ধারি?

প্রফুল্ল। (সহজভাবে) আবার পালিয়েছ নাকি?

মতিলাল। (ক্রুদ্ধভাবে) পালাব! কেন—কিসের ভয়ে পালাব?

প্রফুল্ল। না-না—তা ব'লছিনে; তবে, তুমি না একবার—?

মতিলাল। (আহত শার্দ্দূলের মত) না-না, আমি একবারও না।

প্রফুল্ল। ও—হ্যাঁ, তা'হবে; আমি শুনছিলাম—

মতিলাল। (ক্রোধে আত্মহারা) তুমি কি ব'লতে চাও আমাকে? আমি অসৎপাত্র, আর তুমি খুব সৎপাত্র? ডাক্তারী পাশ ক'রে একেবারে মাথা কিনেছ। তোমার নিজস্ব কি আছে? ইয়োরোপ-আমেরিকা ওষুধের লিষ্ট পাঠাবে, তুমি বিক্রী ক'রে কমিশন নেবে—এই তো তোমার কাজ?

প্রফুল্ল। আরে—তুমি চ'টে যাচ্ছ কেন। আর সুপাত্র-কুপাত্রের কথাই বা তুলছ কেন?

মতিলাল। আমি বলছি, সৎপাত্র আমিও না —তুমিও না; বরং ঐ যে ভাটিয়াল গান গাইছিল, সে তোমার-আমার চেয়ে ঢের বেশী সৎপাত্র।

প্রফুল্ল। (কিছুই বুঝিতে না পারিয়া) আরে,—ব'স ব'স, হঠাৎ তোমার মাথায় কি ঢুক্‌লো? তুমি এ রকম বদরাগী, আগে আমার জানা ছিল না।

মতিলাল। স্পষ্ট কথা ব'ল্লেই বদরাগী হয়।

প্রফুল্ল। একটু স্থির হ'য়ে ব'স দেখি। বল, তোমার কথাটা কি? প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি? তুমি কি ব'লতে চাও?

মতিলাল। কিছু ব'লতে চাইনে। আমি আজ রাত্রের ট্রেণেই কলকাতায় যাব। তোমাদের গাঁয়ে থাকতে চাইনা ভাই। তোমরা এখানে সুখেস্বচ্ছন্দে বাস ক'র।

প্রফুল্ল। বলি, তোমার হ'ল কি? পূর্ণিমা দেবী, আপনি আপনার বন্ধুকে শান্ত করুন।

পূর্ণিমা। (মধুরহাস্যে) উনি আমার বন্ধু, না আপনার বন্ধু?

প্রফুল্ল। আপাততঃ আমার বন্ধুত্ব উনি স্বীকার ক'চ্ছেন না।

(বিজয় আসিল)

প্রফুল্ল। বিজয়বাবু---কি হ'ল?

বিজয়। আপনি আসুন। মতিবাবু, আপনিও আসুন---আপনার তো এখনো খাওয়াদাওয়া হয়নি?

মতিলাল। ধন্যবাদ---! আবশ্যক হবে না; আমি আজ রাত্রের গাড়িতে চ'লে যাব, আপনাদের গাঁয়ে থাক্‌তে চাইনে।

বিজয়। আসুন প্রফুল্লবাবু!

(প্রফুল্ল ও বিজয় চলিয়া গেল)

পূর্ণিমা। আচ্ছা, তুমি হঠাৎ প্রফুল্লবাবুর উপর ওরকম রাগ ক'রে উঠলে কেন?

মতিলাল। না---না, ও কিরকম superior attitude নিয়ে আমায় দেখে, লক্ষ্য ক'রনি? 'ও-হ্যাঁ-তাইতো'---যেন আমি একটা ভ্যাগাবাণ্ড, আর উনি মস্তবড় কৃতী!

পূর্ণিমা। (বন্ধ্যাপ্রিয় উকীলের মত জেরা করিয়া) তা, তুমি কুপাত্র-সুপাত্রের কথা তুললে কেন?

মতিলাল। (ধরা পড়িয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে) কি জানি---হঠাৎ কেমন মনে হ'ল, ও তোমায় বিয়ে ক'রতে চায়!

পূর্ণিমা। (আত্মভাব গোপন রাখিয়া) এ রকম মনে ক'রবার হেতু?

মতিলাল। (অত্যন্ত সরলভাবে) সেদিন ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ তোমার কথা আলোচনা হ'য়েছিল। আমি প্রফুল্লকে ব'লেছিলাম, এই মেয়েটিকে পেলে আমি জীবনে সুখী হব।

পূর্ণিমা। ও---; উনি কি উত্তর দিলেন?

মতিলাল। উনি প্রকারান্তরে আমায় জানিয়ে দিলেন---মহিমবাবু বড়লোক, আমার মত বেকার-সমস্যার পাত্রকে উনি কি মেয়ে দেবেন?

পূর্ণিমা। তাহ'লে তোমার রাগ হওয়ার কথা বটে।

মতিলাল। দেখ পূর্ণিমা, আমার মাথায় এবার একটি বেশ চমৎকার আইডিয়া এসেছে! What do you think of it?

পূর্ণিমা। কি---?

মতিলাল। ধর, আমরা দু'জনে যদি একটা ইস্কুল করি,---তুমি বাঙ্‌লা পড়াবে---আমি ইংরিজি পড়াব? দশটি মেয়ে, দশটি ছেলে---mixed class---কেমন আইডিয়া!

পূর্ণিমা। Not bad---তবে ছাত্ররা মাইনে দেবে না!

মতিলাল। মাইনে দেবে না?---There is the rub! মাইনে দিলে বড় ভাল হ'ত।

পূর্ণিমা। এখন চল, বাড়ীর ভেতর চল---মায়ের অসুখ।

মতিলাল। না---তোমাদের বাড়ীতে যেতে আমার ইচ্ছে নেই। আবার তোমায় ছেড়ে গেলে আর হয় তো তোমায় পাব না। আচ্ছা---চল।

(উভয়ের প্রস্থান।

(পরেশ চৌধুরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সৌদামিনী প্রবেশ করিলেন)

সৌদামিনী। আপনি চ'লে যাচেছন মামাবাবু!

পরেশ। হ্যাঁ!

সৌদামিনী। আমায় কিছু ব'লবেন?

পরেশ। না---আমার কাছে তুমি অনেক আগেই মারা গেছ।

সৌদামিনী। যে পাপ আমি ক'রেছিলাম, সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রছি!

পরেশ। আমি বিশ্বাস করি!

সৌদামিনী। তবু কি, আজ আমি আপনার ক্ষমা পাব না?

পরেশ। শোন সৌদামিনী---সেকালে যখন আমার মেয়ে বেঁচে ছিল, তুমি আমার কাছে মেয়ের বেশী ছিলে! তোমার উপর আমার রাগ নেই, মরা মানুষের উপর জ্যান্ত মানুষের রাগ থাকে না! (কঠোর বিচারকের মত) তুমি হয়তো মনে ক'চছ, হিন্দুসমাজ খুব কঠোর, তোমার উপর অন্যায় আচরণ করেছে।

সৌদামিনী। না---আমি তা মনে করিনে।

পরেশ। মনে করনা, ভাল—আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি। শোন, আমার মনের সঙ্কল্প—কোন তীর্থে গিয়ে ম'রব। গুরুর কৃপায় ম'রবার আগে যদি কোন তীর্থবাস আমার ভাগ্যে থাকে, সেই সময় আমি তোমায় খবর দেব—তুমি এস! যাও মা—এখন তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও।

(সৌদামিনীর প্রস্থান)

(মহিমারঞ্জনের প্রবেশ)

পরেশ। আমি তোমার জন্যে দুঃখিত মহিম!

মহিমারঞ্জন। সত্যি দুঃখিত—না মৌখিক ভদ্রতা ক'রছেন?

পরেশ। তোমার সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতা ক'রবার আমার পক্ষে কোন আবশ্যক ছিল না!

মহিমারঞ্জন। আপনি আমায় এত তুচ্ছ মনে করেন?

পরেশ। তুমি কি ক'রেছ—জান? তার কি প্রায়শ্চিত্ত, তোমার ধারণা নেই!

মহিমারঞ্জন। বলুন!

পরেশ। তুমি আমার ভগ্নীপতির বংশে কলঙ্ক দিয়েছ। আমার ভগ্নীপতির বংশ নিষ্কলঙ্ক। সেই নিষ্কলঙ্ক কুলে তুমি কালি দিয়েছ! তোমার স্ত্রীর আর তোমার মেয়েদের মুখ চেয়ে আজ তোমায় ক্ষমা ক'রতে হ'চ্চে! নইলে, এ অপরাধে পরেশ চৌধুরী আজ পর্য্যন্ত কাউকে ক্ষমা ক'রেনি।

মহিমারঞ্জন। অনুগ্রহ করে ক্ষমা ক'রবেন না, শাস্তি দিন!

পরেশ। শাস্তি দেব! তিরিশ বছর আগেকার পরেশ চৌধুরীকে তুমি ঠিক জানতে না—তোমার বাবা জানতো। তিরিশ বছর আগে এ ঘটনা ঘ'টলে মহিম মুখুয্যের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে বার করে দেওয়া হ'তো!

মহিমারঞ্জন। আপনিও তিরিশ বছর আগেকার পরেশ চৌধুরী নন—আমিও আপনার কর্ম্মচারীর ছেলে মহিম মুখুয্যে নই—আজ এই গাঁয়ে আমাতে আর আপনাতে তফাৎ খুব বেশী নয়। তবে আর ক্ষমা ক'রবার কথা তুলছেন কেন? আপনার সামর্থ্য নেই বলুন?

পরেশ। সামর্থ্য আছে কি-না দেখিয়ে দিতে পারতুম, যদি তোমার স্ত্রী আমার ভাগ্নী না হত!

মহিমারঞ্জন। যাক—আপনি মহৎ, আপনি দয়ালু, আপনি আত্মীয়বৎসল! আমি স্বীকার ক'চ্চি, আপনি আমায় ক্ষমা ক'রেছেন! এখন আমার প্রস্তাব, কিছু টাকা চাই—পারেন দিতে?

পরেশ। না!

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা, তাহ'লে আপনি আসুন—নমস্কার!

পরেশ। দেখছি, তুমি শুধু টাকাই চিনেছ! আত্মীয়তা, সামাজিকতা—এসবের মূল্য তোমার কাছে কি নেই!

মহিমারঞ্জন। ঠিক এ সময়টিতে নেই, ভবিষ্যতে হয়তো থাকতে পারে।

পরেশ। শুনে সুখী হলাম!

মহিমারঞ্জন। একটা স্পষ্ট কথা ব'লব?

পরেশ। স্পষ্ট কথাই তো বলচো আজ—তোমার আগেকার কথাগুলোও বেশ স্পষ্ট! বল।

মহিমারঞ্জন। দেখুন, পৈতৃক সম্পত্তির মুনফা বার্ষিক দু'লাখ টাকা থাকলে পরকে সামাজিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া খুব সহজ!

পরেশ। না—সহজ নয়; তবে তোমায় সেকথা বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা—তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এ কথা জেন, আমার সময়ের অনেক জমিদারের জমিদারী ঋণগ্রস্ত হয়েছে—কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডে গেছে। আমার যায়নি, কেন যায়নি—জান? প্রজার স্বার্থ আর সুবিধা বাঁচিয়ে চ'লেছি ব'লে আমি আজও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

মহিমারঞ্জন। এ গ্রামের সর্ব্বসাধারণের জন্য আমিও কম টাকা দিইনি—সেকথা সবাই জানে।

পরেশ। পরের টাকা আর নিজের টাকার ভিতর তুমিতো কোন পার্থক্য রাখতে পারনি—সে নীতিজ্ঞান তোমার নেই। যে নীতিজ্ঞানের অভাবে সৌদামিনীকে একা ফেলে আসতে তোমার আটকায়নি, সেই নীতিজ্ঞানের অভাবে "ক্রেডিট সোসাইটির" টাকা খরচ ক'রতেও তোমার বাধেনি।

মহিমারঞ্জন। জীবন সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই ব'লেই আজ আপনি আমায় একথা ব'লছেন। আমার মত অবস্থায় আপনি কখনও পড়েন নি, আপনাকে আমি বোঝাতে পার'ব না—আপনিও তা বুঝতে পারবেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চেয়ে বড় মন নিয়ে তো আপনি জন্মান নি, কোন গতিকে জমিদারী রক্ষা করা ছাড়া জীবনে বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করার সঙ্কল্পও আপনার কোনদিনই হয়নি। দেখুন, আমি চেষ্টা করেছি—অন্ততঃ একথা আপনিও স্বীকার ক'রবেন, পঞ্চাশ বছরে গ্রামের আপনি কিছুই ক'রতে পারেন নি, আমি দশ বছরে নতুন গ্রামের প্রতিষ্ঠা ক'রে কিভাবে মানুষের থাকা উচিত, তা দেখিয়ে দিয়েছি।

পরেশ। (বিশেষ বিবেচনা করিয়া) এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে—

মহিমারঞ্জন। যাক—আপনি খুব খুশী হ'য়েছেন তো ?

পরেশ। না—খুশী হইনি, বরং ভয় পেয়েছি। সেই জন্যেই তোমার এ উন্নতিকে উন্নতি মনে ক'রতে ভরসা হয় না। যাক্—এ তোমার নিজের কথা। তোমার কথায় কথা বলার অধিকার আমার নেই। আচ্ছা, আমি চ'ল্লাম। হ্যাঁ—শোন, সাধারণের গচ্ছিত টাকা ভেঙে তুমি কারবার চালাচ্ছ, একথা আমি প্রচার না ক'রলেও লোকের জানতে দেরী হবেনা। সাবধান হ'য়ে কাজ ক'রো।

মহিমারঞ্জন। আমিতো উপদেশ চাইনি।

পরেশ। উপদেশ চাওনা ? তাহ'লে শোন—আমি তোমায় আদেশ ক'চ্ছি, কাল বেলা এক প্রহরের পর এ গাঁয়ে কেউ যেন সৌদামিনীকে তোমার বাড়ীতে দেখতে না পায়।

মহিমারঞ্জন। দেখ্তে পেলে কি হবে ?

পরেশ। মহিম মুখুয্যের পক্ষে খুব ভাল হবে না। পরেশ চৌধুরী আজো মরেনি।

(পরেশ চৌধুরীর প্রস্থান।)

(বিকাশ আসিল)

মহিমারঞ্জন। কে—বিজয় ?

বিকাশ। আজ্ঞে আমি। বিকাশ!

মহিমারঞ্জন। এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে ?

বিকাশ। আজ্ঞে, মেলার বাজারে যাত্রা শুন্ছিলাম।

মহিমারঞ্জন। যাত্রা শুন্ছিলে ?

বিকাশ। বেশ যাত্রা—"গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ"। অনেক ভাল ভাল কথা আছে—বেশ সদুপদেশ পাওয়া যায়!

মহিমারঞ্জন। যাও—বাড়ীর ভেতর যাও।

বিকাশ। আজ্ঞে—তাই যাচ্ছি! কাল আপনি যাবেন একবার ? কাল "সমুদ্রমন্থন"।

(মহিমারঞ্জন বিকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল—লোকটা হয় পাগল, না হয় মাতাল, না হয় অতি বুদ্ধিমান।)

(প্রস্থান

(সৌদামিনীর পুনঃপ্রবেশ)

সৌদামিনী। মামা চ'লে গেছেন ?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ—এস। নন্দ কেমন আছে এখন ?

সৌদামিনী। ঘুমুচ্ছে—তারপর আর জাগেনি।

মহিমারঞ্জন। আমি বড় হতভাগ্য সৌদামিনী!

সৌদামিনী। আমাদের ভাগ্য আমরা নিজেরাই তৈরী করি।

মহিমারঞ্জন। একদিন তোমার সম্বন্ধে আমি অপরাধ করেছিলাম, সারাজীবন ধ'রে তার প্রায়শ্চিত্ত

ক'চ্ছি, তুমি আজ তিনদিন নিজের চোখে দেখছ—আমি কি সুখশান্তিতে সংসার ক'চ্ছি।

সৌদামিনী। সে দোষ কার? যাকে নিয়ে সংসার বাঁধলে—তাকে একদিনও ভালবাসলে না।

মহিমারঞ্জন। মিথ্যা কথা ব'লব না—সেদিন মোহ ছিল। কিন্তু যে স্ত্রী আমি চেয়েছিলাম, সে স্ত্রী নন্দ নয়।

সৌদামিনী। মনে আছে, একদিন তুমি আমায় প্রলোভন দেখিয়েছিলে—ব'লেছিলে, তোমার সঙ্গিনী হবার যোগ্যতা আমার ছিল।

মহিমারঞ্জন। প্রলোভন দেখাইনি সৌদামিনী, সত্যি কথা ব'লেছিলাম।

সৌদামিনী। আমার সব কথা মনে আছে, দিন দিন আমি তোমার কাছে ভার হ'য়ে উঠলাম, তুমি আমায় ছেড়ে দিয়ে দেশে এসে নন্দকে বিয়ে ক'রে বাবার সম্পত্তি, নগদ টাকা—সব পেলে; তাই থেকেই তোমার উন্নতির সূত্রপাত।

মহিমারঞ্জন। পুরানো কথা আলোচনা ক'রে কোন লাভ নেই,—আমার নীচতা আমি জানি। এখন তুমি কি ক'রবে?

সৌদামিনী। আমি তোমার বাড়ীতে কেন এসেছি—তুমি জান।

মহিমারঞ্জন। তোমার ছেলে কোথায় এবং কিভাবে আছে, তাই জানতে চাও—না ছেলের কাছে নিজের পরিচয় দিতে চাও?

সৌদামিনী। ছেলের কাছে নিজের পরিচয় দিতে চাই। আমি ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে সংসার ক'রবো—নিজে সংসার ক'রতে পাইনি, সংসার করার সাধ আমার মেটেনি।

মহিমারঞ্জন। ছেলের কাছে নিজের পরিচয় দেবে? ভাল ক'রে ভেবে দেখ।

সৌদামিনী। আমি বহুদিন একথা ভেবে দেখেছি। তুমি আমায় যে চিঠি দিয়েছিলে তাতেও তুমি আমায় এই উপদেশই দিয়েছিলে; আমার মন মানেনি—তাই ছুটে এসেছি।

মহিমারঞ্জন। তোমার ছেলের দিক্ দিয়ে কথাটা একবার ভাবা উচিত। সে জানে, তার মা-বাপ নেই; হয়তো এখন সুখেই আছে। বাপ-মার পরিচয় পেলে তার স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে।

সৌদামিনী। স্বপ্ন? মিথ্যা স্বপ্ন দেখার চেয়ে জীবনে কঠোর সত্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়া ভাল। আমিও একদিন স্বপ্ন দেখতাম; তারপর স্বপ্ন ভাঙ্‌ল—সত্য এল; বুঝলাম—এই মানুষ, এই জীবন, এই সমাজ। তুমিও সত্য গোপন ক'রেছিলে। দেখলে—সত্য গোপন থাকে না; আজ এই গ্রামে পঞ্চানন বাঁড়ুয্যের মেয়ে, কিম্বা পরেশ চৌধুরীর ভাগ্নী ব'লে পরিচয় দিলে, লোকে আমায় বিদ্রূপ ক'রবে, আমি জানি; কিন্তু আমি নারী—নারীধর্ম্ম পালন করেছি; যাকে ভালবেসেছি, তার জন্যে দুঃখ পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি,—আমার জীবন সার্থক হ'য়েছে।

মহিমারঞ্জন। আমার ক্ষোভ হ'চ্ছে সৌদামিনী—সেদিন তোমায় যদি ভুল না বুঝতাম। তুমি আমার পাশে থাকলে আমি আপনিই দাঁড়াতে পারতাম।

সৌদামিনী। যা হবার নয়—তা হয়নি। আমি ভুল পথে গিয়েছিলাম, শাস্তি পেয়েছি—ভালই হয়েছে।

মহিমারঞ্জন। এখন তুমি শান্তি পেয়েছ?

সৌদামিনী। পেয়েছি; ভগবানের দয়ায় আমার মনে কোন গ্লানি নেই।

মহিমারঞ্জন। আমি যদি আমার জীবন থেকে কুড়িটে বছর মুছে ফেলতে পারতেম, হয়তো শান্তি পেতেম। এস—বাড়ীর ভেতর যাই।

সৌদামিনী। তুমি এখনও আমার কথার উত্তর দাওনি।

মহিমারঞ্জন। সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তুমি যা চাও—পাবে; তবে, কি হবে, আমি এখনও জানিনে। (দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন) তোমার ছেলেটি কি রকম জান?—একটি কূটস্থ

ফুলের মত। এখনো সংসারের তাপ গায়ে লাগেনি—আমার ভয় হ'চ্ছে।

সৌদামিনী। সে যখন আমার ছেলে, আমার কোন ভয় নেই।

মহিমারঞ্জন। বেশ—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহিমারঞ্জনের বহির্বাটি

(মহিমারঞ্জন ও বিজয়; দু'জনের মন ভারী—বহুক্ষণ দু'জনেই নীরব)

বিজয়। আমায় এখন কিছু ব'লবেন।

মহিমারঞ্জন। ব'লবো। হ্যাঁ—দেখ, আজ থেকে মেলা উপলক্ষ্যে আমাদের সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট তিন দিন বন্ধ রইল—এ তিন দিন ছুটি।

বিজয়। ব্যাঙ্কিং ডিপার্টমেণ্টেও লেনদেন সব বন্ধ থাকবে?

মহিমারঞ্জন। নিশ্চয়ই।

বিজয়। (মৃদু প্রতিবাদ) কিন্তু, তাতে লোকের সন্দেহ হ'তে পারে।

মহিমারঞ্জন। 'স্থানীয় উৎসব উপলক্ষ্যে বন্ধ'—বেলা দশটার আগে নোটিশ-বোর্ডে নোটিশ টাঙিয়ে দেবে।

বিজয়। আচ্ছা। (বিজয় আশা করিতেছিল, মহিমারঞ্জন তাহাকে আরো কিছু বলিবেন)

মহিমারঞ্জন। শোন—তোমার কি মনে হয়, মতিলাল পূর্ণিমাকে ভালবাসে?

বিজয়। এ কথার উত্তর আমি কি দেব? শুনলাম, তিনি তো আপনার সামনেই ব'লেছেন পূর্ণিমাকে ভালবাসেন।

মহিমারঞ্জন। ও তো একরকম ভবঘুরে। আচ্ছা—পূর্ণিমাকে তোমার কেমন মনে হয়? সে কি মতিলালকে ভালবাসে।

বিজয়। এসব কথা আপনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন কেন?

মহিমারঞ্জন। তুমি যুবক, আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মনের ভাব বুঝতে পার।

বিজয়। আমি গরীব, এসব কথার আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা; আপনি দয়া করে আমায় প্রতিপালন ক'চ্ছেন—এই যথেষ্ট।

(কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল)

মহিমারঞ্জন। একি কথা ব'লছো বিজয়! আমি কি তোমায় অযত্ন ক'রেছি? তুমি বাড়ীর ছেলের মতই এখানে আছ। একি—তুমি—আমি কি তোমায় কোন কঠিন কথা ব'লেছি—?

বিজয়। (আত্মহারা) আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি আমায় অনাথ-আশ্রম থেকে দয়া ক'রে এনে নিজের পরিবারের ভিতর স্থান দিয়েছেন—সেইই আমার ওপর যথেষ্ট দয়া।

মহিমারঞ্জন। শোন বিজয়। অনাথ-আশ্রম থেকে এলেই মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায় না। আমি একদিন তোমার চেয়েও গরীব ছিলাম। (যে কথা বলিতে চাহেন, সেই কথা বলিবার চেষ্টা) তোমায় আমার একটি প্রশ্ন—এ বাড়ীতে এসে বাপ-মার স্নেহ পাওনি? তোমার বাপ-মা বেঁচে থাকলে তোমায় এর চেয়ে কি বেশী যত্ন ক'রতো?

বিজয়। (পুনরায় সংযত হইয়া) কি কাজ আছে, আমায় বলুন?

মহিমারঞ্জন। আপিসে নোটিশটে দিয়ে দাও। আজকের দিনের ভেতর সব কাজ আমায় শেষ ক'রতে হবে। তারপর, তুমি আজ একবার কলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত থেকো। যে মহিলাটি আজ তিন দিন আমাদের এখানে এসেছেন, ওঁকে কলকাতায় রেখে আসতে হবে।

বিজয়। আচ্ছা।

(প্রস্থানোদ্যত)

মহিমারঞ্জন। বিজয় শোন—এদিকে এস। (বিজয় আসিল) আচ্ছা—মনে কর, যদি তোমার সত্যিকারের মা বেঁচে থাকেন, তুমি তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা কর?

বিজয়। আমার সত্যিকারের মা? এ কি ব'লছেন আপনি। আমার মা—? তাহ'লে আমি ছেলেবেলায় অনাথ-আশ্রমে যাব কেন? অসম্ভব কথা।

মহিমারঞ্জন। না—অসম্ভব নয়।

বিজয়। তাহ'লে কি আপনি বলতে চান, ঐ মহিলাটি—যিনি এসেছেন—?

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ—উনিই তোমার মা।

বিজয়। উনি আমার মা!

মহিমারঞ্জন। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এস। তোমারই জন্যে তিনি এখানে এসেছেন; তিনি তোমায় যা ব'লবেন, তাই তোমায় ক'রতে হবে। এস—তোমার মার সঙ্গে দেখা করবে এস।

[উভয়ে বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

(বিকাশ ও জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

জ্যোৎস্না। কি যে এ বাড়ীর দশা হয়েছে! এখানে কানে কানে কথা—ওখানে কানে কানে কথা। সবাই মন্ত্রণা ক'চ্ছে—কেমন ক'রে আমাদের ফাঁকি দেবে। আমিই এখন হ'য়েছি সবচেয়ে বাবার চক্ষুঃশূল! তুমি তো দিনরাত কেবল আমোদ করে বেড়াবে।

বিকাশ। এই মেলার কটা দিন একটু আমোদ-আহলাদ ক'রে নিই; তারপর তুমি দেখে নিও, আমি প্রচণ্ড গম্ভীর হব। এখনো কিছু—

জ্যোৎস্না। (দূরে মতিলালকে আসিতে দেখিয়া) ঐ আর একজন আস্‌ছেন। বাড়ীর ভিতরে থাকবার উপায় নেই, বাইরে থাকবার উপায় নেই। সত্যি বলছি— তুমি কলকাতায় একটা চাকরি-বাকরীর চেষ্টা কর; আমার এখানে আর একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা নেই। যা দু'চোখে দেখতে পারিনে—তাই। চল—ঐদিকে যাই।

(দূর হইতে মতিলাল)

মতিলাল। বিকাশবাবু, যাবেন না—আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।

জ্যোৎস্না। তাহলে তুমি থাক।

[জ্যোৎস্নার প্রস্থান

(মতিলাল নিকটে আসিল)

মতিলাল। উনি কি রাগ করে চ'লে গেলেন নাকি?

বিকাশ। হ্যাঁ—রাগ ক'রলেন বৈকি?

মতিলাল। আপনার সেই সাইকেলখানা—

বিকাশ। হারিয়েছে?

মতিলাল। আজ্ঞে, না, হারায়নি—রামলালের জিম্মায় দিয়ে দিয়েছি; তবে তার একখানা চাকা পাংচার হয়ে গেছে।

বিকাশ। সে তো যাবেই—তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম; একখানা গেছে—না দু'খানাই গেছে? টাকাদশেকের ফের। শ্বশুরমশাইয়ের যা ডামাডোল চ'লছে—টাকা চাইলেই কামড়াতে আসবে। গিন্নীর কাছে হাত পাততে হবে দেখছি।

মতিলাল। Very sorry বিকাশবাবু, আমার হাতে যদি—

বিকাশ। সে আমি জানি—আপনার হাতে থাকলে আপনি নিশ্চয়ই—, কিন্তু আপনার হাতে তো নেই; আর খুব শীগ্‌গীর হাতে আসবার সম্ভাবনাও নেই।

মতিলাল। না—সে কথা যাক।

বিকাশ। যাক—

মতিলাল। (প্রায় বিকাশের শরণাপন্ন) দেখুন বিকাশবাবু, কাল রাতে আমি একটি ভীষণ রকমের বোকামি ক'রে ফেলেছি।

বিকাশ। কিছু ভাববেন না, আমি প্রায়ই বোকামি করি---অন্ততঃ আমার স্ত্রীর মতে। অথচ একরকম বেশ কাটিয়ে যাচ্ছি তো!

মতিলাল। আচ্ছা---আমাদের প্রফুল্ল কোথায় গেল জানেন? প্রফুল্ল ডাক্তার?

বিকাশ। হুঁ, তাঁর কাছে পরামর্শ নিন---বুদ্ধিমান ব'লে খ্যাতি আছে ; ঐ যে স্কুল-বাড়ীতে নতুন হাঁসপাতাল হ'য়েছে, বোধ করি সেখানেই আছেন।

মতিলাল। আচ্ছা---আমি আসি!

বিকাশ। এই খবরটুকু নেবার জন্যে আপনি আমার প্রিয়তমার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত ক'রলেন। আপনি তো মশাই মহা পাষণ্ড!

মতিলাল। (হাসিয়া ফেলিল) বেশ আছেন বিকাশবাবু---আপনিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মানুষ!

বিকাশ। পরবর্ত্তী সুখী মানুষটি আপনিই হ'ন না?---ব্যবস্থা তো সব ঠিক আছে! বলুন না, আমিই না হয় manage করি? পালাবেন না---আমি আসছি!

(বিকাশের প্রস্থান)

(মতিলাল দাঁড়াইয়াছিল, মহিমবাবুকে আসিতে দেখিয়া অন্যদিকে গেল)

(বাড়ীর ভিতর হইতে মহিমারঞ্জন, সৌদামিনী ও বিজয় আসিল, সকলেই গম্ভীর)

মহিমারঞ্জন। এখন তুমি কোথায় যাবে?

সৌদামিনী। হরিদ্বারে স্বামীজীর আশ্রমে। তিনি আমায় মেয়ের মত যত্ন করেন।

মহিমারঞ্জন। বিজয়ও কি সেইখানেই থাকবে?

সৌদামিনী। বিজয়ের ইচ্ছে---আমি ওকে বেঁধে রাখবো না। তোমায় তো ব'লেছি---সংসার করার সাধ আমার মেটেনি। তাই, ব্রহ্ম চারী বাবা ব'ল্লেন---'কামনার জড় রেখ'না মা, ছেলেকে নিয়ে এস'।

মহিমারঞ্জন। বিজয়, তুমি কোথায় থাকবে? ---তোমার মায়ের কাছে?

বিজয়। মা যা ব'লবেন, তাই হবে। উনি যাতে সুখী হন, আমি তাই ক'রব।

মহিমারঞ্জন। (জনান্তিকে) বিজয়, আজ আমার দুর্দ্দিন--তোমায় ছেড়ে থাকাও আমার পক্ষে ও কষ্টকর। তুমি এইটে রেখে দাও, (একটি ফাউণ্টেন পেন দিলেন) এটা কাছে থাকলে মাঝে মাঝে আমার কথা তোমার মনে হবে।

বিজয়। (প্রণাম করিল) আমি আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো।

মহিমারঞ্জন। না, মাঝে মাঝে চিঠি লিখো।

(পূর্ণিমার প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। নন্দর সঙ্গে দেখা ক'রলে না?

সৌদামিনী। আমি দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম, সে আমার সঙ্গে কথা ব'লতে পারলো না। মা, পূর্ণিমা, তুমি তোমার মাকে দেখো। আমার এই মেয়েটি বড় ভাল---একে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে!

পূর্ণিমা। কবে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে মাসিমা? (প্রণাম করিল)

সৌদামিনী। কি ক'রে ব'ল্‌বো মা---তোমাদের সঙ্গে যে আদৌ দেখা হবে, এও তো কখনো ভাবিনি!

পূর্ণিমা। (বিজয়ের প্রতি) তুমি তো আবার ফিরে আসছ দাদা?

বিজয়। (মাথা নাড়িয়া জানাইল, হয়তো আসিবে) মাকে তুমি দেখো পূর্ণিমা---আমার অভাব ওঁর লাগবে।

(বিজয় সৌদামিনী ও পূর্ণিমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সৌদামিনী পুনরায় ফিরিলেন।)

সৌদামিনী। শোন!

মহিমারঞ্জন। তুমি ফিরে এলে?

সৌদামিনী। এখনো যাইনি।

মহিমারঞ্জন। চল---তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

সৌদামিনী। একটি কথা ব'লব।

মহিমারঞ্জন। বল---।

সৌদামিনী। আমার কৌতূহল হয়, আমি বুঝতে পাচ্ছিনে---শুধ টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব-নিকেশ নিয়ে তুমি কি ক'রে বেঁচে আছ! তোমায় আমার মনে আছে---তুমি এরকম ছিলেনা।

মহিমারঞ্জন। আমি যে কি ছিলাম, আজ আর মনে নেই---আমি বোধহয় হারিয়ে গেছি! (অন্তরের নিঃসঙ্গ মানুষটি কথা কহিল) আর, মানুষের কাছে হিসেবের কথাই তো শুধু বলা যায়---যার হিসেব নেই, তার ভাষাও নেই।

সৌদামিনী। তুমি বোধ হয় নন্দর চেয়েও দুঃখী!

মহিমারঞ্জন। আমি সুখীও নই, দুঃখীও নই। আমি তো তোমায় ব'ল্লাম---আমি হারিয়ে গেছি!

সৌদামিনী। তোমার বন্ধু কেউ নেই?

মহিমারঞ্জন। ছিল---তাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ; এস। [প্রস্থান।

(মতিলাল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

মতিলাল। এই যে---এঁরা বুঝি ক'লকাতায় চ'ল্‌লেন! তাহ'লে তো সাড়ে দশটার গাড়ীর আর বেশী দেরী নেই!

প্রফুল্ল। (সহাস্যে) নাঃ---তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি! কাল রাতে তো আমায় শুধুশুধু গালাগালি দিলে। এইমাত্র ব'ল্লে ---আজ আমার অতিথি হবে, রাতে মেলায় যাত্রা শুনবে, কীর্ত্তন শুনবে!

মতিলাল। না---এঁদের সঙ্গে গেলে বেশ গল্পগুজবে সময়টা কেটে যেত।

প্রফুল্ল। তুমি যা ভাবছিলে তা নয়,---পূর্ণিমা দেবী যাচ্ছেন না। ওই দেখ, মহিমবাবু আর পূর্ণিমা দেবী ফিরে আসছেন।

মতিলাল। তাহ'লে বেশ ভালই হয়েছে। কথাটা এইখানেই শেষ করা যাক।

প্রফুল্ল। কি কথা হে---?

মতিলাল। আছে আছে---আমি তোমায় আশ্চর্য্য ক'রে দেব'।

(পূর্ণিমা ও মহিমারঞ্জন আসিলেন)

মতিলাল। এই যে মহিমবাবু, আসুন---সুপ্রভাত! কাল থেকে আপনার অতিথি হয়েছি আবার---অথচ আপনার সঙ্গেই দেখা নেই। এই যে---পূর্ণিমা দেবী নমস্কার!

(মহিমারঞ্জনকে নমস্কার করিল এবং পূর্ণিমাকে ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া সম্ভাষণ জানাইল।)

মহিমারঞ্জন। আমার সঙ্গে কি আপনার কোন কথা আছে? যদি থাকে বলুন, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকবো না।

মতিলাল। হ্যাঁ---কথা একটু ছিল। প্রফুল্লর সামনে কথা ব'লতে আমার কোন আপত্তি নেই---প্রফুল্ল আমার বাল্যবন্ধু; বিশেষ---

মহিমারঞ্জন। হ্যাঁ---আমি শুনেছি।

মতিলাল। কথাটা এমন কিছু নয়, তবে মানে---(কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া--) আমি আজ কল্‌কাতায় যাব।

মহিমারঞ্জন। আমি শুনেছিলাম, আপনি কিছুদিন এখানে থাকবেন।

মতিলাল। হ্যাঁ---থাকবার ইচ্ছা ছিল বটে। এখানকার স্থানীয় চাষী, কুলীমজুরদের অবস্থা---অর্থাৎ তাদের আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক জীবনে ভবিষ্যতে কোন্ দিকে কতটা সম্ভাবনা আছে---তারই সম্যক আলোচনা---হ্যাঁ, কিছুদিন এখানে আমার থাকা দরকার বটে!

প্রফুল্ল। বেশতো, থাকনা---কে বারণ ক'চ্ছে?

মতিলাল। শুধু তাই নয়, আর একটা বিষয়ের---

মহিমারঞ্জন। বেশ---আপনি যখন এখানে রইলেন, তখন আর ভাবনা কি? আজ সন্ধ্যার পর, কি কাল সকালে আপনার সঙ্গে আলোচনা হবে। এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি। এস পূর্ণিমা!

(প্রস্থানোদ্যত)

মতিলাল। না মহিমবাবু, আমাকে আজই যেতে হবে। আর আপনার সঙ্গে কথা শেষ না ক'রে যাবার উপায় নেই।

মহিমারঞ্জন। (মৃদু ভ্রূকুটি ও বিরক্তির সহিত) কি কথা ?

মতিলাল। (সসঙ্কোচে) কাল রাতে আমি একটি অবিবেচনার কাজ ক'রেছি---আমি পূর্ণিমা দেবীকে বিবাহ ক'র্ব্ব ব'লে কথা দিয়েছি।

মহিমারঞ্জন। আজ আপনি পূর্ণিমাকে বিবাহ করতে চান না ?

মতিলাল। আজ্ঞে---না।

মহিমারঞ্জন। (রুদ্ধ ক্রোধে) কেন---পূর্ণিমার মাতৃকুলের কলঙ্কের কথা প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে শুনেছেন ব'লে ?

মতিলাল। (অত্যন্ত সহজ প্রতিবাদের ভাবে) না---না, এসব আপনি কি ব'লছেন ? আমি কারও কোন কলঙ্কের কথা শুনিনি। শুনলেও, আমার কোন আপত্তি হ'ত না। আমি নিজেও কিছু নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ (জিব কাটিয়া)---নিজেও কিছু নিষ্কলঙ্ক নই।

মহিমারঞ্জন। (ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মতিলালের দিকে চাহিলেন---পরক্ষণেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া) এখন, কি বলতে চান আপনি ?

মতিলাল। দেখুন, আপনি রাগ ক'রবেন না---আমার একটু মাথা খারাপ আছে! আমি সব সময় ঠিক ভাল ক'রে সামলে চলতে পারিনে। সেদিন রাধাকৃষ্ণের গান---আর কাল রাতে আকাশের চাঁদ দেখে কি রকম গণ্ডগোল হয়ে গেল---অনেক আবোল-তাবোল কথা বলেছি। আজ সকালে উঠেই মাথা পরিষ্কার। তা, আমি তার প্রতীকার মনে মনে ঠিক করেছি। আমার এই বন্ধু আছেন---আপনাদের বিশেষ পরিচিত, বেশ ভাল ডাক্তার, মাসিক তিনশ' চারশ' টাকা আয় আছে---আমি মশায় নিজে খেতে পাইনে, আজ এখানে কাল সেখানে বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের মত, "কমলাকান্তের" দপ্তর প'ড়েছেন তো ? সেই রকম---ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াই ; তারওপর, আরো দু'চার বার যে পুলিশ আমায় টানাটানি করবে না, তারই বা কি মানে আছে ? আমার কি মশাই বিয়ে করা পোষায়, না উচিত হয় ? আপনারা আমার বন্ধু এই প্রফুল্লবাবুকে মেয়ে দিন। আমায় ক্ষমা ক'রবেন পূর্ণিমা দেবী! আমি যোড়হাত ক'রে নিবেদন কচ্ছি, আমার উপর রাগ করবেন না---আমি অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! তা হ'লে আমি আসি---সাড়ে দশটার ট্রেণ এখনও পাওয়া যেতে পারে। কিছু মনে ক'রবেন না। প্রফুল্ল---ভাই, আমার অনুরোধটি ঠেলে ফেল না---লক্ষ্মী ভাইটি আমার! আচ্ছা---নমস্কার!

মহিমারঞ্জন। (অতিক্রোধে প্রায় আত্মহারা) শুনুন---পূর্ণিমা যদি বিয়ে ক'রতে চায়, তখন আমি সন্ধান নেব---তুমি সৎপাত্র কি না। তারপর, হয় আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব---না হয় পুলিসে ধরিয়ে দেব। তত দিন তুমি এখান থেকে কোথাও যাবে না।

মতিলাল। (অতি অসহায়ভাবে) My God---আপনি কি আমার ওপর রাগ ক'রলেন ?

মহিমারঞ্জন। না---আসুন প্রফুল্লবাবু, আপনার রোগীদের অবস্থা দেখে আসি!

[মহিমারঞ্জন ও প্রফুল্ল ডাক্তারের প্রস্থান।

মতিলাল। ফ্যাঁসাদে ফেললে দেখছি!

পূর্ণিমা। (রাগে, ক্ষোভে ও অভিমানে কথা বাহির হইতেছিল না) এইভাবে তুমি আমায় অপমান ক'রলে বাবার সামনে, প্রফুল্লবাবুর সামনে---কেন ? আমি তোমার কি ক'রেছি ?

মতিলাল। (সসঙ্কোচে ও সবিস্ময়ে) আমি অপমান ক'রেছি তোমাকে ? না না---পূর্ণিমা, অমন কথা কেন মনে ক'চ্ছ!

পূর্ণিমা। এর চেয়ে বেশী অপমান কেউ কাউকে ক'রতে পারত! আমায় ওঁরা কি মনে করলেন ? তুমিই বা আমায় কি মনে কর ?

মতিলাল। আমি তোমার ভালর জন্যই ব'লেছিলাম পূর্ণিমা। আমি ভুল ক'রতে পারি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তো খারাপ ছিল না কিছু। আমি প্রফুল্লর খাতা দেখেছি, গত মাসে ও পাঁচশ' সাতচল্লিশ টাকা রোজগার ক'রেছে।

পূর্ণিমা। স্ত্রীলোকের সম্মান নিয়ে তুমি এই রকম তুচ্ছ ছেলেখেলা কর?

মতিলাল। (নিজের ভুল বুঝিয়া) আমি না বুঝে অন্যায় ক'রেছি পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা। বেশ, তুমি চ'লে যেতে চাও---যাও।

[প্রস্থান।

মতিলাল। (বিপন্নের মত) এদিকে তুমি রাগ ক'চ্ছ, ওদিকে তোমার বাবা রাগ ক'চ্ছেন। অথচ আমার দোষ যে কোথায়---তাতো আমি ঠিক (পূর্ণিমা নাই বুঝিয়া)---আমি কার সঙ্গে কথা কচ্ছি?

(পাশের ঘর হইতে বিকাশ প্রবেশ করিয়া কাঁধে হাত দিতে মতিলাল চমকিয়া উঠিল।)

বিকাশ। একেবারে ভ্যাবাচাকা মেরে গেলে যে ভায়া! "দাম্পত্য-কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!" বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, ওরকম দিনে দশবার নাকানি-চোবানি খেতে হবে---ওর জন্যে ভেবনা ভায়া! আমি লুকিয়ে সব কথা শুনেছি!

মতিলাল। তাইতো।

বিকাশ। আর---'তাইতো'! প্রথমটা কিছুদিন একটু বাধ বাধ ঠেক্‌বে; তারপর, সব ঠিক হয়ে যাবে। না হয়, কিছুদিন আমি manage ক'রব ---চল।

মতিলাল। আজ যে আমি প্রফুল্লবাবুর অতিথি।

বিকাশ। আরে---কোথাকার পাগল মানুষ হে। গিন্নী রইলেন অভিমান ক'রে---উনি প্রফুল্ল বাবুর অতিথি। হয়েছে আর কি---এস। চল, আমি manage ক'রে দিচ্ছি।

মতিলাল। তাইতো।

(মতিলালকে টানিতে টানিতে বিকাশ বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল, বাহিরের দিক হইতে মহিমারঞ্জন ও প্রফুল্ল ডাক্তারের প্রবেশ।)

মহিমারঞ্জন। (বিশেষ চিন্তিত ভাবে) খুবই ভীষণ ব্যাপার।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ।

মহিমারঞ্জন। এখুনি মেলা ভেঙে দেওয়া দরকার।

প্রফুল্ল। কিন্তু যাদের অসুখ হয়েছে, তারা তো আর কোথাও যেতে পারবে না---তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের ক'রতেই হবে।

মহিমারঞ্জন। নিশ্চয়ই---আমার হাতে একটা পয়সা থাকতে তারা ম'রবে না। মানুষের সাধ্যে যেটুকু আছে, করতেই হবে। রামলাল---

(রামলালের প্রবেশ)

মহিমারঞ্জন। পূর্ণিমাকে বল, তার কাছে নগদ টাকা যা আছে---সব নিয়ে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

[রামলালের প্রস্থান।

মহিমারঞ্জন। (বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া) কোন উপায় নাই প্রফুল্লবাবু---আমাদের ম'রতেই হবে!

প্রফুল্ল। হ্যাঁ---আপনি তো অনেক চেষ্টাই ক'রলেন!

মহিমারঞ্জন। আমার ছেলেবেলায় কল্পনা ছিল, আমার জন্মভূমি---এই পাড়াগাঁকে আমি খুব বড় ক'রব, য়ুরোপ-আমেরিকার গাঁয়ের মত আমাদের গ্রাম হবে আদর্শ গ্রাম---স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের আধার। হ'লনা কেন জানেন?

প্রফুল্ল। সহানুভূতি নেই, মিল নেই, একসঙ্গে কাজ ক'রবার প্রবৃত্তি নেই।

মহিমারঞ্জন। আমায় যদি ম'রতে হয়, বীরের মত ম'রব। চলুন,---আমি নিজে আপনার কলেরা-রোগীর শুশ্রূষা ক'রব।

(পূর্ণিমার প্রবেশ)

পূর্ণিমা। পাঁচশ' টাকা আছে।

মহিমারঞ্জন। আচ্ছা---এই নিন।

(মহিমারঞ্জন পূর্ণিমার নিকট হইতে টাকা লইয়া প্রফুল্লকে দিলেন)

প্রফুল্ল। দু'দিনের খরচ চলবে।

মহিমারঞ্জন। আপনি এক্ষুণি কাউকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে একবার বাড়ী হয়ে যাচ্ছি।

[প্রফুল্ল ও পূর্ণিমার প্রস্থান।

(মহিমারঞ্জন সিঁড়ি দিয়া উপরের দিকে উঠিতেছিলেন, রাজ্যেশ্বর আসিল)

রাজ্যেশ্বর। স্যার!--- স্যার!--- স্যার!

মহিমারঞ্জন। স্যার্ আবার কে---স্যার ব'লছ কাকে?

রাজ্যেশ্বর। আপনাকেই ব'লছি হুজুর।

মহিমারঞ্জন। (নামিয়া আসিলেন) বল।

রাজ্যেশ্বর। ব্যাঙ্কে তিনদিন ছুটি দেওয়ায় লোকে নানারকম সন্দেহ করছে। ওদিকে মেলায় আর কোনো নতুন দোকানদার আসছে না। বেচাকেনার অবস্থা ভাল নয়। আপনি যদি সন্ধ্যার মধ্যে আমায় অন্ততঃ হাজার টাকা না দিতে পারেন--

মহিমারঞ্জন। এসব কথা নতুন ক'রে আমায় শোনাচ্ছ কেন? আমি কি জানিনে? কবে এসব কথা আমায় ভুলে যেতে দেখেছ?

রাজ্যেশ্বর। তা নয়---তা নয়, তবে আজ আপনাকে একটু অন্যমনস্ক---একটু চিন্তিত দেখছি কিনা।

মহিমারঞ্জন। আমি কিছু ভুলিনি রাজ্যেশ্বর। আমার মনে আছে---তুমি যাও। যদি কেউ কিছু সন্দেহের কথা বলে, তাদের ব'লো---মহিম মুখুয্যের বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, চারটে ধানের কল, সম্পত্তি, ভিটেবাড়ী, আসবাবপত্র---সমস্ত আছে, জেলায় গভর্ণমেণ্টের আদালত আছে, নিলামী ইস্তাহার আছে---তাতেও যদি শোধ না হয়, আমি লেখাপড়া জানি, পরিশ্রম করতে পারি---কা'রো একটি পয়সা মারা যাবে না। কেউ জেল খাটিয়ে সুখী হয়---স্বাস্থ্য আছে, খাটতে পারব।

রাজ্যেশ্বর। আরে---রাম রাম। এসব কি কথা ব'লছেন আপনি?

মহিমারঞ্জন। না---তাই দেখছি। বার বার ক'রে আজ আমায় সাবধান ক'রতে এসেছ রাজ্যেশ্বর সরকার তুমি? আমি পরেশ চৌধুরীকেও চিনি, রাজ্যেশ্বর সরকারকেও চিনি।

রাজ্যেশর। রাগ করবেন না, রাগ করবেন না---আপনারা ব্রাহ্মণ, বর্ণের গুরু। আপনারা রাগ ক'রলে আমরা কোথায় দাঁড়াই বলুন? দিন, দিন---একটু শ্রীচরণের রেণু দিন।

(রাজ্যেশ্বর চলিয়া গেল)

(মহিমারঞ্জন একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে নন্দরাণী আসিয়া স্বামীর কাছে দাঁড়াইলেন। বাহিরে তখন কীর্ত্তন গান হইতেছিল;---খোল-করতালের শব্দ ও কীর্ত্তনের সুর সেখানে হইতে ভিতরে ভাসিয়া আসিতেছিল।)

নন্দরাণী। কাল সমস্ত রাত তুমি ঘুমোওনি। অনেক বেলা হয়ে গেল। এস---স্নান ক'রবে এস।

মহিমারঞ্জন। তুমি এখন কেমন আছ নন্দ?

নন্দরাণী। ভাল আছি।

মহিমারঞ্জন। এখনি উঠলে কেন? আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রলে না কেন? শরীর তো তোমার ভাল নয়---যদি আবার কিছু---।

নন্দরাণী। না---আর কিছু হবে না। কাল রাতে বড় ঘা লেগেছিল। আজ সকাল থেকে যতই ভাব্‌ছি, ততই মন হালকা হ'চ্ছে। দিদি যখন দেখা ক'রতে এল, তখনো মন ঠিক হয় নি। বিজয়কে দিদির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ভাল ক'রেছ। আহা---বড় হতভাগী ও। দু'টো দিন ছেলে নিয়ে বুকখানা ঠাণ্ডা করুক।

মহিমারঞ্জন। আমার ওপর তোমার অভিমান নেই?

নন্দরাণী। না---আমি বুঝতে পাচ্ছি। পাছে আমার মনে কোন ঘা লাগে, তাই কোনদিন তুমি আমায় সত্য কথা বলনি---আমিও তোমার কোন কাজে লাগিনি। এতে ভাল হয়নি।

মহিমারঞ্জন। শোন, তোমায় একটা কথা বলি---এতদিন বলিনি।

নন্দরাণী। আমায় কি ব'লবে তুমি? আমি সব জানি। আজ তিন বছর তোমার রাতে ঘুম নেই, খাওয়া নেই---দেহ আধখানা হয়ে গেছে। আমায় তুমি ফাঁকি দেবে কি করে? আমি সব জানতে পারি।

মহিমারঞ্জন। আজ আমি কল্‌কাতায় চ'লে যাব---টাকার যোগাড় না ক'রে ফিরবো না।

নন্দরাণী। টাকা কি তুমি পাবে---আমায় সত্যি বল?

মহিমারঞ্জন। সম্ভাবনা কম---তবু চেষ্টা।

নন্দরাণী। আমি জানি, কলকাতায় গেলে তুমি আর ফিরবে না! আমি তোমায় আর পাব না। দু'দুটো ছেলে ম'রে গেল, তুমি আমায় আহা ব'লে একবার সান্ত্বনা দেবার অবকাশ পাওনি---এ'তো তোমার ব্যবসার মোহ, টাকার চিন্তা।

মহিমারঞ্জন। তোমার কাছে আমি অপরাধী।

নন্দরাণী। বিয়ের ছ-মাস পেরুতে না পেরুতে আমি তোমার কাছে পুরানো হয়ে গেছি! তুমি কোন কাজে আমার পরামর্শ নাওনি।

মহিমারঞ্জন। আমি পরামর্শ চাইলেই কি তুমি আমায় পরামর্শ দিতে পারতে নন্দরাণী?

নন্দরাণী। হ্যাঁ পারতেম। আজও পারি, কিন্তু তুমি কি আমার কথা শুনে চ'লবে?

মহিমারঞ্জন। তোমাদের---বিশেষ ক'রে তোমার জন্যই ত' আমার ভাবনা। নইলে, নিজের জন্যে আমার কিসের চিন্তা! একটা বুলেটের ওয়াস্তা বইতো নয়---রিভলভার আমার ডেস্কেই থাকে।

নন্দরাণী। (মহিমারঞ্জনের মুখের 'বুলেট্' শব্দটি যেন সত্যকার বুলেটের মত নন্দরাণীর বুকে বিঁধিল) তুমি একথা আমার মুখের ওপর ব'লতে পারলে? কেন---আমি কি তোমার কেউ নই? (সহসা শক্তি আহরণ করিয়া) আমি তোমার কাছে কাছে থাকবো---তোমায় একা থাকতে দেবনা। তুমি ওঠ---জীবনে একটিবার আমার কথা শুনে চল। (শক্তির উত্তেজনায়) ঐ রাজ্যেশ্বর সরকারকে যা বলেছিলে, তাই কর--সব ছেড়ে দিয়ে ঋণমুক্ত হও! এই বাড়ী-ঘর পর্য্যন্ত যদি বিক্রী হ'য়ে যায়—তাই বা ক্ষতি কি? সেখানে দু'খানা চালের ঘর তুলে থাকব'। আমি বলছি, কিছু কষ্ট হবেনা আমাদের। (বর্ত্তমান ও অতীত ভুলিয়া নূতন ভবিষ্যতের স্বপ্নাবেশে) তুমি ছোট কাজ কর, মুদিখানার দোকান কি আর কিছু। আমি চরকায় সুতো কাটবো রাঁধবো---তোমার মেয়েরা রাঁধবে। তোমার ছেলে র'য়েছে---বিজয়ের মত অমন ছেলে কার হয়? বাড়ীতে আবার গোবিন্দদেবের পূজো হবে, সংসারের সুখ তুমি কখনো চাওনি---কখনো পাওনি। আমি আমার মা-বাবাকে দেখেছি, তাঁরা বড় সুখে ছিলেন!

মহিমারঞ্জন। (স্বপ্নাচ্ছন্ন) মেজবউ তুমি সেকালের স্বপ্ন দেখছ। আমিও এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি---স্বপ্নের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই! আমি স্বপ্ন দেখি, এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে কমণ্ডলু থেকে আমার মাথায় জল ছিটিয়ে দিলেন,---আর, আমি আমার প্রপিতামহের মত খাঁটি বাঙালী হ'য়ে হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ ক'রেছি। বাঙালী হ'য়ে জন্মেছি---জেগে হ'ক্, ঘুমিয়ে হ'ক, স্বপ্ন দেখতেই হবে। (বিষাদ ও নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে) কিন্তু, সেতো হবার উপায় নেই---শ্রীচৈতন্যের বাংলা,---রামপ্রসাদের বাংলা আর তো ফিরে আসবে না। (একান্ত নির্ভরের সহিত) তবু, তোমারই কথা শুনবো---আগে ঋণমুক্ত হব। নিজের বুদ্ধিতে চলে তো এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছি। এখন থেকে তোমার বুদ্ধিতেই চ'লব। চল—

নন্দরাণী (প্রতিবাদের উত্তেজনায়) না না—তুমি যা ভাবছ, তা নয়—এ স্বপ্ন নয়। তুমি দিশেহারা। কোন্ পথে যেতে হবে, বুঝতে পাচ্ছনা। একটিবার তুমি আমায় বিশ্বাস কর। (বাড়ীর দিকে চলিলেন) এস এস, গোবিন্দদেব প্রসন্ন হবেন—আপদবালাই সব কেটে যাবে। গোবিন্দদেব বড় জাগ্রত দেবতা,—আমায় কতদিন স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তুমি যে বিশ্বাস করনা, তাই তোমায় বলিনে। ভাল হবে—ভাল হবে। (বলিতে বলিতে মানসিক উত্তেজনায় হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন—সকাতরে) গোবিন্দদেব!

মহিমারঞ্জন। (সবিস্ময়ে) ওকি—মেজবউ! (সভয়ে) নন্দ নন্দ, নন্দরাণী!

(নন্দরাণীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন)

নন্দরাণী। (জড়িতস্বরে) গোবিন্দদেব—গো বি ন্দ দে ব। ভাল হ'বে, ভা ল হ বে।

(আর কথা বলিতে পারিলেন না, স্বামীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ণিমা ও জ্যোৎস্না ছুটিতে ছুটিতে আসিল।)

পূর্ণিমা। কি হ'ল বাবা? মা কি—

মহিমারঞ্জন। (হাত তুলিয়া উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিলেন)

পূর্ণিমা। ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাব?

মহিমারঞ্জন। (নিষেধ করিলেন) দরকার হবেনা।

পূর্ণিমা। সে কি বাবা! তবে কি—মা—?

জ্যোৎস্না। (কাঁদিয়া উঠিল) ওমা, মাগো—মা!

(দুই বোনে নন্দরাণীর দেহে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

(কান্নাকাটি শুনিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বিকাশ ও মতিলাল আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল।)

মহিমারঞ্জন। এস বিকাশ, এস মতিলাল,—এইমাত্র; বোধ হয় heart failure! পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না,—তোমরা কেঁদনা—ওঠ। আমার কথা শোন। তোমাদের মা আজীবন কেঁদেছেন,—গুমরে গুমরে, স্বপ্নে জেগে। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে কাঁদবার অবকাশ পাবে না। বড় কঠিন যুগে আমরা জন্মেছি মা। কোন রকম স্বপ্নবিলাসে—বোধ করি, শোকেও আমাদের অধিকার নেই। ঠিক জীবনেরই মত জীবনের পথ অনিশ্চিত। হ্যাঁ—মতিলাল, একটিবার বোধ হয় প্রফুল্লবাবুকে দরকার হবে—ডেথ্ সার্টিফিকেট (মতিলাল চলিয়া গেল) পূর্ণিমা!—একটু গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা—এ বাড়ীতে বোধ হয় নেই—পাড়ায় যদি—

(পূর্ণিমা গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা আনিতে গেল, নেপথ্যে সংকীর্ত্তন গান চলিতেছিল)

মহিমারঞ্জন। বিকাশ শোন, কীর্ত্তনের দল এখনও গান গাইছে—ওদের একবার ডাক। সারা জীবন গোবিন্দদেবের নামে পাগল হ'ত, ওরা এখানে এসে গান করুক। [বিকাশ নীরবে চলিয়া গেল।

মহিমারঞ্জন। (বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের আলো-অন্ধকারে) মানুষের আত্মা যদি থাকে, আত্মা যদি অবিনশ্বর হয়—তার আত্মা এখনো এখানেই আছে। কীর্ত্তন শুনলে তৃপ্তি পাবে! জীবনে সুখ পায়নি,—গোবিন্দদেবের নাম নিয়ে ম'রেছে। কে জানে,— হয়ত' গোবিন্দদেব আছেন!

(কীর্ত্তনের দল গাহিতে গাহিতে আসিল)

কীর্ত্তন গান

দিন শেষে বড় শ্রান্ত—
আঁধার পথের পান্থ,
তোমা বিনে হে শ্রীকান্ত।
কে মোরে আশ্রয় দিবে?
সে দিন নয়নে আমার সব একাকার,
রবিশশী নিভে যাবে!
সুন্দর সংসার পুত্র-পরিবার
বান্ধব বিমুখ হবে।
সেদিন তুমি কাছে থেকো
ওগো দয়াময় হরি হে—
অতি দুর্দ্দিনে এই দীনহীনে
রেখ প্রভু,
তোমার স্মরণে রেখো
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে
শ্রীরাধিকা বামে লয়ে
এস, এস হে—
গোরা—একা যদি না আসিবে—
প্রাণের গদাধরকে সঙ্গে নাও হে।

যবনিকা

রাবণ

———:(*):———

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

নাটকীয় চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, হনুমান, বিদ্যুৎ-জিহ্বা, ভগ্নদূত,
তরণীসেন, রাম ও লক্ষ্মণ।

স্ত্রী

সীতা, মন্দোদরী, ধান্যমালিনী, ত্রিজটা, নিকষা ও সরমা।

প্রস্তাবনা

সীতা! সীতা!
মহাকালের একতারাতে তোমার গীতা!
দুঃখের ধ্যানে উঠ্‌ছে জেগে দীপান্বিতা।
সীতা! সীতা!

তোমার প্রাণের প্রদীপ-শিখা
রবি-শশী-তারায় লিখা
ডাকে তোমায় নীহারিকা আনন্দিতা!
সীতা! সীতা!

সপ্ত সাগর তোমায় খোঁজে
ক্রন্দনে কল্লোলে,
তোমায় চেয়ে বসুন্ধরার
অশ্রু চোখে দোলে,
তোমার ভালের সিঁদূর জ্বলে
সন্ধ্যা উষার হোমানলে—
জন-মনের তীর্থ তুমি,
হে বন্দিতা!
সীতা সীতা!

কত স্বপন দিয়ে রচা আমার সুখের নীড়ে,
ক্রন্দনের অতল ব্যথা অশ্রু হয়ে ফিরে,
জানি না কোন্ বজ্র-দহন
আমার মনের সব আয়োজন
সব শোভা মোর ক'র্‌ল সব হারাবার তীরে।
যে দীপশিখা জ্বেলেছিনু তাইতে জ্বলে মরি,
অপরাধের বোঝা আমার নিজেই আমি সরি,
আজকে আমার সব নিরুপায়
পাইনে তারে মর্ম্ম যা চায়—
চৌদিকে মোর অভিমানের আঁধার মাঝে ঘিরে!

মোর বেদনারে মধুময় করি
এস তুমি এস বরণীয়।
বিস্মরণের ফুল হ'তে এসে
আজি মোরে কর স্মরণীয়।
ঐ আকাশে বাতাসে তব আগমনী—
শুনি জয়ধ্বনি!
(তব) অভিমানে কাঁপে যে ধরণী
কঠিন, ভীষণ, তুমি,
তুমি কমনীয়!
অন্তরে যত ছিল গান আসন করিয়া দিনু পাতি,
অরি কিম্বা বন্ধু রূপে এস—স্বাগত, স্বাগত, সম সাথী।
এস তুমি এস হে সুন্দর—
দিনু অন্তর!
দিনু জীবন জনম-জনম
চরণতীর্থ-রেণু দিও!

রাবণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অশোক কানন।

[ভূমিতলে সীতা একমনে শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা করিতেছেন। সমস্ত কাননভূমি হইতে একটি বিষাদমাখা সুর উঠিতেছিল—সে যেন সীতার দুঃখে দুঃখিতা প্রকৃতির অন্তরের সকরুণ তান। নিশাচরীগণ কেহই নিকটে ছিল না—কিছুক্ষণ পরে একজন নিশাচরী, নাম তার হরিজটা, ধীরে ধীরে সীতার নিকট আসিয়া তাঁকে ডাকিল।]

হরিজটা। দেবি।—(সীতার ধ্যান ভাঙ্গিল না।)
দেবি, লঙ্কেশ্বর আসিছেন হেথা!

(সীতা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল কথা কিছুই তাঁর কানে যায় নাই।)

হরিজটা। দেবি, মহারাজ আসিছেন হেথা।

সীতা। প্রভু রামচন্দ্র, অভিষেক হ'ল সমাপন!
আসিলেন এতদিনে?
এতদিনে দাসীরে পড়িল মনে!
এস, এস, এস গুণধাম—
সীতারে উদ্ধার কর!

(রাবণ প্রবেশ করিল—সঙ্গে নারীগণ একটু দূরে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাবণ। রামচন্দ্র আসিবে না আর—
পরিবর্ত্তে তার, আসিয়াছে
দাস তব লঙ্কার ঈশ্বর।

সীতা। (সে দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না।)

রাবণ। একি! মৃত্তিকা-আসনে কেন?
লঙ্কার রাবণ যার চরণে লোটায়—
ধরাসন সাজে কি তাহার?
বন ভালবাস তুমি,
তাই রাখিয়াছি তোমা অশোক কাননে!
কত ভালবাসি আমি জান নাকি সীতা?

সীতা। (তেমনই বসিয়া রহিলেন।)

রাবণ। কহিবেনা কথা? এত অভিমান?
যেই দিন প্রথম দেখিনু তোমা,
ভাবিলাম মনে, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য তুমি
নয়নের অমৃতরূপিনী
নারীরত্ন তুমি সীতা।
তুমি সার ত্রিসংসার মাঝে!
লক্ষ্মণ সুহৃদ মম—
ভগিনীর কাটে নাক কান,
ভাগ্যবান, তেঁই দেখা পাইনু তোমার।
কহ কথা বীণাবিনিন্দিত সুরে,
সুধাপানে তৃপ্ত হবে
তৃষ্ণাতুর শ্রবণযুগল।

সীতা। লঙ্কেশ্বর—
প্রবীণ নৃপতি তুমি, নীতিজ্ঞ-প্রধান,
অনার্য্য-উচিত বাক্য অযোগ্য তোমার!

রাবণ। নীতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান,
সকলি দিয়াছি বিসর্জ্জন—
তোমার চরণ তলে।
আমারে বাঁচাও প্রাণেশ্বরি!

সীতা। মধুপানে মত্ত তুমি—
গৃহে যাও। কহিওনা অপবিত্র ভাষা!

রাবণ। মনে রেখো সীতা,
এ জীবনে, রমণী-সম্ভোগে কভু
ব্যর্থকাম হয়নি রাবণ—!
ছলে বা কৌশলে—কিম্বা বাহুবলে
তোমারে করিব লাভ!

সীতা। কোথা রাম কমল-নয়ন!

রাবণ। কোথা রাম কমল-নয়ন ?
বন্য জন্তু সনে, নির্জ্জন কাননে,
তোমারই মতন রাম
হা সীতা হা সীতা বলি কাঁদে।
ছাড় তার আশা!
এ জীবনে দেখা তার পাইবেনা কভু!
রাম ও সীতার মধ্যে ব্যবধান
শতেক যোজন—
সাগর, ভূধর, হ্রদ, নিবিড় কানন!

সীতা। তবু ডাকি—তবু ডাকি—
কোথায় শ্রীরাম!
কায়মনোবাক্যে যদি পতি-পদ
ক'রে থাকি ধ্যান, আমার প্রার্থনা
কভু হ'বে না নিষ্ফল।
নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম, পূর্ণেন্দু-বদন,
পদ্মনেত্র পদ্মপাদ জানকী-বল্লভ।
ধর্ম্মশীল, বীর্য্যবান, এস সীতাপতি।
যশোধন ইক্ষ্বাকুকুলের রাজা,
মহাতেজা শতসূর্য্য সম
রাম রঘুবর, সাগর ভূধর
ক'রি অতিক্রম শর-শরাসন করে—
এস নাথ! এস নাথ! লঙ্কার দুয়ারে,
কামুক কপটাচারী
রাক্ষসের হাত হতে রক্ষা কর—
রক্ষা কর—সীতারে তোমার!

রাবণ। দেখি তোরে কেবা রক্ষা ক'রে ?
দণ্ডক অরণ্যচারী সামান্য তাপস—
তার প্রতি রে মানবী, এত তোর প্রেম ?
কেবা সেই রাম,
অতি তুচ্ছ, নগণ্য জঘন্য নর।
কিন্তু সামান্য নহিক আমি!
ঐশ্বর্য্য দেখেছ মোর,
মণিমুক্তা মরকতময়ী—
এ কনক লঙ্কাপুরী ?
শক্তি মোর এখনো দেখনি।
ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন,
যক্ষ, রক্ষ, পবন, তপন—
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে, যে যেখানে বসে
কম্পান্বিত কলেবর আমার শাসনে।
দেবগণ ভৃত্যসম আমার আদেশ পালে।
দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমারে ভজে,
একবর্ণ মিথ্যা নাহি কহি!

সীতা। তোমার ঐশ্বর্য্য ল'য়ে
ভুঞ্জ ক্ষিতি তুমি মহারাজ!
আমারে রামের কাছে দাও পাঠাইয়া।
হিতবাক্য এখনো তোমারে বলি,
আয়ু, যশ বৃদ্ধি পাবে—মম আশীর্ব্বাদে।

রাবণ। সহের অতীত স্পর্দ্ধা তোমার মানবী!
রাবণেরে আশীর্ব্বাদ করিবারে চাও ?
রমণীরে রমণী বলিয়া আমি জানি চিরদিন।
রমণীর তরে প্রেমভাষ বিনা
অন্য ভাষা মোর নাই।
সুন্দর এ উপবন
অশোক কানন, সুনীল গগনে—
হের সীতা, চাঁদে মেঘে
চিত্তবিমোহন খেলা খেলিছে কেমন।
থাক্ তর্ক- থাক্ মিছা বাদ অনুবাদ,
রাজদণ্ডে নাহি কাজ। এস সীতা!
ঐ হের মেঘের হৃদয়ে চাঁদ ভাসিছে কেমন।
আমি সত্য ভালবাসি—
আমি নবজলধর তুমি পূর্ণশশী।

সীতা। কি করি! কি করি! কোথায় দেবতা ?
সত্যই কি লঙ্কাধামে দেবতা রাক্ষস-দাস ?
গলিত অগ্নির মত অপবিত্র ভাষ
পশিছে শ্রবণে মোর!
রক্ষা কর—রক্ষা কর নারায়ণ!
হে মেদিনী, শুনি তুমি জননী আমার!
বিদীর্ণ যদ্যপি হও বারেকের তরে
কলুষিত বাক্য হ'তে আত্মরক্ষা করি।

রাবণ। এতদূর!
প্রণয়ের ভাষে বার বার করি সম্বোধন,
এই তার প্রতি-আচরণ ?
ভাল— বলে তোরে করিব গ্রহণ,
আজ তুই আমারে করিবি আত্মদান!

সীতা। দেবতার দীপ্ত রোষে
নাহি তব ভয় ?

রাবণ। নাহি—নাহি!
বলিয়াছি বার বার—

দেবতা—দেবতা আমার দাস।
মানবের মত
দেবের পূজক নহে লঙ্কার রাবণ!
এস মোর সাথে।

(সীতাকে ধরিবার জন্য আরো অগ্রসর হওন।)

সীতা। পতি মোর দেবতার প্রিয়,
যেখানে রহুন তিনি—যেথা আমি রই—
তিনি ছাড়া কেহ নন শরণ্য আমার।
তাঁহার চরণ স্মরি
এই আমি রহিনু দাঁড়ায়ে!
এ দেহ আমার, তুমি স্পর্শ করিবার আগে
আসিবেন রাম,
কিম্বা মুক্ত-প্রাণ লোটাবে ধরায়।

রাবণ। এই ক্ষুদ্র নারী—
কীট সম হেলায় দলিতে যারে পারি,
কোথা হ'তে এত তেজ ধরে?
লঙ্কেশ্বরে ক'রে অবহেলা?
ভাল, আজ তুই মরিবি নিশ্চয়,
কিম্বা তোর সতীধর্ম্ম যাবে রসাতলে!

(বহু রাক্ষস-রমণী অদূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, তারই মধ্যে একজন, নাম তার ধান্যমালিনী, অগ্রসর হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের হাত ধরিল। পরে হাসিতে হাসিতে বলিল)

ধান্যমালিনী। এস মহারাজ, লক্ষ লক্ষ রক্ষ নারী
তোমার আশায়
অলস প্রহর জাগে স্বর্ণলঙ্কাপুরে।
তুমি কেন সীতারে সাধিবে?
এ দীনতা তোমার কি সাজে লঙ্কেশ্বর?
সকামা সহস্র নারী সেবিবে তোমায়
অকামা নারীর প্রতি কেন এত সাধ?
এস নাথ, এস মোর সাথে—
মোর কুঞ্জে আজিকার যাপিবে যামিনী।
সীতার কপালে
ভোগসুখ লিখে নাই বিধি।
এস প্রিয়!
মন্দোদরী গৃহে থাকি মাথে লয়ে
ক্ষুদ্র ঈর্ষা—ক্ষুদ্র অভিমান।

রাবণ। চল চল প্রিয়ে,
কিন্তু কোন নারী কভু ক'রে নাই
মোরে প্রত্যাখ্যান।

ধান্যমালিনী। ক'রেছিল প্রভু!
লক্ষ লক্ষ নারীপ্রেমে
আজ তুমি ভুলিয়াছ তারে!

রাবণ। তুমি—তুমি জান তারে?

ধান্যমালিনী। জানি তার নাম। শুনেছি কাহিনী
স্বর্গ-মন্দাকিনী তীরে
এই মত জ্যোৎস্না-যামিনীতে।
রম্ভা নামে রূপসী অপ্সরী—

রাবণ। থাক্—থাক্, শুনিতে চাহিনা কথা!
কণ্টকের ক্ষত সম
চিত্ত মোর নিত্য বিদ্ধ করিতেছে
সে কালনাগিনী!
মোর মৃত্যু মোর কাছে গচ্ছিত রেখেছে!
ভাল, শোন সীতা!
সাত দিন দিলাম সময়,
তাহার ভিতর হৃদয় প্রস্তুত কর!
কোথায় রাক্ষসীগণ—
একজটা, হরিজটা, ত্রিজটা, দুর্ম্মুখী,
তিন দিন পরে সীতা যদি নাহি করে
আত্মসমর্পণ,
নিশ্চয় মরিবি তোরা,
তপ্ত তৈলে পোড়াব সবায়!

ধান্যমালিনী। এস নাথ, বিলম্বে উদিবে রবি—
ব্যর্থ যাবে আজিকার চাঁদিনী যামিনী!

রাবণ। (ধান্যমালিনীকে আলিঙ্গন করিয়া।)
নয়নে বচনে তব সুধা-প্রস্রবণ,
অঙ্গে বহে অমৃতের ধারা।
সিধুপানে স্খলিত বচন, স্খলিত গমন,
ত্রস্ত কেশপাশ—শ্রীঅঙ্গের বাস,
নাসারন্ধ্রে ঘনশ্বাস, ঘূর্ণিত নয়ন—
রে ধান্যমালিনী!
তুই যদি হইতিস সীতা!
রে মানবী, প্রেম শিক্ষা কর
এই রাক্ষসীর কাছে!

ধান্যমালিনী। এস নাথ!

রাবণ। চল প্রিয়ে! [প্রস্থান

(ধান্যমালিনী ও অন্যান্য রাক্ষস-নারীগণ হাসিতে হাসিতে রাবণকে লইয়া চলিল। ভয়ে চেড়ীগণের মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল। রাবণের কামুকতায় তাহারাও সলজ্জ হাসিল। সীতাদেবী মাটীর দিকে চাহিয়া তেমনি কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চেড়ীগণ তাঁহাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল।)

একজটা। কেমন ধারা নারী তুমি
বুঝিতে নারি ভাই।
মিষ্ট কথা প্রিয় কথা
এত যে কহিল—
তাহারে ধরে না মনে, এত অহঙ্কার!

বিকটা। সামান্য মানবী তুমি
জান কেবা লঙ্কার রাবণ?
কুলে, শীলে, মানে, যশে,
ধনে ও বিদ্যায়,
আচারে আলাপে, শৌর্য্যে বীর্য্যে
তাহার সমান কেহ নাহিক ধরায়।
ছেড়ে দাও রাঘবের আশা,
রাবণের সেবা ক'র সন্তুষ্ট হৃদয়ে,
মন্দোদরী হ'তে তোরে রাখিবে আদরে।
—তুই সুখে র'বি
আমরাও সুখী হব
দুইহাত এক হ'ল দেখে।
কি বলিস হরিজটা?

হরিজটা। কি বলিব ভাই?
এ রকম বোকা, কুবুদ্ধি এমন
আমি দেখিনি জীবনে!
পতির বদলে পতি পেতেছে যখন—
উপরন্তু সোনা, রূপা, হীরা ও মাণিক।
এইমাত্র বুঝি আমি—
নারীর পুরুষে প্রয়োজন।
বুঝিতে পারিনে বাপু রাম আর
রাবণে কি ভেদ।

ত্রিজটা। লক্ষ্মী সীতা, শোন মোর কথা,
পিতা মাতা নাই তোর,
নাই বন্ধু ভাই হিতকথা যে তোরে বুঝায়।
রাজা তোরে বাসিয়াছে ভাল,
আমরাও ভালবাসি তোরে,
সেই হেতু কহি কথা এত।
তোল মুখ, কাঁদিওনা আর।
সোনার বরণ তোর হইয়াছে কালি
এরপর আর ভালবাসিবে কি রাজা—
বুঝেও বোঝনা কেন পুরুষের মন?

সীতা। রক্ষো নারীগণ!
কেন মোরে কর জ্বালাতন?
আপনার বেদনায় আপনি লুটাই ভূমে
ছিন্নমূল তরুলতা সম।
কলুষ কথায় দ্বিগুণ বাড়াও কেন ব্যথা?
পর-পুরুষের উপাসনা
উপদেশ কেন দাও?
রামচন্দ্র বিনে আমার নয়নে
অপর পুরুষ কেহ নাই।
সতীনারী কখনো কি
দেখনি জীবনে?
মোর আচরণে এতই বিষণ্ণ হও?

হরিজটা। চুপ্ কর, চুপ্ কর সীতা!
কহিতে হবেনা কথা মুখের উপর
সতীত্বের বড়াই ক'রোনা আর।
বহু সতী দেখেছি জীবনে।
রাবণের কাছে ভ্রূকুটি চলে না কি?
আজ কিম্বা কাল—
অথবা পরের দিন।

একজটা। ছাড়িবার পাত্র কি রাবণ?
কি বলিস একজটা,
এদিনের কথা ভুলিব না
সেদিন আমরা।
ধান্যমালিনীর মত প্রেম-কথা
কহিবি যেদিন!

সীতা। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গতিনাশিনী!
দুর্গতি হইতে ক'র দূর!
মূর্চ্ছা দাও—মৃত্যু দাও—
ক'র সংজ্ঞা লোপ,
শুনিতে পারিনে এই কলুষ বচন।
দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণী!
পতিনিন্দা শুনি সতী দেহ তেজেছিলে,
সেইরূপ মৃত্যু-ইচ্ছা হ'ক্ ফলবতী
এই বর দাও মাগো, বরদে জননি!

(ত্রস্তপদে ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজটা। সীতা, সীতা, হেথা তুমি সতি ?
অশ্রুনীরে আবার তিতিছ তুমি ?
সর্ব্বনাশ হ'বে, লঙ্কাপুরী পুড়িবে নিশ্চয়—
তোমার ও শোক-অশ্রুনীরে।
ও তো অশ্রু নয়—স্ফুলিঙ্গ অগ্নির।
কে তোমারে কুবচন বলিল আবার ?
এসেছিল বুঝি লঙ্কেশ্বর ?
শোন চেড়ীগণ, সামান্যা রমণী ন'ন সীতা।
কালরাত্রি কনক-লঙ্কার।
সাবধানে সেবিও সীতারে।
বহুভাগ্যে পেয়েছি আমরা
জানকীর সেবা-অধিকার।
কণ্টকিত কলেবর এখনো আমার।
(জনান্তিকে) দেখিলাম আশ্চর্য্য স্বপন—
এস সাথে,
তোমারে স্বপন-কথা গোপনে শোনাব।
রাত্রি হ'ল শেষ, পূর্ব্ব দিক্ ভাগে
উদিত কনক-উষা,
নিদ্রা যাও নিশাচরীগণ,
সীতার সেবার ভার লইলাম আমি।

(ত্রিজটা, সীতা ও সহচরীগণ চলিয়া গেলেন। হনুমান গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, সীতা দেবী যেই স্থানে বসিয়া ছিলেন, সেইস্থানের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন—মাথায় দিলেন।)

হনুমান। জয়রাম—জয়রাম—জয় সীতারাম!
আজ ধন্য সার্থক জীবন!
সার্থক নয়ন মোর, পার্থিব নয়নে হেরি
রামের ঘরণী!
মনে পড়ে একার্ণবে ক্ষীরোদ-সাগরে
অনন্ত-শয়নে বিষ্ণু, লক্ষ্মী পদতলে।
হেরিয়াছি বৈকুণ্ঠ বাসিনী বামা
বৈকুণ্ঠনাথের বামে বৈজয়ন্ত-ধামে।
আপন সুকৃতিবলে হেরেছি গোলোকে
পুলকে বসেন সীতা শ্রীরামের বামে।
এক অংশে চারি অংশ নর-লীলা তরে
পূর্ণ-ব্রহ্ম বিষ্ণু নারায়ণ।
হেন রূপ কথনো দেখিনি—
কথনো হেরিনি লক্ষ্মী শোকাশ্রু নয়নে।
যাবৎ জীবন র'বে ভুলিবনা মনে—
সাধ্বী সীতা ভূলুণ্ঠিতা অশোক-কাননে।
নিশাচরী সাথে
জানকী আসেন পুনরায়।
অন্তরালে থাকি—বীণা-বিনিন্দিত স্বর
শুনিব মাতার।
শ্রীরাম বিহনে আর
রাবণের কলুষ বচনে
রজনীর অন্ধকারে মুদিত পদ্মের মত
জননীর মুখপদ্ম বিষণ্ণ মলিন।
সুযোগ অপেক্ষা করি
যথাকালে পাদপদ্মে করিব প্রণাম!

(সীতা ও ত্রিজটার প্রবেশ।)

ত্রিজটা। স্বপ্নছবি এখনো নেহারি চোখে—
গর্দ্দভ-যোজিত রথে আরূঢ় রাবণ
মুণ্ডিত-মস্তক চলিছে দক্ষিণ দিকে,
উন্মাদের মত হাসিছে নাচিছে। ক'ভু
সুপেয় সুরার মত তৈল ক'রে পান।

সীতা। শুনিলাম স্বপ্ন-কথা—
দুঃস্বপ্ন নিশ্চয়।

ত্রিজটা। শুধু একা নহে লঙ্কেশ্বর;
ঐরূপ ইন্দ্রজিৎ, ঐরূপ কুম্ভকর্ণবীর।
মুণ্ডিত-মস্তক উষ্ট্র-পৃষ্ঠোপরি
ধায় দক্ষিণ মুখেতে।
শুধু হেরিলাম বিভীষণে—
অগ্নি-স্নাত দিব্যকান্তি
স্বর্ণছত্র শিরে।

সীতা। আশ্চর্য্য কাহিনী বটে!

ত্রিজটা। যে স্বপ্ন দেখেছি আমি—
কহিনু নিশ্চয়—রাক্ষসের শুভ আর নাই!
শোন মা জানকী, আজিকার নিশাশেষে
প্রত্যক্ষ ক'রেছি আমি ভবিতব্য-ছবি!
বুঝিয়াছি মাতা,
সামান্যা রমণী তুমি নও,
বুঝি লক্ষ্মী, ছল ক'রে এসেছো ধরায়।
হয়তো বলেছি কু'বচন—

মনে রেখো, পায়ে রেখো,
ভুলনা দুর্দ্দিনে—
তোমার চরণে মাতা, এই নিবেদন।

সীত।। শান্ত হও ত্রিজটা রাক্ষসী,
আমা হ'তে তোমাদের কোন ভয় নাই;
হেথা হ'তে যাও সহচরি!
বিচঞ্চল চিত্ত মোর
স্ববশে আনিতে নারি।
বড় কটু কহিয়াছে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কিছুক্ষণ র'ব একাকিনী।

ত্রিজটা। যাই মাতা,
বুঝিতে না পারি, কি ঘটিবে আজ প্রাতে
কোন্ মূর্ত্তি ধরি অমঙ্গল আসিবে লঙ্কায়।

[ত্রিজটার প্রস্থান

সীতা। মম সম অভাগিনী নাহি ত্রিভুবনে।
রাজকন্যা—রাজার গৃহিণী
ছিনু সুখে কাননে পতির সনে,
দুষ্ট গ্রহ করিল তাড়না—
স্বর্ণ-মৃগরূপী সেই মায়াবী মারীচ।
কু'বচন কহিলাম দেবর লক্ষ্মণে,
মায়ের মতন সযতনে
সেবিতেন যিনি—
সেই পাপে এ দুর্দ্দশা মোর।
এক সত্য কথা মোরে কহিল রাবণ
"রাম ও সীতার মধ্যে
ব্যবধান—সাগর—ভূধর—হ্রদ
শতেক যোজন"।
অসম্ভব কেমনে সম্ভব হবে?
কোন্ নর করিয়াছে সমুদ্র লঙ্ঘন?
কেমনে হেথায় রাম আসিবেন তবে?
কিরূপে হইবে হায় সীতার উদ্ধার?
না-না, আশা আর নাই!
একবার দেখা যদি পেতাম তাঁহার,
মরিতাম অনায়াসে।
নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম
ইন্দীবর-আঁখি
পূর্ণচন্দ্র সদৃশ আনন,
করে ধনুর্ব্বাণ—রাম যদি একবার
দাঁড়াতেন আসি তাঁর দাসীর সম্মুখে,
এ জীবন বিসর্জ্জন দিতাম রাজীব পদে।
মৃত্যু শ্রেয় আশাহীন জীবনের চেয়ে।

(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ)

কেহ কোথা নাই!
ঘুমায় প্রভাতে নিশাচরী!
এখনো আসেনি মোর সরমা ভগিনী!
যোগ্যকাল মরণের বটে!
বেঁচে থাকি যদি,
অপবিত্র কথা পুনঃ ক'বে দশানন।
মৃত্যু মোর আত্মহত্যা নহে—
আত্ম-পরিত্রাণ হেতু মরণের লইব শরণ!
(সূর্য্যের প্রতি) পবিত্র মিহির!
তোমার বংশের বধূ আমি,
তুমি সাক্ষী—কহিও শ্রীরামে,
মৃত্যুকালে তাঁরে ডাকি'
কেঁদেছিল সীতা!
শিংসপা পাদপ শাখে
গলে বস্ত্র দিয়া মরণে করিব আত্মদান।

(সহসা সমস্ত কাননভূমি প্লাবিত করিয়া উদাত্তস্বরে গান হইতে লাগিল।)

গান

রসনায় বলরে অবিরাম
মন আমার, রাম নাম, রাম নাম॥

সীতা। একি!
অকস্মাৎ কোথা হ'তে
প্লাবনের ধারা সম ঝরে রাম নাম
এ কানন-ভূমে?
বীণাযন্ত্রে দেবর্ষি কি গাহিছেন গান?

(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ)

কিম্বা কোন অশরীরী বাণী
স্বর্গ হ'তে নামিছে ধরায়—
পবিত্র করিতে বুঝি এ রাক্ষসপুরী?

(পুনরায় গীত ধ্বনি)

দশরথ-সুত শত গুণযুত
অযুত ভক্তধাম,
ভুবন মোহন নাম,
জানকী-জীবন রাম॥

(গান শুনিয়া)

একি উচ্চতর তান
সম্মুখে পশ্চাতে আকাশে বাতাসে।
রাম নামে নবপ্রাণ সঞ্চারিত প্রাণে,
বুঝি মোর মৃত্যুপণ শিথিল হইল ;
যেই নাম সেই নামী সর্ব্বশাস্ত্রে কয়!
নাম যবে এসেছেন,
নামী আসিবেন বুঝিনু নিশ্চয়।

(পুনরায় গান)

দশরথ-সুত, শত গুণযুত,
অযুত ভক্তধাম,
ভুবন মোহন নাম,
জানকী-জীবন রাম ॥
(এ নাম) গোপনে গোলোকে ছিল
ধরাতলে কে আনিল—
বাল্মীকি ঋষি বল্মীকে বসি
উচ্চে উচ্চারিল।
নূতন প্রণব ঝঙ্কার সম
ধরায় নামিয়া এল।
দেব ঋষি নরে বন্দনা ক'রে
সুন্দর গুণধাম
নয়নাভিরাম শ্যাম,
জয় সীতাপতি রাম,
সীতারাম সীতারাম ॥

(গান শেষ হইলে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত হনুমান সীতা-দেবীর সম্মুখে আসিয়া চরণে প্রণাম করিল।)

সীতা। কেবা তুমি মহাশয়!
অশোক কাননে কোথা হ'তে
আইলে সহসা ?
কি হেতু আমারে ভদ্র!
ক'র প্রণিপাত ?

হনুমান। জননী—
তুমি দেবী, আমি ভৃত্য তব,
ইহার অধিক মোর নাহি পরিচয়!

সীতা। মোরে তুমি জান ভদ্র ?
জান কেবা আমি,
কি হেতু এ লঙ্কধামে
অশোক কাননে ?

হনুমান। জানি দেবি!
দুর্ম্মতি রাক্ষস লঙ্কেশ্বর
কেশে ধ'রে তুলিলা তোমায় রথে—
সেই পাপে সবংশে মজিবে পাপী!
আজ হ'তে সূচনা তাহার।
লঙ্কার বিনাশে আমি উত্তর-সাধক!
নিজ কার্য্য করিবেন আপনি শ্রীরাম।

সীতা। ত্রিজটা দেখিল স্বপ্ন—
সত্য সেকি তবে ? ভাল—
জান ভদ্র, মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে
রাম নাম প্লাবনের ধারা
বয়েছিল এ কাননে,
সে গান শুনেছ তুমি ?

হনুমান শুনিয়াছি মাতা!

সীতা। অপূর্ব্ব সঙ্গীত,
কর্ণে মোর অমৃত বর্ষিল যেন!
কে গাহিল, মনে হয় অশরীরী বাণী,
তুমি কি গাহিতেছিলে গান ?—

হনুমান। জননীর কাছে মিথ্যা কহিব না,
রাম নাম গান আনিলাম লঙ্কাধামে।

সীতা। বাক্য তব এখনো রহস্যে ঢাকা,
কহ ভদ্র, কি তোমার সত্য পরিচয়।

হনুমান। বলিয়াছি দেবি!
লঙ্কার বিনাশে দাস উত্তর-সাধক!
নিজকার্য্য করিবেন আপনি শ্রীরাম

সীতা। রামচন্দ্রে জান তুমি ?

হনুমান। জানি মাতা!

সীতা। চর্ম্মচক্ষে দেখেছ তাঁহারে ?

হনুমান। দেখিয়াছি চর্ম্মচক্ষে।
বসায়েছি হৃদি-সিংহাসনে—
তুমিও সেখানে আছ রাঘবের বামে।

সীতা। রামচন্দ্র সনে আর কি মিলন হ'বে মোর ?
কোথা তিনি, কোথা এবে আমি!

হনুমান। অবশ্য মিলন হ'বে!
শোন মাতা—কোটী কোটী কপিসৈন্য
দিকে দিকে তোমারে করিছে অন্বেষণ।
আমি ভাগ্যবান, পেয়েছি তোমার দেখা

সাগর লঙ্ঘন করি' আসিয়া লঙ্কায়।
রামচন্দ্র, ঠাকুর লক্ষ্মণ
করিলা মিতালি বানর সুগ্রীব সনে
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা!
পূর্ব্বে ছিনু সুগ্রীবের দাস।
যে দিন দেখিনু শ্রীরামে,
আমার সমস্ত তাঁরে করেছি অর্পণ।
আমি আর আমি নই, রাঘবের দাস!

সীতা। কে তোমার পিতা ভদ্র!
কে তোমার মাতা?

হনুমান অঞ্জনার গর্ভজাত পবন-নন্দন।
হনুমান সূর্য্যদত্ত নাম।
মরুতের পুত্র তেঁই—
মারুতিও ক'হে কেহ কেহ।
তব তরে অসাধ্য সাধিতে পারি—
আজ্ঞা ক'র মাতা!

সীতা অঞ্জনার গর্ভজাত পবন-নন্দন
রাঘবের দাস তুমি?
এসেছ আমার অন্বেষণে—
পার হ'য়ে অপার জলধি?
প্রত্যয় না হয় কথা, যেন শুনি
কোন এক প্রাচীন কাহিনী!
হয়তো বা ত্রিজটার মত
হেরিতেছি আমিও স্বপন!

হনুমান মাতা, মাতা!
স্থির চিত্তে কর প্রণিধান,
স্বপ্ন ইহা নয়।

সীতা। যদি স্বপ্ন হয়—
বুঝিতে না পারি, স্বপ্ন কিম্বা সত্য ইহা—
স্বপ্নে যদি এসে থাক রাঘবের দাস!
মিনতি তোমার কাছে—
স্বপনে দেখাও মোরে রঘুকুল-চূড়া।
বহুদিন হয় নাই দেখা।
কেমন আছেন প্রাণনাথ,
প্রাবৃটের শ্যামশোভা রাম রঘুমণি?
তেমনি আছেন সুশ্যামল?

হনুমান। পাগলিনী হ'লে কি জননী?
স্মৃতি, বুদ্ধি, চিন্তা, শক্তি
তোল মা জাগায়ে!
এই যে প্রত্যক্ষ আমি সম্মুখে তোমার
পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দেহ মোর—
স্বপ্ন-দৃষ্ট সূক্ষ্ম ভূত নই!

সীতা। সত্যই প্রত্যক্ষ তুমি;
তবু মোর সংশয় না যায়।
সত্য কহ, নহ তুমি মায়াবী রাবণ?
আস নাই ছদ্মবেশে ছলিতে আমায়—
মায়াবী মারীচ যথা স্বর্ণ-মৃগবেশে?
শুনিলে তোমার কথা
নতুন বিপদ-জালে পড়িবে না সীতা?

হনুমান। হীনজাতি অনার্য্য বানর আমি,
কিন্তু—

সীতা। অনার্য্য বানর তুমি?
কিন্তু ভাষা তব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের মত!

হনুমান। বল মাতা—
কি কথায় জন্মিবে প্রত্যয় তব?
অনার্য্য বানর আমি
রাবণ মায়াবী বটে, মায়া বিদ্যা
আমি কিছু জানি।
কৌশল টুটিবে তা'র
মোর কাছে।
আমার স্বরূপ মাতা দেখনি এখনও।
বিনা যানে, বিনা সন্তরণে
সমুদ্র হ'য়েছি পার। তোমাসহ
অশোক কানন নিমিষে লইতে পারি
রামের চরণে—
তুমি যদি ইচ্ছা ক'র মাতা!

সীতা। সত্য তুমি হেন শক্তিধর?

হনুমান। কামচারী আমি মাতা কামরূপ ধারী—
ইচ্ছায় এ দেহ মোর
সঙ্কুচন প্রসারণ করিবারে পারি,
অণু হ'তে অণু কিম্বা
হিমাচল সুমেরু হইতে গরীয়ান!
আজ্ঞা ক'র তোমার প্রত্যয়হেতু
কি করিতে হ'বে।
পদরেণু স্পর্শ করি কহিতেছি আমি—
নহে ইহা মিথ্যা বাণী মাতা।

সীতা। তুমি পার লয়ে যেতে মোরে
অশোক কানন সহ রাঘব-চরণে?

হনুমান। পারি মাতা,
তোমার আদেশে, কিম্বা রামের আজ্ঞায়!
কিন্তু শোন মাতা,
রামচন্দ্র নিজে আসি
করিবেন তোমার উদ্ধার!
তাঁর কার্য্য আমি যদি সাধি,
তুষ্ট কি হ'বেন রঘুনাথ?
তাই কহি আজ্ঞা ক'র মাতা—
পুনঃ যাই সাগরের পার!
সুগ্রীব, লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্রে
আনিব লঙ্কায়। তারপর
যাঁর কার্য্য করিবেন তিনি।

সীতা। মহাবীর অঞ্জনা-নন্দন
সন্দেহ নাহিক আর। বুঝিনু নিশ্চয়
রাঘবের দাস তুমি।
মহাবীর্য্য সূর্য্যসম, সর্ব্বশাস্ত্রপটু।
যাও তবে, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সহ
শীঘ্র ফিরে এস।
ততদিন রাখিব জীবন
রামচন্দ্রে দিও সমাচার।

হনুমান। তোমারে দেখেছি আমি,
তোমাসনে কহিয়াছি কথা—
রামপ্রিয়া তুমি মাতা, নহ অন্য নারী
প্রত্যয় ক'রাব দেবী রাঘবে কেমনে?
আছে কোন অভিজ্ঞান মাতা?
যদি দাও—
সন্দেহ ভঞ্জন হেতু দেখাব শ্রীরামে।

সীতা। রাবণ তুলিলা যবে রথে
রত্ন-অলঙ্কার সব
অঙ্গ হ'তে দিয়াছিনু ফেলে!

হনুমান। রামচন্দ্র পেয়েছেন তাহা।
তোমার বিহনে মাগো তব অলঙ্কার
হইয়াছে চির সাথী তাঁর।
তাদের সম্ভাষি নিত্য করেন সন্তাপ—
অন্তরাল হ'তে শুনি' আমরাও কাঁদি।
জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী রাম রঘুমণি
তোমা ছাড়া আজ তাঁর অন্য চিন্তা নাই!

সীতা। তোমার বচন বীর
মরুভূমে গঙ্গার প্রবাহ।
কোন অলঙ্কার আর নাই—
আছে শুধু এই চূড়ামণি
রাঘবের হাতে দিও, চিনিবেন তিনি।

(হনুমান সীতার পদধূলি লইল।)

এখনই কি যাবে বীরবর!

হনুমান। যাইবার আগে—
রাবণে দেখিতে আছে সাধ!
নাম শুনিয়াছি বহুদিন,
ক্ষণ পূর্ব্বে দেখিলাম অন্তরাল হ'তে।
মুখোমুখি দাঁড়ায়ে দেখিতে হয় সাধ—
শ্রীরাম মেটান যদি অবশ্য মিটিবে।
সমুদ্র পারের আগে
তোমারে দেখিয়া যাব মাতা!
জয়রাম, সীতারাম, জানকী-বল্লভ!

(হনুমান হাসিয়া প্রস্থান করিল

সীতা। রামনামে পোহাল রজনী—
ঘুচিল কি কষ্ট গ্রহ!
রামভক্ত মহাবীর
সাগর লঙ্ঘন ক'রি আসিল লঙ্কায়।
প্রাণনাথ
আমাকে স্মরিয়া নিত্য করেন রোদন—
বিরহের সহচর আমার অঙ্গের অলঙ্কার!
রামদাস মিথ্যা কথা ক'ভু না কহিবে।
এস-এস সরমাসুন্দরী,
একমাত্র বন্ধু তুমি এই শত্রুপুরে।

(সরমা প্রবেশ করিয়া একদৃষ্টে সীতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

সীতা। এক দৃষ্টে মোর মুখপানে চাহি
কি দেখিছ সরমা-সুন্দরি!

সরমা। দেখিতেছি কত সত্য স্বামীর বচন মম!

সীতা। কি নূতন কথা সখি,
শুনিয়াছ ধর্ম্মনিষ্ঠ বিভীষণ কাছে?
বল মোরে, কৌতূহল জাগে
সতি শুনিতে সে কথা!

সরমা। বলিতেছি,
তার আগে পূজিব চরণ দুটি,
সদ্যোচ্ছিন্ন কাননের ফুলে।

শুনিয়াছি দেবি, ফুল তুমি ভালবাস।
ব'স দেবী এই শিলা-'পরি
পাদমূলে বসি আমি।

সীতা। প্রিয় সখি তুমি মোর
আদরে, আলাপে, আপ্যায়নে
তুমি ভুলাইয়া দাও মোর
বন্দী-জীবনের ক্লেশ।
তোমার ও মধুর বচনে ভুলে যাই,
আছি আমি রাক্ষসের পুরে।
মনে হয়, এ যেন অযোধ্যাপুরী—
তুমি মোর উর্ম্মিলা ভগিনী।
তব ইচ্ছা নারি বিরোধিতে ;
কিন্তু স্বামী-পদ ধ্যান ছাড়া
কিছু মোর ভাল নাহি লাগে।

(সরমা সীতাকে উঠাইয়া বসাইলেন।)

সরমা। অঞ্জলি ভরিয়া ফুল দেই পদতলে,
সীমন্তে সিন্দুর দেই।
দিনু ভালে সিন্দুরের টিপ
আয়ুষ্মতী র'বে স্বামী-সোহাগিনী।
আজিকে প্রথম
দেখিলাম অধরে তোমার হাসি-রেখা।
সত্য কথা কহিলেন পতি।

সীতা। বল মোরে কহিলেন বিভীষণ যাহা!

সরমা। যামিনীর ত্রিযাম অতীত,
নিদ্রা-ঘোরে ছিনু অচেতন।
প্রাণনাথ জাগাইল মোরে
সবিস্ময় উঠিনু জাগিয়া।
কহিলেন তিনি, "ওই শোন, ওই শোন—
কি ভীষণ সিংহনাদ লঙ্কার দুয়ারে।
স্বচক্ষে নেহার সতি।
ঘন-ঘন উল্কা খসে প্রাসাদের স্বর্ণছাদে
নীলাকাশ হ'তে!"
প্রত্যক্ষ করিনু তাঁর বাণী!
আতঙ্কে করিনু প্রশ্ন,—কা'র সিংহনাদ?
কহিলেন প্রভু—"উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা আপনি
রোষে দেবী হুঙ্কারিলা লঙ্কেশ্বর পানে।
হেন অনুমানি,
জানকীরে কু'বচন কহিল দুর্ম্মতি"!

সীতা। পতি তব ধার্ম্মিক সুজন,
অনুমান মিথ্যা নহে তাঁর ;
আজিকে প্রথম কু'বচন
কহিল লঙ্কেশ মোরে।
আর কিবা কহিলেন
ধর্ম্মনিষ্ঠ বীর পতি তব?

সরমা। ভূমিতে পাতিয়া খড়ি
করিলেন জ্যোতিষ গণনা—
কহিলেন, "আজ প্রাতে বড় শুভ যোগ।
জানকীর ম্লানমুখে ফুটিবে হাসির রেখা,
রামদূত আসিবে লঙ্কায়—
শুনাবে মায়ের কানে শ্রীরামের বাণী।
নহে বেশীদিন আর,
জানকী যাবেন ত্যজি
পাপ লঙ্কাপুরী।"
কহিলেন মোরে—
"যাও সতী সরমা সুন্দরী,
যেকদিন আছেন জানকী
পূজা ক'রে এস তাঁর চরণ যুগল।
এ সুযোগ মিলিবেনা
বেশী দিন আর।"
তখন আসিনু সতি,
বনফুল করিয়া চয়ন পূজিতে তোমায়।

সীতা। আর কিছু কহিল না ধার্ম্মিক সুজন?

সরমা। স্বামী মোর গণনায় অতি বিচক্ষণ।
জিজ্ঞাসিনু, আর কি দেখিলে প্রভু?
অধরে ফুটিল ম্লান হাসি। কহিলেন,
"আজ হ'তে আরম্ভ হইল লীলা, রাক্ষসের
জীবনের সমুদ্র-মন্থনে।
এ মন্থনে কত যে উঠিবে অশ্রু,
কত হাসি, কত সুধা, বিষ,
নারিলাম করিতে নির্ণয়।
অসম্পূর্ণ বিদ্যা মোর।"
বলিতে বলিতে কথা
হাসি তাঁর মিলাইয়া গেল,
অশ্রু আসি রুধিল বচন।
নির্নিমিষে রহিলাম তাঁর মুখ চেয়ে,
অচিরে পোহাল বিভাবরী।
তারপর চ'লে এনু তোমারে দেখিতে।

(নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল—সিংহনাদ—"জয়রাম জয়রাম" ধ্বনি, "মার মার—ধর ধর"—এইপথে এইপথে এসেছে বানর—ইত্যাদি শব্দ)

সীতা। ওই বুঝি ত'র ক'ণ্ঠ—উদাত্ত গম্ভীর ?
সরমা। কা'র দেবী ?
সীতা। যা'র কথা কহিলেন স্বামী তব
রামজয় রব উচ্চে উচ্চারিবে
হেন জন কে আছে লঙ্কায়
রামদূত রামদাস বিনা ?
সরমা। এসেছিল হেথা ?
দেখেছ তাহারে দেবী ?
সীতা। এসেছিল—দেখিয়াছি তারে,
রামদূত রামদাস,
তার চেয়ে আরো সত্য ক'থা—
তোমার স্বামীর মত
অন্য এক ভক্ত রাঘবের।

(ত্রিজটা ভীত ত্রস্ত ভাবে প্রবেশ করিল)

কি ত্রিজটা ? কিসের এ কোলাহল ?
মনে হ'য় বাধিল সমর কার সনে।
ত্রিজটা। অকস্মাৎ বানরে রাক্ষসে
বাধিয়াছে ঘোর রণ !
রক্তমুখ কপি এক ভীষণ-দর্শন
কিজানি সে কো'থা হ'তে এল—
ভাঙিল অমৃত-বন,
সব ফল খাইয়াছে একা।
শুধু তাই নয়--ফল ফুল লতাপাতা
সবই খেয়েছে—
অখাদ্য কিছুই ত'র নাই।
মনে হয় ইট, কাঠ, ঘর, বাড়ী খাবে।
সরমা। সেকি কথা কহিস ত্রিজটা !
ইট, কাঠ, ঘর, বাড়ী
কেহ ক'ভু খায় ?
ত্রিজটা। খাইলে খাইতে পারে রাণি !
বারণ কে করিবে তাহারে ?
কা'রো মানা মানে না বানর।
যাহা ছিল সমস্ত খেয়েছে।
রাক্ষসের চেয়ে এই বানরের ক্ষুধা
শতগুণ বেশী।
অসম্ভব দীপ্ত অগ্নি জঠরে তাহার"।
খায় কিম্বা ভস্ম করে
বুঝিতে না পারে কেহ !
অমৃত-বনের মাগো, চিহ্ন আর নাই।
ভরসা কেবল, সকলে বলিল,
নিরামিষ-ভোজী সে বানর।
মনে হয়, মৎস-মাংস স্পর্শ নাহি করে।
রাক্ষস মেরেছে ক'ত
মাংস কিন্তু খায় নাই কারো।
রাক্ষসের মাংস খে'ত যদি
এতক্ষণ প্রমাদ ঘটিত ছোটরাণি !
সরমা। কি' তুই বলিস ত্রিজটা ?
কথা তোর আদৌ বুঝিতে নারি।
কাহারে মারিল সে,
কখন মারিল ?
ত্রিজটা। চক্ষের নিমিষে মাগো, চক্ষের নিমিষে।
এত বড় বীর রাক্ষসের মাঝে কেহ নাই।
আঁটিতে পারেনা কেহ তায়।
অস্ত্র শস্ত্র কিছু নাই—
দু'হাতে যা পায়, তাই দিয়ে মারে
আর পাঠায় যমের বাড়ী।
এমন ধরণ রণ দেখেনিকো কেহ,
দেখেনিকো এমন মরণ।
শমন আপনি আসি
দু'হাতে করিছে যেন মরণ বর্ষণ !
গাছ পালা, পাথর, পাহাড়,
নগর তোরণ ভাঙ্গি,
এক গোটা খণ্ড নিয়ে ত'র
মাথায় মারিল বাড়ি শত রাক্ষসের।
কি হ'বে মা, কি হ'বে লঙ্কার ?
আতঙ্কে কাঁপিছে দেহ, রক্ষা কর মাতা !
শুনিলাম, কালরাত্রে
চামুণ্ডা ক'রেছে সিংহনাদ !
সরমা। সত্য দেবী স্বামীর গণনা !
আরম্ভ হইল লীলা।···
কোন্ কোন্ বীর প'ড়েছে সমরে ?
ত্রিজটা। যুদ্ধ যারা করিয়াছে সবাই মরিল,
কাননের রক্ষক রাক্ষস শত শত
আর চৈত্যপাল গণ।

মহাবীর জাম্বুমালী তারপর এল
আর তখনি মরিল।

সরমা। কি বলিলি ?
জাম্বুমালী মরিয়াছে ?

ত্রিজটা। বহুক্ষণ আগে।
তারপর শোন,
অগ্নির সমান তেজে
লঙ্কেশ্বর প্রিয়তম মন্ত্রিগণ,
গলাটিপি মারিল তাদের।
তারপর এল রণে পঞ্চ সেনাপতি
দুর্দ্ধর, প্রঘষ, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ,
ধূপাক্ষ রাক্ষস—
যথাকালে তারাও মরিল।

সীতা অসম্ভব বীরত্ব কাহিনী !
সেই সৌম্য শান্ত সাত্ত্বিক দর্শন
হেন শক্তি ধরে দুই ভুজে ?
বুঝিনু নিশ্চয়,
মিথ্যা করে নাই আত্মশক্তির বাখান
রামের সমান বীর ভক্ত রামদাস !

ত্রিজটা। ওই নাম—ওই নাম—
হ্যাঁ-হ্যাঁ—ওই নাম !
তোমার স্বামীর নাম বুঝি ?
ওই নাম মুহুর্মুহু করে উচ্চারণ
রাক্ষস বধের কালে !

সরমা। তারপর, আর কি ঘটিল ?

ত্রিজটা। এতক্ষণ কি ঘটে না জানি,
রাজার আদেশে মহারাণীর পুত্র
যুবরাজ অক্ষ বুঝি পশিয়াছে রণে।

সরমা। ম্যা—সেকি ?
জেনে শুনে কালরূপী বানরের রণে
যুবরাজ অক্ষে রাজা পাঠাল কেমনে ?

ত্রিজটা। হিতাহিত বুদ্ধিশূন্য আজ লঙ্কেশ্বর।
যাও রাণি ! গৃহে গিয়া
ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বামীরে তোমার
দাও পাঠাইয়া
রাজার নিকট।
স্থিরবুদ্ধি ধার্ম্মিক সুজন—
তাঁর ক'থা যদি শোনে তবেই মঙ্গল !
নহিলে যে কি ঘটিবে—।

(প্রহস্ত ও একদল রাক্ষস সৈন্যের প্রবেশ)

প্রহস্ত। ওই যে মায়াবী কপি
উল্কা সম খ'সে পড়ে
নীল নভ হ'তে ! চল ত্বরা !
যুবরাজ অক্ষ গেছে,
কি কাজ জীবনে আর ?
কি বলিস, মরিতে পারিবি তোরা ?
যদি প্রয়োজন হয় ?

(সৈন্যগণ উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল)

ত্রিজটা। হ্যাঁগা ! হ্যাঁগা ! শোন !

প্রহস্ত। শুনিতে সময় নাই দেখিছ না !

ত্রিজটা। সেনাপতি প্রহস্ত—মাতুল তুমি !

প্রহস্ত। হ্যাঁ, প্রহস্ত, মাতুল আমি,
চিনিতে পেরেছ ঠিক্।
তা—পথ জুড়ে দাঁড়ালে কি হেতু ?

ত্রিজটা। শুনিলাম পঞ্চ সেনাপতি মরিয়াছে,
তুমি বুঝি মরনি এখনো ?

প্রহস্ত। না ! মরিলে হইতে খুসি নাকি ?
এমন সুহৃৎ তুমি জানা ছিল নাকো !
পথ ছাড় ! যদি মরি
তোমারে খবর দিব আগে,
মুখ-অগ্নি ক'রো যথাকালে !

ত্রিজটা। বালাই ! বালাই ! ষাট্ ষাট্—
ও কথা কি মুখে আনে ?
হ্যাঁগা, কি কথা বলিতেছিলে
যুবরাজ অক্ষ—

প্রহস্ত। আর নাই—
প্রাণ দেছে বানরের রণে।
এবার সাজিছে মেঘনাদ !

[প্রস্থান

ত্রিজটা। আহা !
দেখে আসি একবার।
কতই কাঁদিবে মন্দোদরী !
কখনো জানেনা শোক দুঃখ কারে বলে।
বিনা মেঘে অশনি পড়িল শিরে।
কি জানি কি ঘটে অতঃপর।

আহা—আহা!
ইন্দ্রজিতে আবার পাঠাল কেন?

প্রস্থান

সরমা। সত্য কথা কহিল ত্রিজটা।
মোর প্রাণ কেঁপে ওঠে দেবি!
মন্দোদরী রাণীর মতন
আমিও যে সন্তানের মাতা!
সত্য-সত্য—ইন্দ্রজিতে কেন পাঠাইল?

সীতা। আমি বুঝিয়াছি সখি.
তোমার অন্তর-ব্যথা,
কি আশঙ্কা আলোড়ন করে তব হৃদি।
বহে ঘন দীর্ঘশ্বাস মরম মথিত।
সত্য সত্য দারুণ দুর্দ্দিন
ঘনাইয়া আসিল লঙ্কায়।
সকলি আমার তরে—
মরণ অবধি মোর শেল সম
এ দুঃখ বাজিবে বুকে।
দুঃখ পাই, দুঃখ দিই,
দুঃখ মোর সাথী।
গৃহে যাও, গৃহে যাও সতি!
ধার্ম্মিক তোমার স্বামী,
পাঠাইয়া দাও তাঁরে রাজার সকাশে।
তাঁর সহবাসে হয়তো বা ধর্ম্মবুদ্ধি
ফিরিবে রাজার।

সরমা। যাই দেবি!
যা কহিলে তাহাই করিব,
প্রাণ কাঁদে বুঝিতে না পারি সীতা
রাবণের কর্ম্মফল কাহারা ভুঞ্জিবে।

[প্রস্থান

(হনুমানের প্রবেশ।)

সীতা। একি!
অঞ্জনা-নন্দন, ফিরে এলে পুনরায়?

হনুমান। মাতা—বেধেছে দারুণ যুদ্ধ
মেঘনাদ সনে। উপযুক্ত বীর,
যুদ্ধ জানে—শিখিয়াছে অনেক কৌশল।
মোর কোন ভয় নাই মাতঃ,
সকল দেবতা মোরে দিয়াছেন বর,
সর্ব্বোপরি আছেন শ্রীরাম।
বড় দুঃখ—মারিলাম নিরীহ রাক্ষস বহু—
বিশেষতঃ অক্ষযুবরাজে
কি করিব, উপায়তো নাই!
আত্ম প্রতিষ্ঠার তরে ওদের মারিতে হ'ল।
সমযোগ্য যোদ্ধা ইন্দ্রজিৎ।
এখনি বাধিবে ঘোর রণ;
কিন্তু যুদ্ধ করিব না—
ধরা দিব। ভয় পাইওনা মাতা,
হয়তো বাঁধিবে মোরে,
দিবে কারাগারে।
যা ক'রে করুক—
মোর মুক্তি মোর হাতে।
রাবণে দেখিতে সাধ চিতে,
তাই ধরা দিব।

(প্রহস্ত ও রাক্ষস-সৈন্যগণের পুনঃ প্রবেশ)

প্রহস্ত। এই যে এদিকে এল, বড়ই ঝামেলা দেখি!
এরমধ্যে কোথা গেল মায়াবী বানর।
পঞ্চসেনাপতি মারিল চাপড়ে—
কেবল বুদ্ধির জোরে
এখনো বাঁচিয়া আছি আমি।
কোথা হ'তে এল এ আপদ!
একে তো আমার প্রতি
কিঞ্চিৎ নারাজ রাজা!
তারপর বেঁচে যদি থাকি,
আর ধরিতে না পারি বানরেরে...।

হনুমান। আমারে খুঁজিছে।
আশীর্ব্বাদ কর মাতা,
এই বেশে চিনিতে নারিবে।
মোর যোদ্ধবেশ তুমি দেখনি জননি!

সীতা। দেখি নাই বটে,
তবে শুনিলাম অদ্ভুত কাহিনী।
বেশীক্ষণ মোর সাথে কহিওনা কথা;
তোমারে করিছে লক্ষ্য ওই নিশাচর—
বিপদে না পড় যেন করি আশীর্ব্বাদ!

[কুটীরের দিকে প্রস্থান

প্রহস্ত। কে তুই দাঁড়ায়ে হোথা—
কথা কও রমণীর সাথে?

হনুমান। আমি-আমি-এই আমি,
আমার বিশেষ কিছু নাহি পরিচয়।
পথ দিয়া যেতেছিনু চ'লে—
লক্ষ্মীর মতন রূপ দেখে
কহিলাম দু'একটি কথা—
নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হ'য়েছে কি তাতে ?

প্রহস্ত। জান কে ওই রমণী ?

হনুমান। কিবা প্রয়োজন!

প্রহস্ত। যাও, আর আসিও না!

হনুমান। আসিব না।

প্রহস্ত। ভাল, দেখেছ কি—
একটি বানরে যেতে এই পথ দিয়ে,
রক্তবর্ণ মুখ তার ভীষণ দর্শন ?

হনুমান। এইমাত্র মারিল যে অক্ষ যুবরাজে ?

প্রহস্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছ তাহারে ?

হনুমান। দেখিয়াছি—দেখিয়াছি—

প্রহস্ত। কোথা গেল মায়াবী বানর ?

হনুমান। এই যে, এই যে, এই পথে—
ওই যে—ওই যে তোরণের দিকে।
এস এস, দেখাই তোমারে!
কথা বুঝি বুঝিতে পারনা ?
ভাল ভাল, হাত পা নাড়িয়া
কথা বোঝাব তোমায়।
এস সাথে দিই দেখাইয়া—
এস এস!

[সকলের প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

(হনুমানের মঙ্গলের জন্য দেবদেবীগণ, দেবর্ষিগণ ও সিদ্ধ চারণ-চারণীগণ রামগান গাহিতেছেন)

গান

রামং লক্ষ্মণ-পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথ-তনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুল-তিলকং
রাঘবং রাবণারিম্॥

(প্রহস্তের প্রবেশ)

প্রহস্ত। একি—একি—
শান্তমূর্ত্তি পথিক লুকাল কোথা ?
করাল কৃতান্তসম ছদ্মবেশী
এই সেই দুরন্ত বানর!

হনুমান। জয়রাম, জয়রাম, সীতারাম!—

দৃশ্যান্তর

তোরণ সম্মুখ।

(রাবণ ও মন্দোদরী প্রাসাদের দিক হইতে আসিতেছিল)

মন্দোদরী। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিয়ে ক'র রাজা
চামুণ্ডার পূজা-আয়োজন।
রাত্রি শেষে হুঙ্কারিলা মাতা,
প্রভাত না হ'তে, একি ঘোর অমঙ্গল

রাবণ। অধীর হয়োনা মন্দোদরি,
যুবরাজ অক্ষ গেছে রণে
বানরে মারিবে। কিম্বা,
নাগপাশে বাঁধিয়া আনিবে॥

মন্দোদরী। কে কহিল, ইন্দ্রজিৎ গিয়াছে সমরে।
অক্ষের সংবাদ—
মোরে কেহ কহিল না;
মনে হ'ল গোপন করিল যেন।
প্রভাতে করিয়া স্নান
নৈমিত্তিক শিবপূজা তরে
পশিলাম শিবের মন্দিরে।
শঙ্কর নিল না মোর পূজা—
মাথা হ'তে ফুল না পড়িল।
মন উচাটন—বাহিরে আসিয়া শুনি
অক্ষ গেছে রণে।
কেন তারে পাঠালে রাজন!
এখনো বালক সে যে!
শুনেছি তোমারই মুখে রাজা,
বানর সামান্য নহে জাতি।
মহাবীর্য্য যুদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

তোমারেও বেঁধেছিল কিস্কিন্ধ্যার পতি।
সেই কি আসিল পুনঃ ছদ্ম বেশ ধরি?

রাবণ। না—না—বালিরাজ আসিবে না।
তা'র সঙ্গে ঘটিল বন্ধুতা—
শত্রুভাবে আসিবে না বালি।
স্থির হও মন্দোদরি, আসে ভগ্নদূত,
শুভাশুভ সত্য কথা কহিবে এখনি।
কি সংবাদ ভগ্নদূত?

(ভগ্নদূতের প্রবেশ)

দূত। সমরে নিধন হ'ল
অক্ষ যুবরাজ।
ইন্দ্রজিত পশিয়াছে রণে।
রাক্ষসে বানরে বেধেছে ভীষণ যুদ্ধ!
মনে হয় মহারাজ! এ কপির সনে
দেবতার আছে যোগ।
মেঘনাদ কহিলেন—
উল্লাসিত দেবগণ রাক্ষস নিধনে।

রাবণ। অগ্নি জ্বালি তিলে তিলে
পোড়াব বানরে। মরিবার আগে
রাক্ষসের প্রতিহিংসা বুঝিবে দুর্ম্মতি।
তারপর কালি প্রাতে স্বর্গে দিব হানা;
বড় দম্ভ বাড়িয়াছে দেবতার!
এত স্পর্দ্ধা, প্রকাশ্যে শত্রুতা ক'রে?
যাও ভগ্নদূত, বল ইন্দ্রজিতে—
বানরে বাঁধিয়া আনে আমার সম্মুখে।
বধ যেন নাহি করে।

[ভগ্ন দূতের প্রস্থান

একি মন্দোদরি!
বীরমাতা পুত্রশোকে কাঁদিয়া আকুল?

মন্দোদরী। ক্ষুদ্র নারীসম পুত্রশোকে
অশ্রুজল ফেলিবেনা রাণী মন্দোদরী।
যদি কাঁদি, কাঁদিব গোপনে,
একান্তে আপন গৃহে,
সর্ব্ব লোকচক্ষু অন্তরালে।
কিন্তু ভাবি মনে রাজা—
কি হেতু মরিল পুত্র?
মরিবার পুত্র সেতো নয়?
কে পশিল স্বর্ণলঙ্কাপুরে?
কত যুগ এসেছি লঙ্কায়,
'মৃত্যু' কথা কখনো শুনিনি কানে।
স্মর মহারাজ, কেহ মরে নাই হেথা।
রোগ শোক-জরা-মৃত্যুহীন
বৈজয়ন্ত ধাম সম পুরী—
ত্রিদিব হইতে গরিয়ান।
আজ প্রাতে কোথা হ'তে মৃত্যুর উৎসব-
কে আনিল?
কি হেতু আনিল?
কেবা সেই শক্তিধর?
সামান্য বানর কভু নয়?
প্রশ্ন মোর ভাবি দেখ
আপনার মনে মহারাজ!

রাবণ। শোন রাণি, যেহেতু দেবতা সনে
আমার বিরোধ।
অমরার মত—
অমর কেহই নয় দিব্য লঙ্কাধামে।
কতই করিনু তপ সহস্র বৎসর,
তপে তুষ্ট চতুর্ম্মুখ
শ্রেষ্ঠবর দিলেন আমায়।
তবু আমি, যম, অগ্নি, বাসবের মত
নহিক অমর। বাক্যের ছলনে ব্রহ্মা
ভুলাইল মোরে।
ক্ষুদ্র সে দেবতা—বাহুবলে কেহ নয়
আমার সমান।—তবু তারা মৃত্যুহীন!
দেবতার মত—রাক্ষসের পিতামহ
দেব পদ্মযোনি।
কুম্ভকর্ণ, আমি, বীরবাহু, ইন্দ্রজিত,
সবাই করিল তপ সহস্র বৎসর—
দিলনা অমর-বর কা'রে চতুর্ম্মুখ।
এত পক্ষপাত তার দেবতার প্রতি।
মন্দোদরি—মন্দোদরি—
ক্ষুদ্র মানবের মত—
মৃত্যুছায়াচ্ছন্নলোকে রাক্ষসের বাস।
যাও-যাও-যাও মন্দোদরি—
আজ মোরা মৃত্যুর পেয়েছি আস্বাদন।
কালি প্রাতে অসুরের মত
স্বর্গজয় করি দেবতায় দিব তাড়াইয়া।

তারপর, আবার করিব তপ সহস্র বৎসর।
মরণে জিনিব—
মৃত্যুজয়ী করিব রাক্ষসে।

(মন্দোদরী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভগ্নদূত আবার আসিল)

রাবণ। কি সংবাদ ভগ্নদূত ?
দূত। মহারাজ ! বানর পড়িল ধরা,
মেঘনাদ বেঁধেছেন তারে।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি বানরের—
মৈনাক ভূধর সম
প'ড়ে আছে সমুদ্রের তীরে।
শত শত রাক্ষস মিলিয়া
বাঁধিয়া আনিতে নারে।
কামরূপ কামচারী মায়াবী বানর
কভু ক্ষুদ্র, কখনো বৃহৎ।
কেহ কহে বিপ্রবেশে
জনক-নন্দিনী সনে গোপনে কহিল কথা
অশোক কাননে।
ইচ্ছায় বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরে।
নর কি বানর কিম্বা ছদ্মবেশী দেব—
রাক্ষস নারে তাহা করিতে নির্ণয়।
অস্ত্র তার বৃক্ষ ও পাথর—
হাতের চাপড়ে মারে পঞ্চ সেনাপতি,
অক্ষেরে মারিল আছাড়িয়া।
রাবণ। আঃ—যাও যাও—
শুনিতে চাহি না বাক্যছটা।
কামরূপ কামচারী মায়াবী বানর—
শুনাতে হ'বে না আর,
বহুবার শুনেছি ও কথা !
বানরে চাপড়ে মারে পঞ্চ সেনাপতি ?
নাহি জানিতাম পূর্ব্বে
এত অপদার্থ মোর রাক্ষসবাহিনী !
যাও, বলো মেঘনাদে
কোটী সৈন্ত সেনাবাসে মোর,
স্কন্ধে লয়ে আনুক বানরে—
দেখিব সে কিরূপ মায়াবী !

[ভগ্নদূত চলিয়া গেল

(সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রবেশধারী হনুমান প্রবেশ করিয়া রাবণের দিকে এক দৃষ্টে চাহিল ; কিছুক্ষণ কেহ কথা কহিল না ; দুই জনই বিস্মিত)

রাবণ। কে আপনি প্রভু !
দিব্যকান্তি শান্ত সৌম্য, সহাস্য বদন,
তেজোময় দেহ,—অঙ্গে ঝরে
ভানুর কিরণ—আপনি কি শিবদাস ?
কৈলাস-আলয় হ'তে
শঙ্কর কি স্মরিলেন দাসে ?
শিবদূত নন্দী কি আপনি ?
হনুমান। বিশ্বেশ্বর বিশ্বপিতা দেব মহেশ্বর,
জীবমাত্র সন্তান তাঁহার।
কেবা তাঁর দাস নয় এ মহীমণ্ডলে ?
শঙ্করের দৌত্য কার্য্যে আসি নাই হেথা,
নহি শিবদূত,
নন্দীনামে নহি পরিচিত।
রাবণ। কে তুমি পুরুষোত্তম ?
তোমার স্বরূপ কিবা ?
দেবদূত ? দেবকার্য্যে এসেছ কি হেথা ?
অশ্বিনীকুমার তুমি ?
হনুমান। না লঙ্কেশ্বর !
যদিও রাজন, যে কাজে এসেছি আমি,
দেবতার বাঞ্ছিত সে কাজ।
রাবণ। বহুদিন ত্রিসংসার করিনি ভ্রমণ,
বহুদিন তপস্যাবিরত,
স্থূলভোগ সম্ভোগ নিরত, চক্ষু
সূক্ষ্মদৃষ্টিহীন। তোমারে চিনিতে নারি,
কহি অকপটে।
দেহ মোরে সত্য পরিচয়।....
আবার কি হেতু ভগ্নদূত ?

(ভগ্নদূত প্রবেশ করিল।)

ভগ্নদূত। মহারাজ !
মুখে মোর সরেনা বচন।
যদ্যপি অভয় দাও,
ক্রুদ্ধ নাহি হও প্রভু সেবকের প্রতি,
শুনাইব আশ্চর্য্য কাহিনী।
রাবণ। অমঙ্গল বার্ত্তাবহ !
শুভাশুভ সংবাদ কহিবি অকপটে,

এই তো কর্ত্তব্য তোর,
তবে কেন বার-বার অভয় করিস ভিক্ষা ?
(হনুমানের প্রতি) ভদ্র !
মার্জ্জনা করিও ত্রুটি ;
রাজকার্য্য, অগ্রে শুনি সেবকের কথা !
তারপর শুনিব তোমার বাণী।
বল্ ভগ্নদূত,
কি তোর অদ্ভুত কথা !
বাক্য-অলঙ্কার রাখি শ্বেতবাক্যে,
সহজ ঘটনা বল্।

ভগ্নদূত। সমুদ্র বেলায় বানর পড়িয়াছিল
রজ্জুবদ্ধ সুমেরু পর্ব্বতচূড়া···

রাবণ। আঃ, আবার উপমা ?
জানি তুমি কাব্য-শাস্ত্র-সুনিপুণ।
তোমার সহিত নাহি করি
কাব্য আলোচনা।
ঘটনা বলিয়া যাও !

দূত। সমুদ্র বেলায় রজ্জুবদ্ধ
বানর পড়িয়া ছিল।
আশে পাশে ছিল তার অসংখ্য রাক্ষস।
সহসা নাসারন্ধ্রে বহে ঘনশ্বাস,
যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে মুখে,
নিভিল তার নয়নের জ্যোতিঃ,
শ্বাস নাহি বহে আর, শীতল শরীর।

রাবণ। মরিল বানর, এই তো সংবাদ তোর ?

দূত। মরিল বানর, এ নহে আশ্চর্য্য কথা।
আশ্চর্য্য কাহিনী প্রভু !
দেহ তার লঘু হ'ল, লঘুতর ক্রমে—
তারপর, অণুপরমাণু হ'য়ে
কোথায় মিশাল ;
বন্ধনের রজ্জু শুধু পড়িয়া রহিল।
এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড কেহ দেখে নাই
কোনকালে।

হনুমান। দেহ তার অণুপরমাণু হ'য়ে
মিশাল কোথায়,
আত্মা কোথা গেল, কেহ লওনি সন্ধান ?

দূত। কি আশ্চর্য্য !
কে এ অপরিচিত ?

রাবণ। চেন এরে ! দেখেছ ইহারে ?

দূত প্রভু প্রভু !
সেই বানরের মুখের সহিত
এ মুখের বড়ই আশ্চর্য্য মিল

(প্রহস্ত ও মেঘনাদের প্রবেশ)

প্রহস্ত। নিশ্চয় এসেছে এই দিকে—
এই যে হেথায় যুবরাজ !
এই সেই মায়াবী বানর।

ইন্দ্রজিৎ। কে ! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলি হয় অনুমান ওরে।

হনুমান। হে কুমার ইন্দ্রজিৎ !
সত্য তব নহে অনুমান.
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নই—আমি হনুমান !
(প্রহস্তের প্রতি) কুশলে আছ তো বন্ধু !
তুমি মোর সাথে যুদ্ধ ক'র নাই
তুমি বুঝি সেনাপতি এক—ভাল, ভাল !
(রাবণের প্রতি) পুত্র তব যোদ্ধা বটে !
শিখিয়াছে কিছু।
বড় সুখী হইয়াছি পাইয়া বিদ্যার পরিচয়।

ইন্দ্রজিৎ। পিতা, আমারে আদেশ দাও,
ভ্রাতৃবধে লব প্রতিশোধ।
উপযুক্ত শিক্ষা দেব প্রগল্‌ভ বানরে।

হনুমান। এইমাত্র মোরে শিক্ষা দিলে মেঘনাদ !
এখনো ভুলিনি তাহা ;
এরিমধ্যে নবশিক্ষা ল'ব,
এতখানি মেধা নাই বানর জাতির।

ইন্দ্রজিৎ। পিতা !

রাবণ। স্থির হও বৎস !
কিছু মোর প্রশ্ন আছে,
বানরে জিজ্ঞাসা করি।
তুমি ওরে বেঁধেছিলে বটে,
পার নাই আনিতে এখানে।
স্বেচ্ছায় এসেছে হেথা—
পলাইতে পারিত নিশ্চয়।
মনে হয়, আসিয়াছে আমারে দেখিতে।

হনুমান। সত্য ক'থা লঙ্কেশ্বর !
আসিয়াছি তোমারে দেখিতে।

রাবণ। (প্রহস্তের প্রতি) মাতুল !
তুমি এরে কোথায় দেখিলে ?
কেমনে হইল পরিচয় ?

প্রহস্ত। দেখেছিনু অশোক কাননে—
জানকীর সনে কহে কথা।
রাবণ। কি কথা কহিতেছিল?
প্রহস্ত। কেমনে বলিব মহারাজ!
সীতা দেবী কথা ক'ন
বানর নাড়ে মাথা,
বুঝিতে পারি না নর-বানরের কথা।
রাবণ। বুঝিতে পার না বটে, ভাল!
পঞ্চ সেনাপতি সমরে পড়িল—
তুমিও তো সেনাপতি এক,
তুমি কোথা ছিলে? মর নাই কেন?
হনুমান। পায়নি সুযোগ।
আসে নাই রণে একবার!
বিনা যুদ্ধে আমিই বা কিরূপে মারিব?
সে কারণে রয়েছেন বেঁচে।
তবু চিহ্ন আছে কিছু—
শুধু নখের আঁচড় এক রেখেছি গলায়।
রাবণ। (বহুক্ষণ একদৃষ্টে হনুমানের দিকে চাহিয়া)
তবে তুমি-তুমিই সে—
হনুমান। (মৃদু হাসিয়া) যথার্থ বলেছ কথা,
আমিই সে।
রাবণ। তুমিই ভাঙিয়াছ অমৃত কানন?
গিয়াছ অশোক বনে,
জানকীরে দেখিয়াছ?
কহিয়াছ কথা তাঁর সনে,
দিয়াছ রামের সমাচার?

(হনুমান প্রতি কথায় সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িতে লাগিলেন দেখিয়া ইন্দ্রজিতের অঙ্গ রাগে জ্বলিতে লাগিল)

হনুমান। আরো বলি লঙ্কেশ্বর!
বোধ করি সব কথা বলেনি তোমার অনুচর।
অমৃত কানন ভাঙ্গি
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত ছিনু,
সব ফল ক'রেছি ভক্ষণ।
সুন্দর এ ফল, চমৎকার
অমৃতই বটে।
অমৃত স্বর্গেতে থাকে
লোকমুখে শুনেছিনু কথা,
মর্ত্ত্যলোকে আনিয়াছ তুমি!
দ্বিতীয় অমরাতুল্য তব লঙ্কাপুরী—
এ পুরের যোগ্য ফল বটে।
অতিথি-সৎকারের নাহি প্রয়োজন,
তৃপ্ত আমি!
ইন্দ্রজিৎ। প্রগল্‌ভ বানর
তোমারে বিদ্রূপ করে পিতা,
আজ্ঞা দাও মহারাজ।

(রাবণ ইন্দ্রজিতকে স্থির হইতে আদেশ করিলেন)

হনুমান। পুত্র তব রক্ষোরাজ!
বিশ্বকর্ম্মা পুত্রসম
বিয়াল্লিশ কর্ম্মা বলি অনুমান।
(ইন্দ্রজিতের প্রতি)
পিতা তব ধৈর্য্য ধরি শুনিছে আমার কথা,
তুমি কেন এতই অধীর?
নিরস্ত্র নিরীহ দূতে বধি
কি বীরত্ব হ'বে প্রকাশিত?
অস্বীকার করি নাকো
যুদ্ধ কিছু শিখিয়াছ।
তথাপি বালক তুমি,
ধৈর্য্য ধর বৎস মেঘনাদ!
অনেক সুযোগ পাবে
বীরত্বের দিতে পরিচয়।
রাবণ। রাখ বীরত্বের ব্যাখ্যা, বচন বিন্যাস,
শোন মোর কথা!
হনুমান। বল শুনি,
তব বাক্য শুনিবারে আসিয়াছি হেথা।
করেছিনু অনেক সন্ধান
নগরের প্রাসাদে প্রাসাদে।
যারে আমি জিজ্ঞাসিনু
শুনিনু উত্তর—লঙ্কেশ্বর রমণী-সমাজে
ক্রীড়া করে প্রমোদ-আগারে,
চন্দ্র সূর্য্য সেথা নাকি প্রবেশিতে নারে।
তাই ভাঙ্গি অমৃতের বন,
নাশি' সৈন্য অগণন,
জাম্বুমালী পঞ্চ সেনাপতি আর
অক্ষ যুবরাজে
পেয়েছি তোমার দেখা।

এইবার, প্রশ্ন যদি থাকে কিছু
মোরে সুধাবার—জিজ্ঞাসহ।

রাবণ। ভুলি নাই—বধিয়াছ প্রিয় পুত্রবরে,
চেয়েছিলে মোরে দেখিবারে।
ভাল ক'রে বুঝাইব তোরে
রাবণ কিরূপ, অগ্রে তার
জিজ্ঞাসি তোর পরিচয়।
কে তুই বানর?
কেন এলি হেথা?
এ কনক লঙ্কাপুরী
মাতৃভূমি রাক্ষস জাতির,
হেথা তোর কার্য্য কিবা?
কি সম্বন্ধ রাক্ষসে বানরে?

হনুমান। ভুলে গেছ কি সম্বন্ধ রাক্ষসে বানরে?
ভুলে গেছ বালিরাজে—কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি—
লাঙ্গুলে বাঁধিয়া যিনি
চারি সমুদ্রের লবণাক্ত অম্বুরাশি
ক'রালেন পান?
হাত দিয়া দেখ গলে রক্ষ-মহারাজ
থাকিলে থাকিতে পারে চিহ্ন লাঙ্গুলের।

রাবণ। রে বানর!
যদি থাকে প্রাণের মমতা,
কহ কথা সংযত হইয়া।
জেনো, কারো কোন ত্রুটি কোনদিন
রাবণ করেনা ক্ষমা!

হনুমান। জানি আমি, তুমি
ক্ষমিতে অভ্যস্ত শুধু ত্রুটি আপনার।
ক্ষান্ত দিয়ে অপরের ছিদ্র অন্বেষণে
নিজ ছিদ্র করহ সন্ধান দশানন!

রাবণ। ভাল, বুঝিলাম কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী তুই।
তুই কি বালির অনুচর?
মিত্ররাজা, তার সনে আমার বন্ধুতা আছে।

হনুমান। বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব নৃপতি।
বালি তাঁরে
বঞ্চিত করিলা পিতৃরাজ্য-
অধিকার হ'তে।
নির্ব্বাসিত সুগ্রীব সুমতি
ভাগ্যবশে রামের পাইল দেখা।
শ্রীচরণে লইল শরণ।
সুগ্রীবের সনে হ'ল রামের মিতালি।
রামচন্দ্র বালিরে বধিয়া
সুগ্রীবে দিলেন সিংহাসন।
আমি সুগ্রীবের অনুচর—দাস রাঘবের

রাবণ। সত্য এ কাহিনী?
রাম বালিরে বধিল?
ক্ষুদ্র নর এত শক্তিমান্?

হনুমান। সুগ্রীবের অনুরোধে
ভক্ত প্রীতি তরে
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু
চোরা বাণে নাশিলা বালিরে।

রাবণ। ওঃ—চোরাবাণে নাশিলা বালিরে!
তাই বটে! সম্মুখ সমরে
বালিরে নাশিতে কে'বা পারে?
কলঙ্কী, দুর্জ্জন, শঠ রাম।

হনুমান। সত্য,
কলঙ্কী শশাঙ্ক সম—
রামনামে এ কলঙ্ক রবে চিরদিন।
কিন্তু, কলঙ্ক-ভঞ্জন রাম—
নিলে নাম কলঙ্ক লজ্জিত হয়।
রাম-শরে মরি রাজা
দিব্য রথে পুলকে গোলোকে পশে।
বালি-পুত্র অঙ্গদ গাহিল রামজয়,
পরলোক হ'তে রাজা আশীষ
করিল তারে।
চরণ ধরিয়া কাঁদে মহারাণী তারা,
শোক-তাপ নিমিষে হইল দূর!
বিচক্ষণ নরপতি, তুমি লঙ্কেশ্বর,
বিচার করিয়া বল—
শত্রু কিম্বা মিত্র রাম কিষ্কিন্ধ্যাপতির?

রাবণ। চণ্ডালের বন্ধু রাম, বানরের সখা,
রতনে রতন চিনে!
রে বানর! তোমরাই চিনিয়াছ তারে,
বুঝিয়াছ মহিমা রামের!
এইমাত্র শুধু জানিলাম—
নর ও বানরে সম্মিলন। হাসি পায়!
ভাল, কিবা চায় তোর রঘুনাথ?

হনুমান। আমি এসেছিনু
জানকীর লইতে সন্ধান

সন্ধান পেয়েছি।
এখন তোমারে বলি রামের আদেশ।
ইন্দ্রজিৎ। আদেশ! অসহ্য স্পর্দ্ধা!
হনুমান। হ্যাঁ, আদেশ—
আদেশ নিশ্চয়।
রামের আদেশ—
দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ, এই দণ্ডে
জানকীরে দিবে পাঠাইয়া মোর সাথে,
অবশ্য যদ্যপি চাহ শুভ আপনার।
সারথিরে আজ্ঞা দাও,
সাজাক পুষ্পক রথ।
রাবণ। স্থির হও, স্থির হও,
ক্ষণেক বিলম্বে আজ্ঞা দিব।
ভাল, যদি না পাঠাই জানকীরে
তখন রামের কি আদেশ?
হনুমান। জয়রাম! জয়রাম!
এখনো যে পাইনি আদেশ।
রাবণ। আদেশ পাইতে যদি
কি করিতে বীর হনুমান?
হনুমান। অশোক কানন সহ
জানকীরে লইতাম শ্রীরাম সকাশে।
পাপ কথা কহিয়াছ জানকীর প্রতি—
তোমারে, নাশিয়া
মুণ্ড লয়ে দিতাম রামের পায়।
আর, যাইবার আগে
হৈমচূড় লঙ্কা তোর
ডুবাতাম সাগরের জলে।
মিথ্যা কহি নাই—
বালির বীরত্ব স্মরি
বিশ্বাস করহ মোর কথা!
রাবণ। জান তুমি,
দম্ভকথা কাহারে শোনাও!
লঙ্কার রাবণ আমি—
যক্ষ, রক্ষ, দেব, নাগ ভয়ে কম্পমান।
রক্ষেন এ লঙ্কাপুরী চামুণ্ডা আপনি।
বাসব-বিজয়ী পুত্র দাঁড়ায়ে সম্মুখে।
অতি তুচ্ছ নর ও বানর—
ঘৃণায় আনিনা নাম মুখে।
সত্যই অশুভ দিন—
প্রভাতে দেখেছি তোর মুখ।
ইন্দ্রজিৎ! বাঁধ এরে, বধ কর,
আগুনে পোড়াও ফেলে দাও
সাগরের জলে।
তিলে তিলে মরণের যন্ত্রণা জানাও।
এত স্পর্দ্ধা, রাঘবের বার্ত্তা দেয়
জানকীর কাছে?
জানকী আমার, আর নহে কার।
রামে আর এ জীবনে দেখিতে পাবে না।
অতি তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ নর ও বানর।
হনুমান। কেহ তুচ্ছ, কিছু তুচ্ছ নয় এ জগতে,
রামের কৃপায়, এ কথা বুঝিবে তুমি
মরণের আগে।
রাবণ। ইন্দ্রজিৎ!
লয়ে যাও সম্মুখ হইতে
এর ভার দিলাম তোমার পরে।
যাহা খুসী ক'র।
ভ্রাতৃহন্তা শত্রুর প্রতি লহ প্রতিশোধ।
এস ভাই বিভীষণ!

(বিভীষণ প্রবেশ করিল। হনুমান ও বিভীষণ পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময়। পরস্পর চিনিতে পারিলেন)

বিভীষণ। চরণ-বন্দনা করে সেবক তোমার!
ইন্দ্রজিৎ। আয়, আয়, চল্ রে দুর্ম্মতি!
এখনি পাঠাবো তোরে শমন-সদনে।
হনুমান। থাম! থাম! রাবণ-নন্দন,
নিতান্তই বুদ্ধিহীন তুমি।
ছোট ভাই পাটরাণী-গর্ভজাত
রাজ্যের সমান অধিকারী।
তাহারে বধিয়া নিষ্কণ্টক করিনু তোমায়।
মোরে তুমি শত্রু ভাব? ছিঃ ছিঃ!
এই বুঝি খুড়া তব?
নমস্কার, নমস্কার, মহাশয়!
ভাল, তবু সাক্ষাৎ হইল।
বিভীষণ। নমস্কার!
রাম-দূত এই আগন্তুক!
রাবণ। হ্যাঁ—রাম-দূত,
প্রগল্ভ কর্কশভাষী।

বিভীষণ। কি দণ্ড দিলেন এরে ?
রাবণ। প্রাণদণ্ড !
বিভীষণ। প্রাণদণ্ড ?
রাবণ। অক্ষে বধিয়াছে,
অশোক কাননে
জানকীর সাথে কহে কথা—
এত স্পর্দ্ধা কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর !
বিভীষণ। সত্য যদি বিপক্ষের দূত—
প্রাণদণ্ড অনুচিত,
রাজনীতি-গর্হিত আচার।
রাবণ। সত্য বলিয়াছ ভাই,
বিষ-সম বাক্যবাণে উত্যক্ত করিল ;
ক্রোধে মত্ত—প্রাণদণ্ড দিলাম বানরে
সত্য, এ দণ্ড উচিত নয়।
ইন্দ্রজিৎ।
অন্য দণ্ড দেহ এরে
যাহা ইচ্ছা তব,
প্রাণে মারিও না।
দেখেছে কনক লঙ্কা, দেখেছে আমায়,
রাঘবে দিউক সমাচার।
সমুদ্রের পার হ'তে
দেখি ওর রামচন্দ্র কি করিতে পারে।
হনুমান। হায়—হায়
চেন না শ্রীরামে,
কি ক'ব তোমারে ভাগ্যহীন !
বুঝিলাম সার,
ঐশ্বর্য্য তোমার নয়,
তুমি শুধু ঐশ্বর্য্য-বাহক
ভারবাহী গর্দ্দভের মত।
শোন মূঢ় !
ইচ্ছা যদি করেন শ্রীরাম,
সমুদ্রের সলিল শুকায়—
গ্রাস করে পৃথিবী সাগর !
বিভীষণ !
শুনি, ধার্ম্মিক সুজন তুমি,
মতিচ্ছন্ন জ্যেষ্ঠ তব,
তুমি জান রামের স্বরূপ।
পার যদি—
সত্যতত্ত্ব বুঝাও রাজায়।
নমস্কার !
কালে পুনঃ দেখা হ'বে দোঁহার সহিত।
চল ইন্দ্রজিৎ, কোথা লয়ে যাবে।

(হনুমানকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, জম্বুদূত, প্রভৃতির প্রস্থান)

রাবণ। আজিকে প্রভাত হ'তে
নতুন বিধান নাকি
প্রবর্ত্তিত হইল ধরায়।
সমুদ্রের পার হ'তে আসিল বানর,
ক্ষুদ্র বানরের রণে
মরিল রাক্ষস যোধশত।
বানর মন্ত্রণা দেয়
ত্রিভুবন জয়ী লঙ্কেশ্বরে ! এরপরে
শুনিব কি—জলে ভাসে শিলা,
মন্ত্রশান্ত সিন্ধুবুকে রাঘব বাঁধিল সেতু ?
নিরুত্তর কেন বিভীষণ ?
বিভীষণ। আপনার সনে
রাজনীতি আলোচনা করিবারে ইচ্ছা করি।
আছে অবসর এইক্ষণে মহারাজ ?
রাবণ। আছে।
কি তোমার আলোচনা ?
ভাল, বানর ডাকিল তোমা নামধরি,
মনে হ'ল ও তোমারে চেনে।
বিভীষণ। পরিচয় হয় নাই কভু।
বোধ করি শুনেছে আমার নাম।
ডাকিলেন নামধরি আপনি আমায়—
বুদ্ধিমান সহজে বুঝিল কথা।
বিচক্ষণ জ্ঞানীমুখে শুনেছি রাজন,
নরজাতি সম, বানরও বুদ্ধিমান অতি।
রাবণ। নর ও বানর—
একজাতি, জ্ঞাতি পরস্পর।
যক্ষ, রক্ষ, দেবতা, অসুর...
কি তোমার প্রশ্ন বিভীষণ ?
বিভীষণ। কালরাত্রে
চামুণ্ডা গর্জ্জিয়াছিল,
শুনেছেন মহারাজ ?
রাবণ। স্বকর্ণে শুনিনি আমি,
শুনেছি রাণীর কাছে।

ভাল—
আপনি পূজিব আজ চামুণ্ডা জননী,
রুষ্ট দেবী সন্তুষ্ট হইবে।
আমি জানি—,
রুষ্ট, তুষ্ট কিসে হন কপাল-মালিনী।
কি তোমার প্রশ্ন বিভীষণ ?

বিভীষণ। নর ও বানর এক সাথে !
বহুদিন আগেকার কথা মহারাজ !
সনাতন সত্যসম আসিল স্মরণে !
মনে আছে আপনার ?

রাবণ। আছে।
ব্রহ্মার বচন—
নর ও বানর সনে রণ।
দেবতার অষ্টবজ্র ব্যর্থ যে করিলা,
নর-বানরের রণে তার পরাজয়।
কাব্যপ্রিয় পদ্মযোনি
করিয়াছে অদ্ভুত কল্পনা।
শুধু তাই নয়—
এইরূপ কথা মোরে বিশ্বাস করাতে
বিরিঞ্চি নারদ মিলি
লিখিয়াছে কাব্য এক—
বৃদ্ধ কবি বাল্মীকিরে দিয়ে।
শতমুখে প্রশংসা রামের
আমারে করেছে কটু—
রামায়ণ নাম।
দেবলোকে নারদ পড়িল গ্রন্থ,
প্রচার করিবে মর্ত্ত্যে রামের তনয়।
শক্তিহীন, অসমর্থ স্বর্গের দেবতা—
কার্য্যে অসমর্থ—
তাই কল্পনায় পুরায় কামনা।
নর-বানরের রণে
মৃত্যু রাবণের—
জেনো মনে বিভীষণ,
অলীক কল্পনা দেবতার
মানবের ভাষায় রচিত।

বিভীষণ। কিন্তু মহারাজ !
আজ প্রাতঃকালে অসংখ্য রাক্ষস হত
বানর-সমরে। নহে বহুদিন গত—
খরতর শরে বিদ্ধে নর
দণ্ডক অরণ্যচারী খর-দূষণের।
মারীচ নিহত তার শরে
সেই নর শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দ্বাদশ বরষ মাত্র বালক যখন
তাপসের অনুযোগে যজ্ঞ-বিঘ্নকারী-
মারীচের জননীরে মারে—
তাড়কা রাক্ষসী যার নাম।
প্রত্যক্ষ ঘটনা মহারাজ,
এতো নয় দেবের কল্পনা !

রাবণ। বিভীষণ !
পাণ্ডুবর্ণ মুখ তোর,
রক্ত-আভা-বর্জ্জিত শঙ্কায়।
ভগ্নদূত আবার কি সংবাদ আনিলি ?

(ভগ্নদূতের প্রবেশ)

ভগ্নদূত। শাস্তি দিতে ইন্দ্রজিতে বলিলে রাজন !
মেঘনাদ আজ্ঞা দিল—
লাঙ্গুল পোড়াও বানরের—
অঙ্গহীন চলে যাক্ আপন সমাজে।
অসংখ্য তৈলাক্ত বস্ত্রে বাঁধিয়া লাঙ্গুল
আগুন জ্বালিল রক্ষ আনন্দে আকুল।
এক লম্ফে হনুমান উঠিল আকাশে
দুরন্ত পবন বেগে গর্জ্জিল আগুন—
সে আগুন জ্বালাইল প্রতি গৃহচূড়ে।
হের প্রভু অগ্নি-শিখা উঠিল আকাশে—
বাড়ব-অনল যেন আসিল সমুদ্র হ'তে
গ্রাসিল কনক-লঙ্কা নিয়তি আদেশে—

রাবণ। গ্রাসে যদি গ্রাসুক বাড়বানল—
তুমি মূর্খ, দূর হও সম্মুখ হইতে,
চাহিনা দেখিতে মুখ।

দূত। আমি শুধু রাজার আজ্ঞায়
অশুভ সত্যের বার্ত্তাবহ।

রাবণ। জানি জানি, যাও !

[ভগ্নদূত সভয়ে চলিয়া গেল

বিভীষণ। প্রভু !
এই অগ্নিশিখা, গৃহদাহ, অনল-উল্লাস
যে বানর হেলায় সাধিতে পারে—
রামদূত রামদাস পবন-নন্দন
সামান্ত বানর সে তো নয় !

রাবণ। সামান্য বানর সেতো নয়,
বিষ্ণুর বরাহ-মূর্ত্তি সম, বল ভক্ত,
এ বানর কার অবতার ?
রাজদ্রোহি, কলঙ্ক রাক্ষসকুলে !

বিভীষণ। নহি রাজদ্রোহী—
রাজার কল্যাণ প্রভু
কামনা আমার। সেই হেতু
রাজ-রোষ ধরি শিরে
সত্য কথা কহিতে না ডরি।

রাবণ। ভাল, কি তোমার উপদেশ
পৃথিবীর বিজ্ঞতম সুধী !

বিভীষণ। শক্র তব কত শক্তিধর
বিচার করহ লঙ্কেশ্বর !
সামান্য সেবক যার—
প্রহর হয়নি গত, অসম্ভব সাধিল লঙ্কায়

রাবণ। শক্র মোর বিষ্ণু-অবতার—
সার কথা বুঝিলাম তোর।
তারপর, কি করিতে বল তুমি
সে শক্রর সনে ?

বিভীষণ। জানকীরে দাও ফিরাইয়া।
যে অগ্নি জ্বালিল গৃহে আজ হনুমান,
সে অগ্নি সহজ অগ্নি নয়,
পাবকশিখা রূপিণী জনক-নন্দিনী
কালরাত্রি-কালরূপা কালী কপালিনী,
যাঁরে তুমি নিত্য পূজো ইষ্টদেবী জ্ঞানে,
তাঁহারে বলেছো কু'বচন,
ভ্রম সংশোধন এখনো করিতে পার।

রাবণ। ভ্রম সংশোধন এখনি করিব,—
শক্ররূপী সহোদরে করিব শাসন।
উপদেশ পঞ্চমুখে—
তুমি যেন এ রাজ্যের রাজা,
আর আমি সামান্য সেবক।
কে জানকী, কেবা রাম,
আমারে শিখাতে এস ?
দূর হও সম্মুখ হইতে।

বিভীষণ। হিতকথা এখনো তোমারে বলি,
উষাকালে করিনু গণনা খড়ি পাতি,
ভীষণ দুর্দ্দিন রাক্ষসের।
মূলা নক্ষত্রের সাথে ধূমকেতু যোগ—
রাঘবের পক্ষে হেরি পরম সুদিন,
অতি উপদ্রবহীন রঘুকুল নক্ষত্র বিশাখা।
পায় ধরি সাধি মহারাজ,
আপনি মজিবে তুমি,
মজিবে কনক-লঙ্কা—
আত্মীয় স্বজন বন্ধুপুত্র পৌত্র,
যে আছে যেথায়।

রাবণ। পদাঘাত লহ পুরস্কার। (পদাঘাত।)
দূর হও—
পুনঃ যদি কথা ক'ও
রাজদ্রোহী রূপে
কারাগারে নিক্ষেপ করিব তোরে।

(বিভীষণ উঠিলেন। মন্দোদরী প্রবেশ করিলেন)

মন্দোদরী। ঘোর অমঙ্গল প্রভু,
ঘরে ঘরে জ্বলে অগ্নি কালাগ্নি সমান।
পলাইতে পথ নাই।
গৃহদাহে মরে শিশু বালবৃদ্ধ নারী।
অগ্নির জ্বালায় ধায় সরোবর জলে।
দুর্দ্দান্ত বানর হ'স্তে
সেখানেও নাই পরিত্রাণ।
অগ্নি সহ যোগ দিল পবন তপন
প্রখর রবির তাপ গর্জ্জে অগ্নি দুরন্ত পবনে।
সত্বর উপায় কর প্রভু—
নিমিষে সকল ভস্ম হয়।
বাসবেরে আজ্ঞা দাও বারি বরিষণে,
পূজাদানে চামুণ্ডার ক্রোধ কর দূর।

বিভীষণ। লঙ্কার কল্যাণ তরে
পদাঘাতে নাহি অভিমান।
জ্যেষ্ঠের এ পদচিহ্ন
আশীর্ব্বাদ সম শিরে ধরি।
পুনর্ব্বার সাবধান করি মহারাজ,
আপনার স্বার্থহেতু নাহি কহি কথা
পদাঘাত কর কিম্বা রাখ কারাগারে—
বিষ-নিশ্বাসিনী কাল ভুজঙ্গিণীসম
এই দণ্ডে জানকীরে কর পরিত্যাগ।

রাবণ। লজ্জা নাই এক পদাঘাতে ?
উত্যক্ত করিছ বার বার।
তেজোহীন কাপুরুষ।

বীরকুলে জন্মি তোর
দাসের সমান ব্যবহার ?
পদাঘাত—পদাঘাত—পদাঘাত—
বার বার পদাঘাত তোর পুরস্কার।
(পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিল)

মন্দোদরী। একি—একি লঙ্কেশ্বর !
হায় ! হায় ! সত্যই রুধিলা মাতা ?
বিমুখিল দেব মহেশ্বর ?
নহে, যেই সহোদর—প্রাণের দোসর—
উন্মত্ত হইলে মহারাজ ?
আপন মঙ্গলঘট আপনি ভাঙ্গিলে ?
ধার্ম্মিক সুজন বিভীষণ—
তারে তুমি কৈলে পদাঘাত ?
বিধি বাম বুঝিনু নিশ্চয়—
কিছু মোর বলিবার নাই।

বিভীষণ। মহারাণি !
সাধ্যমত করিনু প্রয়াস।
অপমান, পদাঘাত—
শতেক লাঞ্ছনা তুচ্ছ করি।
অতঃপর কি ঘটিবে মনে মনে তুমি তাহা
জান লঙ্কেশ্বর !
অন্তরে বিশ্বাস কর,
মুখে কথা হাসিয়া উড়াও !
চলিলাম মহারাজ !
মুখ আর দেখিবেনা তুমি—
যতদিন আমি বাঁচি কিম্বা তুমি বাঁচ।
[প্রস্থান

মন্দোদরী। বিভীষণ—বিভীষণ !
আমার কথায় আসিবে না।
অভিমানী সহোদরে
এখনো ফিরাও মহারাজ !
অপমান করিয়াছ ধার্ম্মিক সুজনে—
অন্তরে দিয়েছ ব্যথা।
আপনি ডাকিয়া আন রাজা !

রাবণ। থাক্—থাক্ মন্দোদরি !
ছিন্নমূল তরুসম ভ্রাতৃস্নেহ যায় গড়াগড়ি—
অন্তরে ছিঁড়েছে তার—
মুখে শুধু ডাকিয়া কি ফল ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

—বিভীষণের ঘর—

(লঙ্কার বেদনময়ী নারী-আত্মা। তাঁর রূপ আছে, কায়া নাই। তাঁর বাণী সঙ্গীতময়ী—তাঁর ভাষণ নাই। তিনি অশরীরী ছায়া—অন্তরে সকলের ব্যথা, সকলের জ্বালা ; নাম—ধারিনী)

—গান—

অঙ্গে আমার অগ্নিমালা
দীপ্ত বহ্নি দহন জ্বালা মর্ম্মে শ্যামল শোভা ঢালা
আমি কাঁদি—ওগো, আমি কাঁদি।
(আমার) প্রাণের ব্যথা মন জানে না,
গোপন কথা মন মানে না,
(আমি) আপন মনের অন্তঃপুরে—
আমার কাছে অপরাধী,
অন্তরে কি আকুল দ্বন্দ্ব—
আমার হস্ত বদ্ধ, চক্ষু অন্ধ,
এ অভিশাপ কে দিলরে—
আমার মর্ম্ম সনে ধর্ম্ম বাদী !

—গান—

তার পায়ের ধ্বনি কানে শুনি
কে আসেরে ব্যথাহারী !
শত্রু কিম্বা মিত্র তুমি,
তোমায় আমি বুঝতে নারি।
বিষাণ বাজে চরণ চাপে,
পবন তপন ত্রাসে কাঁপে,
গর্জ্জে ধনু বজ্র দাপে,
সভয় সিন্ধু শুকায় বারি !
জানি না কি গানে গাইব তোমার আগমনী,
নাইকো মনে কি রূপ ধর, অনেক দিনের বিস্মর বাণী,
তবু তোমায় ডাকি এস,
হৃদ্ বিহারী হৃদে বস,
জনম মরণ শঙ্কা হরণ ঐ চরণে দিলাম ডালি !

(রাত্রি প্রভাত। সরমা সুন্দরী একবার চারিদিকে দেখিয়া লইলেন—যেন এইমাত্র কাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছেন। তাঁহার স্বামী তখন গৃহে ছিলেন না)

সরমা। তরণী—তরণী সেন!
তরণী। (নেপথ্যে) যাই মাতা, ডাকিলে আমায়?

তরণীর প্রবেশ)

সরমা। হাঁ বৎস!
তোমারে ডেকেছি,
এস মোর কাছে।
তরণী। কি হ'য়েছে তোমার জননী?
আশঙ্কার চিহ্ন কেন মুখে?
সরমা। এই মাত্র পাওনি শুনিতে
কারো মৃদু পদধ্বনি?
তরণী। মনে নাহি হয় মাতা,
অন্য কার্য্যে ছিল মোর মন।
কি জননী?
সরমা। বোধ হয় কিছু নয়—কিছু নয়।
হয়তো এ আমার মনের শঙ্কা।
না—না—ভুল সে তো হইবার নয়!
শোন নাই সঙ্গীত গুঞ্জন ধ্বনি?
সর্ব্বহারা নারীর ক্রন্দন যেন—
বুঝি তার স্নেহ মায়া মমতায় রচা
ক্ষুদ্র গৃহনাড় ভাঙ্গিল
কাহার পায়ের চাপে।
সে যেন কাহার পত্নী—
সে যেন কাহার মাতা!
তরণী। না জননী!
কোন মৃদু সঙ্গীতের ধ্বনি
পশেনি শ্রবণে মোর!
কর্ণে নয়—মর্ম্মে মাতা
একমাত্র গান উচ্চ তানে নিনাদিত—
অনাহত রামনাম প্রণব ঝঙ্কারে।
সরমা। কে শিখালো তোরে বৎস মধুর এ নাম?
তরণী। জান মাতা, আজি প্রাতে মেঘনাদ
মেঘের আড়ালে থাকি
করে রণ পবননন্দন সনে।
উচ্চ গিরিচূড়ে আমি করি আরোহণ
কৌতুকে নেহারি সমর-কৌশল
দোঁহাকার। মুখে জয়রাম ধ্বনি—
বীর হনুমান
অসংখ্য রাক্ষস নিমিষে সমরে মারে।
পবন পবন বেগে—
চৌদিকে বরষে নাম পুত্র মুখ হতে।
পরম কৌতুক মাতা! যার কানে
পশে সেই নাম,
তারি তরে আসে দিব্য রথ,
দিব্যমূর্ত্তি রাক্ষস চলিয়া যায়
বৈকুণ্ঠ-ভবনে। সে অবধি—
সে অবধি মাতা, ওই নাম
মোর জপমালা!
নামের ভিতর হতে ইষ্ট মূর্ত্তি
আপনি বাহিরি' আসি
পশিলা জননী মোর হৃদয়-মন্দিরে।
সরমা। কি কথা কহিছ পুত্র?
বুঝিতে পারিনা বৎস, তোমার এ কথা।
ইষ্ট মূর্ত্তি, দিব্যরথ, বৈকুণ্ঠ-ভবন,
তরুণ বয়সে ও কথা কহেনা কেহ!
শুধাই তোমায়,
কোথায় জনক তব জানকি তরণী?
দিবা দ্বিপ্রহরে গিয়েছেন জ্যেষ্ঠের সকাশে
তারপর হতে আর দেখি নাই তাঁরে!
অতীত প্রথম যাম কৃষ্ণা রজনীর।
উতলা চঞ্চল মন, আগমন-প্রতীক্ষায়
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি।
শুনিলাম মৃদু পদধ্বনি, নারী কণ্ঠে
আর্ত্ত হাহাকার! জান কোথা
তব পিতা?
তরণী। জানিনা জননী!
পিতা, মাতা, দারা, পুত্র,
সংসার ভাবনা আজ আর
কিছু মোর নাই।
নবলোকে নূতন আলোকে
জীবনের নবরূপ লাগিল নয়নে।
আমি যেন আসিয়াছি ধরা পান্থবাসে
স্বপ্নাচ্ছন্ন লোকে, স্বপন মূরতি মোর
স্বপ্ন সহচর!

সরমা। তরণী। তরণী।
তরণী। আজ মোরে ডাকিও না—
ধ্যান ভেঙে যাবে—তরুণ
কোমল শ্যাম অঙ্গ আভা!
পেয়েছি নবীন মূর্ত্তি নব অনুরাগে।
[প্রস্থান

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ। স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ শাস্ত্র উপদেশ।
সরমা বলিতে পার—
আমার স্বধর্ম্ম কিবা?
কোন্ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া
বাঁচিয়া মরিব আমি
রাবণের সহোদর রক্ষ বিভীষণ?
সরমা। একি প্রশ্ন? একি মূর্ত্তি তোমার প্রাণেশ!
মানস-দর্পণ মুখে
প্রতিচ্ছায়া পড়ে অন্তরের!
স্থিরবুদ্ধি ধার্ম্মিক সুজন তুমি
জানে সর্ব্বজন।
কি বিপ্লব, কি বেদনা অন্তরে তোমার?
কেন প্রভু এ প্রশ্ন করিলে?
বিভীষণ। জীবন-সঙ্গিনী মোর সরমা সুন্দরী,
তুমি জান আমার প্রাণের ভাষা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্য,
চিন্তা, ধ্যান, ধারণা আমার,
এ হৃদয়ে যাহা আছে, তুমি জান প্রিয়ে!
সরমা। জানি নাথ! মর্ম্মের সকল কথা
জানায়েছ মোরে—
কভু কিছু করনি গোপন।
বিভীষণ। বুদ্ধি বিবেক মম
মেঘাবৃত কৌমুদীর মত
বিতাড়িত জড় জড়িমায়।
নির্ণয় করিতে নারি কর্ত্তব্যের পথ।
স্বধর্ম্মে তুমিও দীক্ষিতা,
সেই হেতু তোমারে জিজ্ঞাসি,
আমার স্বধর্ম্ম কিবা।
সারমা। ভাস্কর জ্যোতিষ্ক সম দিব্য দৃষ্টি যাঁর,
কভু যিনি ভ্রষ্ট নন সত্য পথ হতে—
সেই ধর্ম্ম প্রাণ আজ সত্য মিথ্যা
নির্ণয়ে অক্ষম? আশ্চর্য্য এ কথা নাথ!
আমার কথায় প্রভাতে চলিয়া গেলে
হিতবাণী কহিতে রাজায়,
তারপর কি ঘটিল?
হিত কথা শুনিল না রাজা লঙ্কেশ্বর?
বিভীষণ। বিধির বিচিত্র লীলা কে পারে বুঝিতে?
প্রভাতে কহিনু তোমা সরমা রূপসী,
আজ হতে হবে আরম্ভন
রাক্ষসের জীবনের সমুদ্র মন্থন!
আরম্ভ হ'য়েছে প্রিয়ে,
জানি না কোথায় এর শেষ।
বিচারে বুঝিতে পারি
ভেসে আসে ভবিষ্যৎ মানস নয়নে।
বুঝি, তবু বুঝিতে না চাই।
শোন দেবি, নিশ্চয়ই বাধিবে রণ
রাঘবে রাবণে।
কারো সাধ্য নাই রণ করে নিবারণ।
হয়তো আমার মনে এই দম্ভ ছিল—
বুঝাতে পারিব আমি রাজা লঙ্কেশ্বরে।
স্নেহ-পরায়ণ ভাই ঠেলিবেনা যুক্তিগর্ভ
মোর অনুরোধ।
সে দম্ভ হয়েছে দূর।
সরমা। জানকীরে দিবেনা ফিরায়ে?
বিভীষণ। সেই কথা কহিনু রাজায়।
সীতা কেবা জানে লঙ্কেশ্বর?
আমি কিছু জানি,
স্মরণে আনিনু কথা—
মোহান্ধ লঙ্কেশ্বর হয় তো ভুলিয়া গেছে
অতীতের কথা; কিম্বা
বিধির নির্ব্বন্ধ প্রিয়ে কে খণ্ডিতে পারে?
সরমা। কি কহিল লঙ্কেশ্বর?
বিভীষণ। কিছু কহিল না।
অপমান—পদাঘাত দিল পুরস্কার!
সরমা। পদাঘাত!—
বিভীষণ। পদাঘাত প্রিয়ে!
তাতেও দুঃখিত নহি আমি।
কিন্তু নিশ্চয় বাধিবে রণ,
আর পরিণাম তার যাহা
তাও দেখিতেছি!

সরমা। কি করিবে তুমি প্রাণেশ্বর ?
যাবে রাঘবের সনে রণে ? কিম্বা—
অস্ত্রহীন জড়বৎ—
জীবন-সাগর-কুলে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখিবে এ ধ্বংস-লীলা !

বিভীষণ। তাইতো তোমারে দেবী প্রশ্ন করেছিনু—
কি আমার কর্ত্তব্য সরমা !

সরমা। তোমার স্বধর্ম্ম কিবা অগ্রে তাহা করহ নির্ণয়,
পরে আপনি বুঝিবে নাথ কি কর্ত্তব্য তব !

বিভীষণ। জাতিতে রাক্ষস আমি, আচারে ব্রাহ্মণ !
রাবণ আমার রাজা—জ্যেষ্ঠভ্রাতা—
আমি ভ্রাতা কনিষ্ঠ সোদর।
স্নেহময় জ্যেষ্ঠ সহোদর !
পিতৃস্নেহে মাতৃমমতায়
আশৈশব বর্দ্ধিত যে স্নেহ—
এক দণ্ডে এক পদাঘাতে
মৃত্যু কি হইবে তার ?
সত্যই রাক্ষস যদি আমি,
রাবণ আমার রাজা,
রাক্ষস আমার জ্ঞাতি।
নৃপতি স্বজাতি রক্ষা
নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য মোর।
কিন্তু প্রিয়ে, কোন্ পথে ?
আমি আর আমার নৃপতি,
আমার স্বজাতি, সমপন্থী, সমধর্ম্মী নই—
তাই এ জিজ্ঞাসা মোর।
কে আমারে দিবে উপদেশ ?

সরমা। আমারে করেছ প্রশ্ন,
উত্তর আমার প্রভু কর অবধান,
এ কথা তোমারি মুখে শোনা।
নহ তুমি আচারে ব্রাহ্মণ শুধু,
রাক্ষসীর গর্ভজাত বিশ্রবা মুনির পুত্র—
জাতিতে রাক্ষস কেন হবে ?
মাতৃ কুলে পুত্র কুল রীতি রাক্ষসের—
ব্রাহ্মণের রীতি অন্যরূপ।
সত্য বটে আর দুই ভ্রাতা
তব রাক্ষস-প্রকৃতি।
তুমি তাহা নহ আর্য্যপুত্র !
তুমি বিপ্র, ক্ষত্র লঙ্কেশ্বর।
রাক্ষসের প্রকৃতি নাথ মধ্যম-ভ্রাতার
আর ভগিনীর তব।
তুমি জন্মাবধি সাধিয়াছ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের।
তপ জপ, দান, ধ্যান, বেদ-অধ্যয়ন—
রাক্ষসের কেহ নহ তুমি।

বিভীষণ। আমিও ভেবেছি দেবী,
আজন্ম ব্রাহ্মণ আমি।
পিতৃতেজ পিতৃধর্ম্ম সর্ব্বস্ব আমার।
আজ বুঝিতেছি এ বিচার সত্য নয়।
ধর্ম্ম মম ব্রাহ্মণের, মর্ম্ম রাক্ষসের।
ভেবেছিনু আজন্ম ব্রাহ্মণ
রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা, মান, অভিমান
সকলি করিছি অতিক্রম
পদাহত ক্ষণদীপ্ত প্রবৃত্তি-আলোকে।
আপন অন্তর হেরি ব্রাহ্মণের আবরণে,
রাক্ষসের আত্মা করে বাস।
কে মোরে করিবে রক্ষা ?
আত্ম ধর্ম্মে দীক্ষা দেবে
কে আছে সুহৃদ হেন ?

সরমা। সত্যই রাক্ষস যদি তুমি
তবে আর দ্বন্দ্ব কিবা ? অন্য রাক্ষসের মত
যুদ্ধ কর নৃপতির তরে।

বিভীষণ। কিন্তু আমার তো শত্রু নন
রাম রঘুমণি।
মায়ায় মনুষ্য দেহ ধারী।
যে চরণ নিশিদিন ধ্যানে করি পূজা—
সরমা ! সরমা !
সেই অঙ্গে শরাঘাত করিব কেমনে ?

সরমা। একমনে ডাক তবে রাম নারায়ণে !
রাঘব চরণাশ্রয় সহজ তো নয় !
প্রভু !
শুনেছি তোমারি মুখে
জীবনের শ্রেয়ঃ...
ইষ্ট নিষ্ঠা দিয়া বিসর্জ্জন
পায় নর যোগীজন-দুর্লভ চরণ !
একমনে রামরূপী নারায়ণে
কর আবাহন,
সঙ্কট তারণ রাম
তারিবেন সঙ্কটে তোমায়।

জানকীর শ্রীচরণ পূজেছি প্রভাতে,
কোন শঙ্কা নাই নাথ !
নিষ্কণ্টক সত্য পথ
পরম আলোকে উজলি অন্তর লোক তব
দেখাবেন দয়াময় রাঘব তোমায় !

বিভীষণ। সত্য প্রিয়ে, তোমার প্রার্থনা।
শুভাশুভ বুদ্ধিদাতা
বসিলেন হৃদয়-কমলে মোর।
আসি আমি,
ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

সরমা। কোথা যাও, কোথা যাও নাথ !

বিভীষণ। বিরলে বসিব ধ্যানে,
সত্য তত্ত্ব করিব নির্ণয়।
আপনার ধর্ম দেবি, নির্জ্জনে নিহিত
আপনার মর্ম্মস্থলে, অন্তর-গুহায় !

[প্রস্থান]

সরমা। ধর্ম্মতত্ত্ব তব অধিকারে,
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবেত্তা তুমি এ রাক্ষসপুরে—
তুমি ছাড়া ধর্ম্ম কথা
তোমারে কে দিবে উপদেশ ?

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী। বিভীষণ, বিভীষণ !

সরমা। একি মহারাণি !
আপনি এখানে অর্দ্ধরাত্রে ?

মন্দোদরী। সরমা ভগিনী—
বড়ই দুর্দ্দিন রাক্ষসের।
শুনেছ সকলি !
যে আগুন জ্বলিল লঙ্কায়,
মোর পুত্র প্রথম আহুতি।
কোথায় তোমার স্বামী ?
তিনি ছাড়া কারো সাধ্য নাই সতি,
রক্ষিতে লঙ্কায়, লঙ্কেশ্বরে !
মোহের আসব পানে মত্ত মহারাজ।

সরমা। তাইতো পাঠায়েছিনু স্বামীরে আমার
লঙ্কেশ্বর কাছে।
কিন্তু কোন কথা শুনিল না
বিধি বিড়ম্বিত নরপতি।
আর কি উপায় আছে রাণি ?

মন্দোদরী। আমি আসিয়াছি সতি,
শান্ত করিবারে তার
অতি নিদারুণ অন্তরের জ্বালা।
বিভীষণ ক্ষমিবে না
জ্যেষ্ঠের এ অপরাধ ?
আপনি বুঝাব তারে।
কোথায় ধার্ম্মিক বিভীষণ ?

সরমা। জ্যেষ্ঠের সে পদাঘাত
আশীর্ব্বাদ চিহ্ন সম করিলা ধারণ,
তার তরে কাতর নহেন তিনি !
একান্ত নির্জ্জনে
ধ্যানরত ধার্ম্মিক-প্রধান
আপন কর্ত্তব্য-পথ করেন সন্ধান !
এখন পাবে না দেখা তাঁর।

মন্দোদরী। কি করি উপায় ?
বিষ্ণুভক্ত বিভীষণ জানি চিরদিন।
বিষ্ণু-অবতার জ্ঞানে—
যদ্যপি শরণ লয় রামের চরণে।
নিজ পাপে শক্তিক্ষয় করিলা লঙ্কেশ
বৈরী তার আপনি রাঘব !
বিভীষণ যদ্যপি সহায় হয়…
কেমনে পাইবে রক্ষা
দেবশক্তি-হীন রাজা লঙ্কা-অধিকারী ?

সরমা। বুঝিতে পারিনা রাণি,
কোন্ পথ লইবেন স্বামী।
ক্ষণিক আলোক পাতে
শোণিতাক্ত মর্ম্ম তাঁর পেয়েছি দেখিতে,
সেথা তাঁর চিরপ্রীতি রাক্ষসের তরে।
আমিও শঙ্কিত দেবি,
পারিনা বুঝিতে।
মহাধ্যানে, মর্ম্মের মন্থনে, বিষামৃত
কি উঠিবে, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মই তা জানে।
চল যাই দুইজনে শ্বশ্রূমাতা পাশে,
করি অনুনয়—
দুই পুত্রে উপদেশ দিন মাতা।
এক মাতৃগর্ভে জন্ম
এক স্তন্যে পালিত দুজন !
জননীর বাক্য
মনে হয়, নিষ্ফল হবেনা।

মন্দোদরী। চল যাই—
কিন্তু ভগ্নি,
চামুণ্ডার ক্রোধ এখনও হয়নি উপশম।
কেহ বলে—
কেহ বলে, কৈলাসের পথে
প্রয়াণ করিলা মাতা।
মূর্ত্তি শুধু প'ড়ে আছে লঙ্কার দুয়ারে—
দেবী নাই!
বার বার কহিনু লঙ্কেশে
মত্ত মধুপানে নারী সাথে—
ছন্নমতি রাজা—
কথায় করে না কর্ণপাত।
ইন্দ্রজিৎ, জ্যেষ্ঠপুত্র.
অনেকের মত সে-ও বলে—
অতি তুচ্ছ নর ও বানর!
স্মরণ করে না কেহ—
পুত্র মোর মরিল প্রভাতে!

সরমা। এস, চল যাই মহারাণি!

[উভয়ের প্রস্থান

(ধরণীর প্রবেশ)

গীত

জীবন মরণ রামের চরণ সহজ নয়রে, সহজ নয়।
যার হৃৎ-কমলে বসেন তিনি, মর্ম্মে চরণ-চিহ্ন রয়।
অতল সাগর অগাধ পাথার,
আপনি একা দিবি সাঁতার;
সাথে তোমার থাকবে না কেউ অকূল সিন্ধু তরঙ্গময়।
জীবন ভরা যত্ন দিয়ে সাধ করে যে কিনলি রতন,
তীরে ফেলে ছন্নছাড়া ঝাঁপ দিয়ে পড় ক্ষ্যাপার মতন।
সাগর জলে অতল তলে
মুক্তোমুক্তি রতন ফলে!
তার ওপারে অশ্রুধারে প্রাণে প্রাণ পায় পরিচয়!

[অন্তর্দ্ধান

(বিভীষণের পুনঃ প্রবেশ)

বিভীষণ। সর্ব্বস্ব করিয়া ত্যাগ—
রিক্ত হস্তে ছিন্ন পদে
শোণিতাক্ত মর্ম্ম দিব চরণে অঞ্জলী।
তবে, রাম কৃপা করি
দাসে যদি দেন পদাশ্রয়…।
সরমা!

(সরমার প্রবেশ)

সরমা। কেন নাথ!
উল্লাসে আনন ভাসে,
অশ্রু আসে নয়নের কোণে,
জ্ঞান হয় অন্তরের মিটেছে সংশয়!

বিভীষণ। সকল সংশয়-ছেদী
দেবতার বাণী অন্তরে করেছি লাভ।
আমারে বিদায় দাও প্রিয়ে!
লঙ্কাত্যজি চলিলাম সরমা সুন্দরি!

সরমা। সেকি?
আপনার গৃহ ত্যজি কোথা যাবে নাথ!
রাক্ষস-নাথের প্রতি
এত কি তোমার অভিমান?

বিভীষণ। অভিমান বিন্দুমাত্র নয়।
যাইতেছি দেবের আদেশে।
বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথে—
অন্তরের তীব্র আকর্ষণে।

সরমা। রাঘবের পদে, আশ্রয় লইবে তুমি?

বিভীষণ। হাঁ সরমা,
রাঘবের পদে আশ্রয় লইব আমি,
যদি রাম কৃপাকরি দেন পদাশ্রয়।

সরমা। ত্রিভুবনে কলঙ্ক রটিবে তব নামে—
ক'বে তিন লোকে চির দিন,
ভ্রাতৃদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ!

বিভীষণ। জানি আমি কলঙ্ক রটিবে!
কলঙ্কে না আর করি ডর,
আদেশ দেছেন মোরে আপনি শঙ্কর।

সরমা। শিব-লোকে গিয়েছিলে তুমি?

বিভীষণ। মনোরাজ্যে আছে শিবলোক।
সেথা হ'তে দৈববাণী স্বরে
শঙ্কর কহেন কথা।
প্রেম কভু কলঙ্কে করে না ভয়।
ভক্ত কভু কলঙ্কে ডরে না।
রাঘব চরণাশ্রয়
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য জীবের।

কহিলেন পঞ্চানন—
'শোন বিভীষণ!
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বদেশ, স্বজন,
দারা, পুত্র, মিত্র আর বংশের গরিমা—
ধন, জন, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা ধরায়—
সব বিসর্জ্জন দিয়া
রামের আশ্রয় জীব লয়।
প্রিয়া হ'তে প্রিয় তিনি,
বন্ধু হ'তে বাঞ্ছনীয়,
স্নেহে মাতা, পালনে জনক,
মহারাজ-অধিরাজ দেবেন্দ্র-বন্দিত
শ্যামল সুন্দর রাম রঘুবর!

সরমা। রাক্ষস বিনাশে সহায় হইবে তুমি?

বিভীষণ। নিজে আমি কিছু করিব না;
রামের আদেশ যাহা তাহাই পালিব।
সেই তো আমার ধর্ম্ম দেবি!

সরমা। যাবে তুমি রাম দরশনে,
চরণে আশ্রয় লবে! আমি একা
রহিব হেথায় শূন্য লঙ্কাপুরে,
নিয়ে আপনার দুঃসহ বিরহ ব্যথা,
শরবিদ্ধ, ছিন্নহৃদ কুরঙ্গী সমান।
পিতৃসত্য পালনের তরে
যবে রাম যান বনবাসে,
জানকী চলেন সাথে ছায়ার মতন।
রাম পদে বিকায়েছ কায়া, মন, প্রাণ—
আমারে লবে না কেন সাথে?

বিভীষণ। প্রভুর যা সাজে দেবি,
ভৃত্যের কি তাহা শোভা পায়?
রামানুজ লক্ষ্মণের বধূ
ঊর্ম্মিলা দেবীর কথা করহ স্মরণ।
দীর্ঘ বিরহের ব্যথা
নীরবে সহিয়া বুকে, স্বামীর আদেশ—
গুরুজন সেবা ভার গ্রহণ করিলা মাতা।
কহি পুনরায়—
পুত্রের জননী তুমি,
গৃহে তব নয়নের মণি,
কে দেখিবে সন্তানে তোমার?
তিলেক আঁখির আড়
তুমিও সহিতে নার সতি!
শোন আর বার—
লঙ্কাপুরে অশোক কাননে
একাকিনী জনক-নন্দিনী,
কে তাঁরে সেবিবে প্রিয়ে!
তুমি যদি মোর সাথে যাও?
রামের চরণ লাগি আমি গৃহ ছাড়ি,
তুমি সতী গৃহে থাকি রামপ্রিয়া-
চরণ সেবিবে।
যাই তবে সরমা সুন্দরি!
অচিরে পোহাবে বিভাবরী,
লঙ্কাপুরে কেহ না জাগিতে,
না হইতে ভানুর উদয় পূর্ব্ব গগন-গায়,
সমুদ্র হইব পার! বিদায় সরমা!

সরমা। জননীর সাথে দেখা করিবে না?
বড়ই কাতরা তিনি
শুনিয়া জ্যেষ্ঠের কাছে তব অপমান।
বিদায়ের আগে
দেখিবে না সন্তানে তোমার—
একমাত্র পুত্র-রত্ন,
অভাগীর জীবনের শেষ এ সম্বল?

বিভীষণ। তারে যদি দেখি একবার,
এ গৃহ কি ছাড়িতে পারিব?
রাত্রি শেষে নিদ্রিত কুমার,
জাগাইবে তারে?

সরমা। ভীষণ জীবনাহবে মাতিল রাক্ষস।
আমারে দিয়াছ কার্য্য।
তরণীরে বলিবে না কি কার্য্য তাহার?

বিভীষণ। ভাল, কুমারে ডাকিয়া আন।

সরমা। তরণী—তরণীসেন!
ঘুমায়ে পড়েছো বৎস?
না—না—ওই যে তরণী আসে,
দেখ দেখ, দৃষ্টি যেন নাহি এ ধরায়।

গীত

মম মন-মন্দির মর্ম্ম মাঝে
এলে নবীন অতিথি তুমি কে?
তোমায় চেনা চেনা মনে হয় নারি চিনিতে।
মুখে হাসি চোখে জল এলে রণে জিনিতে,
—না মোরে কিনিতে।

আমি এখনও জানিনা তুমি কি চাহ গো !
একিরে জোছনা ঢালা শ্যামল অঙ্গে !
পদে ফোটে কোকনদ প্রতিগতি ভঙ্গে।
অমিয় স্বরূপ রূপ কহিব কারে—
মুর্চ্ছিত মন প্রাণ নারে বুঝিতে !

বিভীষণ। চুপ চুপ,
শোন গান !

(তরণী সেনের প্রবেশ)

তরণী। মা জননি ! পিতা !
কে আমারে ডাকিলেন,
পিতা কিম্বা মাতা?

সরমা। তুমি কি জাগিয়াছিলে ?

তরণী। আধ-নিদ্রা আধ-জাগরণে
স্বপ্নাচ্ছন্ন জাগ্রত চেতনা
পরম আনন্দ লোকে।
পিতা মোর এখনি কি যাবেন জননি ?

সরমা। কোথায় যাবেন তিনি
জান কি তরণী ?

তরণী। জানি মাতা—রাম সন্দর্শনে
রামের চরণাশ্রয়ে।

বিভীষণ। কেমনে জানিলে তুমি এই গুহ্য কথা ?

তরণী। রামচন্দ্র দেখালেন আপনার লীলা
আমার অন্তর-লোকে।
সেথা আজ অপূর্ব্ব উৎসব !
গগনের দুই প্রান্তে অগণন দেব দেবী—
তব আগমন-পথ আছে প্রতীক্ষিয়া,
লাজ-পুষ্পাঞ্জলী তব শিরে করিবে বর্ষণ।
আপনি রাঘব আজ প্রফুল্ল-আনন
শুভক্ষণ করেন গণনা।
উচ্চ কণ্ঠে পবননন্দন করে জয় রাম ধ্বনি !

বিভীষণ। বলিতে হবেনা পুত্র,
বুঝেছি সকলি।
সরমা ! সরমা !
মুখে মোর বাক্য নাহি আসে,
পিতা মাতা হতে বড় ভাগ্যবান পুত্র।
নয়ন অতীত দৃশ্য করে দরশন।
অঞ্চলে রাখিও দেবী অঞ্চলের নিধি।
কি আর বলিব সতী—
কি বলিব তরণী তোমায় ?
তোমার কর্ত্তব্য
তুমি ভাল জান আমা হতে—
আশীর্ব্বাদ করিব না,
বাঁধিব না তোরে পুত্র
আমার এ কলুষিত কামনার ডোরে।
তোমরা আমার কেহ নহ,
রাঘবের একান্ত আপন জন
রাম-পদে দিলাম সঁপিয়া।
তিনি করিবেন যাহা আছে তাঁর মনে।
যাই বৎস !

তরণী। আমার প্রণাম লহ পিতা ! (প্রণাম)

বিভীষণ। লহ আলিঙ্গন।

(নিকষা ও মন্দোদরীর প্রবেশ)

সরমা। আসিয়াছেন মাতা—
মহারাণী মন্দোদরী সাথে।

মন্দোদরী। বিদায়ের দৃশ্য হেরি।
রামের সকাশে বুঝি চলে বিভীষণ।
মাতা, কর অনুরোধ,
নহে নহে—

নিকষা। জানি জানি বধূমাতা,
মুখে আর এনো না সে কথা।
বিভীষণ !
মনে যাহা ভাবিয়াছি
তাহাই ঘটিল শেষে।
রাবণের অপমান-শেল
এত কি বাজিল বুকে,—
বিপক্ষের লইলে শরণ ?

বিভীষণ। মাতা ! মাতা !
কেমনে বুঝাব আমি
তোমারে সে কথা ?
একান্ত দুর্ব্বল আমি।
ওহে রঘুপতি !
আমারে পরীক্ষা কেন কর বারবার ?
তরণী ! সরমা !
জননীরে দেখো—
পার যদি,
অন্তরের কথা মোর দিও বুঝাইয়া তাঁরে

আপনি চলেছি আমি রাঘবের পাশে
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তিনি নররূপে।
রাবণের প্রতি মোর একবিন্দু
অভিমান নাই!
জয় রাম! জয় রাম!

[মন্দোদরী প্রভৃতির প্রস্থান

চলিলাম তোমার চরণ লক্ষ্য করি।
আপন যাহারা মোর ছিল এতদিন
তাহারা রহিল হেথা পড়ে—
এখন যা কর তা কর রাম!

তৃতীয় অঙ্ক

গীত

আজি মদন-মহোৎসব রাতি।
ফুল্ল কুসুমদল পরিমল চঞ্চল!
অলিকুল ধাওল হুঙ্কারে মাতি॥

কিন্নরী রমণী রমণীয় কণ্ঠে
গাওত পঞ্চমে মনসিজ মহিম গান—
সরস বসন্তে গগনে গগনে পিক
সমস্বরে মিলয়ত তান।
তরঙ্গ হিল্লোলে জোছনার ঝিকিমিকি
কুঞ্জে নিকুঞ্জে শিখিনী শিখী,
লীলায়িত অঙ্গে অপাঙ্গ ভঙ্গ,
নূপুর রিণি ঝিনি বাজে মৃদঙ্গ,
যক্ষরক্ষ নারী নাচত সারি সারি
রূপ নেহারি নিভে চন্দ্র তারকা ভাতি।

(রাবণ ও ধান্যমালিনী)

রাবণ। কত রাত্রি?
ধান্য। তুমি পাশে আছ নাথ,
যামিনীর প্রহর কে জানে?
রাবণ। সীতারে দেখিতে যাব অশোক কাননে।
ধান্য। না না, নিজে তুমি বলিয়াছ—
সাতদিন দিয়াছ সময়,
কথা রাখ,
সত্যবাক্ তুমি মহারাজ!
রাবণ। কি করিছে এখন জানকী
কর অনুমান?
ধান্য। ভূমিতলে বস্ত্র বিছাইয়া
এতক্ষণে ঘুমাল অভাগী।
রাবণ। ভূমিতলে কেন?
সোনার পালঙ্ক আমি দিলাম পাঠায়ে
উপবনে—রাক্ষসীরা দেয় নাই বুঝি?
ধান্য। রাক্ষসীর কোন দোষ নাই—প্রোষিত
ভর্তৃকা, বিরহ-বিধুরা সীতা—
ব্রহ্মচারিণীর ব্রত করেন পালন।
রাবণ। জানকী ব্রহ্মচারিণী?
শুনিলাম ওই মত রাম ব্রহ্মচারী!
ফল মূল ভোজী—
বাকল ভূষণ—
বিরহ তপস্যা নাকি মানব জাতির!
রে ধান্যমালিনি!
আমিও ছিলাম ব্রহ্মচারী।
তপ করি সহস্র বৎসর
অনাহারে অনিদ্রায়
প্রখর তপন-তাপে
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিদিকে।
সেদিনের কথা আজ স্বপ্ন মনে হয়।
আবার করিতে পারি তপ
সীতার লাগিয়া।
তুচ্ছ অমরতা,
তপস্যার সার ফল সীতার চরণ।
দেখিয়াছ সীতার চরণ তুমি?
ধান্য। দেখিয়াছি রাঙা পাদুখানি।
রাবণ। কেমন তোমার মনে হ'ল?
ধান্য। দূর হ'তে দেখিয়াছি।
ভ্রমেন জানকী—
রক্তোৎপল ফুটে ভূমে চরণ পরশে।
কিম্বা যথা অসুর-নাশিনী শ্যামা
গজেন্দ্র-গামিনী—।
সন্তানের রক্তে রাঙা চরণ দুখানি।

রাবণ — চল, চল, চল—
দেখে আসি একবার।
যাবনা সীতার কাছে আমি—
সাতদিন দিয়াছি সময়,
বাক্য রক্ষা করিব আমার।
দূর হ'তে তোমার মতন
দেখিয়া আসিব সেই রাঙা পা দু'খানি।

ধান্য — যদি না ঘুমায়ে থাকে সীতা,
হয়তো পাইবে ভয় তোমারে দেখিয়া ॥

রাবণ — ভয় কেন পাবে?
এত কি ভীষণ আমি?

ধান্য — জানকী ভাবিতে পারে
তুমি বুঝি রাখিলে না কথা।
জ্ঞানহারা সতী লোটাবেন ধরাসনে।

রাবণ — থাক তবে
ধরাসনে দেখিতে নারিব তারে।
মোর অন্তরের অশোক-কানন
ওই মত কভু নয়!
রে ধান্যমালিনি!
মণি-মরকতময় স্ফটিকের গৃহ,
হীরক-খচিত স্বর্ণ পালঙ্কে
অতি পূত-শুভ্র কোমল শয্যায় সীতা,
চন্দ্রকান্তমণি-দীপ শিয়রে তাহার।
আমি যবে প্রবেশিব ঘরে
জানকীরে জানাব না।
ওকি! ওকি! কিসের এ কোলাহল?
কে দাঁড়াল দূরে?
গৃহতলে পড়িল কাহার ছায়া?
কে তুই! এদিকে আয়!

(ভগ্নদূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ তোর?

ভগ্নদূত — প্রভু! প্রভু! মহারাজ—
সমুদ্রে ভাসিল শিলা,
বৃক্ষ ও পাথর দিয়ে নর ও বানর
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু সমুদ্র উপর।
কোটি কোটি কপি-সৈন্য সাথে
রাঘব আসেন লঙ্কাধামে। শোন প্রভু,
অসংখ্য সৈন্যের কোলাহল!

রাবণ — শোন! শোন! কি বলে এ ভগ্নদূত—
জলে ভাসে শিলা,
বানরে সমুদ্রে বাঁধে সেতু—
অসম্ভব আর কি ঘটিল,
দেহ তালিকা তাহার একে একে।
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে নাই
মস্তকে তোমার?

ভগ্ন — এখনো পড়েনি প্রভু!
কিন্তু যদি পড়ে, আশ্চর্য্য হব না।
তুমি জান লঙ্কেশ্বর,
লঙ্কাধামে এই কয়দিনে
এরও চেয়ে অসম্ভব সম্ভব হইল।

রাবণ। — হাঁ! হাঁ! মনে পড়ে—
সমরে পড়িল অক্ষ;
বিভীষণ—প্রাণপ্রিয় সহোদরে
পদাঘাতে খেদাইনু দূরে.
রামের সকাশে গেল
নিদারুণ অভিমান ভরে।
রাবণের সহোদর রাঘবের দাস।
বাখানি সাহস তোর,
বলেছিস্ সত্য কথা সম্মুখে আমার!
ভাণ্ডার উন্মুক্ত করি দিব পুরস্কার।
যাও ভগ্নদূত,
সেনাপতি মন্ত্রিগণে দাও সমাচার,
শীঘ্র তারা মিলুক এখানে।
প্রভাতে বাধিবে রণ
অতি উগ্র জ্বলিবে সমরানল।
বহুদিন ধরি নাই ধনু।
আন অস্ত্র,
খরতর শর, তরবার,
আন কিরীচি, তোমর, ভল্ল,
পাশ, দণ্ড, শেল, শূল!
আন গদা, জাঠা,
ভর তূণে ব্রহ্ম-অস্ত্র,নাগপাশে,
বরুণ, অনল, অগ্নিবাণ, শক্তি শেল
ভীষণ মরণাহবে বুঝাব রাঘবে
কাহার দুয়ারে দেয় হানা।
যাও ভগ্নদূত,
সবারে সংবাদ দাও!

অকায়, অতিকায়, মকরাক্ষ বীর,
ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ, কুম্ভ, প্রহস্ত প্রভৃতি
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে দাও সমাচার—
মন্ত্রিগণ শুক ও সারণ,
শার্দ্দুল যাহার নাম,
বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়াধরে করহ আহ্বান,
বজ্রদংষ্ট্রা, বীরবাহু, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতুপুত্র
যে যেখানে আছে।
মাতামহ মাল্যবান,
ডাকিবে তরণী সেনে
বিশ্বাসঘাতক সেই বিভীষণ-সুত,
উপযুক্ত অবসর তার,
কলঙ্ক ভঞ্জন যদি করে জনকের।

[ভগ্নদূতের প্রস্থান

ধান্য মালিনি!
সত্য তুমি ভালবাস মোরে?

ধান্য। কি হেতু এ প্রশ্ন মহারাজ?

রাবণ। চোখে তোর এক বিন্দু নীর,
কেন সখি, কার তরে?
তুমি কি ভেবেছ মনে
রাবণের পরাজয় হবে?
যাও, দেখে এস
কি করিছে সীতা?
শুনেছে কি শুনে নাই
রাঘবের আগমন কনকলঙ্কায়।
ভাল করে জেনে এস,
যদি না শুনিয়া থাকে সীতা
তুমি যেন শুনায়োনা তারে।

ধান্য। সীতা—সীতা—সীতা!
দিন রাত্রি এক ধ্যান! এক জ্ঞান—
শয়নে স্বপনে!
সীতা ছাড়া রমণী কি নাই ত্রিসংসারে?
লক্ষ নারী তব অন্তঃপুরে
তাহারা কি নারী নয়?
ভাল তারা বাসিতে জানে না?
আমি পারিব না—
আমি কি তোমার দূতী?

রাবণ। অভিমান করিও না প্রিয়ে!
শোন কথা—
যেইদিন প্রথম জানকীরে দণ্ডককাননে—
পর্ণ পত্র ঘেরা সে কুটীর!
সেথা সীতা একাকিনী বল্কল-ভূষণা—।
তপস্বিনী, কুমারী, পার্ব্বতী, গৌরী,
কিম্বা বুঝি বেদবতী ব্রহ্মজ্যোতিঃ
গায়ত্রী ছন্দের···।

ধান্য। কি কহিলে, বেদবতী?

রাবণ। সত্য বটে, মুখ হতে
বাহিরি আসিল ওই নাম।
বেদবতী—বেদবতী—
তুমি তারে জান, ওই নাম যে নারীর?

ধান্য। শুনেছি কাহিনী!

রাবণ। তারে মনে আছে—
ভুলিনাই—ভুলিব না!
যতদিন রহিবে জীবন—
আজও মনে পড়ে তার
অগ্নিগর্ভ বাণী—
"একজন্ম বিফল করিলি লঙ্কেশ্বর!"
রেখে গেছে দেহ মনে সেই অগ্নি-জ্বালা—
তুমি সে কাহিনী কেমনে শুনিলে?

ধান্য। সত্যই তোমারে
ভালবাসি যে প্রাণেশ!
তব জীবনের সর্ব্বগূঢ় কথা
সন্ধান করিছি তাই।
তোমারে একান্তে যদি পাইতাম আমি
নিতান্ত আমার আপনার···।

রাবণ। সত্য যদি ভালবাস,
যাও প্রিয়ে নিয়ে এস
সীতার সাংবাদ।
এখন ক'রনা অভিমান।
মন্দোদরী ত্যজিলা আমায়
নিদারুণ অভিমানে। মর্ম্ম বেদনায়
মোর সনে কহিতে পারে না কথা।
নীরবে রোদন করে
নতনেত্রে ভূতলে তাকায়।
নখে লেখে ধরণীর গায়
কি জানি কি কথা!
কি আমি করিব? কম্পিত শরীর মোর,
অবশ এ দেহ!

যাও! যাও! তুমি, মিনতি আমার প্রিয়ে,
তুমি সখী, তুমি দূতী, তুমি প্রাণেশ্বরী!
যাও, নিয়ে এস সীতার সংবাদ।
কিম্বা চল—যাইব তোমার সাথে—
আমি দূরে রহিব দাঁড়ায়ে,
তুমি এনে দিবে সমাচার!
[উভয়ের প্রস্থান

(প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ ও বিদ্যুৎজিহ্বার প্রবেশ)

প্রহস্ত। মোদের ডাকিয়া হেথা.
পিতা তব পশিল অশোক বনে
রমণীর সাথে। কতক্ষণ
অপেক্ষায় র'ব? হয় যুদ্ধ, নয় প্রেম—
এক সঙ্গে দুই কার্য্য—
ওঃ, মাথা ঘুরে যায়!
বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই থাকেনা স্থির,
কি বলহে নাতি?

ইন্দ্রজিৎ। তোমার এ কাঠ রসিকতা
আদৌ লাগেনা ভাল মোর!
আমি তো বুঝিনা কিসের এ পরামর্শ?
আমি একা যাব রণে—
সিন্ধুপারে তাড়াইব নর ও বানরে,
তারপর সেতু দিব ভেঙে।

প্রহস্ত। সত্যই কি এতটা সহজ ভায়া!
উক্তি তব অলঙ্কার-শাস্ত্র মতে
অতিশয় দোষে দুষ্ট।
অবশ্য নর আমি দেখিনি বিশেষ।
বানর? তা সেদিন যা দেখিলাম,
ও যদি নমুনা হয় রামের সৈন্যের,
দণ্ডবৎ বানর চরণে!
আমাদের দিক থেকে
কিছু পরামর্শ করা বোধ হয় ভাল,
কি বল বিদ্যুৎজিহ্ব?
বলে যারে নাহি পারি
কৌশলে তাহারে করি ক্ষয়!

বিদ্যুৎ। নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!
আমারও তো ঠিক ওই মত।
রণ মোর ভাল নাহি লাগে
আমার তো মনে হয়, রণ বর্ব্বরতা।
কেন এত—
কাটাকাটি, হানাহানি রক্তারক্তি?
শিল্পী আমি—
রক্তপাত প্রীতিকর নহে মোর কাছে।

ইন্দ্রজিৎ। কি কহিলে? রণ, বর্ব্বরতা?

বিদ্যুৎ। শিল্পীর নিকটে যুবরাজ—
বীরের নিকটে নহে!

ইন্দ্রজিৎ। দাদামশায়!
কতদিন হ'তে শিল্পী হলেন আপনি?
আপনারও ওই মত নাকি?

প্রহস্ত। সেনাপতি আমি! কিন্তু বৎস—
আমার উচিৎ ছিল রাজমন্ত্রী হওয়া,
নীতিজ্ঞ-প্রধান আমি এই লঙ্কাধামে।
নীতিবুদ্ধি রাক্ষসের প্রধান সম্বল।
পিতা তব বীর বটে—
কিন্তু নহে নীতিজ্ঞপ্রধান।
পুরাপুরি রাক্ষস তো নয় লঙ্কেশ্বর!
ব্রাহ্মণ-ঔরসজাত—
ব্রাহ্মণের মত তার রুচি! দেখিছ না,
যদ্যপি রাক্ষস, মানবীর প্রতি
এত কেন প্রেম?
রাক্ষসের রীতি ইহা নয়।
মনদিয়া শোন নাতী নীতিগর্ভ কথা।
মৃত্যু, মৃত্যু—এই মোর মত;
হোক্‌না সে রণমৃত্যু বীরের বাঞ্ছিত।
মৃত্যু হ'তে বেঁচে থাকা ভাল।
নীতি ইহা—জীবের জীবন প্রিয়।
তোমার বাপের যাহা দেখিতেছি ভাব,
সীতারে না পায় যদি
যুদ্ধ আর করিতে হবেনা—
দম্ ফেটে মারা যাবে।
যোগ্য পুত্র তুমি নাতী,
তোমার উচিত কার্য্য—
সীতা সাথে রাবণের সম্মিলন করা।

ইন্দ্রজিৎ। বুঝিলাম, কিন্তু কি উপায়?

প্রহস্ত। নীতিবিৎ আমি উপায় ক'রেছি স্থির।
বিদ্যুৎজিহ্বারে এনেছি কি হেতু?
মারীচের পর এর তুল্য মায়াধর
নাহিক লঙ্কায়।

বিদ্যুৎ। মারীচের নাম কেন কর,
কিসের মায়াবী সে মারীচ ?
নরশরে ত্যজিল পরাণ।

প্রহস্ত। অবিচার করনা বিদ্যুৎজিহ্ব,
নৃপতির তরে প্রাণ দিল।
তাঁহার চীৎকার শুনি
লক্ষ্মণ আইল সীতারে ফেলিয়া একাকিনী
কুটীর ভিতরে।
তবেই তো রাবণ হরিল সীতা।
নীতি-জ্ঞান ছিল মারীচের !

ইন্দ্রজিৎ। পার তুমি সীতা সনে
মিলাতে পিতায় !

প্রহস্ত। আহা, ও কেন মিলাবে ?
মিলাইব আমি।
বুদ্ধি মোর, নীতিজ্ঞ-প্রধান আমি।
বিদ্যুৎ-জিহ্ব শিল্পী
মোর পরামর্শ অনুসারে
রাম-লক্ষ্মণের ছিন্ন মুণ্ড করিবে রচনা।
তারপর, সেই মুণ্ড
তব পিতা সীতারে দেখাবে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। তারপর ?
লজ্জার নাহিক প্রয়োজন।
সত্য কথা—
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, এ তিন থাকিতে
জয়লাভ নাহি হয় প্রেম।
সমস্ত করিব ত্যাগ।
কে যুক্তি কহিল—
রাম-লক্ষ্মণের মায়া মুণ্ড রচি
দেখাতে সীতায় ?

প্রহস্ত। এ আমার যুক্তি মহারাজ !
বিদ্যুৎ-জিহ্বে আনিয়াছি,
সে-ই মুণ্ড করিবে রচনা।

রাবণ। মাতুল ! তুমি দেখি নীতিজ্ঞ-প্রধান।
অপূর্ব্ব সুন্দর যুক্তি।
বিদ্যুৎ-জিহ্ব !
শিখিয়াছ এত মায়া-বিদ্যা তুমি,
রামমূর্ত্তি করিবে নির্ম্মাণ—
রাম-মুখ—যাহা দেখি জানকী ভাবিবে
সত্যই মরিল রাম ?

বিদ্যুৎ। গুরুর কৃপায়
মূর্ত্তি করিব নির্ম্মাণ।
মুণ্ড হেরি মূর্চ্ছা যাবে সীতা।

রাবণ। মূর্চ্ছা যাবে—মূর্চ্ছা যাবে !

প্রহস্ত। ত্রিজটা ভাঙাবে মূর্চ্ছা,
সিঞ্চিবে শীতল বারি নয়নে আননে !
তখনই হইবে জ্ঞান।
তখন তাহার কাছে
প্রেম নিবেদন তুমি করিবে লঙ্কেশ !

রাবণ। কিন্তু মূর্ত্তি রাঘবের—
শুনেছি বরণ তার
জিনি শ্যাম—নবদূর্ব্বাদল।
সে মূর্ত্তি ক'রেছ ধ্যান ?

বিদ্যুৎ। ভাব কেন মহারাজ ?
জীবিত রামের মূর্ত্তি
নয়—প্রাণ-শূন্য দেহ।
মৃতমুখ—নির্ম্মাণ-কৌশলে
মায়াবীর—মায়াবিদ্যা—শুধু।
শ্রেষ্ঠ শিল্প ইহা নয়—
ধ্যানের না হবে প্রয়োজন।

রাবণ। ভাল, ভাল—শিল্পী তুমি বুঝিনু নিশ্চয়—
মৃত রামমূর্ত্তি পারিবে গঠিতে।
যাও বিদ্যুৎজিহ্ব,
এখনি রচিয়া আন।

[বিদ্যুৎজিহ্বার প্রস্থান

প্রথমে দেখাব মূর্ত্তি,
তারপর বলিব সীতায়—
'ওইতো তোমার রাম,
ওইতো লক্ষ্মণ—
ভূমিতলে ওই মুণ্ড যায় গড়াগড়ি !'
এইবার হৃদয়-পিঞ্জরে এস—
পিঞ্জরের পাখী।
ভাল কথা—ভালকথা—ইন্দ্রজিৎ !
তুমি কি করিবে ?

ইন্দ্রজিৎ। মায়াবিদ্যা—আমি বুঝিনাকো পিতা,
আমি জানি সম্মুখ সমর

প্রহস্ত। আহাহা—সম্মুখ সমর,
সেতো করিতেই হবে।
শত্রু যবে হানা দিল লঙ্কার দুয়ারে—
সম্মুখ সমর নিবারণ কে করিবে ভাই?
আমার মনের কথা বলেছি তোমায়,
পিতারে বাঁচাতে যদি চাও,
সীতার সহিত তার মিলন করাও:
এখনো বালক তুমি,
প্রৌঢ়ের উৎকট প্রেম জেনো মারাত্মক।
দেখিছনা—বুদ্ধিভ্রংশ লঙ্কেশ্বর,
সীতা—সীতা—করি হয়েছে উন্মাদ?
যুদ্ধ পরে হবে—তোমরা সবাই বীর,
এত কি ভাবনা!
আগে সুস্থ কর লঙ্কেশ্বরে।

প্রহরী। মাতামহ মাল্যবান,
সচিবশ্রেষ্ঠ সারণ, শুকসহ
রাজমাতা আসিছেন রাজ দরশনে।

(মাল্যবান, নিকষা, শুক ও সারণের প্রবেশ)

নিকষা। রাবণ! রাবণ! শোন,
বরিষায় জলস্রোত সম—
রাম-সৈন্য প্লাবিত করিল লঙ্কাপুরী।
বৎস! আমি নারী—
যুদ্ধ, সন্ধি, রণনীতি কিছুই বুঝিনা।
বিভীষণ গেছে চলে রামের সকাশে,
বুকে মোর রক্তের অক্ষরে লেখা আছে!
রাক্ষসের বহুদোষ হয়তো থাকিতে পারে,
কিন্তু ভাই ভাই—
আত্মীয় স্বজন সহ
চিরদিন সম্মিলিত তারা,
সে ভাইএর সাথে
কোনদিন মনান্তর হয়নি তোমার।

রাবণ। মাতা, আমার আদেশ,
লঙ্কার রাজার আজ্ঞা,
সহানুভূতির ছলে,
বিভীষণ-কথা যেন
নাহি শুনি কারো মুখে।
বিভীষণ রাবণের কেহ নয়—
সে আমার ভাই নহে।

নিকষা। শুন বৎস, মাতামহ তব
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিবিৎ;
দীর্ঘজীবি জীবনের বহু অভিজ্ঞতা
অর্জ্জন করিল মতিমান।
পরামর্শ কর বৎস, মাতামহ সাথে,
ভাল উপদেশ তুমি পাবে।
তারপর বুধশ্রেষ্ঠ সচিব তোমার
এই বৃদ্ধ শুক—
তব মাতামহের আজ্ঞায়
সারণের সনে রামসৈন্য গণিবারে
করিলা গমন।
যুদ্ধ করিবার আগে
বিপক্ষের বলাবল নির্ণয় করিতে হয়।

রাবণ। মাতা!
রাজনীতি উপদেশ দিওনা রাবণে।
যাও, আপনার কাজে!
রাখিব তোমার কথা—
শুক আর মাল্যবান মাতামহ সনে
রণ-নীতি করিব আলাপ আলোচনা।
তারপর যুদ্ধে যাব,
কিম্বা সন্ধি
করিব রামের সনে,
যেই মত মাতামহ করেন আদেশ।

নিকষা। বৎস, নারী আমি,
তোমাদের মাতা।
তুমি তো জাননা বৎস, কত শঙ্কা মোর।

রাবণ। অশ্রুজল ফেলনা জননি,
যাও, যাও। মাতা—
আজি কি নূতন যুদ্ধ করিবে রাবণ?
আর যুদ্ধ করিনি জীবনে?
কেন শঙ্কা কর?

নিকষা। দেশে দেশে দিকে দিকে
স্বর্গমর্ত্ত ত্রিভুবনে
করিয়াছ তুমি দিগ্বিজয়,
কেহ তো আসেনি বৎস
তোমারে করিতে আক্রমণ
সাগর বেষ্টিত সুরক্ষিত এই লঙ্কাধামে।
তাই বৎস শঙ্কা করি।
পাটরাণী মন্দোদরী—

জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ মোর
তোমারে বলিতে নারে কথা,
গোপনে নয়ন-জল ফেলে।
এদিকে অশোক বনে সীতা—
ওদিকে তোমার স্বর্ণ-অট্টালিকা মাঝে
রাণী মন্দোদরী!
দুজনের অশ্রু হেরি
নীরবে সরমা কাঁদে।
কোন দুঃখ ছিলনা লঙ্কায়।

রাবণ। মন্দোদরী—
মাত্র এক পুত্র তার সমরে পড়িল,
এখনও তো যুদ্ধ বাধে নাই।

নিকষা। পুত্র-শোক গোপন করিল মোর কাছে
তার দুঃখ—.

রাবণ। মোর তরে?

নিকষা। তুমি কহ নাই কোন সান্ত্বনার বাণী,
কর নাই চামুণ্ডার পূজা।
রাণী কহে, দেবী ছেড়ে গেছে লঙ্কাপুরী।
তাই কহি—
বড় ভয় করি পুত্র নারীর নয়ন-জলে।

রাবণ। নারী—নারী—নারী—
চারিদিকে নারীর নয়ন-জল!
প্রাণপ্রিয় দুহিতা কোথায় তব?
কন্যারত্ন সূর্পনখা কি করিছে?
সে এখনো জুড়েনি ক্রন্দন উচ্চস্বরে
আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া?
সকল নারীর চেয়ে মায়াকান্না
সেই তো কাঁদিতে জানে বেশী!
যাও—তারেও কাঁদিতে বল!
প্রভাতে বাধিবে রণ,
রাত্রি শেষে শুনায়োনা নারীর ক্রন্দন—
মায়া কান্না অনেক শুনেছি আমি।
যাও অন্তঃপুরে মাতা—
বলো বধূরে তোমার—
রাবণ তাহার স্বামী।
যেই পুত্র-শোকে তার অন্তর আকুল—
রাবণ তাহার পিতা।
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় রাবণের—
রাবণ লঙ্কার রাজা—
ত্রেতাযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি
এই ভূমণ্ডলে।
আরো শ্রেষ্ঠ সত্য পরিচয় রাবণের—
রাঘবারি রাম-বৈরী লঙ্কার রাবণ।
রাম—রাম—আত্মার আলোক যিনি,
জীবনের চিরদ্যুতি—
রম্যমান স্নিগ্ধ শ্যামলতা পবিত্র সুন্দর,
জীবের পরম বন্ধু—শত্রু রাবণের!
সাধে কি গিয়াছে বিভীষণ?
মোর দুঃখ কি বুঝিবে রাণী মন্দোদরী?
শোন মাতা—
সেই যুদ্ধ কাল প্রাতে হবে আরম্ভন,
যুগ ব্যাপি তার আয়োজন চলে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে তিন লোকে।
সেই আজন্ম সাধন শত্রু এসেছে লঙ্কায়,
বিনা রণে সেবুঝি ফিরিয়া যাবে
তোমার বধুর অশ্রু হেরি?
যাও মাতা—
বহু কথা, বহু ব্যথা—
সে কথা জান না তুমি—
কিছু বুঝিবেনা, যাও—যাও—যাও!

(নিকষার সঙ্গে রাবণ কিছুদূর গেল। পুনঃ প্রবেশ)

বৃদ্ধ মাতামহ!
রাক্ষস-কুল-শেখর, মহিমা-অর্ণব,
শ্রেষ্ঠ নীতিবিৎ! এবার শুনাও তব বাণী!

মাল্য। এখনও উত্তেজিত তুমি,
ব'স ব'স! শান্ত হও—
স্থির চিত্তে সর্ব্বকথা করি আলোচনা।

রাবণ। আমি স্থির আছি মাতামহ,
আরম্ভ করহ নীতি-কথা।

মাল্যবান। শুক আর সারণেরে
পাঠায়েছিলাম বৎস,
রাম সৈন্য গণিবার তরে।

রাবণ। সত্য, নীতিজ্ঞ-উচিত কার্য্য করিয়াছ তুমি!
তারপর কি বলেন শুক ও সারণ—
সম্ভব কি অসম্ভব শত্রু সনে রণ?

মাল্য। হেথা তাঁরা উপস্থিত—
রাজ-আজ্ঞা পেলে, কহিবেন সত্য কথা।

বীর। ভাল, বল শুক।
কি রূপ দেখিলে সৈন্য-সমাবেশ রাঘবের ?

মাল্য। রাজ-আজ্ঞা পাইয়াছ—
এইবার সহজ ভাষায়
তোমার বক্তব্য বল, কোন ভয় নাই !

শুক। শোন মহারাজ।
বৃদ্ধ মাল্যবান রাজা—মাতামহ—
কুলপতি রাক্ষসের !
আর সভাস্থ রাক্ষস যোধগণ।
নয়নে হেরেছি যাহা
সেই মত করিব বর্ণনা।
ছদ্মবেশে রামসৈন্যে করিনু প্রবেশ।
বিভীষণ নিমেষে চিনিল—
লয়ে গেল রামের সকাশে।

রাবণ। কিরূপ দেখিলে রামে ?

শুক। সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠিল শুনি—
রাম সেই মত প্রভু, অমৃতের খনি।
অমৃতের মত স্নিগ্ধ শ্যাম-কলেবর,
অমৃত ছানিত দৃষ্টি, অমৃত অধর—
মানুষ সুন্দর হেন স্বপ্নে নাহি জানি,
এমন মধুর কথা স্বপ্নে নাহি শুনি।

রাবণ। দেখিলে তাহারে একা ?

শুক। একা নহে, সাথে ছিল—
লক্ষ্মণ, সুগ্রীব। আর—

রাবণ। বলিতে হবে না নাম—
কি বলিল রাম ?

শুক। মধুর বচনে কহিলেন রঘুনাথ—
শোন দূত, কহিও রাজারে তব,
নরজাতি, ব্রহ্মচারী আমি,
পিতৃসত্য পালিবার তরে
এসেছি কাননে।
শূন্য ঘরে ছল করি
রাবণ হরিল মোর সীতা।
এখনো মঙ্গল যদি চা'ন লঙ্কেশ্বর,
জানকীরে দিন ফিরাইয়া।
নহে, অনিবার্য্য রণ।
এত বলি আপনি লইয়া সাথে
দেখাইলা কপিসৈন্য-সমাবেশ।

রাবণ। কিরূপ দেখিলে সৈন্য ?

শুক। আকাশের তারা যথা প্রভু—
কিম্বা যথা বালিরাশি
সমুদ্রের বিজন বেলায়,
কার সাধ্য পারে গণিবারে
সে বিপুল সে বিশাল সৈন্যসমাবেশ ?
বিধাতার সৃষ্টিমাঝে
এত কপি করে বাস,
পূর্ব্বে নাহি ছিল জানা।

রাবণ। দেখিলেনা পবন-নন্দনে—
সর্ব্ব অগ্রে আসিল লঙ্কায়
যেই দুষ্টমতি ?

শুক। দেখেছি তাহারে,
মৃদু হাসি আমারে কহিল—

রাবণ। কি কহিল ?
তার মত বীর আর কয়জন আছে ?

শুক। হাসিয়া কহিল হনুমান—
দেখে যাও শ্রেষ্ঠ বীরগণে।
নীলবর্ণ নীল বীর
বানর-সৈন্যের সেনাপতি।
মহাবলবান রাজা সুগ্রীব সুধীর।
বালি-পুত্র অঙ্গদ সুমতি
পিতৃ বলে বলীয়ান,
নল নাম সর্ব্বগুণধাম—
রাম নামে সলিলে ভাসায় শিলা,
অবহেলে সাগর বাঁধিল।
গয় ও গবাক্ষ,
হিঙ্গুলী. কেশরী আর শরভ, সম্পাতি,
কুমুদ, ধূমাক্ষ, ধূম, মহামতি নাম,
মহেন্দ্র-দেবেন্দ্র দুই সুষেণ-নন্দন,
ভল্লুক কটক-পতি মন্ত্রী জাম্বুবান—

রাবণ। থাক, থাক—
আর ব্যাখ্যা করিতে হ'বেনা।
বানর ভল্লুক নর দেখি,
বুঝিলাম, শুকাল পরাণ তোর ?
গৃহে যাও, বড় পরিশ্রম করিয়াছ—
কিছুদিন শয্যাপ্রান্তে
বিশ্রাম লভহ বীর !
বুধশ্রেষ্ঠ সচিব সারণ !
তোমারও হয়েছে বহুপরিশ্রম,

বন্ধুর সহিত একসঙ্গে
শ্রান্তি কর দূর।
নির্লজ্জ বর্বর!
শতমুখ শত্রু-প্রশংসায়?
কা'র সঙ্গে কথা কও জাননা দুর্মতি?

মাল্য। আহা, কি কর, কি কর বৎস!
শুক ও সারণ তব চির অনুগত,
শুভাকাঙ্খী।
করে মাত্র স্বরূপ বর্ণনা—
চোখে যাহা দেখিয়াছে,
মাত্রামত করেনি প্রকাশ।

ইন্দ্রজিৎ। স্বরূপ বর্ণন কালে
বলিবার ভঙ্গীমায়
অন্তরের কথা যায় জানা।
রাজদ্রোহী এরা মহারাজ,
আজ্ঞা কর, শাস্তি দিই আমি।
এই বিষকুম্ভ পয়োমুখ
শ্বেতশ্মশ্রু পক্ককেশ পণ্ডিত সুজন
এরাই পরম শত্রু রাক্ষস জাতির।
স্বজাতির বহু ছিদ্র-দৃষ্টি সুনিপুণ
বিপক্ষের গুণগানে মুখর রসনা,
এদের সহানুভূতি বিভীষণ প্রতি।

শুক। আজন্ম করেছি রাজসেবা—
এই তার পুরস্কার?
পিতা-পুত্রে কটু বাক্য কহ?
কি আমার অপরাধ?
দেখিয়াছি বিপক্ষের সৈন্যসমাবেশ,
মিথ্যা কথা কহি নাই,
কহি নাই চাটুবাণী—
সে কারণে রাজদ্রোহী মোরা?

প্রহস্ত। আহাহা, ভায়া!
বুধশ্রেষ্ঠ শুক ও সারণ,
কটু কথা বলিতে কি আছে?
তোমার মেজাজ ভায়া,
তীক্ষ্ণফলা তীর যেন তোমার তূণের!
যথার্থই বাক্যবাণ—
দেহ নয়, আত্মারে বিঁধিতে পারে।
যাক—যাক, বসুন—বসুন,
নৃপতি পিতার সম ভক্তপুত্র পিতৃপুত্র,
সহোদর ভাই,
কখনো কহেন কটু—কভু দেন কোল।
ভায়া, তোমার মেজাজ
আপাততঃ কিছুদিন একটু সংযত ক'রো।
সময়টা ভাল নয় কিনা?
মূলা নক্ষত্রের সনে ধূমকেতু যোগ
দুর্দ্দিন কাটিয়া যাক,
তারপর হাতে মাথা কেটো।

মাল্য। প্রহস্ত কহিল সেই কথা, শোন লঙ্কেশ্বর!
রাক্ষসের বড়ই দুর্দ্দিন—
বিশাখা নক্ষত্র সনে ধূমকেতুযোগ।
বহুদিন আছি ধরাধামে,
এরূপ দেখিনি কভু দিবসে শৃগাল ডাকে—
শকুনী গৃধিনী সনে করে ঘোররব—
দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে আবৃত হইল!
গো-গর্ভে গর্দ্দভ, মূষা নকুল-উদরে
জন্মিতেছে শুনি! রক্তবর্ণ মেঘমালা,
রক্তপাদ কপোতের সার
নিশায় নগর মাঝে ভ্রমে;
হয়তো করনি লক্ষ্য তুমি এই সব—
প্রকৃতির অঙ্গে চিহ্ন যুগান্ত সূচনা!
বহুপূর্ব্বে এই লঙ্কাধামে
দেখেছিনু এইমত দুর্নিবার প্রকৃতি-লক্ষণ—
তুমি জন্মগ্রহণ করনি সেইক্ষণে,
প্রহস্ত তখন শিশু, নিকষা বালিকা,—
দেবর্ষি নারদ আসি
সাবধান করিলেন মোরে—
মাল্যবান, দেবগণ বড়ই করিল অনুরোধ—
বিষ্ণু আসিছেন রাক্ষস সংহার হেতু।

রাবণ। জানি সে বারতা মাতামহ।
তিন ভাই বিষ্ণু সনে
রণে হইল পরাজিত।
কনিষ্ঠ মরিল, আর দুইজন
প্রাণ লয়ে পলাইল রসাতল তলে।
মাতৃভূমি, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত
এই কনক লঙ্কাপুরী
এল মম পিতৃ অধিকারে।
জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই কুবের হইল রাজা—
হিংসায় ফাটিল প্রাণ দুই সহোদরের।

প্রহস্ত। সে প্রাচীন কথা আর তুলিয়া কি ফল?
কিছু মোর মনে আছে
রসাতল নিবাসের কথা।
কহ জ্যেষ্ঠতাত তত্ত্বউপদেশ-বাণী—
বিপদের কালে
বৃদ্ধের বচন শোনা ভাল।

ইন্দ্রজিৎ। পিতা! প্রভাতে সমর।
বৃথা বাক্যে সময় হরণ
এখন উচিত তব নয়।

রাবণ। মাতামহ মাল্যবান
বহুদিন ক'ন নাই কথা।
আজ ওঁর জীবনের অভিজ্ঞতা
শুনাতে হয়েছে ইচ্ছা।
শুনিব সকল কথা, কারো
কোন ক্ষোভ রাখিব না;
ব'লে যাও মাতামহ।
জীবন-সাগর মথি কোন্ সত্য
করিয়াছ লাভ।

মাল্য। এই সত্য করিয়াছি লাভ—
দৈব যবে হন প্রতিকূল,
জীবের নাহিক সাধ্য
জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ।
এ রাক্ষস জাতি পিতামহ
ব্রহ্মার বড়ই প্রিয়,
বরদানে সবারে করিল
শক্তিমান পদ্মযোনি।
তবু মোরা লঙ্কা ত্যজি করি পলায়ন—
বিষ্ণু-চক্র এমনি নির্ম্মম!
তার চেয়ে তীক্ষ্ণতর প্রতিকূল
দৈবের শাণিত অস্ত্র।

রাবণ। মাতামহ, প্রতিকূল দৈবভয়ে
বিভীষণ সম
উপদেশ দাও নাকি
সীতারে করিতে ত্যাগ?

মাল্য। শুনি রাম ধার্ম্মিক সুজন
ব্রহ্মচারী তপস্যানিরত।
পতিব্রতা পত্নী সীতা
সুশীলা কোমলপ্রাণা—
মধুর ভাষিণী।
তাহারে হরণ করা
অতি অনুচিত কার্য্য হয়েছে তোমার।
মধুদৈত্য যখন হরিয়াছিল
কুম্ভনসী ভগ্নিরে তোমার,
তুমি তাহা পারনি সহিতে—
শ্রুতমাত্র চলে গেলে
কুম্ভনসী উদ্ধারের তরে।

রাবণ। কিন্তু কুম্ভনসী আসেনি লঙ্কায় আর।
সেই মত সীতাও যাবে না ফিরে
রামের নিকট পুনঃ।

মাল্য। কুম্ভনসী কুমারী কন্যকা,
মধুদৈত্য হরণ করিয়া তারে
বিবাহ করিল গন্ধর্ব্ব বিধান অনুসারে।
রাক্ষস কুলের তাহে হয়নি দুর্নাম।
বিশেষতঃ, বিবাহিতা নারী
সীতা পতিব্রতা।

রাবণ। ভগিনীর নাসাকর্ণ করিলা ছেদন—
বংশের কলঙ্ক তাহা নয়?
যশ বুঝি বাড়িয়াছে তিনকুলে?
নাক কান কাটিবার আগে
সে বুদ্ধি কোথায় ছিল রাম লক্ষ্মণের—
কার নাক কান কাটে ভাবে নাই কেন?

মাল্য। নারী নিয়ে বাদ বিসম্বাদ
বড়ই আশঙ্কা করি রাজা!
সব নারী নহে তো সমান।
ভেদাভেদ আছে বহু—
সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ তুমি, তোমারে কি ক'ব।
শুনিয়াছ পুরাণ-কাহিনী লঙ্কেশ্বর—
শুম্ভ-নিশুম্ভের কথা?
চণ্ডমুণ্ড মরিল নারীর কোপানলে—
সুন্দ-উপসুন্দ ভায়ে ভায়ে
করিল বিরোধ—সেও
এক অপরূপ রমণীর তরে।

রাবণ। শুনিলাম সারগর্ভ নীতিবাক্য তব,
তোমাদের সকলের কথা আছে জানা।
মাতৃবৎ পরদারেষু—
এ নীতি শিখিলে কত দিন,
মনে নাই সেদিনের কথা?
আমি জানি, বলিব কি?

মাল্য থাক্ সে দিনের কথা।
শোন বৎস পূর্ণ অভিজ্ঞতা-জাত
অন্তরের কথা।
রামচন্দ্র, বিষ্ণু-অবতার—
নহে বিভীষণ, নহে পদ্মযোনি
বলেছেন মোরে—
আসিবেন তিনি যথাকালে।
তোমার পিতার মুখে শুনি এই কথা।
দণ্ডক-অরণ্যচারী দ্বাদশ তাপস
জানেন এ গুহ্য তত্ত্ব।
মানব লক্ষণ যুক্ত আত্মহারা
নারায়ণ কাঁদেন নারীর তরে।
লোকে ভাবে ক্ষুদ্র নর নারী
রাম সীতা—।

রাবণ বিষ্ণু-অবতার প্রতি
আজ দেখি ভক্তি অতিশয়
বিষ্ণুদ্বেষী রাক্ষস দুর্জ্জন!
কে আমারে শিখাইল শৈশব হইতে
বিষ্ণু—শত্রু রাক্ষসের?
পবিত্র ব্রাহ্মণ বীর্য্যে জনম আমার,
বিষ্ণু-প্রীতি আত্মায় জড়িত—
বিষ্ণু হিংসা দীক্ষা কেবা দিল?
রাক্ষসীর কন্যা সহ
ব্রাহ্মণের মিলন ঘটায়ে
এ বর্ণসঙ্কর জাতি কা'র স্বার্থ সিদ্ধি তরে
করিল সৃজন?
আত্মাধার একদিকে—
দেহ অন্য পথে।
রাক্ষসের কলুষ কামনা দিয়ে
ব্রাহ্মণের সংস্কার কাহারা করিল লোপ?
আমার আত্মীয় আজ নাই ত্রিসংসারে।
মন্দোদরী বুঝিতে পারে না মোরে।
কোন নারী সাথে হয় নাই
সত্যকার মিলন
আমার। সহস্র বৎসর অনাহারে অনিদ্রায়
করিলাম তপ—
তোমাদের কলুষিত স্বার্থ সাধনায়
সে তপ বিফল হ'ল মোর!
ইষ্ট মোর আসিতে আসিতে চলে গেল।
আজ আমি ভাগ্যবান—
সীতায় পেয়েছি দেখা।
শোন মাতামহ।
ত্রিভুবন ধ্বংস যদি হয়,
দেবতা তেত্রিশ কোটি জোড় করে
ক্ষীরোদ সমুদ্রশায়ী বিষ্ণুরে যেমতি—
সেই মত স্তব করে মোর,
তবু আমি সীতারে দিব না।
অতি মূঢ় দুর্ম্মতি রাক্ষস। শিখিয়াছ
অমরত্ব শুধু—একমাত্র কাম্য রাক্ষসের
আজীবন বেঁচে থাকা—তাই থাক।
তুমি তো বাসনি কারে ভাল—
তোমার তো ইষ্ট কেহ নাই—
তুমি তো জাননা, কি আনন্দ
প্রিয়ের চরণে আত্মদানে!
এস—এস হে বিদ্যুৎজিহ্ব!

(বিদ্যুৎজিহ্ব প্রবেশ করিল)

বিদ্যুৎ। লঙ্কেশ্বর! লহ প্রণাম দাসের।

রাবণ। নির্ম্মাণ করেছ মূর্ত্তি?

বিদ্যুৎ। করেছি নির্ম্মাণ।

রাবণ। কেমন হইল?

বিদ্যুৎ। আপন শিল্পের কথা
আপনি কহিতে নারি।
আমার ধারণা ছিল
মৃতমুণ্ড রাঘবের নির্ম্মাণ করিব অনায়াসে।
নির্ম্মাণ করিতে গিয়া মূর্ত্তি রাঘবের
বুঝিলাম তাহা নহে, মহারাজ।
মৃত কি অমৃত মূর্ত্তি বুঝিতে না পারি।
স্বচক্ষে দেখিয়া বিচার করুন মহারাজ।
গোপনে দেখাব আপনায়!

রাবণ চল—কি বলিস ভগ্নদূত পুনঃ?

(ভগ্নদূতের প্রবেশ)

ভগ্ন। মহারাজ—
ডঙ্কা বাজাইয়া রাম লঙ্কার দুয়ারে
সমর প্রার্থনা করে।
হয় সীতা দিন ফিরাইয়া—

নয় চার দ্বারে চারি বীরে দিন পাঠাইয়া
সমরনিপুণ সমযোধ রাঘবের।
নহে দ্বার ভাঙি রঘুনাথ
করিবেন পুরীতে প্রবেশ।

(স্বর্ণলঙ্কা মুখরিত করিয়া "জয়রাম জয় রাম" ধ্বনি)

ওই শোন জয়রাম ধ্বনি!

রাবণ। আজি সন্ধ্যাযোগে জয়ধ্বনি
আর না উঠিবে।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম
যেথা হতে আসিয়াছে
সেথা ফিরে যাবে!
ইন্দ্রজিৎ!
তুমি কর সমর ঘোষণা—
নাকাড়া ডম্বরু নাদে।
যুদ্ধ-সাধ মিটাও রামের
জীবনের মত।
অতিকায়, প্রকম্পন, মকরাক্ষ আদি
মাতুল প্রহস্ত—সেনাপতি
যারে ইচ্ছা কর তুমি পাঠাও সমরে।
এস হে বিদ্যুৎজিহ্ব!
দেখে আসি তব মায়া রামমুণ্ড।

[রাবণ ও বিদ্যুৎজিহ্বের প্রস্থান

গীত

ভো ভো রণ-ভেরী ঝাঝর ঘণ্টা ধিন্
ধ্রেকেটে ধ্রেকেটে ধাক্—
গদিছেনে ঘেড়ে নাক্।
বাজরে বাজরে জোরে
সাজরে সাজরে ধাত্রী এ লঙ্কা।

ইন্দ্রজিৎ। দাদামহাশয়!

প্রহস্ত। বল ভায়া!

ইন্দ্রজিৎ। যুদ্ধার্থে প্রস্তুত তুমি?

প্রহস্ত। হাঁ হাঁ, প্রস্তুত নিশ্চয়!

ইন্দ্রজিৎ। যাত্রা কর তবে।
বিদায় লইতে যদি হয় কারো কাছে,
বিদায় লইয়া এস!

প্রহস্ত। বিদায় লইব একেবারে আজি
ভাবিয়াছিলাম আমি—

ইন্দ্রজিৎ। কি ভাবিয়াছিলে তুমি?

প্রহস্ত। ভাল ক'রে যুদ্ধ আরম্ভ হউক আগে—
নীতিজ্ঞ সেনানী আমি,
দুই একদিন পরে গেলে
ভাল হত নাকি ভায়া?
যেতেতো হবেই, তবে কিনা—

ইন্দ্রজিৎ। না না, তবে কিনা নয়,
আলস্য ঝাড়িয়া ফেল—
উৎসাহ জাগাও প্রাণে!

প্রহস্ত। আলস্য দেখিলে কোথা ভায়া?
দুই একদিন আগে কিম্বা পরে,
উৎসাহ আমার ঠিক আছে।
আচ্ছা ভাল ভাল, নিয়তি রোধিবে কেবা?
সময়টা ভাল নয়—
মূলা নক্ষত্র, এই যা ভাবনা।
তা'হক্, তা হক্, ডাক ডাক বীরগণে—
আমার উৎসাহ আছে, ডাক! ডাক!

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[কক্ষ। সদ্য-নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণ ও রাবণ]

কুম্ভকর্ণ। এই হেতু অকালে ভাঙ্গিলে নিদ্রা?

রাবণ। বীর কেহ নাহি আর
বীরধাত্রী কনক লঙ্কায়।
যে যায়, ফিরেনা কেহ
নর আর বানরের রণে।
উপদেশ দিওনা আমায়—
সীতারে ফিরায়ে নাহি দিব।

কুম্ভকর্ণ। আশ্চর্য্য কাহিনী বটে!
কেবা এই নর? কি বলিলে নাম?

রাবণ। রাম—রাম—নরজাতি।
অযোধ্যার রাজা দশরথ,
তার জ্যেষ্ঠপুত্র।

কুম্ভকর্ণ। এই তার সত্য পরিচয়?
অযোধ্যার রাজপুত্র—ক্ষুদ্র নর
বীরশূন্য করিল কনক লঙ্কা?

প্রত্যয় না হয় কথা—
নাহি জান অন্য পরিচয় ?
রাবণ। অন্য পরিচয় তার, আমার সীতার স্বামী।
কুম্ভকর্ণ। কি জানি কেমন তব সীতা !
কতদিনে এরূপ বাসিলে ভাল ?
রাবণ। যেই মাত্র দেখিলাম নয়নের কোণে,
মন্ত্রমুগ্ধ দাঁড়ায়ে রহিনু স্থির—
পলক ফেরাতে নারে আঁখি—
আজো মোর নয়নে পলক নাই,
নির্নিমেষে সে মাধুরী হেরি।
কুম্ভকর্ণ। কি কথা বলিতেছিলে—বলে যাও—
মৃত-মায়ামুণ্ড রাঘবের দেখালে সীতায় ?
রাঘব কে ? কাহার নাম ?
রাবণ। আঃ—এ মূর্খেরে কেমনে বুঝাব ?
রাঘব রামের নাম—রঘু-বংশ জাত।
পুলস্ত্যের বংশধর—
পৌলস্ত্যেয় যেমন আমার নাম।
কুম্ভকর্ণ। বুঝিলাম—পৌলস্ত্যেয় যেমন তোমার নাম,
আহা রাগ কর কেন ?
অকালে ভাঙালে নিদ্রা,
বুদ্ধির জড়তা ঘোচে নাই। তারপর বল—
মায়া রামমুণ্ড দেখে ভুলিলনা সীতা ?
রাবণ। প্রথম ভুলিয়াছিল—
মূর্চ্ছা গেল, কাঁদিল বিহ্বল শোকে,
তীক্ষ্ণ তীর সম সে কাঁদন
বিঁধিল আমার বুকে।
তারপর বুঝিল চাতুরী।
কুম্ভকর্ণ। ভাল, প্রহস্ত মাতুল,
সে তো খুব বুদ্ধিজীবী,
উপায় করে না উদ্ভাবন ?
রাবণ। মায়া-মুণ্ড উপায় কল্পনা তার।
কুম্ভকর্ণ। ভাল ! ভাল ! বুদ্ধি তার আছে—
কোথায় মাতুল ?
রাবণ। কাল সন্ধ্যাকালে মরিল মাতুল।
কুম্ভকর্ণ। মরিল প্রহস্ত বুড়া ?
আহা, আহা, ভাল লোক ছিল,
আমাকে বাসিত ভাল।
যাক, ভালই হইল,
বেশ গেছে—কতকাল বেঁচে র'বে আর ?
বয়স হইয়াছিল, তোমার আমার চেয়ে
বোধ করি বিশ হাজার বছরের বড়।
যাই হোক—
শ্রাদ্ধ তো করিতে হয় মাতুলের।
রাবণ। যুদ্ধ হ'তে ফিরে এস আগে,
তারপর শ্রাদ্ধ ক'রো।
কুম্ভকর্ণ। তাই করিব মহারাজ !
কিন্তু দুঃখ র'য়ে গেল, মরিবার কালে
দেখা হইল না মাতুলের সাথে।
ভাল, আর কে মরিল ?
রাবণ। যে গেল সে আসিল না ফিরে—
আমি আর ইন্দ্রজিৎ ছাড়া।
কুম্ভকর্ণ। এমন দুর্দ্ধর্ষ বীর নর ?
রাবণ। নহে অকালে ভাঙ্গাই নিদ্রা তোর !
কুম্ভকর্ণ। আচ্ছা, শোন—
শোন, রাম হবে না তো বিষ্ণু-অবতার—
নারায়ণ নিজে নররূপে—
সীতা লক্ষ্মী তাঁর ?
রাবণ। কেহ কেহ ওরূপ সন্দেহ করে—
বিভীষণ সুদৃঢ় বিশ্বাসী।
সত্য কথা কহি,
আমি কিন্তু তত্ত্ব নাহি পাই।
মানুষের আচার ব্যাভার,
হাসে কাঁদে মূর্চ্ছা যায় মানুষের মত।
মানুষেরি মত আলো ছায়া ঘেরা
দোষেগুণে মেশানো চরিত।
বালি রাজ—তাহারে বধিল
বিনাদোষে।
সত্য যদি নারায়ণ—
এ কলঙ্ক রাখিত কি নামে ?
কুম্ভকর্ণ। রসো, রসো, ভেবে দেখি।
নারায়ণ দেবতার জাতি—সত্য কি না ?
ভাল, তাই যদি হয়,
অকলঙ্ক কোন্ দেব শুনি ?
ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যম নিষ্কলঙ্ক কেবা ?
এমন কি পিতামহ পদ্মযোনি, সবাই সমান।
অকলঙ্ক নারায়ণ, এ ধারণা
কে জন্মাল তব ?
কলঙ্ক মাখেনা গায় এই মাত্র বল।

রাবণ। নিজ চরিত্রের অনুরূপ
নারায়ণ করিলে কল্পনা। মন্দ নয়—
কুম্ভকর্ণ। ভাল, অযোধ্যার রাজপুত্র রাম—
একথা বিশ্বাস তুমি কর?
রাবণ। মিথ্যা কথা! আর কিছু
বুঝি নাহি বুঝি—রাজার চরিত্র
জানি আমি।
রাজ্য দিয়ে—বৈমাত্রেয় ভ্রাতায়,
কোন্ রাজপুত্র যায় বনে?
ত্যাজ্যপুত্র হ'তে পারে!
কুম্ভকর্ণ। রাম তবে হবে ব্রহ্মচারী?
রাবণ। বুদ্ধি তব বৃহস্পতি সম!
নারী সঙ্গে রঙ্গে করে বাস,
ব্রহ্মচারী সে ছাড়া কে হবে!
কুম্ভকর্ণ। আহা, রাগ কর কেন?
বিশ্লেষণ করিতেছি রামের স্বরূপ—
নেতি-নেতি বাদে।
শত্রুর স্বরূপ বোঝা ভাল, আবশ্যক।
রাবণ। রণস্থলে বীর কেহ নাই,
বিশ্লেষণ করিও পশ্চাতে।
সত্বর সাজহ বীর—তুমিই সম্বল এবে।
সাজিতে সাজিতে কহ কথা—
আমিই সাজাব তোরে আজ।
নিজ হাতে বেঁধে দিব তুণ ধনু শর—
কে আছিস নিয়ে আয় অস্ত্র ধনু।
কুম্ভকর্ণ। শুনিলাম, চামুণ্ডা করিল নাকি কোপ?
রাবণ। কুপিলা চামুণ্ডা—কহিলেন
রাণী মন্দোদরী।
তোমারে পাঠায়ে রণে
রক্ত জবাঞ্জলি দিব চামুণ্ডা-চরণে।

(অস্ত্র শস্ত্র লইয়া একজন রাক্ষসের প্রবেশ)

কুম্ভকর্ণ। তোমার সভায় মন্ত্রী কেহ নাই?
বিভীষণে কি হেতু করিলে শত্রু?
কেন দিলে রামের শরণ নিতে?
বন্ধু যবে শত্রু হয়,
সেই শত্রু সবার ভীষণ—
জীবনের সর্ব্ব দুর্ব্বলতা সেই জানে।
তার পর সেতুবন্ধ করিবার আগে
সমুদ্রের পর পারে
কেন করিলেনা আক্রমণ?
গৃহদ্বারে শত্রুরে আসিতে কেহ দেয়?
এতটুকু বুদ্ধি নাই তোমার মন্ত্রীর?
রাবণ। উপদেশে পাণ্ডিত্য সবার!
ছয় মাস নিদ্রা যাও—
ভাল মন্দ কি ঘটে লঙ্কায়,
কিছু নাহি জান।
রাজনীতি বিশ্লেষণে বড় বিচক্ষণ,
বড় আড়ম্বর দেখি তোর—
কুম্ভকর্ণ। সীতারে হরণ করি,
হেরি তার রূপ, মোহগ্রস্ত
হয়েছিলে তুমি।
উপায় করেছ চিন্তা—
ভাবনি অপায়।
ভেবেছিলে তুমি ছাড়া
আর কেহ সমুদ্র হবেনা পার!
রাবণ। সত্য, একথা স্বীকার করি,
ভেবেছিনু ক্ষুদ্র নর কি করিবে রাক্ষসের!
কুম্ভকর্ণ। অকালে ভাঙিলে নিদ্রা—
চক্ষু মেলি চাহিতে পারিনা।
এখনি সারিয়া যুদ্ধ
যুদ্ধ অন্তে আবার ঘুমাব।
খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত রাখিতে বলো,
ভাল ক'রে খাওয়া হয় নাই।
দেখে আসি একবার—
কিরূপ তোমার রাম।
তারপর, দেখিব তোমার
সীতা কত রূপ ধরে।
রাবণ। ফিরে এস দেখাব সীতায়।
এইমাত্র জেনে রাখ—
শুধু রূপ দিয়ে তার হয়না তুলনা।
রূপ ও অরূপ পারে
অপরূপ সীতা।
কুম্ভকর্ণ। আর রাম, কিরূপ সে রূপবান?
রামেরে দেখেছ তুমি?
রাবণ। দূর হতে দেখিয়াছি, লক্ষ্য করি নাই।
শত্রু মোর রাম—
ক্রোধে নাহি হেরিলাম মুখ।

কুম্ভকর্ণ। ক্রোধ করি শত্রুর দেখনা মুখ,
ধ্যান কর শত্রু-পত্নীমুখ? চমৎকার!
তোমার না হয় যদি পরাজয় রণে,
আর কার হবে?
আমার যা বোধ আছে
তোমার তা নাই—
সত্যই কি তুমি সেই রাবণ নৃপতি?
কিম্বা রমণীর রূপ-মোহে
ভূতগ্রস্ত লঙ্কেশ্বর?

রাবণ। অকপটে খুলিনু হৃদয়-দ্বার
বন্ধুজ্ঞান করি কহি সত্য কথা।
কটু তাই শুনালি আমায়।
সীতারূপ রমণীর রূপ মোহ নহে,
বর্ব্বর রাক্ষস—সাতা কেবা
তুই কি বুঝিবি?
ওই তোর আসিল স্যন্দন।
রণে যাও, দেখাইয়া এস বীরপণা।

কুম্ভকর্ণ। আহা, আহা, রাগ কর কেন?
রাম সীতা এখনো দেখিনি আমি।
রণে যাব, মারিব মানবে—
এ নয় অধিক কিছু।
কিন্তু ভাই, সীতা রাম-
তত্ত্ব উৎসুক করিল মোরে।
ভাল, এমনো তো হতে পারে
প্রেমের সন্ন্যাসী রাম,
প্রেমে তার সীতা সন্ন্যাসিনী!

রাবণ। অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়াছে তোর এতক্ষণে,
রাম সীতা স্বরূপ বুঝিলি তুই।
প্রেমে সন্ন্যাসিনী সীতা—
তাই আমি সন্ন্যাসী সাজিয়া করি
সীতার হরণ!

কুম্ভকর্ণ। সাজিলে হবেনা শুধু, রাজা লঙ্কেশ্বর!
সন্ন্যাসীর আচার পালিতে হবে।
মনে প্রাণে সর্ব্বত্যাগ করিতে হইবে।
ভাল, আগে করি রণ জয়,
চাক্ষুস দেখিয়া আসি রামে,
তারপর উপায় করিব চিন্তা,
বলিব তোমায়—
পরামর্শ দিব, কেমনে পাইবে সীতা।

(নিকষা ও মন্দোদরীর প্রবেশ)

নিকষা। কুম্ভকর্ণ, সমরে চলিলে?

কুম্ভকর্ণ। চলিনু সমরে মাতা,
রামেরে দেখিয়া আসি।

নিকষা। বধূমাতা, প্রিয়পুত্র-কন্যাগণ তোর,
দেখা করিবিনা বৎস তাদের সহিত?

কুম্ভকর্ণ। আগে যুদ্ধ শেষ করি আসি।
শুনিলাম রণস্থলে বীর কেহ নাই
এ পক্ষের। বহুকথা আছে বলিবার,
আসিয়া কহিব কথা।
আমি জানি বেশীক্ষণ
করিতে হবেনা যুদ্ধ! প্রণাম জননী,
জ্যেষ্ঠ সহোদর—মাতৃতুল্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ!

(সকলকে প্রণাম করিয়া কুম্ভকর্ণ চলিয়া গেলে নিকষা কাতর দৃষ্টিতে রাবণের মুখের দিকে চাহিল। রাবণ তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। নিকষা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল)

মন্দোদরী। কুম্ভকর্ণে পাঠালে সমরে?

রাবণ। আর কি উপায় আছে দেবি!

মন্দোদরী। নিদ্রা তার অকালে ভাঙ্গিলে কেন?

রাবণ। বীরশূন্য লঙ্কাপুরী!
আমি আর ইন্দ্রজিৎ ছাড়া
সমকক্ষ যোদ্ধা কেহ নাই রাঘবের।
কুম্ভকর্ণ অজেয় ধরায়।

মন্দোদরী। জান তুমি জীবনের রহস্য তাহার—
নিদ্রা সনে বিজড়িত আয়ু।
অকালে ভাঙ্গিলে নিদ্রা পতন বীরের।

রাবণ। পদ্মযোনি করিল কল্পনা,
যুক্তিহীন কথা।
সমকক্ষ যোদ্ধা তার ছিলনা জগতে—
তাই কুম্ভকর্ণ বলী
মাগিল নিদ্রার বর।
প্রতিবার নিদ্রা অন্তে নব জাগরণে
নূতন জীবন করে ভোগ।
আবার ঘুমাবে পরে।
নির্ব্বিরোধী কুম্ভকর্ণ—
নিদ্রা আর জাগরণ জীবন তাহার,

অকালে জাগালে তারে মৃত্যু হবে তার
অলীক কল্পনা কথা—
বিশ্বাস করোনা রাণি!

মন্দোদরী। জাগরণ কাল তার
কেন অপেক্ষা না করিলে ভূপাল?
দুষ্টগ্রহ—তাই শঙ্কা হয় মনে।
ছিলনা উপায় আর?

রাবণ। ছিলনা উপায় আর।
কোন শঙ্কা নাই মন্দোদরি!
বীর এই কুম্ভকর্ণ—বীরত্ব আপনি মূর্ত্তিমান
বারেকের তরে মৃত্যুকথা ভাবিলনা মনে
চামুণ্ডারে আপনি পূজিব আজ
রক্তজবা বিল্বপত্র দানে।
জয় মা চণ্ডিকে! জয় রণচণ্ডি,
মহাকালী আদ্যাশক্তি শিবে শবাশনা!
কোন শঙ্কা এনো না অন্তরে রাণি!
দুষ্ট গ্রহ দমিব এখনি;
কুম্ভকর্ণ গিয়াছে সমরে,
করিব চণ্ডিকা পূজা গ্রহ শান্তি তরে!

[উভয়ের প্রস্থান

(পরে বিদ্যুৎজিহ্ব ও ইন্দ্রজিৎ প্রবেশ করিল)

ইন্দ্রজিৎ। এস, এস হে বিদ্যুৎজিহ্ব!

বিদ্যুৎজিহ্ব। মোরে কেন ডাকিয়াছ প্রভু?

ইন্দ্রজিৎ। বলিতেছি, শোন মন দিয়া। বস।

বিদ্যুৎজিহ্ব। প্রহস্ত মরিল?

ইন্দ্রজিৎ। মরিল। রণে গেল কাল সন্ধ্যা বেলা।
কয়দণ্ড করিল সমর,
তারপর পড়িল রাক্ষসবীর।

বিদ্যুৎজিহ্ব। প্রবীণ রাক্ষস ছিল বুদ্ধিমান—
সুরসিক অতি।

ইন্দ্রজিৎ। নবীনে প্রবীনে মোরা বন্ধু পুরাতন।
প্রহস্ত মরিল, ভাবি মনে তাই,
মন্ত্রণা করিব কার সাথে!
তোমারে ডাকিনু।

বিদ্যুৎজিহ্ব। আজ্ঞা কর যুবরাজ!
রাজকার্য্যে জীবন সঁপেছি।
আজ বুঝি কুম্ভকর্ণ চলিলেন রণে?

ইন্দ্রজিৎ। চলিলেন বটে,
কিন্তু জানিনা কি হবে পরিণাম!
আমি আর লঙ্কেশ্বর ছাড়া
যে গেল সে ফিরিলনা রণস্থল হ'তে।

বিদ্যুৎজিহ্ব। সত্য বটে অপূর্ব্ব এ সম্মিলন—
নর ও বানর!

ইন্দ্রজিৎ। নাগ-পাশে বন্দী করি
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে,
ম'রেও না মরে নর।
কি জানি কি মায়ার প্রভাবে
নাগপাশে মুক্ত হলো মায়াবী মানব।
তাই আমি ভাবিতেছি,
মায়া দিয়ে মায়া তার রোধিতে হইবে।

বিদ্যুৎজিহ্ব। আজ্ঞা কর যুবরাজ!
আমি কি করিতে পারি?

ইন্দ্রজিৎ। মৃতমায়া-মুণ্ড রাঘবের
নির্ম্মাণ করিলে তুমি।
নির্ম্মাণ করিলে তার শর, শরাসন।
শুনি—মুণ্ড আর ধনুর্ব্বাণ হেরি
মূর্চ্ছিত হইল সীতা।
বাখানি তোমার বিদ্যা!

বিদ্যুৎজিহ্ব। কিন্তু ফল কিছু ফলিল না তায়।
জানকীর মূর্চ্ছা অন্তে—
লঙ্কেশ্বর কহিল প্রণয় ভাব কত,
ফিরে না চাহিল সীতা।
"জয়রাম" শব্দ করি কোথা হ'তে
আসিল বানর এক।
মক্ষিকার মত লঘুকায়,
কহিল সীতার কানে
"নীরোগ অক্ষত দেহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ,—
মায়া-মুণ্ড রাক্ষসের মায়া!"
দেখিতে দেখিতে মায়ামুণ্ড
মৃত্তিকায় পরিণত হল,
ব্যর্থ হ'ল সকল প্রয়াস।

ইন্দ্রজিৎ। মায়াবিদ্যা-বিশারদ নর ও বানর।
সহস্র সম্মুখ-যুদ্ধে মরিবে না রাম।
স্বচক্ষে দেখেছ তুমি বীরত্ব আমার,
দুইবার পাড়িনু সমরে নাগপাশে—
নবীন জীবন নিয়ে যেন ফিরে এল'।

এই মত যদি তারা মরে আর বাঁচে,
কল্লান্তে হবে না যুদ্ধ শেষ।
বাণে নাহি বিন্ধে যেই শ্যাম কলেবর
মায়া রচি—
শোক শরে বিঁধিতে হইবে সেই দেহ।
বুঝিলে আমার কথা মায়াবী রাক্ষস ?

বিদ্যুৎজিহ্ব। আবার কি মারীচের মত
নিজদেহে অন্যরূপ কল্পনা করিতে হবে
মোরে ?

ইন্দ্রজিৎ। না, না—তাহা নয় ;
মায়া সীতা-মূর্ত্তি তুমি করিবে নির্ম্মাণ।
মায়াসীতা তুলিয়া আমার রথে
রাম-লক্ষ্মণের আগে রাখিব সে রথ—
মায়া-জানকীর করুণ ক্রন্দনে
যবে শোকপূর্ণ হবে রণস্থল,
নিজ হাতে মায়াসীতা আপনি কাটিব।
দিবনা রামেরে সেই দেহ,
আনিব লঙ্কায়।
সীতাহারা কাঁদিবে রাঘব,
মূর্চ্ছা যাবে, হয়তো মরিবে।

বিদ্যুৎজিহ্ব। অপূর্ব্ব এ যুক্তি প্রভু !

ইন্দ্রজিৎ। গড়েছিলে মৃত-মায়ামুণ্ড রাঘবের—
এবার রচহ শিল্পী জীবিতা জানকী।

বিদ্যুৎজিহ্ব। সেই বর্ণ, সেই দ্যুতি—
সেই রক্ত আভা—
করুণ কোমল স্বর করিব রচনা।
সীতারে দেখেছি আমি—
তুমি দেখ নাই।
মায়াসীতা তেমনি কাঁদিবে—
বহু ছন্দে গাবে শোক গাথা,
জীবনের কাহিনী শোনাবে।
শৈশবে জনক গৃহে—
অযোধ্যায় কুলবধূ—বনে রাম-প্রিয়া—
দণ্ডকে হরণকালে, প্রপীড়িতা নারী।
যে ঝটিকা বহিল সীতার মনে,
মায়াসীতা সেই ছন্দে, সেই সুরে
আপন জীবন-কথা কবে উচ্চৈঃস্বরে !

ইন্দ্রজিৎ। প্রথমে রচিবে মূর্ত্তি।
তারপর মন্ত্র পড়ি দিবে প্রাণ দান।
যদি পার করিতে নির্ম্মাণ,
শিল্পলোকে তুমি পাবে চির অমরতা।

বিদ্যুৎজিহ্ব। মায়া-সীতা করিব নির্ম্মাণ—
গুরুর কৃপায় দেবী সরস্বতী-বরে।
আপন অন্তর লোকে আপন মায়ায়
রঙে রসে করিব রচনা।
হৃদয়ের সুর হতে সুর দিব তার রসনায়,
বাণী দিব যে ভাষায় কহি নাই
কথা কোন দিন—
এখনো অন্তরে মোর আছে,
ইহকালে যা আমার প্রিয়—
শ্রেয়ঃ পরকালে।
যেখানে যা আছে মোর অপূর্ব্ব সুন্দর
আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে করিব রচনা।

ইন্দ্রজিৎ। একি ! একি ! বিদ্যুৎজিহ্ব !
কি কথা বলিলে তুমি—
একি নব ভাষা তব মুখে ?

বিদ্যুৎজিহ্ব। কোন শঙ্কা নাই প্রভু !
আঁখির পলক পাতে হেরিনু বারেক
শিল্পী-জীবনের মোর সাগর-সঙ্গম।
পাইয়াছি পথ—
পাইয়াছি পথ এত দিনে।

[প্রস্থান

ইন্দ্রজিৎ। কুম্ভকর্ণ যাবে, আরও যাবে
এখনো রয়েছে যারা—
শেষ রহিলাম আমি আর পিতা,—
রাম-রণে এই অস্ত্র শেষ অস্ত্র মোর।

(রাবণের পুনঃ প্রবেশ)

রাবণ। মন্দোদরি ! মন্দোদরি !

ইন্দ্রজিৎ। একি, পিতা !
জননী তো নাই হেথা।

রাবণ। ইন্দ্রজিৎ।
ডাক, ডাক, ডাক তাঁরে।
শীঘ্র যাও ! ডেকে আন।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী। এ কি প্রভু, একি মহারাজ !
গিয়াছিলে চামুণ্ডা-মন্দিরে তুমি ?

রাবণ। গিয়াছিনু।
মন্দোদরী। তারপর এত শীঘ্র
কেন চলে এলে ?
রাবণ। কাহারে পূজিব মন্দোদরি ?
চামুণ্ডা সেখানে নাই !
হেরিলাম সীতার প্রতিমা—
পাষাণে গঠিত যেন।
"জননী ! জননী !" বলি উচ্চকণ্ঠে কাঁদি—
উত্তর দিলনা পলাতকা।
মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তকণ্ঠে করিনু চীৎকার—
"শুনিতে কি পাওনা পাষাণি" ?
পাষাণের স্বপ্ন ভাঙি
সীতা যেন কহিল আমার কানে—
"তুমি মোরে পাষাণী করেছ লঙ্কেশ্বর !"

(ভগ্নদূতের প্রবেশ)

ভগ্নদূত। মহারাজ !
রাবণ। বল।
ভগ্নদূত। কুম্ভকর্ণ পড়িলেন রণে—
রাবণ। যাও—

[ভগ্নদূতের প্রস্থান

ইন্দ্রজিৎ। পিতা ! পিতা !
রাবণ। কে—মেঘনাদ ?
কে যাবে এবার ?
কাহার সময় এল, কাকে যেতে হবে ?
এবার কি তুমি রণে যাবে ?
ইন্দ্রজিৎ। নিশ্চয় যাইব পিতা !
নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক তুমি চিরজয়ী রণে।
আজ কেন স্তব্ধবাক্—
ভাষাহীন স্তম্ভিত রসনা ?
রাবণ। শোন নাই কি বলিল ভগ্নদূত ?
কুম্ভকর্ণ পড়িল সমরে।
মেঘনাদ ! মেঘনাদ !
কল্পনা করিতে পারি ইন্দ্রের পতন—
মৃত্যুহীন দেবতার নাশ—
কালের করাল গ্রাসে আপনি শমন—
ভাবিতে পারিনা পুত্র—
"কুম্ভকর্ণ পড়িল সমরে।"
কেমনে পড়িল ? কিরূপে সম্ভব হ'ল ?
ক'ার শরে প্রাণ দিল ?
কয়দণ্ড করিল সমর ত্রিভুবনজয়ী ?
ইন্দ্রজিৎ। আজ্ঞা দাও পিতা,
পিতৃব্যনিধন-প্রতিশোধ এখনি লইব।
এই দণ্ডে আমি যাব রণে।
রাবণ। না—না—না—
যেওনা—যেওনা—পুত্র !
তোরণ বাহিরে তোরে যেতে নাহি দিব।
মাতামহ বীরেন্দ্র সুমালী,
মালী আর মাল্যবান
বিষ্ণুচক্র ভয়ে যেইমত পশিল পাতালে
আত্মীয় স্বজন সাথে—
আমরাও সেইমত করি পলায়ন।
থাক থাক সীতা
অশোক কাননে একাকিনী—
থাক রাম তোরণ বাহিরে—
চল, চল, মন্দোদরি !
তনয়ের হাত ধর—ডাক কোথা
পুত্রবধূ প্রমীলা জননী।
অনেক গিয়াছে মোর,
অবশিষ্ট যা আছে তা হারাতে নারিব।
মন্দোদরী। একি কথা কহ নাথ,
একি কথা শুনি তব মুখে ?
একি দেখি ? লঙ্কেশ্বর শোকাতুর !
লঙ্কেশ্বর ভগ্নবুক ব্যথিতহৃদয় ?
ব'লোনা ওকথা নাথ !
দেখাওনা আশার স্বপন !
লুব্ধ মন, মুগ্ধ হিয়া, দুর্ব্বলা রমণী—
ভুলে যাই বীর-মাতা বীর-পত্নী আমি !
শুধু মনে থাকে নাথ,
ক্ষুদ্র গৃহস্থের গৃহিণীর মত
স্বামী পুত্র ছাড়া আর কিছু নাই মোর।
রাবণ। মন্দোদরি, কহি তোমা—সত্য কহি,
সীতারে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব।
এতদিন সীতা মোর জীবনে আসেনি—
কিছু তো হয়নি ক্ষতি !
পত্নী, পুত্র, যশ, মান—
ধনধান্য-পূর্ণিত এ পুরী,
প্রাণের দোসর দুই ভাই,

জীবনের সর্ব্বসুখ—জীবের বাঞ্ছিত যাহা—
কিছুতো ছিলনা ত্রুটি।
সকলি কি যাবে আজ সীতার লাগিয়া ?

ইন্দ্রজিৎ। পিতা !
দূর কর হৃদয়ের ক্ষণ-দুর্ব্বলতা।
আমারে আদেশ দাও—
রাঘবে বাঁধিয়া আনি দিব পদতলে।
মৃত্যুহীন বিভীষণ মরিবেনা—
হস্তপদ শৃঙ্খলিয়া
রেখে দিব লঙ্কার কারায়।
কেন ভাব পিতা !
এখনো কনক-লঙ্কা বীরশূন্য নহে।
আমি আছি তোমার সেবক চির,
আছে ভাই মহোদর, দেবান্তক,
আছে অতিকায়, নরান্তক, ত্রিশিরা, তরণী,
এখনো অনেক আছে।
সীতারে ফিরায়ে কেবা নিবে ?
হয় সীতা তোমারে করিবে আত্মদান,
নয়, মম খড়্গে ছিন্ন শির লুটাবে ধরায়।

রাবণ। সীতারে বধিবে প্রাণে ?

ইন্দ্রজিৎ। কেন বধিবনা ?
যে কাল-নাগিনী বিষ-ফণা
উন্নত করিয়া দংশন করিল তব বুকে—
যার কাল বিষ কালানল জ্বালিল লঙ্কায়,
দহিল সুবর্ণ-পুর,
বাজাইল মৃত্যুর ভৈরব ভেরী
জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ সঙ্গীতে—
তারে আমি সহজে ছাড়িব ?

রাবণ। না-না-না পুত্র !
বধিওনা, বধিওনা তারে—
সেই কমনীয় বর-অঙ্গ আভা।
ক্ষণপ্রভা প্রভাসেই তড়িতের লতা—
সে অঙ্গে ক'রনা অস্ত্রাঘাত।
পার্ব্বতীর অঙ্গ হ'তে অম্বিকার মত
হয়তো কি রূপান্তর ঘটিবে তাহার !
কিম্বা সিংহ-বাহিনীর যথা—জানকীর,
কোপ কৃষ্ণ ভ্রুকুটি কুটিল
ললাট ফলক হতে
নিষ্ক্রান্তা হইবে কালী—
করাল-বদনা ভীমা অসুর-নাশিনী
রাক্ষস বিনাশ হেতু পুনঃ নবরূপে।
কেশে ধরে তুলেছিনু—অঙ্গ স্পর্শ করি নাই,
শুধু কেশে ধরে তুলেছিনু রথে—ইন্দ্রজিৎ,
তাই আজ অমর-বাঞ্ছিত পুরে
মৃত্যুর লাঞ্ছনা !
ওই ক্ষীণকায়া নারী—
তুমি দেখিওনা তারে—
সামান্য মানবী নহে সীতা।
হরনেত্রজন্মা বহ্নি, মদন যাহাতে ভস্ম হয়,
সে অগ্নি দেখেছি তার নয়নের কোণে।
যুদ্ধে যাও ভ্রাতৃগণ সাথে,
যাহা ইচ্ছা কর, দিনু পূর্ণ স্বাধীনতা—
কিন্তু সাবধান !
হস্তক্ষেপ ক'রনা সীতার অঙ্গে।

[প্রস্থান

ইন্দ্রজিৎ। প্রহস্ত বলিত যাহা—
আমি দেখিতেছি,
একবর্ণ মিথ্যা তাহা নয়।
সত্য, বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিল পিতার।
সীতা ছাড়া অন্য কথা
ভাবিতে অক্ষম লঙ্কেশ্বর।
একি পাপ ! একি দুর্ব্বলতা !
যাও মাতা,
সাথে সাথে রহিও পিতার।
আজি ঘুচাব আমি কলঙ্ক পিতার।
অগ্রে বধি মায়াসীতা—
দেখি তার ফল কিবা হয়,
তারপর বিনাশিব
মায়াবিনী মানব-নন্দিনী।
পিতার মঙ্গল লাগি—
নারী হত্যা পাপে নাহি ডরি মাতা।

মন্দোদরী। কে গায়—কে গায় গান সুমধুর স্বরে।

ইন্দ্রজিৎ। গাহিতে গাহিতে আসে—
খুল্লতাত-পত্নী সঙ্গে পিতৃব্য-তনয়।

মন্দোদরী। তরণী সেন ?
সেও কি যাবে রণে ?

ইন্দ্রজিৎ। নিশ্চয় যাইবে মাতা।
আমি জানি তরণীরে—

তরণী পিতার মত নহে—
বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণ-সুত।

(সরমা ও তরণীর প্রবেশ)

তরণীর গান

লোকের মুখে শুনি তুমি নয়নাভিরাম।
অকলঙ্ক চাঁদের সুধা অঙ্গে ঝরে অবিরাম॥
তোমায় আমি দেখিনিতো—
মূর্ত্তি আছে হৃদে আঁকা,
শ্যামল বরণ দেহ যদি—
চরণ কেন শোণিত মাখা?
রক্ত মাখা হৃদয় দলে,
দুই চরণে এলে দ'লে,
(তবে) দাঁড়াও দেখি কমল-আঁখি,
নয়ন ভরে ওরূপ দেখি,
চরণে অঞ্জলি দিব—ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম।
সাথে সাথে মুখে ডাকি—
বদন ভ'রে মধুর নাম।
জয় শ্রীরাম, সীতারাম!
জয় তারকব্রহ্ম রাম-নাম!

সরমা। মেঘনাদ।
এই নাও—এই নাও—
তনয়ে আমার!
তব হাতে দিলাম সঁপিয়া—
অভাগীর কেহ নাই,
কিছু নাই আর!
মন্দোদরী। সরমা!
তরণীরে পাঠাইবে এ কাল সমরে?
সরমা। পাঠাইব মহারাণি!
তরণীর জনকের কলঙ্ক ক্ষালন হেতু।
তরণী আপনি কর্ত্তব্য করিল স্থির।
আমি কেন বাধা দিব তারে?
মেঘনাদ, পার যদি ফিরায়ে আনিও।
ইন্দ্রজিৎ। ফিরায়ে আনিব মাতা—
আপনি যত্তপি ফিরি।
যাও মাতা—যাও গৃহে—
মাতৃরূপা পিতৃব্য-ঘরণী!
কুম্ভকর্ণ পতনের শোক মুছে ফেল
মর্ম্মস্থল হতে!
যাও, যাও স্নেহময়ী—
তোমরা থেক না আর
নয়ন সম্মুখে—শুধু তোমাদের স্নেহ
ধর্ম্মরূপে রেখে যাও—
আমাদের অঙ্গ বেষ্টনী।
প্রণাম জননি!
তরণী! প্রণাম কর,
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ লও—
মনোবাঞ্ছা হবে সম্পূরণ।
সারথি! সারথি!
আন স্যন্দন প্রাঙ্গনে,
রাবণ-নন্দন আর ভ্রাতুষ্পুত্র যত
এক সঙ্গে পশিবে সমরে আজি।
চমৎকার সেজেছে তরণী!
এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই—
সর্ব্ব অঙ্গে রাম নাম লেখা,
সীতারাম জয়ধ্বনি মুখে!
মায়া দিয়ে ভুলাইবে মায়াবী মানবে?
উদ্ভাবন করিয়াছ উত্তম কৌশল সুকৌশলী।
মায়াবীরে মায়া দিয়ে ভুলাইতে হয়
প্রথম শিখাল মোরে প্রহস্ত সুমতি।
আজ তার কথা মনে হয়।
রথ-চুড়ে উড়াও পতাকা,
রাম নামাঙ্কিত নামাবলী।
কাতর করুণ স্বরে অশ্রুপূর্ণ আঁখি—
গান শুনি রাম যেন কাঁদে।
রথ-খান রেখে দিবে রামের দক্ষিণে।
তারপর?
আমরা সে মায়ামন্ত্র করিব প্রয়োগ!
আজ মোরা সবে মিলে কাঁদাইব রামে—
কি বল তরণী!
তরণী। কি তোমার অস্ত্র মেঘনাদ।
ইন্দ্রজিৎ। অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অস্ত্র—
এখুনি বুঝিবে শক্তি তার।
এতক্ষণে হইল নির্ম্মাণ।
রাঘবের পরাজয় এর আগে,
হেন অস্ত্র আর কেহ করেনি কল্পনা!

তোমারে দেখাব অস্ত্র এস মোর সাথে।
দেখি কে পারে কাঁদাতে রামে—
তুমি কিংবা আমি!

[উভয়ের প্রস্থান

[প্রাকৃতিক পটভূমি বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। একটি অশ্রুসজল বিষণ্ণতার সুর বাহির হইয়া সর্ব্ব-স্থান প্লাবিত করিল! সেই সুর ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া প্রপীড়িতা সীতার করুণ ক্রন্দনে পর্য্যবসিত হইল]

(রাবণ ও মন্দোদরীর পুনঃ প্রবেশ)

রাবণ। শুনিছনা মন্দোদরি!

মন্দোদরী। মর্ম্মে পশে সুর প্রভু,
বুঝিতে পারিনা ভাষা।

রাবণ। আর্ত্তস্বর জানকীর!
অন্তিম রোদন-ধ্বনি,
প্রাণপূর্ণ কাতরতা,
ওই শোন অতি স্পষ্ট বাণী।

মন্দোদরী। সীতা কেন কাঁদিবে রাজন!
এ তোমার অন্তরের হাহাকার
সীতার লাগিয়া।

রাবণ। না, না, না মন্দোদরি!
ওই যে কাঁদেন সীতা,
'হা রাম, হা রাম, হা দেবর লক্ষ্মণ,
কোথায় ভরত শত্রুঘণ—
শ্বশ্রূদেবীগণ?
দেখা হলোনা কাহারও সাথে।
সূর্য্যবংশ কুলবধূ
অকালে রাক্ষসে করে বধ।
এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈকেয়ীর।
মৈথিলীর অপমৃত্যু
অপবিত্র রাক্ষসের রথে।'
শুনিছনা, তারস্বরে উচ্চ শোকগাথা?
সীতারে তুলিল রথে,
কেবা সেই মৃত্যুকামী দুর্ম্মতি রাক্ষস?
সীতা! সীতা! ভয় নাই—ভয় নাই—
আমি রক্ষা করিব তোমারে!

মন্দোদরী! মহারাজ! মহারাজ!
উন্মত্তের মত কোথা যাও লঙ্কেশ্বর!

রাবণ। ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ!
নিশ্চয় এ ইন্দ্রজিৎ—
শক্তি সুরাপায়ী মত্ত বাসববিজয়ী
শুনে নাই মোর মানা।
সীতারে তুলিল রথে দুর্ম্মতি পামর!
আজ তার আয়ু শেষ, রাণী মন্দোদরি!
সীতা-অঙ্গ স্পর্শ করে—কাঁদায় সীতারে।
উপযুক্ত দণ্ড দিব কুলাঙ্গার সুতে।
সীতা! সীতা!

[প্রস্থান

মন্দোদরী। সত্য শুনি নারীর ক্রন্দন!
ইন্দ্রজিৎ এতই কি হ'ল অবিবেকী—
নারী হত্যা করিবে আপন করে?
কিম্বা-কিম্বা—
এই বুঝি বিষ্ণুমায়া—যোগমায়া—
মায়া জাল করিলা বিস্তার।
তাই বুঝি পিতা আর পিতা নয়,
পুত্র ভুলে যাবে তার পূর্ব্ব পিতৃস্নেহ।
যে মায়ায় সংসার রচনা
ছিন্ন বুঝি সেই মায়া ডোর।
পিতাপুত্র বৈরী পরস্পর—
দ্বন্দ্বযুদ্ধে, কেবা জানে কে কারে নাশিবে!
জননী—জননী—জননী—জননী!
আর আমি সহিতে পারিনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মায়াসীতার মায়া ক্রন্দন গান)

কোথা রইলে হে রাম কমলনয়ন।
মরণ সময় একবার দেহ দরশন॥
অভাগিনী সীতা মরি রাক্ষসের করে।
এস রাম গুণধাম বারেকের তরে॥

(সীতা ও ত্রিজটা)

সীতা। শুনিলে ত্রিজটা, কে রমণী—
কাঁদে আর্ত্তস্বরে!

ত্রিজটা। আশ্চর্য্য জননী—
শুনি যেন তব কণ্ঠধ্বনি।

সীতা। তুমি কি শুনেছ মোর
রোদনের স্বর? উচ্চকণ্ঠে হেথায় কাঁদিনি।
হাঁ হাঁ মম জীবনের কথা বলে,
আমারই এ কণ্ঠস্বর, তাই হবে—তাই হবে।
একদিন কেঁদেছিনু প্রাণপণ করি
রাবণের পুষ্পরথ হতে—
সে ক্রন্দন শুনেছিল
দণ্ডক অরণ্যচারী সর্ব্বপ্রাণী—পশুপক্ষী,
বৃক্ষলতা, স্থাবর জঙ্গম—যে যেখানে ছিল।
সেই মত যেন আমি কাঁদিতেছি
দূরে একাকিনী।

ত্রিজটা। কোন শঙ্কা করিওনা দেবী,
এও রাক্ষসের মায়া।
স্থির হও মাতা—হয়োনা উন্মাদ!

সীতা। ওই শোন—ওই আমি কাঁদিতেছি—
হা রাম! হা রাম—
হা বৈদেহীপতি!
কোথা তুমি দেবর লক্ষ্মণ গুণধাম,
রাক্ষসে মারিল অভাগীরে!
মম জীবনের শোকগাথা করিয়া আশ্রয়
মোর স্বরে কে রমণী কাঁদে দূরে?

ত্রিজটা। শুনেছি তোমারি মুখে
তব নাম উচ্চারি বদনে, মরিবার আগে
ওই মত মায়া-কান্না কাঁদিল মারীচ—
আয়ুক্ষয় কার হলো কেমনে বুঝিব?

সীতা। ত্রিজটা! ত্রিজটা!
সেদিনের মত আমায় লইয়া চল
সমর-প্রাঙ্গণে।
মন বিচঞ্চল, হেথা রহিতে না পারি—
যদি মোর কণ্ঠ শুনি
মোহগ্রস্ত হন রঘুনাথ।
ওই! ওই! অভাগীর নাম ধরি
কাঁদেন শ্রীরাম!

ত্রিজটা। ভাব কেন জননী আমার?
তোমার স্বামীর পাশে আছে বিভীষণ,
সর্ব্ব-তত্ত্ব-দর্শী সেই পবন-নন্দন।
রাক্ষসের মায়া নিমিষে টুটিবে।
ওই শোন! ওই শোন মাতা।
উচ্চ কণ্ঠে ক্রন্দনের রোল!
স্তিমিত রোদন ধ্বনি, টুটিল রাক্ষস-মায়া
কই, আর শোনা নাহি যায়।

সীতা। রোদন থামিল বটে,
তবু যে ঝরিছে অশ্রু কমল নয়নে,
আপন মর্ম্মের মাঝখানে।
শোনলো ত্রিজটা,
সাশ্রু আঁখ দেখিনু নাথের,
জানকীর তরে নহে এই অশ্রুপাত!...
কে পড়িল? কে পড়িল রণে?
বুঝি কোনও
পরম আত্মীয় রাঘবের!

ত্রিজটা। আসেন সরমা দেবী।

(সরমার প্রবেশ)

সীতা। সরমা, এস বোন!
কয় দিন হয় নাই দেখা।
কেন সই শুকায়েছে বদন কমল?

সরমা। তুমি কি জাননা দেবি!
আমার অন্তর কথা কিনা তুমি জান?
বড় ভাবনায় দেবী ছিনু কয়দিন—
আজ সব ভাবনার শেষ।

সীতা। কি কথা বলিছ বোন্,
বুঝিতে পারিনা।
তোমার তনয়—

সরমা। আমার তনয় দেবী?
আমার তনয়ে
ভেবেছিনু পক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিব,
তারে দিবনা বাহিরে যেতে
এই সর্ব্বধ্বংসী প্রলয়ের মাঝে।
ভেবেছিনু দেবি!
আমি মোর শাবকে রাখিব সন্তর্পণে।

সীতা। সে কি আজ গিয়াছে সমরে?

সরমা। তরণী আপনি গেল—
জ্ঞানী পুত্র, কহিল আমায়,
"ভেবনা জননী মোর,
রণধর্ম্মে দীক্ষিত শৈশব হ'তে আমি।
আমি তো পিতার মত করি নাই
তপ, দান, ধ্যান, বেদ-অধ্যয়ন।
যে রাজ্যে আমার বাস,

সেথাকার রাজা আজ বিপন্ন
শত্রুর আক্রমণে। মায়ের অঞ্চল তলে
মুখ লুকাইয়া
কেমনে রহিব আমি বীর পুত্র তব ?"

সীতা। তরণী চলিয়া গেছে ?

সরমা। বহুক্ষণ দেবি।
বলিল যাবার আগে—
"প্রত্যক্ষ দেখিনি কভু রামের চরণ,
আমার গৃহের দ্বারে
বসিয়া আছেন রঘুনাথ।
একবার দেখিব না মাতা ?"

সীতা। আর কি কহিল তব নয়নের মণি ?

সরমা। সর্ব্বশেষে স্তোকবাক্যে বুঝাল আমায়—
"সেবকের পুত্র আমি,
ভয় নাহি কর মাতা—
আমারে কি মারিবেন রাম ?
শ্রীরাম চরণ হেরি অচিরে ফিরিব।"
একথার কি দিব উত্তর ?
শ্রীরাম কেমন আমি জানিনা তো দেবি।
রাখেন যদ্যপি তিনি, থাকিবে তরণী।
তিনি যদি ডেকে লন কাছে—
আমি কি রাখিতে পারি অঞ্চলে ঢাকিয়া ?
তনয়ে বিদায় দিয়ে
শূন্য ঘরে কিছুক্ষণ রহিলাম একা।
ভাল লাগিল না দেবি,
তোমারে দেখিতে মাতা
আসিলাম অশোক কাননে।

নেপথ্যে রাবণ। মেঘনাদ, মেঘনাদ!
হতভাগ্য কোথায় লুকালো ?

সীতা। কে ডাকিছে মেঘনাদে ?
কে আসে হেথায় ?

ত্রিজটা। রুদ্র মূর্ত্তি লঙ্কেশ্বর!
ছিন্নজট, উন্মত্ত ভৈরবসম একি মূর্ত্তি!

(রাবণের প্রবেশ। দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য)

রাবণ। খুঁজিনু সমরস্থল পাতি পাতি করি,
কোথা তার সন্ধান না মিলে।
সকলে কহিল তার রথে সীতারে দেখেছে।
আর্ত্তস্বরে করে সীতা করুণ ক্রন্দন—
কেহ বলে কাটিল সীতায়,
রাম লক্ষ্মণ সম্মুখে।
কেহ বলে রথ লয়ে দ্রুত পলাইল
নিশ্চয় আমার ভয়ে।

(সীতাকে এক্ষণে দেখিতে পাইলেন)

একি! একি!
কোথায় আসিনু আমি ?
কে আমার সম্মুখে আসিল—
কোথা হতে এল ? সীতা! সীতা!
সত্যই কি তোমারে দেখি নয়ন সম্মুখে!
কিম্বা তুমি মায়া-সীতা,
মায়া-বিনির্ম্মিত বন অশোক কাননে।
কথা কও—কথা কও—কথা কও
একটি বারের তরে। শুধু এইক্ষণে
বল, বল মোরে—
বল তুমি বেঁচে আছ,
ইন্দ্রজিৎ মারেনি তোমায়।
বল, বল, বল মোরে
সত্য তুমি রাঘব-ঘরণী,
মায়া-মূর্ত্তি নও!
আঃ, আঃ, কেন কথা কহিছনা ?
কোথায় এসেছি আমি,
কে মোর সম্মুখে ?
কেহ তো কহেনা কথা—
কথা কও! কথা কও! কথা কও!
চামুণ্ডার পূজাতরে রক্তজবা
বিল্বদল রেখেছি সঞ্চিত।
অঞ্জলী দিলাম তব পায়।
কথা কও, কথা কও, কথা কও, কথা কও,
সীতা, সীতা, সীতা, সীতা!
শুধু কর্ণে ফিরে আসে নিজ প্রতিধ্বনি!
কথা কও, কথা কও, কথা কও,—
সীতা, সীতা, সীতা, সীতা!

(ভগ্নদূত প্রবেশ করিয়া রাবণকে নমস্কার করিল)

ভগ্নদূত। মহারাজ!

রাবণ। কে ?

ভগ্নদূত। দাস তব প্রভু।

রাবণ। ভগ্নদূত!
আবার আসিলে ফিরে?
বল বল বন্ধু! বল অকপটে—
কথা কয়ে প্রাণ রক্ষা করেছ আমার,
তোমার সংবাদ বল!
ভগ্নদূত। ইন্দ্রজিৎ মায়া সীতা কাটিলেন
সমর-অঙ্গনে আপনার রথে—
বিদ্যুৎজিহ্ব শিল্পীর নির্ম্মাণ মূর্ত্তি।
রাবণ। কি কহিলে? মায়াসীতা?
কার মায়া সৃজিল সে অপরূপ কায়া?
ভগ্নদূত। বিদ্যুৎজিহ্ব শিল্পীর রচনা।
রাবণ। মায়া-সীতা! মায়া-সীতা!
সৃষ্টি অপরূপ—
আরও অপরূপ করুণ ক্রন্দন তার,
ঠিক সেই মত—
যেমন শুনিনু সীতা-হরণের কালে।
ভগ্নদূত। সে রোদনধ্বনি শু'নি
আপনি কাঁদিল রাম। কাঁদিল লক্ষ্মণ।
তত্ত্বদর্শী হনুমান অধীর বিষাদ-যোগে
রণে ভঙ্গ দিল,
মিশাইল শোক-অশ্রু রাঘবের সাথে।
মায়াসীতা—মায়াকান্না কেহ বুঝিলনা।
রাবণ। তারপর কি ঘটিল?
মায়াসীতা কেমনে বুঝিল রাম?
ভগ্নদূত। বিভীষণ ভাঙিল সবার মোহ।
কহিল সবায়—
যতদিন লঙ্কেশ্বর আছেন লঙ্কায়,
কারও সাধ্য নেই নাথ
জানকীর অঙ্গে করে অস্ত্রের আঘাত—
আমাদের শক্তিক্ষয় তরে
ইন্দ্রজিৎ কুহক রচিল।
রাবণ। ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!
কোথা ইন্দ্রজিৎ?
আমি কহিয়াছি তার আয়ুঃ শেষ হলো
পিতৃকার্য্যে রত পুত্রে—
একি আমি কহিলাম নিদারুণ বাণী!
কোথা ইন্দ্রজিৎ?
ভগ্নদূত। মায়াসীতা বধ করি,
শোকে বিদ্ধি রাঘব লক্ষ্মণে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ তরে যজ্ঞাগারে
পশিলেন বীর।
রাবণ। কে কোথা দেবতা আছ
রক্ষ ইন্দ্রজিতে!
অগ্নিদেব! তোমার সেবক ইন্দ্রজিৎ—
রক্ষা কর তুমি! আমি পারিবনা!
রক্ষ তারে পবন, তপন—
অগ্নি তোমাদের বন্ধু,
তাহার সেবক ইন্দ্রজিৎ।
আয়ুঃশেষ কথা কেমনে করিনু উচ্চারণ!
দেবগণ! দেবগণ!
কভু তোমাদের কাছে করিনি প্রার্থনা—
তোমরাই গ্রহ উপগ্রহ—
ধরণীতে জীবের নিয়তি-রথ
তোমরা চালাও!...
এখনও দাঁড়ায়ে আছ কেন ভগ্নদূত?
ভগ্নদূত। এখনো সংবাদ আছে প্রভু!
রাবণ। বল, বল,
কুম্ভকর্ণ পড়িয়াছে রণে—
আশ্চর্য্য হবনা আর। বল, বল,
কোন্ কোন্ পুত্র মোর পড়িল সমরে?
ভগ্নদূত। অতিকায়, নরান্তক, দেবান্তক,
মহোদর, মহাপাশ,
কুম্ভকর্ণ পুত্র, কুম্ভ নিকুম্ভ মহান্।
রাবণ। আর কেহ?
ভগ্নদূত। পড়িল তরণীসেন বিভীষণ-সুত।
সীতা। কি? কি?
সরমা। কি বলিলে ভগ্নদূত?
ভগ্নদূত। সত্য কথা কহিনু জননী!
সীতা। কে তারে মারিল?
ভগ্নদূত। সেও এক আশ্চর্য্য কাহিনী।
করিল অদ্ভুত রণ বিভীষণ-সুত।
দেব, দৈত্য, নাগলোক হ'ল প্রকম্পিত,
দেবতা স্বরগ হ'তে কৌতুক হেরিল,—
কখনো যা করে নাই তাহাই করিল,
করিল তরণী-শিরে পুষ্প বরিষণ।
অপূর্ব্ব তাহার রণ,
কিন্তু তারও চেয়ে অপূর্ব্ব তাহার মায়া,
সেও আজ কাঁদাইল রামে।

সরমা। কহ ভগ্নদূত।
কেমনে কাঁদাল রামে আমার তনয়?

ভগ্নদূত। সর্ব্ব অঙ্গে রাম নামাঙ্কিত,
রাম-নামাবলী পতাকা রথের চূড়ে।
যখন সমরে এল,
ভণ্ড বলি উপহাস করিল তাহারে।
তারপর এমন করিল যুদ্ধ বীর
ভয়ে পলাইল কপি, লক্ষ্মণের পরাভব হ'ল।
বিভীষণ কি কহিল রাঘবের কাণে।
আসিলেন আপনি শ্রীরাম।
ধনুর্ব্বাণ মাটীতে ফেলিয়া—
ধূলায় লোটায়ে বীর সাষ্টাঙ্গে
করিল প্রণিপাত।
তারপর—তারপর মুখ তুলে চাহিল
রামের মুখপানে—
আরম্ভ করিল মায়াস্তব।

রাবণ। মায়াস্তব কেমনে বুঝিলে?
কেমনে বুঝিলে—সত্যস্তব
করে নাই বিভীষণ-সুত?

ভগ্নদূত। পরে বুঝিলাম, কহি সেই কথা—
মায়াস্তব করিল রচনা।
অপূর্ব্ব তাহার ছন্দ, অপূর্ব্ব সে সুর,
অপূর্ব্ব বচন-ভঙ্গী তরণীসেনের—
গাঢ় আর্দ্র গদ গদ কণ্ঠের সে সুর—
স্তরে স্তরে গ্রামে গ্রামে উঠি
সপ্তলোক ছাইয়া ফেলিল—
দেব, যক্ষ, অমর, কিন্নর মন্ত্রমুগ্ধ;
যে শুনিল, সেই সুরে সুর মিলাইল—
সমবেত কণ্ঠে ওঠে রামস্তোত্র গাথা।

রাবণ। তবু কহ মায়াস্তব করিল রচনা?

ভগ্নদূত। মায়াস্তব কেন তাহা এবার বলিব।
স্তবগুনি বিভীষণ কাঁদিল প্রথম,
তারপর কাঁদে রাম ইন্দীবর-আঁখি—
হস্ত হতে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম কহে বিভীষণে,
"কাজ নাই সীতার উদ্ধারে
পুনঃ যাই বনবাসে।
লঙ্কায় বসুক লঙ্কেশ্বর,
অযোধ্যার সিংহাসনে তোমায়
বসাব বিভীষণ।"
যেমন উঠিল রাম—
তরণীর মায়াস্তব নিমিষে টুটিল।
"ইষ্টদেব করি স্তব,—
তুমি ভাব তোমারে ডাকিনু,
রাম মোর ইষ্টনাম—তুমি কেবা ক্ষুদ্র নর?"
এতবলি আরম্ভ করিল গালি।
অদ্ভুত সে গালি,
একমুখে বিপরীত ভাষা হেন
কেহ শোনে নাই।

রাবণ। কি করিল তখন রাঘব?

ভগ্নদূত। রামচন্দ্র উঠিল গর্জ্জিয়া!
আবার বাজিল রণ!
শূন্য তূণ, সব অস্ত্র ব্যর্থ হ'ল তরণীর শরে।
গালি দেয়, স্তব করে,
অঙ্গে রাম নাম,
যুদ্ধ যবে করে অস্ত্র ঝরে অবিরাম।
হতবুদ্ধি রঘুনাথ!
বুঝিতে না পারে তরণীরে।

রাবণ। কি করিল বিভীষণ?

ভগ্নদূত। বহুক্ষণ ছিল দাঁড়াইয়া একধারে,
দেখিল অদ্ভুত রণ।
তারপর আশ্চর্য্য রাজন, ধীরে ধীরে
কহিল রামের কাণে,—
"মোহগ্রস্ত হয়োনা রাঘব।
ব্রহ্ম অস্ত্র সংযোজন কর শরাসনে,
অন্য অস্ত্রে মরিবেনা মায়াবী রাক্ষস।"
ব্রহ্মবাণ জুড়িলেন রাম,
বিভীষণ-শিরে দেবতা বরষে পুষ্প—
তরণী পড়িল ভূমে।

রাবণ। বিভীষণ আপনি মারিল পুত্রে!

ভগ্নদূত। বিভীষণ আপনি নিশ্চয়!
হেন কার্য্য কেহ পারিতনা ত্রিভুবনে।

রাবণ। যাও ভগ্নদূত—আর কেহ নাই!
এইবার একা ইন্দ্রজিৎ।
আমারে ডাকিও শেষে।
আমি মরিবার আগে, রাম যেন
নাহি পশে অশোক কাননে।
যাও ভগ্নদূত! [ভগ্নদূতের প্রস্থান

সীতা। একি, একি সরমা ভগিনি!
সরমা কিছু না, কিছু না দেবি!
ধার্ম্মিক আমার স্বামী—
শ্রীরামের প্রিয় সহচর,
বীর পুত্র তরণী আমার।
ধর্ম্ম পানে চাহি আমি কাটানু জীবন।
ভাবি মনে, ধর্ম্মের কি এই পরিণাম?
সীতা সরমা, সরমা!
একি বোন? বুঝিয়াছি,
বুক-ফাটা রোদনের তরে
আকুলিছে অন্তর তোমার।
চল সখি, নির্জ্জনে কাঁদিব মোরা
তরণীর তরে—এস, এস।

(সরমাকে ধরিয়া লইয়া সীতা ও ত্রিজটা কুটীরের দিকে যাইতে লাগিলেন)

রাবণ। সীতা, সীতা?
যাইওনা তুমি—
এ আমার অন্তিম মিনতি।
এই শেষবার কহিব একটি কথা।
ত্রিজটা, জননীরে লয়ে যাও,
কানন-কুটীরে।

(সীতা স্থির হয়ে দাঁড়াইলেন। ত্রিজটা ও সরমা কুটীরের দিকে চলিয়া গেলেন)

সীতা। কি কথা কহিবে মোরে
রাজা লঙ্কেশ্বর?
রাবণ। কি কথা বলিব আর।
কথা কিছু নাই।
বাসনা-জড়িত মর্ম্মে যত কথা ছিল,
উজাড় করিয়া দিছি চরণে তোমার।
আজ আর কোন প্রশ্ন নাই,
কিছু আমি বলিতে চাহিনা।
তুমি নিজে কথা কও—
শ্রবণযুগল দিয়ে মরমে পশিবে
তব বাণী। আজ মোর মুক্ত মর্ম্মদ্বার।
সীতা। যে কথা শুনিতে তব সাধ
সে কথা তো আসিবেনা
মম রসনায়।
রাবণ আমার সাধের কথা
কহিনি তো আমি।
তোমার যা সাধ জাগে
তুমি তাই কহ।
আজ আমি শুনিব তোমার কথা—
নীরবে প্রাণপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে।
বাহিরে থেমেছে গীত বাদ্য কোলাহল।
আর কেহ নাই দেবি, সকলে গিয়েছে,
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয় স্বজন—
যে যেখানে ছিল,
রণযজ্ঞ হোমানলে আহুতি দিয়েছি।
একমাত্র ইন্দ্রজিৎ—
আমি জানি, সেও রহিবেনা।
আমন্ত্রণ এসেছে আমারই মুখ হ'তে।
সীতা। আমি তো তোমারে বলেছিনু,
কেন কথা শুনিলেনা রাজা লঙ্কেশ্বর!
আমি তো বলিয়াছিনু—
দেখ নাই রামে—অপূর্ব্ব কার্ম্মুকধারী,
অমিত বিক্রম দুই ভুজে!
রাবণ তুমি কথা বলিতেছ, বেদবাক্য হতে
তব বাক্য আমি মানি। কিন্তু মোর
অন্তরে প্রত্যয় নাহি হয়—
ভুজবলে রণে মোরে জিনিল রাঘব।
ভুজবল সামান্য আমার নয়।
আমি রামে নাহি ডরি—
বাঁধিয়াছি নাগপাশে।
এখনো সমরে রাম
পরাজিত করে নাই মোরে
ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, কেহ না ডরায়—
আপনি শুনিলে তুমি
অদ্ভুত বিক্রম তরণীর।
এখনো কি কহ মোরে—
ভুজবলে রাঘব জিনিল রণ?
সীতা। তবে কি হেতু এ পরাজয়?
কি হেতু মরিল রণে পুত্র পৌত্র তব?
কেহ রক্ষা কেন পাইলনা লঙ্কেশ্বর,
তুমি বল?
রাবণ। কেশে ধরি তোমায় তুলিনু রথে,—
তুমি যদি আপনি আসিতে,

তব অঙ্গ স্পর্শ নাহি করিতাম আমি।
আমি কি জানিনা সীতা স্বরূপ তোমার?
কি দুর্ম্মতি হইল আমার—
তুলিলাম কেশে ধ'রে
বর-অঙ্গে কতই বাজিল ব্যথা,
করিলে ক্রন্দন।
গৈরিক বসন পরি সাজিনু সন্ন্যাসী,
সর্ব্বত্যাগ করি, সেইখানে—
যদি আমি করিতাম সাধনা তোমার—
না আসিয়া পারিতে কি তুমি?

সীতা। একি! একি!
কি কথা কহিছ তুমি লঙ্কেশ্বর?

রাবণ। বিমুখ হইয়া তুমি
কহিলেনা কথা কোন দিন।
নীরবে নয়ন-অশ্রু ফেল।
কেন, আমি কি করেছি?
সরমা বঁধুর দুঃখে, নীরবে কাঁদিতে পার?
তোমা লাগি এত যে সহিনু—
পুত্র গেল, পৌত্র গেল,
ভাই, বন্ধু, সংসার-বাসনা,
চামুণ্ডা চলিয়া গেল,
স্বর্ণলঙ্কা পুড়িয়া হইল ছাই,
সেই সঙ্গে হৃদয় আমার—
একটি কথার কথা, সান্ত্বনার বাণী
শোনাতে পারনা তুমি?

সীতা। রাবণ! রাবণ!
কেন তুমি আমারে কাঁদাও?

রাবণ। মোর দুঃখে কাঁদিবে পাষাণি!
এত ভাগ্য আমি কি করেছি?
সে ভাগ্য করেছে রাম,
সে ভাগ্য করিল বিভীষণ, সরমা, তরণী!
আমি কে? আমি কে?
আমি তো তোমার কেহ নই।
তবু বলি তোমারে জানকী,
শোন মোর কথা—
প্রাণান্তে না ছাড়িব তোমারে।
গণ্ডি দিয়া গিয়াছিল লক্ষ্মণ কুটীর-দ্বারে,
আমি গণ্ডি দিয়া তোমা
রাখিব অশোক-বনে।
রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ নিষেধ হেথা।
হেথা কেহ আসিবেনা—
তুমি আর আমি।
আমার সাধন ক্ষেত্র,
পবিত্র এ অশোক-কানন।
রহিবেনা রোগ, শোক,
জনম, মরণ, ব্যাধি, দুঃখ, গ্লানি,
জয়, পরাজয়—নাহি রবে
অতীতের অনুতাপ,
ভবিষ্যৎ ভাবনা কিছুই।
তুমি হেথা রবে চির-বন্দিনী আমার!

সীতা। রাণী মন্দোদরী,
অশ্রুনীরে ভাসে বক্ষঃস্থল,
একাকিনী আসেন হেথায়।

রাবণ। যে আসে আসুক,
ভাসুক নয়ন-নীরে রাণী মন্দোদরী।
তুমি চির-বন্দিনী আমার!
তুমি হেথা রবে—
সারারাত্রি দগ্ধ লঙ্কা করিব ভ্রমণ—
অতীতের ভস্মীভূত কনক বাসর ঘরে,
বাসনা চিহ্নিত ঐশ্বর্য্যের ভগ্নস্তূপে
একাকী দাঁড়ায়ে র'ব প্রেতের মতন।
রাত্রি যবে প্রভাতিবে,
সর্ব্ব শোক দুঃখ পরিহরি
প্রবেশিব অশোক-কাননে একা,
নিরখিব তোমার চরণ,
কহিবে একটী বাণী তুমি,
আমি তাহা বসিয়া শুনিব।

সীতা। রামময় জীবন আমার,
তুমি তো জাননা তাহা।
রাম যদি না আসেন,
আমি বাঁচিবনা।
এখনো আশায় বাঁচি—
কেমনে রাখিবে মোরে এ অশোক-বনে?

(মন্দোদরী এতক্ষণে ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়াছেন।)

রাবণ। বহুদিন ভেবেছি সে কথা—
কোন্ মন্ত্রে তোমায় বাঁচাতে হয়,

তাহা আমি জানি—
শিখেছি তোমার কাছে।

মন্দোদরী। লঙ্কেশ্বর!

রাবণ। থাম—থাম—চুপ কর তুমি!
আমারে বলিতে দাও—
যে কথা বলিনি কভু।
বাণী, বাণী, বাণী—
আমি বসিব হেথায় পদ্মাসনে
তোমার সম্মুখে, তুমি ক'বে কথা—
আশৈশব রামের কাহিনী।
তোমার আমার মাঝে
বাণীরূপে রহিবেন রাম।
সেই বাণী তোমার জীবন!
দেখিব জানকী,
কেমনে আমারে ছেড়ে যাও!

মন্দোদরী। মহারাজ!

রাবণ। কে? কে আসি ডাকিলে মোরে?
ধ্যান ভেঙে দিলে।
রাণী মন্দোদরী? কেন রাণি!
কি বলিতে চাও? বল।

মন্দোদরী। কিছু নয়, কিছু নয়—
সামান্য সে কথা।
একবার শুনে নাও,
তারপর অনন্ত সময় আছে,
যত ইচ্ছা ধ্যান কর!
কেহ আর আসিবেনা;
মুখ দিয়ে যা কহিলে—
ফলিল সে কথা লঙ্কেশ্বর!

রাবণ। মেঘনাদ!

মন্দোদরী। ফলিল তোমার কথা,
আয়ুঃশেষ হলো তার।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে
মারিল লক্ষ্মণ।

রাবণ। মেঘনাদ মরিল?
মরিল সে রণে? কিম্বা আমার কথায়?
মেঘনাদ! মেঘনাদ!
যাও মেঘনাদ! কত মেঘনাদ
আসিল, ভাসিল—
পুনঃ মিশে গেল কাল-সিন্ধুনীরে।
মুছ অশ্রু রাণী মন্দোদরি,
শোক নাই অশোক-কাননে।
এইবার আমি। আমার সময় এল।
এইবার যুদ্ধ হবে।
এতদিন যুদ্ধ হয় নাই।
রাবণে রাঘবে রণ, কে হারে কে জিনে!
কাণ পেতে থেকো সীতা।
মুহুর্মুহু যুদ্ধের সংবাদ নিও।
রাম যদি পায় পরাজয়,
তুমি চির-বন্দিনী আমার।

চতুর্থ অঙ্ক

রণস্থল,

(শ্রীরামের থানা। চারিদিকে অনেক কপি-সৈন্য। মধ্যস্থলে শ্রীরামচন্দ্র, দক্ষিণে লক্ষ্মণ—জটা-বল্কল-ধনুর্ব্বাণধারী। সম্মুখে হনুমান ও বিভীষণ। উচ্চ-কণ্ঠে স্তবগান হইতেছে—রামের নিকটে এ উৎসব নিত্য। হনুমান ও বিভীষণ মূল গায়ক)

—স্তব—

তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।
পুণ্ডরীক-বিশালাক্ষৌ চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৌ॥
ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥

হনুমান। মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ
স্বামী রামো মৎসুতো রামচন্দ্রঃ।
সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালু-
র্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে॥

বিভীষণ। অদ্ভুত তোমার রঘুনাথ!
অপূর্ব্ব শায়ক কার্ম্মুকের—
অচেতন রাবণ লুটায় ভূমিতলে,
পাত্র মিত্রগণ তোলে রথে—
দেবতা আশ্চর্য্য হ'ল।

হনুমান। এখনো মরেনি নিশাচর?
কঠিন জীবন বটে!
সারথি ফিরাল রথ,

শুনি মন্দোদরী সাথে
রাবণের নারীগণ করেন শুশ্রূষা।

(এই মাত্র লক্ষ্মণ বিশল্যকরণীর গুণে শক্তিশেল হইতে উঠিয়া বসিলেন)

রাম। উঠনা, উঠনা প্রিয়!
শ্লথ তনু, রক্তহীন,
এখনো কাঁপিছে অঙ্গ।
এ তোমার পুনর্জ্জন্ম প্রিয়,
লক্ষ্মণ! পেলাম তোরে
পবননন্দন আর সুষেণের করুণায়।

লক্ষ্মণ। মনে পড়ে শক্তিশেল প্রভু,
শক্তিশেল রাবণ রাজার,
পুত্রশোকে উন্মত্ত অধীর।
অব্যর্থ সন্ধান রাবণের,
বীর বটে লঙ্কেশ্বর!
হেরিলাম শূন্যে শর আসে,
তড়িৎ-ফলক সম,
তারপর সব অন্ধকার, কিছু মনে নাই।

রাম। ইন্দ্রজিতে নাশিয়াছ—
বিশ্রাম করহ বীর,
আর যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
আমি আর পবননন্দন—
যুক্তিদাতা প্রাণপ্রিয় মিত্র বিভীষণ—
সংহারিব রাবণে অচিরে।
নিদ্রা যাও, নিদ্রা যাও,
পিতৃপুণ্যে তোমায় পেয়েছি পুনঃ ভাই!
কত যে কেঁদেছি তোর লাগি—
পবননন্দন জানে, জানে বিভীষণ।
উঠ প্রিয়তম!
তুমি যাও অঞ্জনানন্দন প্রাণাধিক!

লক্ষ্মণ। রঘুনাথ,
যদি হয় প্রয়োজন, আমারে ডাকিও প্রভু
সামান্য বিশ্রামে সুস্থ হ'ব রঘুপতি।
মূর্চ্ছা অন্তে দেখেছি তোমার মুখ,
অশ্রু-সিক্ত কমল-নয়ন—
ক্লান্তি মোর নিমিষে হইল দূর।

রাম। যাও, যাও, প্রিয়!
শোন মোর কথা।
আজ আমি দিবনা তোমারে রণে যেতে।
তুমি তো জাননা ভাই তোমার বিক্রম!
ইন্দ্রজিতে নাশি তুমি
দেবতার ত্রাস বিনাশিলে,
দেবপ্রিয় হ'লে ভাই,
ইন্দ্র করিলেন শিরে কুসুম বর্ষণ।
প্রয়োজন যদি হয়
নিশ্চয় ডাকিব তোরে—
তুই ছাড়া রাঘবের আর কেহ নাই
আপন বলিতে।
পবননন্দন! লক্ষ্মণে লইয়া যাও
রণস্থল হতে দূরে নিরালায়।

(রাম লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া তুলিলেন। হনুমান লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া চলিলেন।)

বিভীষণ। প্রভু, তুষ্ট দেবগণ ইন্দ্রজিৎ নাশে
দিব্য রথ পাঠাইল সারথি সহিত।

রাম। মোর প্রতি দেবতার বড় কৃপা।
দেবের কৃপায় আর
তোমাদের মিত্রতার গুণে
আবার যদ্যপি ফিরে পাই জানকীরে।

বিভীষণ। পূজিয়াছ দেবী চণ্ডিকারে প্রভু,
উপদেশ দেছেন দেবেন্দ্র
রাবণ বধের আগে চণ্ডী পূজিবারে।
সর্ব্বকাম্য-ফলদাত্রী চণ্ডিকা জননী,
রাবণের ইষ্টদেবী,
এবে বাম রাবণের প্রতি!

রাম। দেবীরে পূজেছি মিত্র,
নিত্য পূজি অন্তরের নিভৃত গুহায়—
মর্ম্মের রচিত বেদীতলে
জননীর চিন্ময়ী প্রতিমা—
তাইতো লক্ষ্মণে ফিরে পেনু।
জননীরে জাগায়েছি অকাল বোধনে।
যুদ্ধে যাইবার আগে আবার পূজিব।
কিন্তু মিত্র—

বিভীষণ। কি আদেশ প্রভু।

রাম। এ দুঃখ যাবেনা মোর
জীবন রহিবে যতদিন—
নিজ হাতে বধিলাম প্রিয়পুত্র তব।

আপনি বলিয়াছিলে—
ব্রহ্ম-অস্ত্রে কাট এর শির।
কেন তুমি একার্য্য করিলে ভাই?

বিভীষণ। শত্রুনাশে সহায়তা করিব তোমার—
এই সত্যে বদ্ধ হ'য়ে
করিনু মিত্রতা তোমার সনে।
তরণী আমার পুত্র যদ্যপি দিতাম পরিচয়,
আমি জানি, তুমি মারিতে না তারে।
কিন্তু আমার তো সর্ব্বত্যাগ
হ'ত নাক' রামের চরণে।
তরণীরে বাঁচাইয়া, কোন্ প্রাণে
রাবণবধের মন্ত্র আনিতাম মুখে?
আজ আমি জানি—
ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ, অন্তর-বেদনা,
বিচার, বিতর্ক বোধ, আমার কিছুই নয়,
সকলই রামের তরে।
রামপদে ইষ্টানিষ্ট করেছি অর্পণ—
এখন যা কর তা কর তুমি রাম!

রাম। বিভীষণ! বিভীষণ!
আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য তুমি।
আমি আগে ভাবিতাম
অপূর্ব্ব সুন্দর শুধু লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন—
মম ভ্রাতৃগণ।
দিন দিন দেখি তোমরা সবাই ভাল,
অনিন্দ্য সুন্দর সবে,
অমৃত-পূরিত হৃদি তোমা সবাকার।
অমৃতের খনি তুমি পবন-নন্দন,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, মিত্র গুহক চণ্ডাল,
কেবা নয়? যেদিকে ফিরাই আঁখি,
দেখি আমি অপূর্ব্ব এ সৃষ্টি জগতের,
তার চেয়ে অপূর্ব্ব সুন্দর জগতের জীব,
কেহ তো সামান্য নয়—বানর রাক্ষস নয়।
কৈকেয়ী মাতার চক্রে বনে না আসিলে,
রাবণ না হরিলে জানকী—
এত স্নেহ, এত প্রীতি, এত আত্মদান—
এত প্রাণ আছে এ জগতে,
আমি নাহি জানিতাম মিত্র বিভীষণ।

বিভীষণ। রাক্ষস তো এখনো দেখনি প্রভু,
এখনো তো প্রবেশ করনি লঙ্কাপুরে।

রাম। তোমারে দেখেছি ভাই,
দেখেছি তরণীসেনে,
কুম্ভকর্ণে, বীরবাহু বীরে;
দূর হ'তে দেখেছি রাবণে,
তা'তেই বুঝেছি রক্ষ জাতির স্বরূপ।
বিরাট বৈরাগ্য রাক্ষসের—
স্নেহ, মায়া, অনুরাগ অপূর্ব্ব অসীম!
সত্য-অনুসন্ধিৎসা তাহার
মূর্ত্তি নেছে আমার মিত্রের দেহ
আশ্রয় করিয়া।
আমি শুধু ভাবিতেছি প্রিয়,
কেমনে দেখাব মুখ—
বন্ধুপত্নী সরমার কাছে।

বিভীষণ। জানকীর সেবা করি
মনের বিকার তার নিশ্চয় ঘুচিল
এতদিনে—ভাব কেন রঘুনাথ?

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান। প্রভু, প্রভু!
রাবণ সাজিছে পুনঃ
সংগ্রামের তরে।
সর্ব্ব অঙ্গে রত্ন-অলঙ্কার,
করে স্বর্ণ-বলয় সুন্দর,
কনক-কিরীট শিরে—
নারীগণ সাজায় রাজারে।

রাম। গিয়েছিলে অশোক-কাননে
সীতারে দেখিতে বন্ধু প্রাণাধিক?

হনুমান। সুষেণের কাছে ঠাকুর লক্ষ্মণে রাখিয়া
সেইখানে গিয়েছিনু আমি—
সমাচার শুনে এনু সেইখান হ'তে।

রাম। রাবণ আসেনা আর
অশোক-কাননে?

হনুমান। প্রতিদিন প্রাতঃকালে
রাজা লঙ্কেশ্বর
শুচি স্নাত হ'য়ে যায় অশোক-কাননে।
একবার মা জানকী সম্মুখে,
আসিয়া বসে—
স্তব্ধ, মৌন, সাশ্রুনেত্রে,
শ্রদ্ধা-অবনত।

ক্ষণপরে নীরবে বাহির হয়
অশোক-কানন হ'তে।
তারপর—
দিবসের কার্য্য করে আরম্ভন।

বিভীষণ। এইবার সমরে সজ্জিত হও বীর!

রাম। আমি তো প্রস্তুত আছি ভাই।

বিভীষণ। পবন-নন্দন!
একবার সাজায়ে দিবে না রঘুনাথে?

রাম। সাজিবার কথা কেন
কহ মিত্র,
কোন দিন সাজি আমি রণে?

বিভীষণ। এতদিন ক্রুদ্ধ ছিল রাজা লঙ্কেশ্বর,
চক্ষুমেলি দেখেনি তোমায়।
আজি দেখিবেন রাজা রামে,
করিবেন নিরীক্ষণ সর্ব্ব অঙ্গ তব।

হনুমান। এ বুঝি তোমার সাধ?

বিভীষণ। শুধু কি আমার সাধ পবন-নন্দন?
সাধ যাঁহাদের—ওই হের
ব্যোমপথে তাঁহারা আসেন রণস্থলে।
বেশ ভুষা, রথ, অশ্ব, সারথি মাতলি
দেছেন পাঠায়ে আগে।
এবে রাঘবের মঙ্গলাচরণ তরে
মহর্ষি অগস্ত্য সাথে
আসিছেন সর্ব্বদেবগণ।

হনুমান। যা'ন প্রভু,
দেবতার সম্বর্দ্ধনা করি
সর্ব্ব-অস্ত্র-সুসজ্জিত হ'য়ে
বসিবেন দিব্য রথে।

রাম। দেবের অসীম দয়া
দাশরথি রাঘবের প্রতি।
কিন্তু—কিন্তু মিত্র বিভীষণ,
রাবণ বধের দৃঢ় সঙ্কল্প আমার—
স্থির অচঞ্চল,
আজ প্রিয় কাঁপিছে সঘনে
দৃঢ়ভিত্তি মর্ম্মর-প্রাসাদ যথা
বাসুকীর শিরঃ সঞ্চালনে।
যেন মনে হয়,
তরণী-সেনের মত
সেও বুঝি পরম আত্মীয় রাঘবের।

বিভীষণ। জীব মাত্র তোমার আত্মীয় রাম!
যাও মিত্র, অপেক্ষিছে দেবগণ।

(রাম চলিয়া গেলেন। হনুমান ও বিভীষণ
রামকে আগাইয়া দিলেন)

যাইওনা, এস এই দিকে, শোন,
কথা আছে পবন-নন্দন!

হনুমান। কি কথা বলিবে মতিমান্?

বিভীষণ। রামের সেবায়
এখনো দুস্কর ব্রত রহিয়াছে বাকী
তোমার—আমার।

হনুমান। তোমার, আমার
আর কি দুস্কর ব্রত?
দেবগণ লয়েছেন কার্য্যভার।

বিভীষণ। দেবের অসাধ্য তাহা, দেবের অজ্ঞাত।
জানে মাত্র পদ্মযোনি,
আর জানি আমি।
আর যে জানিত, রামশরে
মোক্ষপদ করিয়াছে লাভ,
দেহখানা পড়ে আছে সমুদ্রের তীরে—
মহাবীর কুম্ভকর্ণ!

হনুমান। পরম রহস্যময় তোমার বচন।
রাবণ-বধের আয়োজন
এখনো অপূর্ণ নাকি বীর?

বিভীষণ। এখনো অপূর্ণ মহাবীর!
করিয়াছ অসাধ্য সাধন—
বিশল্যকরণীসহ
গন্ধমাদনের শৃঙ্গ আনিয়া লঙ্কায়,
তারও চেয়ে দুঃসাধ্য একাজ—
তুমি ছাড়া কেহ পারিবেনা।
সর্ব্ব আয়োজন দেবতার—আমাদের—
ব্যর্থ হবে—রাবণের বিনাশ হবেনা।

হনুমান। তুমি কেন সঙ্কুচিত সে কথা বলিতে?
বল মোরে যতই অসাধ্য হোক্—
আমি তা সাধিব।

বিভীষণ। সত্য আমি সঙ্কুচিত।
সে কথা অতীব হীন—
বীরের সে কার্য্য নয়।
তস্করের কার্য্য হ'তে আরও হীন,

আরও নীচ, অথচ তাহাতে
ক্ষুরধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি নীতিজ্ঞের
বুদ্ধি প্রয়োজন।

হনুমান। সেকার্য্য সাধন বিনা হবেনা রাবণ-বধ?

বিভীষণ। অসম্ভব, হইতে পারেনা।
সূক্ষ্ম অনুভূতি শ্রীরামের
অনুভব করিয়াছে তাহা,
তাই রাবণ-বিনাশে এখনো সঙ্কল্প তাঁর
হয়নি সুদৃঢ়।
এখনো শ্লথহস্ত, শিথিল-কার্ম্মুক প্রভু।
লক্ষ্যহীন করুণ কোমল দৃষ্টি,
এখনো অন্তরে জাগে আত্ম-অপ্রত্যয়।
লক্ষ্য কর-নাই তুমি?—
রামময় অন্তর তোমার!

হনুমান। লক্ষ্য করিয়াছি মহাভাগ!
কি কার্য্য আমারে বল,
সে কার্য্য সাধিব আমি,
যত নীচ, যতই কঠিন হোক্।

বিভীষণ। তুমি ছাড়া কেহ নাহি পারে।
তোমারই সে কার্য্য, তুমি অধিকারী।
শোন বীর, পূর্ব্বকালে তপ কৈনু
মোরা তিন ভাই;
সন্তুষ্ট চতুরানন বর দিতে আসিলেন যবে,
রাবণ অমর বর প্রার্থনা করিল।
স্তোকবাক্যে পদ্মযোনি ভুলাল রাবণে,
"প্রবন্ধেতে বর দিয়া অমর করিনু তোরে—
এই লও তব মৃত্যু-বাণ!
নর ছাড়া দেবতা গন্ধর্ব্ব তোরে
মারিতে নারিবে।
কিন্তু যদি কোন ব্রহ্মচারী নর, বিখহিতে
আপন কার্ম্মুকে, ব্রহ্ম-মন্ত্র উপাসনা করি
এই বাণ করেন যোজনা,
লক্ষ্যভ্রষ্ট যদি নাহি হন তিনি,
তখনি মরিবে তুমি।"
এত দিনে ঘটিল সকল যোগাযোগ,
এখন সে মৃত্যুবাণ অতি প্রয়োজন।

হনুমান। সে বাণ কোথায় আছে?

বিভীষণ। আরও গুহ্যতম সে রহস্য-কথা বীর,
শোন মন দিয়া।
মৃত্যু ল'য়ে জন্মে জীব, অতি যত্নে
মৃত্যুরে লালন করে যতদিন বাঁচে।
ফলরূপে মৃত্যু আসে নির্দ্দিষ্ট দিবসে,
মৃত্যু তার কাম-লালসায়।
অকামা নারীর প্রতি কাম-দৃষ্টিপাতে
মৃত্যুবীজ সৃজিত হইল।
অতি পুরাকালে
জ্যোতিঃস্নাত সুপবিত্রা নারী বেদবতী
অগ্নিতে দিলেন আত্মদান—
তাঁর অন্তরের জ্বালা
মৃত্যুরূপে সঞ্চারিত হ'ল রাবণের
নিয়তি-রেখায়।
এল রম্ভা, সে অকামা অপ্সরীরে
রাবণ করিলা ভোগ বলে—
দিলা অভিশাপ রম্ভা,
অলক্ষ্যে মরণ পুষ্ট হ'ল।
মন্দোদরী আপনার প্রেম দিয়ে
লুকায়ে রেখেছে সে মরণ।
অমোঘ সে মৃত্যুশক্তি বিধাতার বজ্ররূপী,
রাবণের মৃত্যুবাণ অব্যর্থ সন্ধান মহাভাগ

হনুমান। বুঝিয়াছি—
সেথা হতে রাণীরে ভুলায়ে
মৃত্যুবাণ হরণ করিতে হবে!
জয় রাম! চলিলাম আমি।

বিভীষণ। দেবের অগম্য স্থান
মন্দোদরী-রাণী-অন্তঃপুর।

হনুমান। জানি আমি—
মক্ষিকা যে কার্য্য করে, সিংহ নাহি পারে
যোগ্য কার্য্যে যোগ্য জনে
নিয়োজিত করেন শ্রীরাম।
উচ্চ, নীচ, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, ভাল, মন্দ,
দেবের কি দানবের গম্যাগম্য স্থান—
বিচার বিতর্কে মোর কিবা প্রয়োজন?
আমি রামদাস, মুখে রাম জয় গাই,
রাম-কার্য্য করি, বিচার করিনা কিছু।
যথাকালে যোগ্য বুদ্ধি যোগাবেন রাম।
সমর আরম্ভ হোক ফিরিব সময় মত।

বিভীষণ। শোন বন্ধু!
শ্রীরামের অজানা এ কাজ মহাত্মন!

গোপন রাখিতে হবে রাঘবের
নিকট হইতে।
জানিতে পারিলে রঘুনাথ
হবেনাক সীতার উদ্ধার।
মন্দোদরীর দুঃখে আর আমার
এ রাক্ষস-আচারে,
আত্মহারা রামচন্দ্র
রণস্থল ত্যেজিবে সেই মুহূর্ত্তেই—
হয়তো জীবনে আর দেখিবেনা মুখ।

হনুমান। বিভীষণ!
অতি সাবধান আর অতি অনুনয়
ভাল নয় আমার বিচারে।
বিভীষণে জানে হনুমান,
পবননন্দনে জানে রাবণ-অনুজ—
বহুদিন হ'তে অন্তরে অন্তরে পরিচয়।
আর এ দোঁহার অন্তর জানেন রাম।
আমার সম্মুখে বিভীষণের বিনয়,
মাত্র শুধু যেখানে সেখানে কোলাকুলি।
ভাল, চলিলাম আমি—
জয় রাম! জয় রাম! জয় সীতারাম!

[প্রস্থান

বিভীষণ। পবননন্দন বিনা
রাম-কার্য্যে কলঙ্ক মাখিতে কেবা পারে?
আহা! আহা! নয়ন সার্থক হও!
দেখ রূপ, দেবতা তেত্রিশ কোটি
কল্পনা করিল যাহা রাবণে নাশিতে।
ধন্য, ধন্য, ধন্য হে অগ্রজ,
ভাগ্যবান জন্মিলে ধরায়—
জীবনে মরণে তব ভাগ্য অনুপম।
বহিলাম শিরে পদাঘাত
কলঙ্ক লইনু মাথে তিন যুগ স্থায়ী।
তবু আমি রহিলাম
জীবনের পথের ধুলায়—
তুমি চ'লে যাবে মোরে
পশ্চাতে রাখিয়া!

(সুসজ্জিত অবস্থায় রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রামচন্দ্র। কি ভাবিছ মিত্র বিভীষণ!
রণস্থলে একাকী দাঁড়ায়ে?

বিভীষণ। ভাবিতেছি প্রভু,
সকলে চলিয়া গেল—আশৈশব
আত্মীয় বান্ধব যারা,
পুত্র মিত্র পরিজন আদি—
সর্ব্বশেষে লঙ্কেশ্বর আজ,
আমি শুধু রহিনু পড়িয়া
জীবনের রণস্থলে এমনি একাকী।
ভাবিতেছি নাথ,
দেবদত্ত অমরত্ব, আশীর্ব্বাদ?
কিম্বা অভিশাপ!

রামচন্দ্র। জ্ঞানী ভক্ত তুমি বীর,
তত্ত্বজ্ঞ মহান্, বৈষ্ণব-প্রধান তুমি
সাক্ষী ত্রিকালের।
জীবন মরণ সমান তোমার কাছে।
মুছে ফেল ক্ষণিকের এ বিষাদ যোগ
অন্তর হইতে মহাত্মন্।
ওই শোন, ঘন ঘন রণবাদ্য বাজে।
মহা সমারোহে সাজে রাজা লঙ্কেশ্বর,
মৃত্যুপথ-যাত্রী যেন দিগ্বিজয়ে
মরণে জিনিবে।
জীবন মরণ যুদ্ধে সহযাত্রী তুমি মোর,
বাসব-প্রদত্ত রথে চল মোর সাথে।

বিভীষণ। না, না, ও আদেশ দিওনা দাসেরে,
তব সাথে আজ আমি র'বনা ধীমান্,
মোর মুখ দেখিবেনা রাজা দশানন।
আমারে তোমার রথে দেখে যদি রাজা,
সারথিরে আজ্ঞা দিবে
তখনি ফিরাতে রথ—
রাবণের বিনাশ-সঙ্কল্পচ্যুত হবে প্রাণারাম।
তব কার্য্যে বাধা হ'ব আমি।

রামচন্দ্র। অন্তরের ব্যথা তব বুঝেছি বান্ধব।
রাবণের মৃত্যু তুমি দেখিতে নারিবে।

বিভীষণ। ভীষণ রাক্ষস আমি—নাম বিভীষণ,
আমার অকার্য্য কিবা আছে?
কুম্ভকর্ণ পড়িল সমরে,
দেখিলাম দুই চক্ষু মেলি।
পড়িল তরণীসেন,
মৃত্যুমন্ত্র-বাণ আপনি কহিনু তব কাণে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে,

হার বোধ করি দাঁড়ায়ে দেখিনু,
হিমাচল গিরি হ'তে
স্বর্ণকান্তি মৈনাক যেমতি—
খসিল রাক্ষস-কুলচূড়া ইন্দ্রজিৎ।
তুমি যদি পাশে থাক নাথ,
কি ভীষণ কোন্ দৃশ্য দেখিতে ডরায়,
যতই ভীষণ হোক্—যত ভয়াবহ?

রামচন্দ্র। থাক, থাক, তোমারে আদেশ নাহি করি—
যা' তোমার অন্তরের সাধ, তাই তুমি কর।
পবন-নন্দন কোথা?
বহুক্ষণ দেখি নাই বীরে।

বিভীষণ। পবন-নন্দন—
রামকার্য্য বিনা যার এ জীবনে এ জগতে
অন্য কার্য্য নাই,
নিশ্চিন্তে কি পারেন থাকিতে?
তব কার্য্যে গেছেন নিশ্চয়।
আজানু-লম্বিত বাহু, নীলোৎপল-শ্যাম,
নবীন কমলদল স্পর্দ্ধিত নয়ন,
মীবনাভ পীতবাস শরচাপধারী,
জটাজুট মুকুট-মণ্ডিত শির,
দেবতা-কল্পিত মূর্ত্তি বহু সাধনার,
দেবতার পদ্মহস্ত-সজ্জিত সুন্দর বেশ,
রাক্ষস নিধন তরে। এতদিন দেখে নাই—
আজ এই মূর্ত্তি রাবণ দেখিবে রণস্থলে।
চল, তোমারে তুলিয়া দিই বিজয়-স্যন্দনে।
[উভয়ের প্রস্থান

[প্রথম যন্ত্রধ্বনি। বিভীষণের অন্তরের বিষাদ করুণসুরে পটভূমি প্লাবিত হইল। তারপর সহসা বিষাদযোগ ভাসিয়া গেল। আনন্দের চেতনা-সঙ্গীতে প্রকৃতি মুখরিত হইল। পরে সেই আনন্দ-গান—দ্রুত লয়ে কপি ও রাক্ষস সৈন্যের মধ্যে যেন উৎসাহের সঞ্চার করিল। কিছুক্ষণ পরে রথ হ'তে রণবেশে সজ্জিত রাবণ একাকী আসিলেন। উন্মত্তের মত তাঁর গমনভঙ্গী—যেন তিনি সম্মুখে কাহাকে দেখিয়াছেন]

রাবণ। এই তুমি, এই তুমি,
তুমিই সে রাম?
নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম কমল-নয়ন—
যারে বলে বিভীষণ?
সুন্দর, সুন্দর রাম! পরম সুন্দর।
রাগ ক'রে দেখিনি তোমায় এতদিন—
তুমি মোর সীতার জীবন?
যেমন তোমার সীতা, তুমিও তেমন।
হাঁ, হাঁ, ওই যে সীতার মত
তোমারও নয়ন দিয়ে গলদশ্রু ঝরে।
কাঁদিতে শিখেছ ভাল
দু'জনে তোমরা—রাম সীতা।
কা'র তরে কাঁদ তুমি রাম?
কে তোমারে কাঁদিতে শিখাল?
তুমিও যেমনি কাঁদ—
তেমনি কাঁদেন তব সীতা।
ওই দুই ভুজে তব অমিত বিক্রম—
তোমার শরের মুখে মৃত্যু করে বাস।
বালি বধ তুমি করেছিলে?
সমুদ্র বাঁধিলে তুমি?
তাড়কা-নিধন শিশুকালে,
তা'রও কর্ত্তা তুমি?
জনক রাজার ঘরে হরধনু ভাঙি
সীতারে পাইলে তাও তুমি?
সবই সেই? এক রাম?
তুমি—তুমি—তুমি—
তুমি পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণু!
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী। আমারে করিতে নাশ
এসেছ লঙ্কায়?
আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য বটে।
না, আমার হ'লনা যুদ্ধ করা।
অমন কোমল অঙ্গে কেমনে বিঁধিব বাণ?
সীতা যে কাঁদিবে বড়।
সারথি, সারথি,
ফিরাইয়া নিয়ে চল রথ—
যুদ্ধ আমি করিবনা।
চলিলাম অশোক-কাননে। শোন রাম,
সেথা গিয়ে মোর কাছে
ভিক্ষা যদি চাহ—
জানকীরে, হয় তো বা···
এখন কিছুই বলিবনা। আগে এস।
কি তোমার প্রেম রাম বুঝিতে পারিনা,

একবার জানকীরে
দেখিতে গেলেনা লঙ্কাপুরে।
নাও, নাও, চলহে সারথি—
আজ আর যুদ্ধ হবে নাকো।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। কোথা যাও লঙ্কেশ্বর!
মোরে দেহ রণ!
আমি যুদ্ধ করিব তোমার সাথে।'
রাবণ। আরে, আরে, তুই কেরে?
কোথা হ'তে এলি অকস্মাৎ?
হনু। ওঃ, আমারে ভুলিয়া গেছ বুঝি?
মনে নাই?
ভাল ক'রে দেখ দেখি চিনিতে পারিবে।
রাবণ। হাঁ, হাঁ তুই সেই ঘরপোড়া হনুমান বটে!
হনুমান। বলিহারি স্মৃতি!
ঘর তব সত্যই পুড়িল লঙ্কেশ্বর!
রাবণ। না, ঘর আর নাই—পুড়ে গেছে বটে!
এখন অশোক-বনে বাস।
কেমন আছিস তুই?
হনুমান। আছি মন্দ নয়—
তবে কি না লঙ্কেশ্বর,
আগুন লইয়া খেলা সহজ তো নয়।
ঘর তো আমার নেই তোমার মতন!
আমার পুড়িল মুখ,
অগ্নি তার চিহ্ন রেখে গেছে।
তবে কিনা জান লঙ্কেশ্বর
আমি অত মাখিনাক গায়।
রাম ব'লে ঝাঁপ দিই অনলে, সলিলে—
পুড়ি আর ডুবে মরি ভাবিনাক বেশী।
রাবণ। যাক, আমি চলিলাম।
হনুমান। কোথা যাবে? আমি যুদ্ধ চাই!
রাবণ। ক্ষুদ্র কপি, তোর সনে যুদ্ধ কেবা করে?
আমি লঙ্কেশ্বর! শত্রু মোর রাম!
আর কারো সাথে আমি যুদ্ধ নাহি করি।
হনুমান তাই এস, পালাও কি হেতু?
যুদ্ধ কর রামের সহিত।
রাবণ। ধনুর্ব্বাণ মাটিতে ফেলিয়া
ওই যে কাঁদিছে তোর রাম!
মায়া হ'ল, ছেড়ে দিনু আজ।
বলিস রামেরে,
সীতারে ছাড়িয়া দিতে পারি··
না, বাক্যদান করিতে পারিনা·
পাঠাইয়া দিস রামে!
চলিলাম অশোক-কাননে,
তারপর দেখা যাবে।

[প্রস্থান

হনুমান। তুমি তো ছাড়িলে রামে,
তোমারে ছাড়িল রাম—
আমি তো পারিনা ছেড়ে দিতে।
নিয়তির ছায়া সম রহিলাম
পশ্চাতে তোমার আমি।
বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তোমায়
ধরাব ধনুক বাণ পুনঃ লঙ্কেশ্বর!
রণস্থল হতে আজ কে তোমারে ছাড়ে?
সে কানন এ কানন নহে।

(বিভীষণ প্রবেশ করিল)

বিভীষণ। কার্য্য সিদ্ধ পবন-নন্দন?
হনুমান। রামের কৃপায় কার্য্য সিদ্ধি,
কিন্তু সত্য বড়ই কঠিন কাজ।
নারী সনে প্রতারণা করিতে হইল।
চির ব্রহ্মচারী আমি—
নারীর বচনে কভু দিই নাই কাণ।
আমারে কাঁদালো মায়াবিনী,
হতবুদ্ধি, বিশ্বাস শিথিল শোকতাপে,
পদে পদে ছিন্ন প্রেম, রক্তাক্ত অন্তর,
পুত্র-শোকে তীব্র মর্ম্মদাহ,
অস্তমিত রাণীর মহিমা।
প্রতারণা দিয়ে তাহারে ভুলান
কঠিন কিছুই নয়।
বিশ্বাস করিল মোর কথা।
কিন্তু যখন চলিয়া এনু মিত্র বিভীষণ!
দূর হতে দেখিনু চাহিয়া,
প্রতারণা বুঝিতে পারিল অভাগিনী!
তখন মর্ম্মবিদ্ধ কুরঙ্গিনীসম
কি তার ক্রন্দন বন্ধু!
একবার মনে হল, ফিরাইয়া দিয়ে আসি।

সে রোদন আচ্ছন্ন করিয়া আছে
আমার অন্তর !

বিভীষণ। এক মন্দোদরী তুমি কাঁদিতে দেখেছ,
তাও শুধু বারেকের তরে,
তাতেই কাতর তুমি
চির ব্রহ্মচারী রামময় ?
আর আমি দেখি,
চিত্তে মোর জাগে নিশিদিন
ওই মত কত মন্দোদরী—
পুত্রশোকে পতিশোকে
কপালে কঙ্কন মারি,
রুধিরাক্ত, ধূলায় ধূসর দেহ
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃকুলবধূ !
তুমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহী, মহাত্মন্ !
আমার গৃহের নারী অমনি কাঁদিছে।
তাইতো বলিয়াছিনু
রাক্ষসের কঠিন পরাণ !

হনুমান। রাম-কার্য্য এত যে কঠিন
আগে নাহি জানিতাম।
জয়রাম, জয়রাম, জয় সীতারাম !
জয় রঘুনাথ, জয় জানকী-জীবন !

বিভীষণ। কোথায় রাখিলে বাণ,
বল নাই রঘুনাথে ?

হনুমান। বলি নাই !
তুমি মানা করেছিলে।
মাতলিরে দিয়াছি সে শর,
মাতলি রাখিয়া দেছে তূণের ভিতর,
যথাকালে সংযোজন করিবেন রাম।

বিভীষণ। ওই আসিছেন রাম—
রাবণের দুঃখে সজল আয়ত-নেত্র।

হনুমান। আমি চলিলাম,
রাবণের যুদ্ধ-ইচ্ছা করি উত্তেজিত।
রয়েছে মা জানকীর ধ্যানে,
যুদ্ধ তার ভাল নাহি লাগে।
সুগ্রীব, অঙ্গদে সঙ্গে লয়ে যাব।

(শ্রীরামের প্রবেশ।)

রাম। মারুতি ! কোথায় যায় মিত্র বিভীষণ ?

বিভীষণ রাবণের কাছে !

রাম। রাবণের কাছে কেন ?

বিভীষণ। বোধহয় যুদ্ধ-সাধ রাবণের সনে !

রাম। যুদ্ধ আর করিব না মিতা !

বিভীষণ কেন মিতা হেন কথা ক'হ ?
রাবণ হয়নি বধ,
জানকীর হয়নি উদ্ধার।

রাম। না হয় না হোক বন্ধু !
রাবণ যে বড় ভাল—
তোমরা সবাই এত ভাল।
তরণীসেনের মত
এত মিষ্ট কথা কহিল রাবণ মোরে,
আমি ফেলে দিনু শর-শরাসন।
জানকী এখানে থাক্—
রাবণের অশোক-কাননে ;
সন্ন্যাস লইয়া আমি দণ্ডকে চলিয়া যাব।
বিদায়ের কালে একবার
জানকীর চাঁদমুখ দেখে যাব
অশোক-কানন হ'তে—
সেখানে আমারে রাবণ করিল আমন্ত্রণ।

বিভীষণ এতদিনে বুঝিলেনা
রাক্ষসের মায়া রঘুনাথ ?
তরণীসেনের মত
এখনি আবার লঙ্কেশ্বর
অতি তীব্র কটুবাক্যে
মর্ম্মচ্ছেদ করিবে তোমার।

রাম। না—না—
লঙ্কেশ্বর কহিলনা তরণীসেনের মত !
তার ভাব অন্যরূপ।
দু-চারিটি কথা—বাণী অন্তরের।
অন্তরের কথা আমি যে বুঝিতে পারি !
অত্যন্ত সহজ কথা কহিল আমায়।

বিভীষণ। কুসুম-কোমল মূর্ত্তি দেখি
অবজ্ঞা করিয়া গেল রাজা !
তোমারে ভাবিল কাপুরুষ !

রাম। না—না—তা কেন ভাবিবে ?
এ তুমি কি কথা বলিছ বন্ধু ?
লক্ষ লক্ষ রাক্ষস নিধন করি আমি,
মারিনু তরণীসেনে—
কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু,

পড়িল আমার শরে—
আমারে ভাবিবে কাপুরুষ ?

বিভীষণ। রাবণের মত আপনি মরিল তা'রা
কালের অমোঘ অস্ত্রে।
তুমি মার নাই—

রাম। না—না—তুমি কিছু জাননাক,
মিত্র বিভীষণ!
ও ক'থা সে বলে নাই।
আশ্চর্য্য হইল শুধু।
কাল আপনি মারে নাকি ?
অস্ত্রের প্রহার করে কাল ?
আমি ত "নিমিত্ত" বটে।

বিভীষণ। "নিমিত্ত" মানে না লঙ্কেশ্বর,
অনাদি কারণ শুধু জানে।

রাম। আহা—আহা—
"নিমিত্ত"কে স্বীকার না করিলে কি চলে ?

বিভীষণ। সে যদি স্বীকার নাহি করে
আমি কি করিব ?
সত্য কহি—কাপুরুষ ভাবিল তোমারে।

রাম। কেন ? কিসে আমি কাপুরুষ ?

বিভীষণ। আমি কিরূপে জানিব তাহা ?
তবে নরজাতি প্রতি রাক্ষসের শ্রদ্ধা নাই।

রাম। তোমারও শ্রদ্ধা নাই না কি ?

বিভীষণ। মোর কথা ছেড়ে দাও মিতা!
আমি তো রাক্ষস নই পুরা।

রাম। আজ তুমি মোর সনে—
কলহ করিতে চাও ?

বিভীষণ। ইচ্ছা হয় কলহ করিতে।
তোমারে করিল তুচ্ছ লঙ্কার রাবণ।
সত্য কহি, তুমি বীর,
বিশ্বাস করেনা লঙ্কেশ্বর।
তুমি তো জাননা প্রভু,
কি কঠিন মর্ম্মচ্ছেদী কথা
নিত্য কহিল তোমায়।
ঘৃণা ক'রে, তুচ্ছ ক'রে, এতদিন
মুখ দেখে নাই তব,
আজ প্রথম দেখিল ওই পদ্ম-মুখ।
ভাবিল এমনি বুঝি কুসুম-কোমল,
আজানু-লম্বিত দুই বাহু শ্রীরামের।

রাম। সত্য আজ প্রথম দেখিল।
এতদিন দেখে নাই, সত্য কথা।
যুদ্ধ করি মাটীতে দাঁড়ায়ে,
তাই বুঝি তুচ্ছ করে ?

বিভীষণ। ঘৃণায় ফিরায় মুখ
ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্ব্বিত লঙ্কার রাবণ।
রথ, অশ্ব নাহি ছিল তব,
অঙ্গে নাহি ছিল রণবেশ—
অস্ত্রহীন কপিসৈন্য
বৃক্ষ আর প্রস্তর লইয়া করে রণ—
রাবণ ঘৃণায় ভাবে, একি বর্ব্বরতা!

রাম। মোরে তুমি সমরে করিবে উত্তেজিত,
এতক্ষণে বুঝিলাম তব অভিপ্রায়।

বিভীষণ। সত্যই করিব উত্তেজিত!
একবার রুদ্রমূর্ত্তি ধর রঘুনাথ!
ওই শোন, দেবগণ তোমারে করিছে স্তব।
লঙ্কার রাবণ, রুদ্রের সে উপাসক,
রণচণ্ডী চামুণ্ডা তাহার ইষ্টদেবী।
ধর রুদ্রমূর্ত্তি রাম,
চাহিয়া দেখুক লঙ্কেশ্বর।
শর সংযোজন কর কার্ম্মুকে তোমার,
গর্জ্জিয়া উঠুক বাণ বজ্রের গর্জ্জনে।
ক্ষণপ্রভা দীপ্তি লয়ে
শূন্যে ছুটে যাক মৃত্যু-শর—
চন্দ্র, সূর্য্য নিভুক গগনে ক্ষণতরে,
ত্রাসে লঙ্কা উঠুক কাঁপিয়া।
রুদ্রমূর্ত্তি ধর রঘুনাথ!
এক সঙ্গে শিবরাম দেখুক রাবণ।
চল, তোমারে তুলিয়া দিই বিজয়-স্যন্দনে।

[একসঙ্গে যেন শতবজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। সত্যই গগনে চন্দ্র সূর্য্য নিভিল। ঘোর অন্ধকার: মাঝে মাঝে তড়িতের আলো। অন্তরীক্ষে দেবগন ও দিকপালগণ রুদ্রের স্তবগান গাহিতেছেন]

—স্তব—

ব্রহ্মণোঽধিপতে তুভ্যং ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণে।
নমো ব্রহ্মাধিপতয়ে শিবং মেঽস্তু সদাশিব॥
নমঃ সর্ব্বায় কালায় কলনায় নমো নমঃ।
নমো বিরূপাক্ষায় কালবর্ণায় বর্ণিনে॥

বামদেবায় বামায় নমস্তভ্যং মহাত্মনে।
জ্যেষ্ঠায় চৈব শ্রেষ্ঠায় রুদ্রায় বরদায় চ ॥
কালহন্ত্রে নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং মহাত্মনে।
ইতি স্তবেন দেবেশং নমামি বৃষভধ্বজং ॥

(ক্ষণপরে তড়িতালোকে রাবণকে দেখা গেল)

রাবণ। একি! একি! কি দেখি! কি দেখি!
রাম। কি দেখিছ বীর?
রাবণ। সীতা! সীতা!
রাম। কোথা সীতা? অশোক-কাননে?
রাবণ। না—না—অশোক-কাননে নয়!
ওই যে আসেন সীতা,
অন্তঃরীক্ষে শঙ্খ-রব রথে।
গাহিছেন আবাহন-গীতি!
চতুর্মুখ আসিছেন সাথে,
আনন্দে অমর বন্দে সীতার চরণ!
কি দেখিনু মৃত্যুকালে? একি অপরূপ রূপ?
কাহারে হরিয়াছিনু?
মায়াসীতা! মায়াসীতা!
দয়াময়!
আমার মুক্তির তরে এত আয়োজন?
ক্ষুদ্র দশানন, কি সাধ্য আমার
ব্রহ্মময়ী সীতারে হরণ করি?
মায়াসীতা—মায়াসীতা—
আমার মুক্তির তরে মায়াসীতা
মহামায়া করিলা সৃজন!
বিভীষণ। মায়াসীতা!
রাবণ। মায়াসীতা।
অপূর্ব্ব রূপ-সম্ভার,
নারীরত্ন মনোহর-কায়া
বিধাতার সৃষ্টি অপরূপ!
প্রথমে আসিল মায়া—
জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা
আচ্ছন্ন করিল মোর—
বিনাশের অতল তিমিরে হেরিলাম
জ্যোতির্ম্ময়ী উষার উদয়।
মোক্ষ নাহি চাহি রাম!
আমার প্রার্থনা—
সীতারাম নামগান গাহি রসনায়,
চক্ষে হেরি রাম-সীতা যুগল-মিলন,
কর্ণে শুনি সীতারাম প্রণব-ঝঙ্কার!

(অন্তঃরীক্ষে দেবগণ কর্ত্তৃক পুষ্পবর্ষণ)

রাবণ। হে মহেশ!
আজ বুঝি তুমিও ছাড়িলে লঙ্কেশ্বরে!
মূর্ত্তিমান কালরূপে রাঘবের বাণে বসিয়াছ?
কেন, দেব-দেব?
অপরাধ কি করেছি, ত্যজিলে আমায়?
বুঝিলাম, দেবের চক্রান্ত সব—
ক্ষুদ্র নর রাঘবের সাধ্য কিবা?
একি, একি!
এ অস্ত্র কোথায় পে'ল রাম?
মন্দোদরী মৃত্যুবাণ পাঠাইয়া দিল?
প্রেম ভেঙ্গে গেছে তাই শাস্তি দিল নারী?
ত্রিভুবন একত্রে মিলিল
রাবণে করিতে নাশ?
না—না—আর রক্ষা নাই!
ওই—ওই বাণ আসে ঘন ধূম করে উদ্গিরণ,
বহিছে বাণের গতি পবন উনপঞ্চাশ!
সীতা! সীতা! সীতা!
মরিনু তোমার তরে,
মৃত্যুকালে তোমারেই ডাকি!
ওই আসে! ওই আসে!
এস বাণ—মুক্ত বক্ষঃ পেতে আছি।
তোমারে জানিনা আমি রাম,
এখনো রাক্ষস-দেহ মোর।
মোক্ষপদ নাহি চাই। সীতা! সীতা!
আঃ! আঃ! আঃ! আঃ—
সীতা! সীতার জীবন রাম!
তবে—তবে—সীতারাম! সীতারাম!
সীতারাম!

(রণস্থলে রাবণের মহাশয়ন)

রাম। রাবণ!
একি? একি? হৃদি বিদ্ধ তীব্র শরাঘাতে?
রাবণ। আসিয়াছ প্রভু? এস—
এতদিনে মরিল রাক্ষস!
এবার নিকটে এস রাম,
পাদপদ্ম দাও শিরে—

কৈবল্যদায়িনী গঙ্গা চরণে তোমার,
মুক্তিস্নান করিবে অধম দাস।

রাম। বিভীষণ! বিভীষণ!
কি করিলে মিত্র বিভীষণ?
মহাবীর বিনাশের দিলে উপদেশ?

রাবণ। বিভীষণে নাহি কর তিরস্কার প্রভু!
সত্যসন্ধ ভাই মোর, আত্মার স্বরূপ
সে জানিত—
তব হস্তে আমার মরণ প্রয়োজন।
তোমারে সে ভোলে নাই,
চিরদিন তোমার স্বরূপ জানে—
তাই মৃত্যুহীন।
এস ভাই বিভীষণ।
করেছিনু ভীম পদাঘাত—
মৃত্যুকালে ক্ষমা চাই,
ক্ষমিও জ্যেষ্ঠের অপরাধ।
মোক্ষ নাহি চাহি রাম! আমার প্রার্থনা—
সীতারাম-গান নিত্য গাহি রসনায়,
কর্ণে শুনি সীতারাম যুগল প্রণব।

[একটি তীব্র করুণ সুর—তাহা শোক গাথা নয়—শুধু অনুভূতি—সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিয়া দেবলোকে পৌঁছিল। দেবতাদের মুক্তকণ্ঠে শ্রীরামের স্তবগান]

(দেবগণের স্তব)

নবীন-মেঘ-সুন্দরং ভবাম্বুনাথমন্দরম্
প্রফুল্ল কঞ্জ লোচনং মদাদি-দোষ-মোচনম্॥
দিনেশ-বংশ-মণ্ডনং মহেশ-চাপ-খণ্ডনং।
মুণীন্দ্রবৃন্দ-রঞ্জনং মুরারি-বৃন্দ-গঞ্জনম্॥
ত্বদঙ্ঘ্রি পঙ্কজং নরা ভজন্তি যে বিমৎসরা।
পতন্তি ন ভবার্ণবে বিতর্ক-বীচি-সঙ্কুলে॥

[আবার যখন রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হইল তখন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ সকলে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীরামচন্দ্রের কমল-নয়ন আবার অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিলেন না। দেবগণের স্তোত্র মিলাইয়া গেল]

হনুমান। মরিল রাবণ!
এইবার চল দেব অশোক-কাননে।
মা জানকী একাকিনী আছেন সেথায়।

রাম। যাব—যাব পবননন্দন!
সময়ে সকলই হ'বে।
মিত্র বিভীষণ! তুমি উপদেশ দাও—
বল, কি আমার কর্ত্তব্য রহিল বাকি?

বিভীষণ। জিজ্ঞাসা ক'রনা মোরে নাথ,
তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই তুমি কর।
জীবনের প্রিয়বস্তু তোমারে দিয়েছি রাম!
আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাও তুমি লও।
তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম নীতির বিচার—
বড় গুরু ভার। আত্মা মোর
বহিতে পারেনা আর—
তুমি লও নাথ!

(রাম বিভীষণকে স্পর্শ করিলেন)

রাম। কে? কে? কা'রা আসে এই দিকে?

বিভীষণ। অন্তঃপুরবাসিনী রাক্ষসবধূ যত।

রাম। তার মধ্যে কে পলায় বৃদ্ধা নারী,
শোকে তাপে যেন হতজ্ঞান?

বিভীষণ। অভাগিনী জননী আমার—
এসেছিল মৃত পুত্র মুখ দেখিবারে।

রাম। যাও, যাও, জননীরে ডেকে আন
পবননন্দন। অতি শান্ত ভাবে,
মৃদুভাবে মাতারে ডাকিয়া আন।

[হনুমানের প্রস্থান

দেখ, দেখ মিত্র বিভীষণ!
নয়নের দৃষ্টি জননীর!
বুঝি পাগলিনী হইলেন মাতা।

বিভীষণ। করুণা-অমৃত-নিস্যন্দিনী তব বাণী—
বরিষ বরিষ নাথ জননীর শ্রবণযুগলে—
সর্ব্ব দুঃখ শোক তাপ ভুলিবেন মাতা।

[নিকষা হনুমানের সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। অনেকক্ষণ রামের দিকে চাহিলেন। বিভীষণ মায়ের দিকে চাহিলেন না]

নিকষা। তুমি—তুমি রাম, আমারে ডেকেছ?
আমারে মারিবে তুমি?
আমি পলাইয়ে যাই—
মেরনা আমায় রাম!

রাম। তুমি মোরে ভয় কেন কর মাতা!

নিকষা। সকলে বলিল মোরে মৃত্যুরূপী রাম।
যারে দেখে, তাহার ফুরায় আয়ু।
তাই পলাইয়ে যেতেছিনু—
ধরিল তোমার অনুচর।
পালাবার পথ আর নাই!

রাম। এখনো বাঁচিতে চাও তুমি?

নিকষা। হুঁ, হুঁ, বাঁচিতে চাই, বাঁচিতে চাই।

রাম। পুত্র পৌত্র সকলি গিয়াছে,
কি সুখে বাঁচিতে চাও তুমি?

নিকষা। সুখে নয়, সুখে নয়,
দুঃখেই বাঁচিতে চাই।
জীবন সুখের নয়, তা আমি বুঝেছি।
জীবন—জীবন—
সুখ নয়, দুঃখ নয়—জীবন।
এতদিন বেঁচে আছি,
তাই এত কীর্ত্তি তোমার দেখিনু রাম!
আরও যদি বেঁচে থাকি,
দেখিব অনেক কীর্ত্তি তব।
বহুদিন এসেছি এ মাটির ধরায়
মাটিরে বেসেছি বড় ভাল,
ছেড়ে যেতে মায়া হয়।
বিভীষণ বলিত তোমায়—
পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।
তাই যদি হয়,
গোলোকে তোমার বাস—
গোলোকের হরি।
বড় রম্যস্থান। শুনি দেবগণ
আসে যায়, স্তুতিগান গায়।
কত ভক্ত করে আনাগোনা।
তাদের ফেলিয়া তবু তুমি মাঝে মাঝে
মাটিতে নামিয়া এস।
কেন রাম? নিশ্চয় তুমিও ভালবাস
আমাদের মাটির পৃথিবী, মাটির মানুষ।
লঙ্কায় ছিল না মাটি—
সোনাদিয়ে মুড়ে রেখেছিল লঙ্কার রাবণ।
সেদিন তোমার চর এসে
সোনা সব পুড়ায়ে ফেলিল
আগুন লাগায়ে।
মাটি ফিরে এসেছে আবার।
তাই ভাবি, আরো কিছুদিন
যদি বাঁচি ভাল হয় বড়।
আমারে তো মারিবেনা তুমি রাম?

রাম। না জননী, আমি কেন মারিব তোমায়?
নিজ কর্ম্ম দোষে মরিল তোমার পুত্র
রাজা লঙ্কেশ্বর।
আমি কি মারিতে পারি?

নিকষা। তাই হ'বে—তাই হ'বে!
রাবণ বলিত বটে ওইরূপ কথা,
"কর্ম্ম—কর্ম্মফল"!
কত লোক তোমায় দিয়েছে দোষ;
আমি তো বুঝিতে নারি কিছু রাম!
আমি শুধু দেখে যাই তুমি যাহা ক'র।

রাম। যাও মাতা!
আর কিছু আমার জিজ্ঞাস্য নাই।

নিকষা। তুমি মারিলে না?
ভাল—ভাল তবে আমি দেখিব
তোমার কীর্ত্তি। কীর্ত্তিমান তুমি রাম।
মুনি মোরে বলেছিল, এই সব হ'বে—
তুমি আসিবে এখানে।
অনেক দিনের কথা। ভাল মনে নাই।
তখন আর এক ধারা। গেল দিন,
এলে তুমি, দেখিনু তোমার কীর্ত্তি!
মারিলে না? বাঁচায়ে রাখিলে মোরে,
পরম দয়াল—
আবার কতই কীর্ত্তি দেখিব তোমার।
ব্যথা আছে কি না,
ব্যথাভরা দু'নয়নে করিছ জিজ্ঞাসা?
ছিল বহু ব্যথা। ভাবনা অশেষ ছিল।
সব ব্যথা তুমি শেষ ক'রে দেছ রাম!
এখন চরণে প্রার্থনা তব,
যতদিন বাঁচিয়া রহিব,
তোমার সকল কীর্ত্তি
দেখিতে না করি যেন ভয়—
দেখিতে না পাই যেন ব্যথা।
ভাল, রাম! যাবে না অশোক বনে?
তোমার সীতা যে রয়েছে সেথা!
বড় ভাল মেয়ে সীতা।
রাবণ বাসিত বড় ভাল।

দিন রাত কাঁদে, সে কান্নায় আগুন জ্বলিল।
যাও—যাও—একবার দেখে এস তারে।
এস, এস, ওই দেখা যায়,
রাম সীতা মিল হোক।
কতই নূতন কীর্ত্তি—
বাঁচায়ে রাখিলে মোরে,
দুনয়ন ভরে দেখিব তোমাকে
এস—এস—রাম!

(রামচন্দ্র প্রমুখ জনগণকে নিকষা পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন)

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

রাম। চির আয়ুষ্মতী হও মম আশীর্ব্বাদে!

মন্দোদরী। কাহারে কি আশীর্ব্বাদ করিলে রাঘব?
মুখপানে চেয়ে দেখ—আমি নহি সীতা।
রাণী মন্দোদরী আমি, রাবণ-মহিষী।
এই মাত্র ভীমশরে স্বামীরে করেছ বধ!
"চির আয়ুষ্মতী" হ'তে কহিলে কেমনে?
ঐ আসে তব সীতা—
যার তরে স্বর্ণ লঙ্কা ধ্বংস করিয়াছ।
নিয়ে যাও এ কাল নাগিনী।
বহুদিন পরে হ'বে দেখা—
রাক্ষসের শবদেহ, রাক্ষসের
শোণিত-সাগর
পার হ'য়ে রক্তাক্ত চরণে
আসিছেন সীতা আজ ভেটিতে তোমায়।
রাক্ষস-নারীর প্রেম ভাঙিয়াছ
প্রতি পাদক্ষেপে তোমরা দুজনে।
তোমাদেরও প্রেম ভেঙে যাবে।
দণ্ডক অরণ্যে, স্বচ্ছতোয়া
গোদাবরী তীরে,
পূর্ণমাসী রজনীতে শুভ্র চন্দ্রালোকে
যে কথা কহিয়াছিলে তোমরা
দুজন—রাম, সীতা—
সে কথা হারায়ে যাবে তোমাদের
হৃদয়ের গোপন গুহায়।
প্রেমের কুজন আর ফুটিবে না মুখে।
শুধু মনে হবে—
লক্ষ লক্ষ রক্ষনারী
গুমরিয়া করিছে ক্রন্দন
এই স্বর্ণলঙ্কা মাঝে।
কি হেতু ফিরাও মুখ—কথা নাহি কও?
জানি—জানি—রাম!
হও তুমি নারায়ণ,
গোলোকের পতি! হেথা যদি এসে থাক
নরলীলা তরে, পৃথিবীর নর নারী
যত দুঃখ সহে, সব দুঃখ সহিতে হইবে।

[সীতা ও সরমার প্রবেশ। সীতা সাগ্রহে ছুটিয়া রামচন্দ্রের চরণে পতিত হইলেন। সরমা স্বামীর মুখের দিকে করুণ ও উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন। রামচন্দ্র শিহরিয়া মুখ ফিরাইলেন]

যবনিকা

পরিণীতা

(সামাজিক নাটক)

———:(•):———

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

———

নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনয়

৯ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৭

উৎসর্গ পত্র

পরম পূজনীয় স্বর্গীয় বিরাজমোহন চৌধুরী

পিতৃদেবের প্রীতি-কামনায়—

পিতৃদেব—

প্রবীণ আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি—আমার নাট্যরচনা ও অভিনয়শক্তি পৈত্রিক সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে আপনার নিকট হইতেই পাইয়াছি। নাটকখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

প্রার্থনা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন উৎকৃষ্টতর নাট্যরচনার শক্তি লাভ করি।

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নিবেদন

"পরিণীতা' নাটকখানি যদিও আমার দুই বৎসর আগেকরি রচনা, কিন্তু নাট্য-নিকেতনে অভিনয় হইল বড় তাড়াতাড়িতে। নাটকের মর্মকথা তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা। নূতন যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে Modern, ultra-modern প্রভৃতি কথাগুলির খুব চলন হইয়াছে। নবযুগের বাণী যিনি শুনিতে পান, বুঝিতে পারেন—তিনিই modern ; বিদেশী সাহিত্যের ধার করা বুলি বলিতে পারিলেই modern হওয়া যায় না। সাহস, বীরত্ব, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ, সত্যানুরক্তি—এই সকল গুণের আদর সংসারে আবহমানকাল ধরিয়াই আছে।

সত্য চিরদিনই সত্য—যুগে যুগে তার রূপান্তর ঘটে। Modern বা ultra-modern সেই শাশ্বত সত্যেরই একটি নূতন রূপ। সে একটু বে-পরোয়া—তার মিথ্যা বিনয় ও মৌখিক ভদ্রতা নাই।

চারিদিকে modernএর যে ধুয়া উঠিয়াছে, সিনেমা ও থিয়েটারেও সে ধুয়া চলিয়াছে। আধুনিক হইতে হইলে নাকি গরীব বাঙালীর ছেলেকেও সাহেবী পোষাক পরিতে হইবে, ধার করিয়া হোটেলে খাইতে হইবে এবং ট্যাক্সি চড়িতে হইবে! থিয়েটার, সিনেমায় modernএর যে রূপ দেখা দিতেছে, তাহা খানিকটা ওই ধরণের। আধুনিক নাটক মানে নাকি ঐ রকম সাজপোষাক-পরা অপরূপ জীবের চরিত্র যাহাতে আছে। আধুনিক বলিতে আমি যাহা বুঝি, এ নাটকে তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। আধুনিক প্রাণ-শক্তিতে শক্তিমান, সুতরাং সুন্দর—তাহাকে দেখিলেই প্রাণে আনন্দ জাগে, প্রবীণ তাহাকে স্বীকার করিয়া লয়—অভ্যর্থনা করিয়া বলে—"এই যে তুমি এসেছ, তোমাকেই চাইছিলাম।"

এই প্রসঙ্গে আধুনিক নাটক সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। আধুনিক নাটক লিখিত হইলেই যে আধুনিক কালের ঘটনা ও আধুনিক কালের নরনারী-চরিত্র চিত্রণের একান্ত প্রয়োজন আছে, তাহা নয়। আধুনিক নাটক মানে আধুনিক টেক্‌নিকের নাটক। প্রাচীন ঘটনা লইয়াও আধুনিক নাটক লেখা যায়।

এই নাটকখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয় করিবার জন্য নাট্যনিকেতনের কর্মকর্তা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সে, ভগ্ন স্বাস্থ্যে, যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। সেই কারণে আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ধন্যবাদ জানাইতেছি। নাটকের অনেক ক্ষুদ্র ত্রুটির প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যনিকেতনের প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী তাঁহাদের স্ব স্ব ভূমিকাগুলিতে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র অভিনয়ে অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমার স্নেহের ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। নাটকের পরিপূর্ণ সাফল্যের জন্ত শ্রীমান্ জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমার সোদরোপম সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেশ চৌধুরী মহাশয় নিজের রচিত দুইখানি গান দিয়া এবং সমস্ত গানে সুর সংযোজনা করিয়া আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। দর্শকবৃন্দ প্রথম রাত্রি হইতেই অভিনয় দর্শনে যেরূপ উল্লসিত হইতেছেন, তাহাতে মনে হয়—শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের সমবেত পরিশ্রম কিছু সার্থক হইয়াছে। নিবেদন ইতি—

২২।৩এ, গ্যালিফ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৮ই মাঘ, ১৩৪৭

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

চরিত্র ও রূপশিল্পী

—পুরুষ—

শ্রীপতি	--	জমিদার	--	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
রমানাথ	--	ব্যবসায়ী	--	শৈলেন চৌধুরী
খগেন	--	ঐ জ্যেষ্ঠ-পুত্র	--	জহর গাঙ্গুলী
নগেন	--	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র	--	ছবি বিশ্বাস
জীবন	--	শ্রীপতির কর্ম্মচারী	--	নরেন চক্রবর্ত্তী
ব্রজেন	--	ঐ	--	সুধাংশু মিত্র
বিশু	--	ঐ প্রজা	--	কুঞ্জ সেন

—স্ত্রী—

সারদেশ্বরী	--	জমিদার পত্নী	--	নীহারবালা
চন্দ্রা	--	ঐ কন্যা	--	রাধারাণী (রেডিও)
ললিতা	--	খগেনের স্ত্রী	--	ছায়া দেবী
সুখী	--	বিশুর স্ত্রী	--	কোহিনুর বালা
জনৈক স্ত্রীলোক	--		--	ঐ
বরদা	--	ললিতার দাসী	--	সুবাসিনী

পরিশিষ্ট

তৃতীয় অঙ্কে চন্দ্রা যে কীর্ত্তন গান গাহিতেছে বলিয়া নির্দ্দেশ আছে—সে গানখানির পরিবর্ত্তে সম্প্রতি নিম্নলিখিত গানখানি নাট্যনিকেতনের অভিনয়ে গাওয়া হইতেছে।

চন্দ্রার গান

অপরূপ শ্যামের হাসি!
(দেখনু) নাচত কুঞ্জে, নন্দদুলালা—
বাজায় মোহনবাঁশী॥
নূপুর নিক্কণ মোহত জন জন
খেলত যমুনা উজানা—
প্রেম সলিল সখি, ক্যায়্‌সে নিবারব
যুগ যুগ শ্যাম-পিয়াসী॥

পরিণীতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম। জমিদারবাবুর বৃহৎ অট্টালিকার একটী সুসজ্জিত কক্ষ—বড় বড় পুরাতন ষ্টাইলের চেয়ার, কুশন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়কার বড় বড় Oil-painting দ্বারা ঘরখানি সাজানো।)

(শ্রীপতিবাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, জমিদারীসংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখিতেছেন। কন্যা চন্দ্রা একখানি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হাতে লইয়া প্রবেশ করিল)

শ্রীপতি। তোমার মায়ের পূজা শেষ হ'লো চন্দ্রা?

চন্দ্রা। না, এখনও হয়নি বাবা। তার ওপর আজ অশোক-ষষ্ঠী কিনা? আজ মায়ের উপোষ।

শ্রীপতি। চা খেতেও পাবেন না? চা খেয়ে তো উপোষ হয়।

চন্দ্রা। মা উপোষের পর সন্ধ্যাবেলা চা খাবেন। আচ্ছা বাবা—একালের সব খারাপ, আর সেকালের সব ভালো?

শ্রীপতি। কেন?—আমি তো একথা কোনো দিন বলিনি! সেকাল সেকাল……একাল একাল। ভালমন্দ সেকালেও ছিল, একালেও আছে।

চন্দ্রা। আচ্ছা, আসল খারাপ লোক কাকে বলে বাবা?

শ্রীপতি। যারা ভালো নয়। কেনরে—এসব কথা কেন?

চন্দ্রা। এমনি জিজ্ঞাসা করছি বাবা। তুমি বলনা, কারা ভালো নয়!

শ্রীপতি। যারা নিজেদের ষোল আনা সুবিধা খোঁজে; অন্য লোকের কথা ভাবে না—down-right selfish people.

চন্দ্রা। তুমি রমানাথবাবুকে কি রকম লোক মনে কর বাবা? ভালো না মন্দ?

শ্রীপতি। রমানাথ! কোন্ রমানাথ?

চন্দ্রা। আমাদের পড়শী। "রায় এণ্ড সন্সে"র রমানাথ বাবু।

শ্রীপতি। রমানাথ মুদী! ও আবার বাবু হ'লো কবে?

চন্দ্রা। কেন? সবাই তো ওঁকে বাবু বলে। মস্ত বড় 'বুইক্ কার' নিয়েছে। বাড়ীঘর সব তকতকে ঝকঝকে—চমৎকার সাজানো!

শ্রীপতি। তুমি ওদের বাড়ী যাও নাকি?

চন্দ্রা। ওদের বাড়ীর বৌএর সঙ্গে আমার খুব ভাব যে—খাসা বৌটী, চমৎকার কথাবার্ত্তা!

শ্রীপতি। না না, তুমি ওদের সঙ্গে মিশ' না। ওরা ঠিক ভদ্র নয়।

চন্দ্রা। না, বাবা! তোমার মুখে আমি একথা শুনতে চাই না। মা বরং ব'লতে পারেন! তুমি তো কাউকে কখনো কড়া কথা বলনা বাবা! ললিতা বৌদি বেশ ভালো মেয়ে, আর খগেন বাবুও বেশ ভালো লোক……

শ্রীপতি। খগেন বাবুটী কে?

চন্দ্রা। রমানাথ বাবুর বড় ছেলে। তবে নগেন আরো চমৎকার—যেমন গান গায়—তেমনি খেলা করে; সাঁতার কাটে—চমৎকার; খুব Modern!

শ্রীপতি। হুঁ! Modern!……Modern ব'লতে তুমি কি বোঝ?

চন্দ্রা। ওর মাথায় নানা রকম modern ideas আছে।

শ্রীপতি। Modern ideas মানে?

চন্দ্রা। এই rights of men and women! সমাজে নরনারীভেদে কার অধিকার কতখানি থাকবে বা থাকবে না—এই সমস্ত!

শ্রীপতি। তার অর্থ এই তো—দোকানদারের ছেলে হয়ে, বনেদী ঘরের মেয়ে বিয়ে ক'রতে ওঁর আপত্তি নেই!

চন্দ্রা। সে বিয়ে ক'রতেই চায় না। বিয়ে সম্বন্ধে কোন কথা বলে না!

শ্রীপতি। কি সম্বন্ধে কথা বলেন?

চন্দ্রা। সে বলে,—বুড়োরা কর্ত্তা হওয়াতেই আমাদের সমাজ-সংসারের এই অবস্থা হয়েছে।

শ্রীপতি। বটে! বুড়োদের অপরাধ?

চন্দ্রা। তারা গদী ছাড়তে চায় না! তার মতে, সে কালের রাজারা যেমন ছেলেদের যুবরাজ ক'রে দিয়ে বানপ্রস্থ করতেন, সংসারের সব বুড়ো বাপদের সেইরকম ছেলেদের ওপর কাজের ভার দিয়ে চুপচাপ্ বসে থাকা দরকার। তারা অনেক দিন কর্ত্তামো করেছে……আর কেন? বলে, কর্ত্তাভজার কাল আর নেই!

শ্রীপতি। বটে! আর কি বলেন?

চন্দ্রা। বলে, বুড়োরা যেমন অভিমানী, তেমনি স্বার্থপর, আর তেমনি লোভী। বুড়োদের সরিয়ে ফেলতে না পারলে, আর সংসার বসবাসের যোগ্য হবে না; নিজেরা মারামারি ক'রে তারা সংসারটাকে একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলবে!

শ্রীপতি। তার বাপের সম্বন্ধেও কি ছোকরাটির এই রকম ধারণা?

চন্দ্রা। নগেন তার বাপের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে না……বাপের সঙ্গে সে কথাই বলে না! শুধু নগেন কেন, তাঁর সামনে কেউ কিছু বলে না!

শ্রীপতি। দেখ চন্দ্রা, এ সব কথা তুমি যার কাছ থেকেই শুনে থাকো—These are undigested borrowed ideas……আমি ইচ্ছা করি, তুমি নিজে চিন্তা ক'রতে শিখবে!

চন্দ্রা। এ সব নগেনবাবুর কথা, আমার কথা নয় বাবা!

শ্রীপতি। ওসব নগেনবাবুরও কথা নয়—কথা বিলিতি গ্রন্থকারের। Modern কাকে বলে জানো চন্দ্রা?

চন্দ্রা। কাকে বলে বাবা!

শ্রীপতি। সত্যকে স্বীকার ক'রবার সাহস যার আছে, সেই modern! মানুষের সমাজ বা সাংসারিক ব্যবস্থা সব জিনিষ পুরোনো হয়, জীর্ণ হয়; শুধু সত্যই চিরকাল থাকে। Modern হ'চ্ছেন চিরকিশোর সত্য।

চন্দ্রা। তাই শ্রীকৃষ্ণ চির-কিশোর!

শ্রীপতি। তোমার সেই গানখানা আজ একবার শোনাও তো মা!

চন্দ্রা। যেখানা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?

শ্রীপতি। হ্যাঁ, I am spiritually rundown মনটা ভাল নেই……শান্তি পাচ্ছি না!

(চন্দ্রা গান আরম্ভ করিল)

গান

চির-সুন্দর জাগো,
খোল মন্দির-দ্বার।
পূজারিণী আঁখি-জলে
গাঁথিয়াছে ফুল-হার!!
আরতির দীপ জ্বালা,
সজ্জিত ফুল-ডালা,
তব আগমনী-গীতে
মুখরিত চারিধার!
অধরে চারু-হাসি,
করে মোহন বাঁশী,
দেখাও মুরতি তব
নয়নে এসো আমার!!

(গান শেষ হইলে চন্দ্রা প্রস্থান করিল। শ্রীপতিবাবু Calling Bell টিপিলেন—ব্রজেন প্রবেশ করিল)

শ্রীপতি। বাতের ব্যথায় আমায় তো পঙ্গু ক'রে ফেলেছে—দেখেছ ব্রজেন!

ব্রজেন। আজ একটু ভাল নয়?

শ্রীপতি। কই—মনে তো হচ্ছে না।

ব্রজেন। তাই তো, মুস্কিল দেখছি!

শ্রীপতি। উঃ! এরা তো দেখছি ভারি বাড়াবাড়ি ক'রলে; অনবরত সুরকীর কলের

ঘড়ঘড়ানী······তার ওপর লরীর উপদ্রব!—জীবন কোথায়?

ব্রজেন। উকীল-বাবুর বাড়ী গেছেন আপীলের কাগজপত্তর নিয়ে। বিশু মিস্ত্রি আর তার পরিবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমায় ব'লছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে!

শ্রীপতি। কেন, কি দরকার?

ব্রজেন। তা জানিনে, পাঠিয়ে দেব?

শ্রীপতি। দাও······

ব্রজেন। আমি তাহ'লে একবার আলীপুর ঘুরে আসি।

শ্রীপতি। আসবার সময় এই ওষুধটা কিনে এনো। বাথ্‌গেটের ওখানে পাওয়া যাবে!

(ব্রজেন চলিয়া গেল······বিশু মিস্ত্রি ও তার পরিবার সুখী প্রবেশ করিল)

শ্রীপতি। এস, বিশু! তোমাদের খবর কি? অনেক দিন দেখিনি, সব ভালো তো!

বিশু। ভালো আর কোথায় আছি বড়বাবু? ······কলের বাবু তো হামাদের সকলকে ঘর ছেড়ে দিতে নোটীশ দিয়েছে—!

শ্রীপতি। কে নোটীশ দিয়েছে?

বিশু। কলের বড়বাবু—রমানাথবাবু!

সুখী। এই হপ্তা বাদ হামাদের ঘর ছেড়িয়ে চলে যেতে হবে। তাই বাবু, আমরা আপনার কাছে এলাম। আপনি গরীবের মা-বাপ; আপনার ভরসাতেই আমাদের এখানে থাকা!

শ্রীপতি। তুমি তো জানো বিশু, কেশেডাঙ্গা, নীলকুঠী, আর তোমাদের এই জায়গাটা যখন রমানাথকে পত্তনি দিই, তখন এই সর্ত্ত ছিল যে, কোন প্রজা উচ্ছেদ ক'রতে পারবে না!

সুখী। মোদের সবাইকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে বাবু। এখন এই ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যাই বলুন তো বাবু? কাছে এমন জায়গা নেই, যেখানে ঘর বাঁধা যায়। তা ছাড়া ঘর বাঁধবার টাকাই বা কোথায় পাবো!

শ্রীপতি। না, এ চ'লবে না······এ চ'লবে না! কি—রমানাথ নিজে বলেছে?

সুখী। হ্যাঁ বাবু, ঐ বাবুই তো ব'ল্লে······ "তোমাদের কষ্ট হবে; তোমাদের জন্যে আমি দুঃখিত! কিন্তু, কি ক'রবো বল······আমার জায়গা চাই! আমার নতুন আদ্‌মী সব আসছে; তাদের জন্যে ঘর বানাতে হবে।" তিনি বড় লোক; তিনি ইচ্ছে ক'রলে সব ক'রতে পারেন!

বিশু। বড়লোক—ঢের বড়লোক আমি দেখেছি! উনি বড়লোক! উনি ভদ্রলোক নয় বাবু······তিরিশ বছর আমরা ঐ ঘরে আছি ···সুখীকে বিয়ে ক'রে ঐ ঘরে ঢুকি বাবু······ আপনি তো সব জানেন······তখন আপনার বাবা কর্ত্তা! আপনি আমাদের রক্ষা করুন বাবু!

শ্রীপতি। এই তো Breach of trust···যে সর্ত্তে জমি লিজ্‌ নিয়েছিল, সে সর্ত্ত রাখছে কই? আচ্ছা, এখুনি রমানাথকে ডেকে পাঠাচ্ছি; (Calling Bell টিপিলেন) ইট্, সুরকী বেচে আর কণ্ট্রাক্টরি ক'রে, লোভ বড় বেড়ে গেছে; কোনদিকে দৃক্‌পাত নেই; কি মনে করে সে? পয়সার গুমোর! কত টাকা জমিয়েছে, ক'দিন চলবে সে টাকায়? এমন জানলে ওকে লিজ্‌ দিতাম না। ও জমি কি জন্যে চাই তার?

বিশু। আপনার বাড়ীর সামনে সরকার বাবুদের যে বাগানবাড়ী আছে, সেইটে কিনবে—সেইখানে বাবু চিনির কল তৈরী ক'রবেন। সেই কলের কুলী-মজুরদের জায়গা দিতে হবে!

শ্রীপতি। বটে! সরকারদের বাগানবাড়ী কিনবে? চিনির কল হবে? আমার বাড়ীর সামনে চিম্‌নী উঠবে? ধোঁয়া উড়বে? আমি বেঁচে থাকতে নয়!

বিশু। চমৎকার বাগান! ওতো আপনাদেরই ছিল বাবু!

শ্রীপতি। হ্যাঁ, বাবা সরকারদের কাছে বিক্রি করেন। ওটা আমাদের অতিথি-বাড়ী······

বিশু। এখানে কল উঠলে, আপনার বাড়ীর আর কিছু রইলো না বাবু! শুধু ধোঁয়া, ধুলো আর ঘড়ঘড় আওয়াজ দিনরাত চ'লবে···ঘেনর ঘেনর ক'রবে।

সুখী। আমরা বল্লাম, বড়বাবু কক্ষনো এমন কাজ ক'রত না—আমাদের তাড়িয়ে দিতেন না।

বিশু। তার উত্তরে বল্লে—"ও সব বড়বাবুগিরি-ছোটবাবুগিরি আর চলবে না। আমার দরকার; তোমাদের যেতে হবে!"

সুখী। আমরাও মুখের ওপর ব'লেছি বাবু,—কোনো ভদ্রলোক এ রকম কাজ করে না।

(শ্রীপতিবাবু উত্তেজিত হইয়া Calling Bell টিপিলেন। ব্রজেন প্রবেশ করিল)

শ্রীপতি। ব্রজেন! জীবনকে ডেকে দাও তো!

ব্রজেন। তিনি তো ক'লকাতায় গেছেন—উকীলের কাছে!

শ্রীপতি। হ্যাঁ—ভুলে গিয়েছিলাম! 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়েছে; মনে করেছে, টাকায় সব হয়! আচ্ছা, রমানাথকে ডাকতে পাঠাও; সে যেন এখুনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। (ব্রজেন প্রস্থান করিল) বিশু! তোমরা এখন যাও; দেখি, কি ক'রতে পারি!

সুখী। এ পাড়ায় আমাদের থাকতেই হবে বাবু। ওনার কাজকম্মো, আমার দুধ-জোগান—সবই এপাড়ায়। পাড়া ছাড়লে আমাদের রুটি বন্ধ হো যাবে বাবু!

শ্রীপতি। আচ্ছা…আচ্ছা; আমার সব কথা মনে রইলো! তোমরা এখন যাও!

বিশু। বড়বাবু, আপনি গরীবের মা-বাপ!

সুখী। আমাদের আপনি গোড়ে রাখবেন বাবু!

[উভয়ের প্রস্থান

শ্রীপতি। তিরিশ বছর ধরে যারা এক জায়গায় আছে, তাদের তুলে দেবে? দিলেই হলো! জমির মালিক তুমি? তোমায় কে তুলে দেয়, তার ঠিক নেই—তুমি অন্য লোককে তুলে দেবে!

(সারদেশ্বরীর প্রবেশ)

শ্রীপতি। শুনেছ! রমানাথের কাণ্ড!

সারদা। বিশুদের তুলে দেবে?

শ্রীপতি। হ্যাঁ,—আব্দার! এ আমি হ'তে দেব না। সাত বছর আগে যখন জমি পত্তনি দি—অবশ্য বাধ্য হয়ে দিতে হয়েছিল, নইলে ওকে আমি দিতাম না—তখন সর্ত্ত ছিল, কাউকে তুলতে পাবে না। এ তো চুক্তিভঙ্গ!

সারদা। তুমি কি মনে কর, রমানাথের তাতে কিছু এসে যায়?

শ্রীপতি। তার যদি কিছুমাত্র ভদ্রতাজ্ঞান থাকে—

সারদা। সে জ্ঞান তার নেই!

শ্রীপতি। বিশু ব'লছিল, সামনের বাগান-বাড়ী কিনে চিমনি তুলবে—চিনির কল হবে। আস্পর্দ্ধার কথা শোন একবার!

সারদা। এই বাড়ীর সামনে চিনির কল! কি কাণ্ড! রায়সাহেবদের বাড়ী আমাদের যাতায়াত বন্ধ? না না, সরকার-গিন্নী আমাদের না জানিয়ে ওদের বেচবে না।

শ্রীপতি। যাই হোক, আমি ওদের উঠতে দেব না। আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রব।

সারদা। দলিলে ওটা লেখাপড়ার ভিতর থাকলে আজ এমনটা ক'রতে সাহস পেত না।

শ্রীপতি। না না, আমার যে স্পষ্ট মনে আছে; আমি বল্লাম, জমি লিজ্ চাও দি'চ্ছি; কিন্তু ওদের কাউকে তুলতে পারবে না। ওরা যেমন আছে, তেমনি থাকবে। রমানাথ ব'ল্লে—'সেকি বড়বাবু, আপনি নিজে ব'লছেন—আপনার কথা আমি অমান্য ক'রবো'! এ কথার ওপর আমি আর কি ব'লবো!

সারদা। এইবার রমানাথকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস কর; কি উত্তর দেয়, দেখ।

শ্রীপতি। রমানাথকে ডেকে পাঠিয়েছি; এখনি আসবে আমার কাছে; আমি স্পষ্ট জিজ্ঞেসা ক'রব—এই কি তোমার কথার মূল্য!

সারদা। রমানাথের মত লোক নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখেনা—দেখতে জানেও না। কথার মূল্য রইলো কি না রইল, এ নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই!

শ্রীপতি। তা বটে! আমরা তো ঠিক ওভাবে অভ্যস্ত নই!—এই যে জীবন এসো—চন্দ্রমোহন বাবুর কাছে গিয়েছিলে?

(জীবন প্রবেশ করিল)

জীবন। হ্যাঁ!

শ্রীপতি। এদিক্‌কার খবর শুনেছ?

জীবন। শুনলাম—রমানাথবাবু সামনের বাগান-বাড়ী কিনছেন।

শ্রীপতি। সে খবরও জানো?

জীবন। কমলা দাসীর কাছে দর দিয়েছে।

শ্রীপতি। কি, আমাদের সরকার-গিন্নীর কাছে?

জীবন। হ্যাঁ, লোক যাতায়াত ক'রছে।

শ্রীপতি। আর, সরকার-গিন্নী—আমাদের একটা খবর দেয়নি? শোন জীবন, ও সম্পত্তি হাতছাড়া করা চ'লবে না। তুমি এখনি সরকার-গিন্নীর কাছে চলে যাও!

জীবন। যে আজ্ঞে! আপনার দর কি? কত টাকা পর্য্যন্ত উঠতে পারেন?

শ্রীপতি। তুমি তো সবই জানো, আমার এখন কিনবার ইচ্ছে নেই। তবে, তিনি যদি নেহাৎ বিক্রি ক'রবেন ব'লে সঙ্কল্প ক'রে থাকেন—নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে, আমাকে বাধ্য হ'য়ে কিনতে হবে।

জীবন। তবু যদি দরের কথা বলেন—আমি কি উত্তর দেব?

শ্রীপতি। তিন হাজার টাকা ধার নেওয়া হয়; সুদে আসলে পাঁচ হাজার দাঁড়িয়েছিল। বাবা বাগানটা ছেড়ে দিলেন। তুমি সরকার-গিন্নীকে ব'লো, আমি পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত উঠতে রাজী আছি।

রমানাথ। (নেপথ্য হইতে) বড়বাবু কোথায়? একেবারে খাস্ কামরায়! বড়বাবু কি আজকাল নীচে নামেন না নাকি?

জীবন। রমানাথবাবু আসছেন।

সারদা। জীবন, তুমি দেরী ক'রোনা।

[সারদার প্রস্থান

জীবন। আসুন, রমানাথবাবু!

রমানাথ। নমস্কার—বড়বাবু!

শ্রীপতি। নমস্কার—

রমানাথ। কি, ব্যাপার কি? হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন? পায়ে কি হ'য়েছে?

শ্রীপতি। বাতের বেদনায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। সেই জন্যেই তো নীচে নামতে পারি নে!

রমানাথ। তাই তো, আপনাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য ক'রে দিয়েছে দেখ্‌ছি! কত বয়েস হ'লো?

শ্রীপতি। আমার বয়েসের চেয়ে আমাকে একটু বেশী দেখায় বোধ হয়—বয়েস আমার বাহান্ন।

রমানাথ। মোটে! তাহ'লে আমার তুলনায়, আপনি তো young man—I am sixty one—আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশী কর্ম্মঠ!

শ্রীপতি। তুমি, আপনি ভাগ্যবান্!

রমানাথ। ও কথা আপনার বলা উচিত নয়। আমার পরিচয় এখানে কেউ জানে না···দশ বছর আগে আমি আপনাদের হাটে চাল বিক্রি ক'রতাম!

শ্রীপতি। সে কথা মনে আছে?

রমানাথ। আছে বইকি বড়বাবু!

শ্রীপতি। তুমি, মানে, আপনি বসুন!

রমানাথ। কি দরকার? আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমি শুনেছি, আপনার সামনে কেউ বসে, আপনি তা পছন্দ করেন না! আপনাকে চটাতে চাই না!

শ্রীপতি। হুঁ! বহুকাল পরে দেখা হ'লো। এই মাত্র বিশু এসেছিল···

রমানাথ। বিশু কে?

শ্রীপতি। আমাদের নীলকুঠীর প্রজা; এখন অবশ্য—

রমানাথ। ও! লোকটা, যার পরিবার খুব মুখরা—দিনরাত ঝগড়া ক'রে জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

শ্রীপতি। না না, ওরা অত্যন্ত ভাল লোক; তার ওপর গরীব। আজ তিরিশ বছর এখানে ওই কুঁড়ে ঘর বেঁধে বসবাস ক'রছে।

রমানাথ। হ্যাঁ,—জায়গাটা চিরকাল এক-ভাবে আছে; এবার আমি স্থানটাকে একটু চঞ্চল ক'রে তুলতে চাই। ওখানে আমার লম্বা শেড্ তৈরী করতে হবে মজুরদের জন্যে!

শ্রীপতি। মনে আছে, তুমি আমার কথা দিয়েছিলে,—আমার প্রজাদের উচ্ছেদ ক'রবে না!

রমানাথ। দেখুন, বড়বাবু, সে কথার কোন মূল্য নেই। যখন কথা দিয়েছিলাম, তখনকার আমি, আর এখনকার আমি—এক নই। তখন চিনির কল ক'রবার কল্পনাও আমার মনে আসেনি। আজ প্রয়োজন হ'য়েছে।

শ্রীপতি। শুধু নিজের প্রয়োজন দেখলেই তো হবে না—অন্যলোকের কথাও মনে রাখতে হবে।

রমানাথ। আমার প্রয়োজনের গুরুত্ব বেশী। হাজার হাজার লোক আমার কাজে খাটবে। এতগুলি লোকের অন্নবস্ত্র-ঘরের ব্যবস্থা আমায় ক'রতে হবে।

শ্রীপতি। বিশু মিস্ত্রির সমস্যাও কম নয়—তারও অন্নবস্ত্র ঘরের সমস্যা!

রমানাথ। আমার লোকেরা তো শুধু নিজেদের অন্নবস্ত্র উপার্জ্জন ক'রবে না, উপরন্তু আমার অর্থ উপার্জ্জনের সহায়তা ক'রবে। তাদের সুখ-সুবিধা আমায় দেখতেই হবে!

শ্রীপতি। যে তোমার চাকরী ক'রবে না, তার সুখসুবিধে তুমি দেখবে না?

রমানাথ। আমার অবকাশ কই বড়বাবু! আমার বছরে তিন চার লাখ টাকা উপার্জ্জন ক'রতে হয়; খাজনা আদায় ক'রে নয়—জিনিষ তৈরী আর বিক্রি করে। আমি যদি জগতের যাবতীয় কীট-পতঙ্গের সুবিধে অসুবিধে বিচার করি, তবে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমার তো সেইখানেই মৃত্যু!

শ্রীপতি। আমারও তো জমিদারী আছে। দশজন প্রজাও আছে; আমরা এ কাজ করিনে।

রমানাথ। আপনি ব'লতে চান, আপনি কখন কোন প্রজার ওপর অত্যাচার করেন নি?

শ্রীপতি। সন্ধান নিয়ে দেখতে পারেন।

রমানাথ। তাহ'লে বুঝতে হবে, আপনার আবশ্যক হয়নি। আপনি উত্তরাধিকার-সূত্রে জমিদারী পেয়েছেন; আপনাকে নতুন কিছু ক'রতে হয়নি, আপনি যা পেয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট আছেন। আমাকে আয় বাড়াতে হ'চ্ছে। আপনার পিতামহ কি প্রপিতামহ, যিনি জমিদারী ক'রেছিলেন, তাঁর ইতিহাসটা দেখবেন···অনেক খুন জখম লাঠিবাজি ক'রে তাঁকে জমি সংগ্রহ ক'রতে হ'য়েছিল—অনেক বিশু মিস্ত্রিকে ভিটেচ্যুত করেছিলেন।

শ্রীপতি। তুমি আমার পূর্ব্বপুরুষদের অপমান ক'রছ?

রমানাথ। আজ্ঞে না, সত্যি কথাই ব'লছি। দেখুন শ্রীপতিবাবু, মাপ ক'রবেন, আপনি আবার বড়বাবু না ব'ল্লে চটে যান।

শ্রীপতি। আপনি যা খুশী, তাই বলুন না।

রমানাথ। দেখুন, আপনি আমার মত লোকের সঙ্গে কখনও মেশেন নি। আমার উৎসাহ আছে, কর্ম্মশক্তি আছে, অর্থ আছে—স্বোপার্জ্জিত অর্থ। আমি যখন এখানে এসেছি, আপনার এই মনোহরপুরকে আমি ভেঙেচুরে নতুন করে গ'ড়ে তুলবো। এর এক কাঠা জমিও আমি ফেলে রাখবো না—কাজে লাগাবো। আমি ভাবছি, এখানে আমাদের দু'জনের স্থান হবে কি?

শ্রীপতি। না। তাহ'লে তুমি কতদিনের ভেতর উঠছ?

রমানাথ। আমি উঠবো না। সাত বছর আগে, যখন আমায় জমি দিয়েছিলেন, সেই সময়ই বোঝা দরকার ছিল, আমি উঠবো না।

শ্রীপতি। তাহ'লে, তুমি আমার বাড়ীর সামনে চিনির কল তুলে আমার বাড়ীর সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট ক'রবে?

রমানাথ। আপনার বাড়ীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হবে ব'লে কি হাজার হাজার লোক জীবিকা উপার্জ্জন ক'রবে না? আপনার বাড়ীর সৌন্দর্য্য আপনি রাখতে পারেন, রাখুন না!

শ্রীপতি। তাহ'লে তুমি বাগানবাড়ী কিনছ?

রমানাথ। বোধ হয় এতক্ষণ কেনা হয়ে গেল—আমার বড়ছেলে খগেনকে পাঠিয়েছি শ্রীমতী কমলা দাসীর কাছে। আমি শুনেছি, তাঁর টাকার দরকার।

শ্রীপতি। তুমি কি মনে কর, একা তোমারই টাকা আছে; আর কারো টাকা নেই।

রমানাথ। না, তা মনে করিনে; তবে আর কারো ওই জমির দরকার নেই।

শ্রীপতি। তা'হলে, আমার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা তুমি আবশ্যক মনে করনা।

রমানাথ। সদ্ভাব আপনারাই রাখেন নি। আমাদের সঙ্গে আপনারা মেশেন না, মিশ্‌তে চান না—আমাদের ঘৃণা করেন। যখন থেকে আপনার বাড়ীর পাশের জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে, আমি বাড়ী তৈরী ক'রতে আরম্ভ করি—তখন থেকেই আপনি আমার উপর বিরূপ। গৃহ প্রবেশের সময় অত অনুনয়-বিনয় ক'রলুম, একবার পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ ক'রবেন—সে অনুগ্রহটুকু পর্য্যন্ত ক'রলেন না। ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, সে নিমন্ত্রণ আপনারা রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন নি। খিড়কীর বাগানে আমার বৌমাকে দেখলে আপনার স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে চলে যান—বৌটিকে ডেকে একটা কথা বলাও প্রয়োজন মনে করেন না। আমি কিছু ভুলিনি বড়বাবু। দুনিয়ায় বাস করা আরসিতে মুখ দেখা—আপনি যদি আমায় না চান, আমিই বা আপনাকে চাইব কেন?

শ্রীপতি। নীলকুঠীর প্রজাদের সম্বন্ধে কি হবে তাহ'লে?

রমানাথ। আমার যা ব'লবার বলেছি, আর বলবার কিছু নেই!

শ্রীপতি। গরীবের সর্ব্বনাশ করতেই হবে?

রমানাথ। দু'চার জনের সাময়িক অসুবিধা হবে, আর হাজার হাজার লোকের অন্নবস্ত্রের সুবিধে হবে।

শ্রীপতি। তাহ'লে তুমি আমার বন্ধুত্ব চাও না? আমায় শত্রু করতে চাও!

রমানাথ। যা মনে করেন, উপায় নেই!

শ্রীপতি। ভাল! (Calling Bell টিপিলেন)

(জীবন প্রবেশ করিল)

রমানাথ। তাহ'লে আসি বড়বাবু!

শ্রীপতি। এক মিনিট। জীবন, বিশুকে একবার ডেকে দাও।

রমানাথ। তাদের আর আমি কিছু বলতে চাই না। আমার যা ব'লবার বলে দিয়েছি তো—জিনিষপত্র remove ক'রবার জন্যে পাঁচ টাকা গরুর গাড়ী ভাড়া দেব!

শ্রীপতি। তারা গরীব—নিজের সম্বন্ধে কিছু ব'লতে পারে। সেটা শোনা দরকার।

রমানাথ। আমিও একদিন গরীব ছিলাম—আমি জানি, সেদিন আমার কথাও কেউ শুনতো না।

(বিশু ও সুখী প্রবেশ করিল)

শ্রীপতি। বিশু, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ লোকটা নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে চায় না।

রমানাথ। নিজের স্বার্থের অতিরিক্ত এ সংসারে কেউই কিছু দেখতে পায় না মুখুজ্জেমশায়! আপনার স্বার্থের দিকে আপনি দেখছেন—বিশুর স্বার্থের দিকে বিশু দেখছে, আমার স্বার্থ আমি দেখছি।—আপনিও আমার চেয়ে এক ইঞ্চিও বেশী নিঃস্বার্থ নন।

বিশু। আমরা মনে করেছিলাম বড়বাবু, আপনি ব'ললে একটু ভাল ফল হবে।

রমানাথ। তোরা এত বেশী ভাবছিস্ কেন? তোর বড়বাবুর তো এখনও যথেষ্ট পোড়ো জমি আছে। যেখানে ইচ্ছে, আধ কাঠা পোড়ো জমির ওপর কুঁড়ে তুলবি—তোদের ভাবনা কি বাবা! আমি তো ব'লেছি, খরচা হিসাবে পাঁচ টাকা দেব।

সুখী। পঞ্চাশ টাকা পেলেও আমরা বাড়ী ছাড়তে পারিনে! ঐ বাড়ীতে আমাদের পাঁচটী সন্তান হয়েছে—দু'টো সন্তান মারা গেছে। ও বাড়ীতে যে আমাদের কত মায়া, আপনি তার কি বুঝ্‌বেন বাবু! আমার দুখী সেবার যখন মারা যায়—

বিশু। এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি বাবু!

রমানাথ। কেন?—তোদের বড়বাবু তো ছিলেন, উনি তো গরীবের মা-বাপ!

বিশু। ছোট হোক, বড় হোক, কুঁড়ে ঘর হোক—আমাদের বাড়ী, আমাদের ভিটা; তিরিশ বছর ধরে ঐ ভিটে ছাড়া আর কিছু জানিনে!

রমানাথ। আচ্ছা, আচ্ছা, খরচা পাঁচ টাকার ওপর নূতন ঘর বাঁধবার জন্যে আরও দশ টাকা দেব'। যা—আর গণ্ডগোল করিস্‌নে।

বিশু। আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু নেব না!

সুখী। পাই পয়সাটীও নয়!

রমানাথ। তোরা অত্যন্ত নচ্ছার আর পাজী!

শ্রীপতি। ওদের গাল দেবার দরকার নেই রমানাথ বাবু!

রমানাথ। ভেবেছিলাম, আরো এক সপ্তাহ তোদের থাকতে দেব—এখন আমি ব'লছি, আসছে শনিবার বেলা চারটার মধ্যে ঘর খালি করা চাই!

শ্রীপতি। আমাদের আস্তাবল্ বাড়ীতে দু'টো খালিঘর আছে—আপাততঃ সেখানে থাকো, পরের ব্যবস্থা পরে হবে।

রমানাথ। বেলা চারটার আগেই ঘর খালি করা চাই—নইলে আমার লোক গিয়ে জোর ক'রে মালপত্তর বার ক'রবে।

সুখী। আমরা না উঠলে আপনি ওঠাতে পারেন না। আমরা তিরিশ বছর উ'বাড়ীতে আছি—দখ্‌লি স্বত্ব আমাদের।

রমানাথ। ও! উকীলের পরামর্শ নিয়েছ বুঝি? দেখ, ওসব ক'রতে যেয়ো না—গরীব মানুষ, মারা পড়বে! যা ব'ললাম, তাই করো।

সুখী। গরীবের সর্ব্বনাশ ক'রলে আপনার ভাল হবে না! এর ফল হাতে হাতে পাবেন।

রমানাথ। আরে, আবার শাপমন্যি দেয়! দেখছেন বড়বাবু, এদের কি কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে?

শ্রীপতি। যাও বিশু, যাও সুখী—বাড়ী যাও।

রমানাথ। দেখছিস্?—তোদের বড়বাবু পর্য্যন্ত আমায় খাতির করেন! তোরা কোন সাহসে তেজ দেখাস্? যা, গরীব মানুষের মুখে বড় কথা মানায় না—ভালো শোনায় না!

বিশু। আচ্ছা, বাবু!

[বিশু ও সুখী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল

শ্রীপতি। রমানাথ বাবু, কতদিন বড়লোক হ'য়েছেন?

রমানাথ। এই বছর দুই, আমার ছেলের বিয়ের পরই। আপনার জমিই আমার লক্ষ্মী মুখুজ্জে মশাই!

শ্রীপতি। লক্ষ্মীর আর একটা নাম চঞ্চলা, জানেন তো? উনি বহুদিন এক জায়গায় থাকেন না! আজ দু'টো পয়সা উপার্জ্জন ক'রছেন ব'লে অতটা গরম হবার দরকার ছিল না!

রমানাথ। লক্ষ্মী চঞ্চলা, আমি তা জানি। আপনি ভুলতে পাচ্ছেন না, আপনি দিন দিন গরীব হ'য়ে প'ড়ছেন—আর আমি ভুলতে পারিনে, দু'দিন আগে আমি গরীব ছিলাম। ওদের আমি উপদেশ দিচ্ছিলাম, ওদের ভালর জন্যে। ওদের মুখে যে কথা আমি সহ্য করেছি, সে কথা আপনাকে ব'ললে আপনি দারোয়ান ডাকতেন—অবিশ্যি আজ আপনার দারোয়ান নেই, সে আলাদা কথা।

শ্রীপতি। তুমি কি আমায় অপমান ক'রবে—না উপদেশ দেবে!

রমানাথ। আপনাকে আমি অপমান ক'রতে পারি না, তা আপনি জানেন; আর উপদেশ দেবার মতন আস্পর্দ্ধাও আমার নেই—তবু দু'টো কথা আজ আমি আপনাকে জানাতে চাই।

শ্রীপতি। জানাও!

রমানাথ। লক্ষ্মী চঞ্চলা—আমি জানি; কিন্তু পরিশ্রমের ফল একদিন পাওয়া যায়—এ কথা আপনিও অস্বীকার ক'রতে পারেন না। চিরদিন সমান যাবে না—তবে আজ আপনার এখানে আমার কিছু প্রতিপত্তি আছে।

শ্রীপতি। জানি, তার পর বল।

রমানাথ। আপনার এই বাড়াটুকু ছাড়া, আশপাশের সমস্ত জমি আপনি আমায় ক্রমে ক্রমে লিজ্ দিতে বাধ্য হ'য়েছেন—এখন বাগানবাড়ী কিনলে আপনার কি অবস্থা হবে বুঝতে পাচ্ছেন? আপনার বাড়ীর আবরু আর কিছু থাকবে না—ঐখানে কুলী মজুর লরীর হাট ব'সে যাবে। আপনার চারপাশে আমি—আমায় আপনি শত্রু ক'রতে চান, না বন্ধু ক'রতে চান?

শ্রীপতি। আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চাইনে!

রমানাথ। কিন্তু কার্য্যতঃ আপনি রাখতে বাধ্য। আপনি চুপচাপ থাকতে পারেন, আমি চুপচাপ থাকবো না। আমার প্রকৃতি তা নয়—আমি হয় বন্ধু হব', না হয় শত্রু হব'!

শ্রীপতি। আমার ভিটেবাড়ীর প্রজাদের আমারই সামনে উচ্ছেদ ক'রে তুমি আমায় সন্ধি ক'রতে বল?—অসম্ভব!

(খগেনের প্রবেশ)

খগেন। বাবা, আপনি এখানে ?

রমানাথ। (জনান্তিকে) হ্যাঁ, খবর কি ?

খগেন। পাওয়া গেল না—!

রমানাথ। সে কি! তুমি কত দর দিয়েছিলে ?

খগেন। আমি সাত হাজার পর্য্যন্ত উঠেছি!

রমানাথ। ও—আচ্ছা! চল আমরা যাই!

(পিছনের বারান্দা দিয়া চন্দ্রা, নগেন ও ললিতার প্রবেশ)

রমানাথ। একি! বৌমা বাড়ীর ভিতর এলেন না ?

চন্দ্রা। (পিতার নিকটে গিয়া) হ্যাঁ, আমি সঙ্গে নিয়ে এলাম। বৌদি, তুমি বাড়ীর ভিতর মায়ের কাছে যাও। বাবা, এই রমানাথ বাবুর ছোট ছেলে নগেনবাবু—চমৎকার গান করেন!

শ্রীপতি। তোমার মাকে ব'লেছ তো ?

চন্দ্রা। বৌদি বেচারা একা একা থাকে—এমন একটী মেয়ে নেই, যার সঙ্গে কথা বলে। অনেক ব'লে ক'য়ে নিয়ে এলুম।

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। আপনার ছেলেদের নিয়ে একটু বসুন রমানাথ বাবু—বসুন!

রমানাথ। নগেনের কি এখানে যাতায়াত আছে নাকি ?

নগেন। না, আমার আর বৌদির চন্দ্রার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। আমরা বেড়াই, চন্দ্রাও বেড়ায়—মাঝখানে 'রেলিং'; কেউ কারো এলাকায় যাইনে। আজ চন্দ্রা ছাড়লে না—ডেকে নিয়ে এল।

শ্রীপতি। বেশ তো, বেশ তো—তুমি আসবে; আমি তোমার গান শুনবো।

("কলিং বেল" টিপিলেন, চন্দ্রার পুনঃপ্রবেশ)

চন্দ্রা। তুমি বার বার "কলিং বেলে" কাকে ডাকছ বাবা ?—ব্রজেনদা, জীবনকাকা—কেউই বাড়ীতে নেই।

শ্রীপতি। তুমি তোমার বন্ধুদের খাতির-যত্ন কর।

চন্দ্রা। হ্যাঁ, বৌদিকে মায়ের কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি। (রমানাথের কাছে গিয়া) দেখুন, আপনি বাবাকে কথা দিয়ে কথা রাখেন নি—ছিঃ! আপনার মত লোকের কাছে এরকম ব্যবহার আশা করিনি!

রমানাথ। একপক্ষ শুনে তো বিচার হয় না মা—আমারো কিছু ব'লবার আছে।

চন্দ্রা। গরীব মানুষকে ভিটেচ্যুত করা মহাপাপ—এর চেয়ে অন্যায় কাজ কি হ'তে পারে! আপনি কথা দিয়েছিলেন—

রমানাথ। এ জায়গাটার কত উন্নতি হবে—আট-দশ হাজার লোক খাটবে; লরী বোঝাই হ'য়ে দিনরাত চিনি যাবে বড়বাজারে—হৈ হৈ কাণ্ড। দু'এক ঘর বিশু মিস্ত্রির জন্যে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌বো ?

নগেন। তাই কখনো হয় ?

চন্দ্রা। দেখুন, বাবাতে আমাতে আপনার কথা নিয়ে কত আলোচনা হয়, তর্ক হয়। আমি আপনার পক্ষ নিই; এর পর আপনার হ'য়ে একটী কথাও আমি ব'লব না!

রমানাথ। আমার পক্ষে দুর্দ্দিন ব'লতে হবে তাহ'লে।

চন্দ্রা। আপনি ছোটকে অগ্রাহ্য করেন,—ক'রবেন না। ছোট একদিন বড় হয়। আপনিও ছোট ছিলেন, বড় হওয়ায় বাহাদুরী নেই!

নগেন। সত্যই কি তুমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছো বাবা ?

খগেন। চুপ কর নগেন—এ নিয়ে কথা ব'লো না!

রমানাথ। তোমরা তরুণতরুণী মিলে একটা সঙ্ঘ তৈরী ক'রেছ দেখছি। এ সব ব্যাপারে কথা ক'য়ো না—তোমার চেয়ে যাদের বয়স অনেক বেশী, তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

নগেন। তা ঘামাক্—কিন্তু স্বার্থপরতার একটা সীমা থাকা উচিত!

রমানাথ। যতক্ষণ আমার বাড়ীতে আমার অন্নে প্রতিপালিত হ'চ্ছ, ততক্ষণ এসব কথা ব'লবার কোন অধিকার তোমার নেই। যখন স্বাধীনভাবে

উপার্জ্জন ক'রতে পারবে, স্বাধীন মতামত তখন প্রকাশ ক'রো—এখন নয়।

চন্দ্রা। আমাদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে পাঁচজনের সামনে আপনি নগেনবাবুকে অমন ক'রে ব'লবেন না!

খগেন। মেয়েটা ভারি বাচাল তো!

রমানাথ। নগেন, বাড়ী চল। বাড়ীতে ব'সে তোমার সঙ্গে সব কথা আলোচনা ক'রবো। বৌমাকে ডেকে দাও—চল, নগেন!

চন্দ্রা। বৌদির এখানে নিমন্ত্রণ—

রমানাথ। নিমন্ত্রণ ক'রবেন তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার তো আজও নিমন্ত্রণ ক'রবার অধিকার হয়নি!

চন্দ্রা। ঝগড়া বাড়িয়ে কি কোন লাভ আছে, রমানাথ বাবু?

রমানাথ। হয়তো আছে—নৈলে লোকে ঝগড়া ক'রবে কেন?

(সারদেশ্বরী ও ললিতার প্রবেশ)

সারদা। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। কি মা?

সারদা। এ মেয়েটা কে? এর পরিচয় তুমি জানো?

রমানাথ। কেন, আপনি কি পরিচয় জানেন না নাকি?

চন্দ্রা। মা, আমি ওঁকে ডেকে এনেছি।

সারদা। আনা উচিত হয় নি; বাইরে নিয়ে যাও!

শ্রীপতি। একি বড়বৌ, তুমি নিজে একজন ভদ্রমহিলা হ'য়ে—

সারদা। এ সংসারের কর্ত্রী আমি—মেয়েদের সম্বন্ধে, কাকে কিভাবে খাতির-যত্ন ক'রতে হবে—আমার জানা আছে।

চন্দ্রা। (ললিতার নিকট গিয়া) আমি না বুঝে তোমায় ডেকেছিলাম—আমায় ক্ষমা কর বৌদি!

রমানাথ। বৌমা, চলে এসো। এ অপমানের শোধ আমি নিতে জানি।

খগেন। আপনি জমিদার-গিন্নি হ'তে পারেন, কিন্তু সবাইকে আপনার প্রজা মনে ক'রবেন না!

সারদা। এখানকার সবাই আমার প্রজা, তোমার বাবাও! আমরা তোমাদের কাছ থেকে খাজনা পাই—কাউকে খাজনা দিই না!

খগেন। আপনি আমার স্ত্রীকে অপমান ক'রলেন কেন?

সারদা। তোমার স্ত্রীকে কেউ অপমান করেনি। আমার প্রজার পুত্রবধূর ব'সবার জন্যে দেউড়ীর পাশে একতলায় ঘর আছে।

শ্রীপতি। একি! একি!—ছিঃ! ছিঃ! রমানাথ বাবু! আমি ক্ষমা চাইছি। আমার স্ত্রী উত্তেজিত; আমি ওঁর হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি। ঝগড়া করি, বিবাদ করি—আমরা পুরুষ মানুষের মত ঝগড়া ক'রবো। বাড়ীর মেয়েদের এর মধ্যে টানবার কি দরকার ছিল?—ছিঃ!

রমানাথ। আর মুখের ভদ্রতার আবশ্যক কি শ্রীপতিবাবু! এস বৌমা! দেখুন, শত্রুতা যখন আরম্ভ হ'লো—ভাল করেই হোক। দেখা যাক, মনোহরপুর জমিদারের দৌড় কত দূর!

[রমানাথ, ললিতা, খগেন ও নগেন প্রস্থান করিল

চন্দ্রা। (অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া) মা!

সারদা। কোন কথা ব'লো না।

চন্দ্রা। ললিতা বৌদি—

সারদা। ঘনিষ্ঠতা ক'রবার দরকার নেই,—মেয়েটার নাম ললিতা?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, কেন মা?

সারদা। সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই। যারা তোমার বাপ-মাকে অপমান করে, তাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই!

[চন্দ্রা প্রস্থান করিল

শ্রীপতি। ব্যাপার কি?—ব্যাপার কি?

সারদা। আছে—আছে!

শ্রীপতি। কি?

সারদা। এখন ব'লবো না।

শ্রীপতি। কি যে হেঁয়ালী কর!

—বিরাম—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(শ্রীপতিবাবুর খিড়কির বাগান। মধ্যে রেলিং'; 'রেলিং'র ওধারে রমানাথবাবুর বাড়ী। চন্দ্রা বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে গান গাহিতেছিল। গান শুনিতে পাইয়া পাশের বাড়ী হইতে নগেন আসিয়া চন্দ্রার সুরে সুর মিলাইল)

গান

কার আশাপথ চেয়ে মোর দিন যায়,
(বুঝি) স্বপনে দেখেছি তারে, নন্দন-বন-ছায়!
জীবনে দেখিনি কভু, শুধু শুনি পদধ্বনি;
ওই আসে, আসে যেন,—মিলায়ে গেল অমনি!
দেহহীন রূপশিখা,
সে কি মায়া-মরীচিকা?
আমার ললাট-লিখা
আমারে ছলিতে চায়॥

চন্দ্রা। শত্রুর সঙ্গে গান গাইছ যে?

নগেন। তাহ'লে আমিও শত্রু?

চন্দ্রা। নিশ্চয়ই! তুমিও চলে যাও, আমিও চ'লে যাই। কথা কইবার দরকার কি?

নগেন। কিছুনা। (চলিয়া গিয়া আবার ফিরিল) শোন, আমাদের বাপ-মা ঝগড়া ক'রবেন —ফলভোগ ক'রতে হবে আমাদের?

চন্দ্রা। বাপমায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্তান করে। কিন্তু, আমার বাবা তো কোন অভদ্র ব্যবহার করেন নি।

নগেন। না—; অভদ্র ব্যবহার ক'রেছেন তোমার মা। কেন তিনি আমার বৌদিকে অপমান ক'রলেন? বৌদি বড় ভাল, বড় নিরীহ মেয়ে!

চন্দ্রা। সত্যি ভাল! আমার মা কিন্তু কখনো কারো সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করেন না। মায়ের ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত।

নগেন। তাতে কারোই কিছু লাভ-লোকসান নেই।

চন্দ্রা। আমি বুঝতে পাচ্ছি না—

নগেন। কোন ভদ্রমহিলা যদি তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার ক'রতেন, তোমার মনটা কেমন হ'ত চন্দ্রা?

চন্দ্রা। আমি অত্যন্ত লজ্জিত! আমার মনে হয়, মা কারো পরামর্শে একাজ ক'রেছেন।

নগেন। তোমারই কাছে শুনেছি—তোমার মা যখন যা করেন, নিজের মতেই করেন—কারো পরামর্শের ধার ধারেন না।

চন্দ্রা। এপর্য্যন্ত তাই জানতাম; তাঁর মেয়ের মত একটা মেয়েকে এভাবে অপমান ক'রবেন, প্রাণে ব্যথা দেবেন—আমি কখনো ভাবিনি। কিন্তু তোমার বাবা কি ক'রছেন মনে ক'রে দেখ দেখি? আমাদের পৈতৃক বাড়ী নষ্ট করাই তাঁর উদ্দেশ্য। বাবার প্রপিতামহের সময় থেকে আমরা এ বাড়ীতে আছি।

নগেন। সেই জন্যেই এবাড়ীতে আর বেশী দিন তোমাদের থাকা হ'তে পারে না—থাকা উচিতও নয়।

চন্দ্রা। কেন হ'তে পারে না? বাবা বলেন—তাঁর পিতা, পিতামহ যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন—

নগেন। তিনিও সেইভাবে জীবন কাটাতে চেয়েছেন ব'লেই তাঁকে অন্য ভাবে জীবন কাটাতে হবে।

চন্দ্রা। অন্য কিভাবে?

নগেন। কেউ তা জানে না—জীবন অনিশ্চিত, জীবনের গতিও অনিশ্চিত!

চন্দ্রা। এ সব তোমার বইয়ে পড়া কথা—

নগেন। বইয়ের কথা নিছক কল্পনা নয়—চন্দ্রা! নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ বই লেখে। (দূরে ললিতাকে লক্ষ্য করিয়া) বৌদি! এদিকে এস—এই দিকে এস!

চন্দ্রা। আমি চ'লে যাই, বৌদির কাছে মুখ দেখাতে পারব'না!

নগেন। না, চ'লে যেও না—তুমি ওঁকে একটু শান্ত কর। বৌদির মন একেবারে ভেঙে গেছে—কারো সঙ্গে কথা কইতে পাচ্ছে না!

(ললিতার প্রবেশ)

চন্দ্রা। বৌদি, তুমি আমার উপর রাগ ক'রো না।

ললিতা। আমি তোমার উপর রাগ করিনি ভাই!

নগেন। আচ্ছা বৌদি, তুমি দিনরাত অত কি ভাব? যদি কেউ আমাদের পছন্দ না করে, তাদের সঙ্গে না মিশলেই হ'ল—আমরা আমাদের মত থাকবো!

ললিতা। কেন যে মানুষ মানুষকে অকারণ ব্যথা দেয়!

চন্দ্রা। আমাদের এতদিনের পৈতৃক বাড়ীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হবে, মর্য্যাদা চ'লে যাবে—তার জন্যে তোমার শ্বশুরের চেষ্টার অন্ত নেই; সেই কারণেই মা এতখানি উত্তেজিত হ'য়েছেন! এটা কেটে যাক, এর পর দেখো—মা তোমায় কত যত্ন ক'রবেন।

ললিতা। সেদিনও তুমি এই রকম কথাই ব'লেছিলে, তাই তোমার কথায় আমি গিয়েছিলাম—নইলে আমি তো চিরদিনই একা! আমি তো কখনো কারো সঙ্গে মিশতে যাইনে।

(সারদেশ্বরীর প্রবেশ)

সারদা। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। মা?—

সারদা। হ্যাঁ—আমি! তুমি আবার এদের সঙ্গে মিশেছ?

চন্দ্রা। দেখা হ'লে কথা কইব না?

সারদা। যারা তোমার বাপ-মাকে অপমান করে, তোমার সাত পুরুষের ভিটে উচ্ছেদ ক'রবার চেষ্টায় আছে—তাদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ক'রতেই হবে?

চন্দ্রা। বন্ধুত্ব নয়, শুধু মুখের আলাপ; মুখের আলাপ—তাও নিষেধ?

সারদা। আমরা জানি, যারা শত্রু—তাদের সবাই শত্রু; তাদের সঙ্গে মুখের আলাপও থাকবে না। যাও—বাড়ীর ভিতর যাও!

চন্দ্রা। মা, আমি তোমার এ আচরণের মানে বুঝতে পাচ্ছি না!

সারদা। মানে বোঝবার দরকার নেই—চ'লে যাও!

চন্দ্রা। আচ্ছা! [প্রস্থান

নগেন। চ'লে এস বৌদি!

ললিতা। না—আমি দু'একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো।

নগেন। কাকে?

ললিতা। ওঁকে; তুমি চ'লে যাও ঠাকুর-পো!

নগেন। আচ্ছা, আমি নিকটেই রইলাম বৌদি!

[প্রস্থান

ললিতা। শুনুন—(উচ্চকণ্ঠে) আমার কথা শুনছেন? (সারদা একটু ফিরিলেন) হ্যাঁ?—আপনাকে ব'লছি।

সারদা। (নিকটে আসিয়া) তুমি আমায় ডাকলে?

ললিতা। হ্যাঁ, আমি!

সারদা। কি দরকার?

ললিতা। (পায়ের ধুলা লইতে গেলেন)

সারদা। পায়ের ধুলো নিচ্ছ কেন?

ললিতা। আপনি গুরুজন, আমি আপনার মেয়ের মত; যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি—

সারদা। এ সব কি ব'লছ? তুমি যদি কোন অপরাধ ক'রে থাক, তাতে আমার কি? তুমি আমার কেউ নও!

ললিতা। দেখুন, আমি সামান্য স্ত্রীলোক—

সারদা। তুমি সামান্য স্ত্রীলোক কেন হবে? তুমি বড়-মানুষের পুত-বৌ। দু'দিন বাদ এ জমিদারীও তোমাদের হ'তে পারে।

ললিতা। আমার শ্বশুর যদি আপনাদের কোন ক্ষতি ক'রতে চেষ্টা করেন, তার জন্যে কি আমি দায়ী হব?

সারদা। তুমি তোমার শ্বশুরকে, তোমার স্বামীকে বারণ ক'রতে পার।

ললিতা। আমি চেষ্টা ক'রেছি—এখনো চেষ্টা ক'রবো!

সারদা। স্ত্রীলোকের কথা ওঁরা গ্রাহ্য করেন না?

ললিতা। আমি স্বামী নিয়ে সুখে সংসার ক'চ্ছি—ছেলেবেলায় বড় দুঃখ পেয়েছি!

সারদা। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে—এসব কথা তুমি আমায় কেন ব'লছ?

ললিতা। আপনি আমায় দয়া করুন!

সারদা। আমার কাজ আছে। তোমার ভাল-মন্দয় আমার কিছু এসে যায় না।

[প্রস্থান

নগেন। (দূর হইতে) বৌদি, বাড়ী এস! ওঁর ব্যবহারে মনে দুঃখ ক'রো না। সংসারে সব মানুষই যে আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রবে, তা মনে ক'রবার দরকার কি?

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শ্রীপতি বাবুর বিশ্রাম-কক্ষ। শ্রীপতি বাবু বাহির হইতে আসিয়া চন্দ্রাকে ডাকিতে—প্রথমে চন্দ্রা, পরে সারদেশ্বরী প্রবেশ করিলেন)

শ্রীপতি। উঃ—আমি বড় ক্লান্ত। মাথা ঘুরছে।

চন্দ্রা। আমি তোমায় বাতাস করি বাবা।

শ্রীপতি। আচ্ছা, বাতাস কর!

সারদা। কি হ'ল? রমানাথ কিনলে?

শ্রীপতি। না—রমানাথ অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠেছিল। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমাকেও উঠতে হ'ল। আমি বারোহাজার পর্য্যন্ত উঠলাম। বারোহাজারে ঐ সম্পত্তি কিনতে হ'লে—আমি মারা যেতাম। তখন উত্তেজনার উপর দর বাড়িয়েই চ'লেছিলাম—পরিণাম মনে ছিল না।

সারদা। কিনলে কে?

শ্রীপতি। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের ম্যানেজার শেষ দর দিয়েছে—সাড়ে বারোহাজার। আমার যেন হঠাৎ চৈতন্য হ'ল! আমি অগাধ জলে প'ড়েছিলাম!

সারদা। যাক্, তবু সম্পত্তিটে ভদ্রলোকের হাতে প'ল—চিনির কল হবে না নিশ্চয়ই!

শ্রীপতি। আমাদের জব্দ করাই যদি ওর মতলব হয়, রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে একটা লম্বা লিজ্ নিতে পারে।

রমানাথ। (নেপথ্যে) ভিতরে আসতে পারি?

শ্রীপতি। কে?

(রমানাথের প্রবেশ)

রমানাথ। আমি—রমানাথ!

শ্রীপতি। রমানাথ? এ সময়ে কি মনে ক'রে—

রমানাথ। একটি শুভসংবাদ দিতে!

শ্রীপতি। শুভসংবাদ!

রমানাথ। হুঁ! রাজাবাহাদুরের ম্যানেজার আমার বাল্যবন্ধু—আমার জন্যেই তিনি নিলেম ডেকেছিলেন। সম্পত্তির মালিক এখন আমি—রমানাথ রায়!

শ্রীপতি। তাহ'লে তুমি কৌশল ক'রে নিলেম ডেকেছ?

রমানাথ। সম্পত্তি ক'রতে হ'লে যেটুকু কৌশল করা দরকার, ততটুকু কৌশল আমায় ক'রতে হ'য়েছে। আপনি সম্পত্তি নিতে পারবেন না, এ আমার জানা ছিল। আপনি যেরকম ভয়ে ভয়ে এক এক ধাপ উঠছিলেন, আপনার অবস্থা দেখে আপনার উপর আমার দয়া হ'চ্ছিল!

শ্রীপতি। বসুন—রমানাথ বাবু!

রমানাথ। আপনার স্ত্রী হয় তো চান না—আমি এখানে বসি।

সারদা। আমার স্বামী যখন ভদ্রতা ক'চ্ছেন—আপনি ব'সতে পারেন।

[সারদার প্রস্থান।

রমানাথ। একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছি।

শ্রীপতি। কি?

রমানাথ। আপনারা তাহ'লে মনোহরপুর ছাড়চেন?

শ্রীপতি। আমরা মনোহরপুর ছাড়বো?

রমানাথ। ছাড়াই তো উচিত। এখানে এই পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়া আর তো আপনার কিছু নেই। কি ক'রবেন এখন এত বড় বাড়ী নিয়ে? যদি বিক্রি ক'রতে চান—ভাল দর পাবেন।

শ্রীপতি। জীবন—জীবন!

রমানাথ। জীবনের কাজ নয়—খোট্টা দরোয়ান হ'লে পারত।

চন্দ্রা। কেন আপনি আমার বাবাকে অপমান ক'রছেন?

রমানাথ। অপমান ক'রছিনে—আমি সদুপদেশ দিচ্ছি। এ বাড়ী তোমার বাবা কিছুতেই রাখতে পারেন না। বাধ্য হয়ে ছাড়ার চেয়ে আগে থেকে ছাড়া ভাল। সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ।

চন্দ্রা। আমাদের জন্যে আপনাকে বুদ্ধি খরচ ক'রতে হবে না।

শ্রীপতি। আঃ—চন্দ্রা!

রমানাথ। তাড়াতাড়ি ক'রে মেয়েটার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন মুখুজ্জেমশায়, নইলে—

শ্রীপতি। আমার মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথা ব'লনা রমানাথ বাবু!

(সারদার পুনঃ প্রবেশ)

সারদা। আমি তোমায় বারণ ক'রছি রমানাথ বাবু, আমি যদি তোমার সঙ্গে বিরোধ করি—সে বিরোধ তুমি সামলাতে পারবে না!

শ্রীপতি। আহাহা—বড়বৌ!

রমানাথ। আমি চাই, আপনি আমার সঙ্গে শক্রতা করুন। বহু ঝড়ঝঞ্ঝাবাত দেখেছি—আপনার শক্রতায় ভয় করিনে!

সারদা। আমি এখনো তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি—আমায় তুমি চেন না। আমি যে দিক্ দিয়ে যাব, সে দিক্ তুমি কল্পনাও ক'রতে পারনি! মানুষ ভাবে এক রকম—ঘটনা ঘটে আর এক রকম। ঘটনার মালিক তুমি নও!

রমানাথ। আশা করি, আপনিও নন!

সারদা। আমি তোমায় ব'লছি, এরপর তোমায় ভয়ানক অনুতাপ করতে হবে। তখন কিন্তু আমায় দোষ দিও না।

রমানাথ। আজ পর্য্যন্ত কোনো কাজের জন্যে আমায় অনুতাপ ক'রতে হয়নি।

[রমানাথের প্রস্থান

সারদা। আচ্ছা—!

শ্রীপতি। দেখ বড়বৌ, বাগানবাড়ী রমানাথ কিনেছে—ভালই হ'য়েছে। বারোহাজার টাকা দিয়ে বাগানবাড়ী আবার কিনলে আমায় সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হ'ত। এতেই মনে হ'চ্ছে, আমাদের পড়্তা একেবারে খারাপ নয়!

(জীবনের প্রবেশ)

সারদা। (জীবনের প্রতি) সব ঠিক?

জীবন। বলবো'খন!

সারদা। চন্দ্রা, তুমি এখান থেকে যাও!

চন্দ্রা। তোমরা কি পরামর্শ ক'রবে—আমি শুনব।

সারদা। না—সে কথা শুনবার বয়স তোমার হয় নি।

চন্দ্রা। আমি ছেলেমানুষ নই—আমি সব কথা বুঝতে পারি।

সারদা। তা হ'ক—তুমি যাও!

শ্রীপতি। তোমার মায়ের কথা শোন চন্দ্রা!

চন্দ্রা। আমি আশা করি বাবা, তুমি যখন রয়েছ—এবাড়ীতে কোন অন্যায় কাজ হবে না।

সারদা। ন্যায় অন্যায় নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামিও না চন্দ্রা! একটা মাত্র আইনে সংসার চলে না।

চন্দ্রা। জীবনকাকা, তুমি মাকে কি পরামর্শ দিয়েছ?

জীবন। তুমি তো জান মা, আমি কাউকে কোন পরামর্শ দিই না!

চন্দ্রা। মানুষ নিয়ে খেলা—এ খেলা ভাল নয়!

[প্রস্থান

শ্রীপতি। কি, ব্যাপার কি? আমার চন্দ্রা-মা এত উত্তেজিত কেন?

সারদা। মেয়েকে স্বাধীনতা দেওয়ার ফল—এখন কারো কথাই শুনতে চায় না!

শ্রীপতি। ব্যাপার কি—জীবন?

সারদা। তুমি বল জীবন!

জীবন। রমানাথ বাবুর পুত্রবধূ, ঐ মেয়েটা—ওর সম্বন্ধেই কথা।

শ্রীপতি। রমানাথ বাবুর পুত্রবধূ সম্বন্ধে—কি কথা?

জীবন। কথাটা এমন কিছু নয়, মানে—(আমতা আমতা ভাবে) মেয়েটা ঠিক গেরস্তর মেয়ে নয়।

শ্রীপতি। হ্যাঁ—বল কি!

জীবন। মানে—একটু ইতিহাস আছে। আমি জানতেম।

শ্রীপতি। রমানাথ এ খবর জানে?

সারদা। বোধ হয় না! এই খবরটাই আমি কাজে লাগাব—তুমি একটী কথাও ব'লতে পাবে না।

শ্রীপতি। এই যদি তোমার মতলব, আমায় এ কথা জানালে কেন?

সারদা। তুমি এ সংসারের কর্ত্তা—তোমায় না জানিয়ে কোন কাজ করা চলে?

শ্রীপতি। এ কথা রমানাথের জানার মানে, রমানাথের পুত্রবধূ যাবে—ছেলে—সংসার নষ্ট হবে!

সারদা। আর আমার বাড়ীর সামনে চিম্‌নি উঠলে, লরী যাতায়াত ক'রতে থাকলে—আমার বাড়ীর খুব শ্রী খুলবে?—মনোহরপুরের মুখুজ্জেদের নামডাক বাড়বে?

শ্রীপতি। যাতে স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয়, এমন কাজে আমি চিরদিন বাধাই দিয়েছি!

সারদা। আজ তোমায় জেনে শুনে মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে হবে! ও যখন আমার বাড়ী নষ্ট ক'রতে চেয়েছে, ওর সংসার আমি ভাঙবো—ভাঙবো—ভাঙবো! টাকার গুমোরে ধরাকে সরা দেখছে—দেখি, ওর টাকা ওকে কতদূর রক্ষা করে!

শ্রীপতি। আমার ভাল লাগছে না!

সারদা। আমি আগে কিছু ক'রব না, রমানাথকে একখানা চিঠি দেব—ঐ জীবনই দিয়ে আসবে। রমানাথ যদি বুদ্ধিমান হয়, আমি চুপ ক'রে যাব—শুধু একটী সর্ত্তে, বাগানবাড়ীর জমি ওকে ছাড়তে হবে। জীবন, তুমি নিজে যাবে?

জীবন। না—লোক দিয়ে পাঠাব; (শ্রীপতির প্রতি) আপনি শুধু ব'সে দেখুন না হুজুর—কি কাণ্ড হয়!

শ্রীপতি। তুমি তো জান জীবন—যারা Bull fight দেখে খুসী হয়, আমি সে শ্রেণীর দর্শক নই।

জীবন। সংসার বড় ভয়ানক জায়গা হুজুর—এখানে যে যা চায় না, তাকে তাই ভোগ ক'রতে হয়।

শ্রীপতি। মেয়েটীকে ছেড়ে দিয়ে—খবরটাকে অন্যভাবে কাজে লাগানো যায় না?

সারদা। না।

জীবন। আপনি কিছু ব'লবেন না বড়বাবু, তিন চারটে দিন চুপচাপ থাকুন—দেখবেন ঐ সম্পত্তি রমানাথবাবু আপনাকে তিন হাজার টাকায় বিক্রি ক'রতে পথ পাবে না—আপনি দশবছরে টাকা দেবেন—

[প্রস্থান

শ্রীপতি। আর পথ নেই?

সারদা। একটার পর একটা তোমার জমিদারী নিলেমে উঠছে কেন—জান?

শ্রীপতি। জমিদারী একদিন হয়, একদিন যায়—সংসারে চিরদিন কিছু থাকে না; জমিদারও নয়, জমিদারীও নয়!

সারদা। তোমার পায়ে পড়ি—আজ তুমি কথা ব'লো না। তুমি রাগ ক'রলেও আমি শুনবো না।

শ্রীপতি। বেশ—তবে আর রাগ ক'রবো না।

তৃতীয় দৃশ্য

(রমানাথের বাড়ী—ললিতার ঘর। ললিতা একা একা চুপচাপ বসিয়াছিল—কিছুতেই স্বস্তি পাইতেছিল না। ঝি বরদা হাসিতে হাসিতে আসিল।)

বরদা। বৌদি, বৌদি—ও বৌদি!

ললিতা। কি গা—বরদা, কি হয়েছে?

বরদা। এখনো মাথার যন্ত্রণা যায় নি?

ললিতা। না—বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছে।

বরদা। কিছু কমে নি?

ললিতা। না—কেন?

বরদা। একটু মাথা টিপে দেব?

ললিতা। না—দরকার নেই।

বরদা। সেই কি ওষুধ ডাক্তারেরা শুঁকতে দেয়—সেই ওষুধ এনে দেব?

ললিতা। না—কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেই সেরে যাবে।

বরদা। না, সকাল থেকে কেবলই ছট্‌ফট ক'রছো কিনা—তাই ব'লছিলাম!

ললিতা। আমি ঠিক আছি—তুমি এখন যাও।

বরদা। কই ঠিক আছ?

ললিতা। তুই কি চাস? কেন আমায় দেখে মুখ টিপেটিপে হাসিস্? কেউ তোকে শিখিয়ে দেছে?

বরদা। ওমা, আমার কি হবে! আমায় আবার কে কি শেখাবে? বলে—"যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা"। আমার বরাত মন্দ, পরের বাড়ী খেটে খেতে হয়—তাই বাছা, তোমার মুখনাড়া সহ্য ক'রে এখানে প'ড়ে আছি। তা বেশ তো, দাও—আমায় বিদেয় ক'রে দাও। আমার কি, আমি তো আর তোমাদের মতন নই? আমার বলে—এক দুয়োর বন্ধ তো, শতেক দুয়োর খোলা!—বল, কবে যেতে হবে?

ললিতা। তুই যে দেখছি তিলকে তাল করিস্! আমি কি তোকে যেতে ব'লেছি?

বরদা। আর কেমন ক'রে মানুষ মানুষকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—তাও তো জানিনে বাপু! কিছু খুঁজে পেলে না, শেষে বলে—তুই আমায় দেখে হাসিস। ভাগ্যে আমি মেয়ে মানুষ—একথা কেউ বিশ্বেস ক'রবে না, আমি পুরুষ হ'লে কি কাণ্ড হ'ত বল দেখি?—কত বড় কেলেঙ্কারি! বাবু শুনলে কি ব'লতেন, বুড়ো কর্ত্তা শুনলে কি ব'লতেন—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আমি তোমায় দেখে হাসি!

ললিতা। তুই এখান থেকে যাবি—না এই-রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব'কবি! আমার আজ এসব ভাল লাগছে না।

বরদা। তোমার কি ভাল লাগবে—আর কি ভাল লাগবে না, তাই বুঝে চ'লতে গেলে—অন্নলোকের কি ক'রে চলে! তার চেয়ে তুমি আমায় বিদেয় দেও, আমি কর্ত্তাবাবুর কাছে গিয়ে বলি—তোমার বৌমা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে!

ললিতা। আমি তাড়াতে যাব কেন?—তোমার গরজ থাকে, তুমি জবাব দিয়ে চ'লে যাও!

বরদা। আমি গরীব মানুষ, খেতে পাইনে—কত কষ্টে একটি চাকরী যোগাড় করেছি—আমি দেব চাকরী ছেড়ে? চাকরী ছেড়ে কি খাব—আমায় ব'লতে পার?

ললিতা। তোমায় চাকরী ছাড়তে হবে না—কেউ তোমায় জবাব দেবে না। তুমি দয়া ক'রে এখান থেকে চ'লে যাও—আমায় একটু একা থাকতে দাও!

বরদা। আমি তোমায় দয়া ক'রবো?—হায়রে সেকাল! ওগো, অত গুমোর ভাল নয়—ওগো, অত গুমোর ভাল নয়। আজ আমার এই দশা বটে—কিন্তু চিরদিন আমি এ রকম ছিলাম না; আমারও দিন ছিল গো—আমারও দিন ছিল। আজ ছোট্ট এক ফোঁটা মেয়ে এসে কিনা আমায় বলে—দয়া করো! আচ্ছা—

[প্রস্থান

ললিতা। মাগো মা! আমি কোথায় যাব—কোথায় যাব!

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। একি বৌদি, তোমার চোখদু'টো লাল হ'য়েছে—কাঁদছিলে নাকি?

ললিতা। না ভাই, কান্না আসছে না—অথচ ইচ্ছে হ'চ্ছে—খুব খানিকটে চেঁচিয়ে কাঁদি!

নগেন। কেন বল'তো?

ললিতা। কি জানি—কেন! আচ্ছা ঠাকুর-পো, কবিরা যে বলে - জীবন মরীচিকা, তা সত্যি?

নগেন। আরে, তুমিও সাহিত্য আলোচনা ক'রছ নাকি বৌদি? মুস্কিলে ফেললে দেখছি!

ললিতা। না—সাহিত্য নয়, জীবন—জীবন আলোচনা ক'রছিলাম। ছেলেবেলায় ইস্কুলে প'ড়েছিলাম—"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।"

নগেন। এও কবির কল্পনা—জীবন ভ্রমও নয়, সত্যিও নয়! সুখের সময় সুখকে সুখ ব'লে মনে হয় না; দুঃখের সময় অতীত সুখস্মৃতি নিয়ে মানুষ ভাবে—জীবন ভ্রম! এইতো সুখ ছিল—কেন গেল?

ললিতা। কারো নিজের দোষে যায় কি?

নগেন। নিশ্চয়ই, রাখতে জানা চাই—That's the great art of life! মাকড়শা নিজের জালে নিজে জড়ায়—বের'বার উপায় থাকে না!...বৌদি, তোমার মন খারাপ হ'য়েছে তো?

ললিতা। হ্যাঁ, কেন?

নগেন। মন ভাল ক'রে দেব?

ললিতা। কি করে ভাল ক'রবে?

নগেন। গান গেয়ে। তোমার মন কেন খারাপ হ'য়েছে, আমি জানি।

ললিতা। বল দেখি, কেন খারাপ হয়েছে?

নগেন। জানি, কিন্তু ব'লবো না; দাদা যে বড় বদরসিক, নইলে দাদাকে শুনিয়ে গাইতুম! গানটা নতুন শিখেছি।

গান

তুমি জান হে কত ছলা, ও চিকণ-কালা!
কেন কুঞ্জে আসি বাজাও বাঁশী
(শ্যাম হে) ওতে ভুল্‌বেনা রাজবালা।
ক'রে বাসর সজ্জা, পেলেন লজ্জা
রাই ব্রজেশ্বরী;
জাগেন সারা নিশি কুঞ্জে বসি
মোদের কিশোরী!
এখন চন্দ্রাবলী ছার-কপালী
(শ্যাম হে) তোমার হ'য়েছে জপমালা।
ওহে কথা শোন, মিছে কেন,
আর তাকাতাকি,
এবার ক'ল্লেন ধনী কমলিনী মান পাকাপাকি!
তোমার সব চাতুরী, ও শ্রীহরি!
(শ্যাম হে) কেন বাড়াও আর দ্বিগুণ জ্বালা॥

ললিতা। না—না, ও সব ঠাট্টা-তামাসার কথা রাখ ঠাকুর-পো!

নগেন। এতেও তোমার মন ভাল হ'লনা? Hopeless! তবে কি ক'রবো?

ললিতা। (একটু চিন্তার পর) আচ্ছা, এক কাজ ক'রতে পার ঠাকুর-পো?

নগেন। কি কাজ?

ললিতা। ওদের বাড়ীর জীবনবাবুকে একবার আমার কাছে ডেকে আনতে পার?

নগেন। বাবা কি দাদা জানতে পারলে কিন্তু ভয়ানক চ'টে যাবে!

ললিতা। ওঁরা জানতে পারবেন না!

নগেন। কি দরকার?

ললিতা। আমি তো তোমায় ব'লেছি, ঐ জমিদার-গিন্নীকে আমার ভাল লাগে না। বাবা যদি ওদের সঙ্গে গণ্ডগোল না করেন, বড় ভাল হয়। জীবনবাবু যদি মিটিয়ে দেন—এই জন্যই ডাকা!

নগেন। জীবনবাবু মিটিয়ে দেবেন—! আমি শুনেছি, উনি গণ্ডগোল বাধাতে অদ্বিতীয়। কোন গণ্ডগোল মিটুবে, এ ইচ্ছে ওঁর আদৌ নেই।

ললিতা। ছেলেবেলায় জীবনবাবু আমায় জানতো—আমাদের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল।

নগেন। ছেলেবেলায় তোমার বাবার সঙ্গে ভাব ছিল ব'লে আজ তোমার কথা শুনবে? কি যে তুমি বল বৌদি! তোমার মাথার ঠিক নেই দেখছি!

ললিতা। সত্যি ঠাকুর-পো, আমার মাথার ঠিক নেই—ঝগড়া-বিবাদে আমার বড় ভয়। আমি ছেলেবেলায় ঝগড়া-বিবাদের সাংঘাতিক ফল দেখেছি। আমার বড় শঙ্কা হ'চ্ছে। তুমি জীবন-বাবুকে একবার ডেকে আনাও। এমন কৌশল ক'রে আন্‌বে, যেন কেউ জানতে না পারে। আমি বরং একছত্র চিঠি লিখে দিই!

নগেন। আচ্ছা, দাও!

(ললিতা চিঠি লিখিয়া নগেনের হাতে দিল; নগেন চিঠি লইয়া চলিয়া গেলে, রমানাথ বাবু প্রবেশ করিলেন।)

রমানাথ। বৌমা!

ললিতা। বাবা!

রমানাথ। তোমার শরীর অসুস্থ?

ললিতা। হ্যাঁ বাবা, মাথা তুলতে পাচ্ছি নে—ছিঁড়ে প'ড়ছে!

রমানাথ। একটু সাবধানে থেকো মা, সময়টা ভাল নয়; জ্বর হয়নি তো?

ললিতা। না—জ্বর হয়নি; শুধু মাথার যন্ত্রণা।

রমানাথ। খগেন গেল কোথায়? আচ্ছা, আমি আপিসে গিয়ে খগেনকে বরং তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ললিতা। দরকার নেই বাবা, একটু একা থাকলেই আমার শরীর ভাল থাকবে।

রমানাথ। দেখ মা, তোমায় একটা কথা বলি—কথাটা অত্যন্ত গোপনীয়, তুমি কাউকে জানিও না।

ললিতা। (আশঙ্কায় বিবর্ণ মুখে) কি কথা বাবা!

রমানাথ। এই চিঠিখানা তুমি পড়ে দেখ, ঐ মাগীটা লিখেছে—ভারি পাজি! তোমার সম্বন্ধে নাকি কি সব কথা জানে, যা প্রকাশ ক'রলে আমাদের মাথা হেঁট হবে! আমি জানি, এ-সব মিথ্যে কথা, দম দিয়ে আমাদের কাছ থেকে কথা বার ক'রে নিতে চায়। তবু, আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি মা, সত্যি তোমাদের সংসার সম্বন্ধে কোন গোপন কথা আছে কি? আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল। আমার কাছে গোপন ক'রো না—বল!

ললিতা। কি একটা কারবার ক'রতে গিয়ে আমার বাবার খুব দেনা হয়; তারপর তিনি Bankrupt হন। ব'লতে গেলে, সেই শোকেই তিনি মারা গেলেন!

রমানাথ। হাজার হাজার ব্যবসাদার Bankrupt হয়। তোমাদের সংসারের সব খুঁটিনাটি খবর জানিনি কখনো। একদিন অবসর ক'রে শুনবো! দিনরাত কাজ—বসি কখন?

ললিতা। আপনি তো জানেন বাবা, আপনারা আমায় আমার এক জ্ঞাতি কাকার বাড়ী থেকে আনেন। বাবার শেষ জীবনে আমরা হঠাৎ অত্যন্ত দরিদ্র হ'য়ে পড়ি।

রমানাথ। সেইজন্যই তো তোমায় ঘরে এনেছি মা! আমি নিজে দরিদ্র ছিলাম। দরিদ্রের দুঃখ আমি জানি, আমি বুঝি! যাক্—আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম মা! আর কোন দিক থেকে সুবিধে ক'রতে না পেরে শেষে তোমায় এর ভিতরে জড়াতে চায়—এমনি পাজি, বুঝেছ মা!

ললিতা। একথা যেন ওঁকে ব'লবেন না বাবা!

রমানাথ। খগেনকে?

ললিতা। হ্যাঁ, শুধু শুধু ওঁর মন খারাপ হবে।

রমানাথ। নিজের শ্বশুর খুব দরিদ্র ছিল, ঋণ শোধ ক'রতে পারিনি—insolvency file ক'রেছিল, এ তো সম্মানের কথা নয়—অত্যন্ত দুঃখের কথা! না—এ কথা আমি খগেনকে জানাবো না।

ললিতা। যে রকম শত্রুতা ক'রছেন, আমার তো মনে হয়, আমাদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথাও রটনা ক'রতে পারেন।

রমানাথ। একবার রটনা ক'রে দেখুক না—আমাকে আদালতের সাহায্য নিতে হবে তাহ'লে।

ললিতা। আপনি মামলা-মোকদ্দমা ক'রবেন?

রমানাথ। ইচ্ছে ছিল না—বাধ্য হ'য়ে ক'রতে হবে। ওরা যখন তোমার মত একটি নিরীহ শান্ত মেয়েকে এর মধ্যে টেনে আনতে পারে, ওদের আমি কিছুতেই ক্ষমা ক'রবো না! যারা এই রকম চিঠি লিখতে সাহস করে, তাদের অসাধ্য কিছু নেই। আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছ মা? লিখেছে—(চিঠি বাহির করিয়া পড়িলেন) "তোমার পুত্রবধূর সম্বন্ধে এমন কথা আমার জানা আছে, যা প্রকাশ হ'লে তোমাদের সংসারের সুখশান্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

ললিতা। বাবা, কোন রকমে কি মিটমাট হ'তে পারে না?

রমানাথ। এই চিঠি পাওয়ার পর আর সম্ভব নয় বৌমা! আমি এখনি এর উত্তর লিখে দিচ্ছি।

(ললিতা চঞ্চল হইয়া ঘরে বেড়াইতে লাগিল; পরে জানালার ধারে গেল।)

রমানাথ। বৌমা! বৌমা, কোথায় গেলে?

ললিতা। এই যে বাবা!

রমানাথ। তুমি কিছু ভেব না মা! আমি ও বদ্‌মায়সদের একবার দেখে নিচ্ছি। তুমি মাথায় অডিকলন দিয়ে মাথার কাছে পাখা খুলে দিয়ে ঘুমোও। দু'ঘণ্টা ভাল ঘুম হ'লে তোমার সব অসুখ, সব দুশ্চিন্তা চ'লে যাবে মা—তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠবে।

[প্রস্থান

ললিতা। উঃ—ভগবান!

(জীবনকে সঙ্গে লইয়া নগেনের প্রবেশ)

নগেন। আসুন—জীবনবাবু! বৌদি, কি কথা ব'লবে—বল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। পাঁচমিনিটের বেশী দেরী ক'রো না—দাদা আসতে পারে।

[প্রস্থান

জীবন। তুমি আমায় ভোলনি দেখছি।

ললিতা। আমি ভুলতে চাই।

জীবন। সেকালে তোমার কি নাম ছিল—নলিনী?

ললিতা। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমায় ও নামে ডাকবেন না।

জীবন। বটে, আজকাল কি নাম নিয়েছ?

ললিতা। আপনি যাদের কাছে আমায় দেখেছিলেন, তাঁরা আমার মা-বাবা নন,—মাসীমা-মেসোমশায় ব'লে ডাকতুম। বাবা-মা ছেলেবেলায় মারা যান। আমার কাকা সে বাড়ী থেকে আমায় উদ্ধার করেন।

জীবন। নাম বদলিয়েছ কেন?

ললিতা। নলিনী নামটার উপর আমার বড় ঘৃণা হ'য়েছিল। আমি সে দিনের কথা ভুলতে চাই।

জীবন। তুমি ভুলতে চাইলে কি হবে?—তোমায় তো ভুলতে দেবে না। (রহস্যপূর্ণ হাসি) তুমি আমায় ডেকেছ কেন? তোমার সাহস আছে দেখছি। বেশ, আমি এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। তোমার শ্বশুরটি মানুষ ভাল নয়। আমায় ডেকেছ কেন?

ললিতা। আপনি আমায় রক্ষা করুন।

জীবন। আমি তোমায় রক্ষা ক'রবো? কেন বল দেখি?

ললিতা। আপনি চেষ্টা ক'রলে রক্ষা হয়। আমায় ভাসতে হয় না।

জীবন। আমি চেষ্টা ক'রবো কেন? আমি তো পরোপকার করিনে। আমার পরোপকার সহ্য হয় না—সে ধাত্ আমার নয়।

ললিতা। আমি আপনার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রছি।

জীবন। আরে, এ সব বৈষয়িক ব্যাপার—টাকাকড়ির কথা, শুধু শুধু হাতেপায়ে ধ'রলে কি হবে?

ললিতা। আপনি কি চান?

জীবন। কিছুই চাইনে। দেখ নলিনী—

ললিতা। আমায় ললিতা ব'লবেন।

জীবন। ভাল, ললিতা,—কথাটা কি জান? আমি নিজে অত্যন্ত খাঁটি লোক, মন্দ কাজ যে করিনে—তা নয়; তবে সে আমার নিজের জন্যে নয়—মনিবের জন্যে। দু'টো কথা এদিক ওদিক ক'রলে যদি বুঝি মনিবের ভাল হয়, তা আমি ক'রে থাকি। এখন আমার মনিবের বাঁচন-মরণ নির্ভর ক'রছে তোমার শ্বশুরের উন্নতি-অবনতির উপর—বুঝতে পেরেছ?

ললিতা। দেখুন, আমার কাছে এই তিনশ' টাকার নোট আছে। আমার শ্বশুর যে হাতখরচা দেন, তাই থেকে জমিয়েছি। এই টাকাটা আপনাকে দিতে পারি।

জীবন। মোটে তিনশ' টাকা! তিনশ' টাকায় আমার কি হবে?

ললিতা। এর বেশী আর আমার নেই।

জীবন। এক কাজ কর, টাকাটা হাতছাড়া ক'রবে?—যদি এবাড়ী থেকে তোমায় চলে যেতে হয়, টাকাটা কিছুদিন কাজে লাগতো।

ললিতা। আমায় আপনি বাঁচান, আমি আর কোথাও যাবনা। এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবো না। আমায় বাঁচান, যেমন ক'রে পারেন—বাঁচান। টাকা আপনি নিন।

জীবন। তুমি দিচ্ছ, এখন তোমার অভাব নেই—ভাল কথা। কিন্তু সত্য কথা কি গোপন থাকে?

ললিতা। এই ঘটনার পর থেকে আমার প্রাণে যে কি যন্ত্রণা হ'চ্ছে—আমি ব'লতে পাচ্ছিনে। আপনি ব'লে যান—কোন ভয় নেই, আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুই! আমি বড় ক্লান্ত হ'য়েছি, আমায় ছেড়ে দিন!

জীবন। দেবার মালিক কি আমি? তুমি আজও ছেলেমানুষ আছ দেখছি। নেহাৎ যদি এ

বাড়ী থেকে চ'লে যেতে হয়, বরদা ঝিকে দিয়ে আমায় একটা খবর দিও।

ললিতা। এ বাড়ী থেকে চ'লে যাবনা ব'লেই তো আপনায় মুখ বন্ধ ক'রতে যাচ্ছি। আপনি শ্রীপতিবাবুর স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে আর একটী কথাও ব'লবেন না।

জীবন। শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী সব জানেন। তিনি তোমার শ্বশুরকে চিঠি দিয়েছেন, জান বোধ হয়?

ললিতা। হ্যাঁ, সে চিঠি আমি দেখেছি।

জীবন। তোমার শ্বশুর যদি ও সম্পত্তি ছেড়ে দেয়, তবেই গণ্ডগোল মেটে—দ্বিতীয় উপায় কিছু নেই। আমি বুঝিয়ে ব'ললে মাঠাকরুণ এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য ক'রবেন না। তুমি তোমার স্বামী কিংবা শ্বশুরকে ধ'রে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

ললিতা। আমি সামান্য স্ত্রীলোক—আমার কথা কে শুনবে?

জীবন। তোমার আপনার জন যদি তোমার কথা না শোনে, আমরাই বা তোমার কথা শুনবো কেন? দেখ, এ তিনশ' টাকা তোমার কাছে রেখে দাও—তোমার কাছ থেকে টাকাটা আর নেব না; যা পারি, এমনিই ক'রবো; তবে, কি যে হবে—কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে!

ললিতা। আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন না?

জীবন। রাখবার পথ দেখতে পাচ্ছিনে। যাই হোক, তুমি কাঁদাকাটি ক'রোনা—উত্তেজিত হ'য়োনা। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। বিপদ আপনি আসে, আপনি চ'লে যায়—বিপদে ধৈর্য্য ধ'রতে হয়। অনেক সাবধানে চ'লেও বিপদের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। জীবনবাবু, চ'লে আসুন—সাত মিনিট হ'য়ে গেছে আপনার। বৌদি! আশা করি, তোমার যা বলবার ছিল, ব'লেছ?

ললিতা। ব'লেছি।

নগেন। এর পর তোমার কাছে শুনবো।

[জীবনকে লইয়া নগেনের প্রস্থান

ললিতা। কি করি, কার কাছে পরামর্শ নিই, কে এ বিষয়ে আমায় রক্ষা ক'রবে? এ জীবন—এ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি কি ক'রবো—কোথায় গিয়ে দাঁড়াব!

(খগেনের প্রবেশ)

খগেন। ললিতা, আজ সম্পত্তি রেজেষ্টারী হ'য়ে গেল—কাল থেকেই কাজ আরম্ভ হবে। তারপর, কেমন আছ—একটু ঘুম হ'য়েছিল?

ললিতা। হ্যাঁ—তা' একটু ঘুমিয়েছি!

খগেন। এখন তোমায় অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে।

ললিতা। দাঁড়াও, তোমার চা এনে দিই।

খগেন। এই চা খেয়ে আসছি, এখন আর চা খাবনা। তুমি বস। একি, তোমার চোখমুখ লাল! দেখি, এই দিকে এস—কপালখানায় হাত দিয়ে দেখি। বেশ গরম—। তোমার জ্বর হ'য়েছে নাকি?

ললিতা। তা হ'তেও পারে—। (অনেকক্ষণ স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া) এই দু'বছর তোমার কাছে আমি সুখে আছি, খুব সুখে আছি—!

খগেন। সুখে আছ ললিতা?

ললিতা। আমি সুখে আছি, কিন্তু তোমায় সুখী ক'রতে পেরেছি কি?—বল? বল—আমায় পেয়ে তুমি সুখে ছিলে কিনা?

খগেন। এ কথা কেন ললিতা!

ললিতা। আজ যদি আমি মারা যাই, আমার কথা ভবিষ্যতে তোমার মনে প'ড়বে?

খগেন। তোমার কি হ'য়েছে? এ'সব কথা কেন ব'লছ?

ললিতা। যখন আমি থাকবো না—মনে রেখো, আমি একদিন ছিলাম—সুখে ছিলাম!

খগেন। কি সব বাজে কথা ব'লছ! তুমি এ'সব কথা মন থেকে সরিয়ে ফেল। তুমি তো এ'রকম ছিলে না। ক'দিন দেখছি, তোমার এই রকম মনমরা ভাব। এ ভাল নয়—তুমি হাস, স্ফুর্তি কর। শীগ্গির তুমি সন্তানের মা হবে—তোমার জীবনের দায়িত্ব এখন কত বেশী!

ললিতা। আচ্ছা, শ্রীপতিবাবুদের সঙ্গে এই বিবাদ মিটিয়ে ফেলা যায় না?

খগেন। হ্যাঁ—শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী যদি তোমার কাছে এসে ক্ষমা চায়, তা'হলে মিট্‌বে—নইলে নয়।

ললিতা। ওদের বাড়ীর সামনে চিম্নির কল উঠবে না তা'হলে?

খগেন। (একটু চিন্তার পর) জমি যখন রেজেষ্টারী হ'য়ে গেছে, সে কথা আমি ব'লতে পারি না। না-ললিতা, তোমার কাছে ক্ষমা চাইলেও ওদের সঙ্গে সদ্ভাব হবে না। তবে এ কথা নিশ্চয়ই, ও যদি সেদিন তোমায় অপমান না ক'রতো, আমি নিজে উদ্যোগী হ'তেম না। আর, বাবারও এত-জিদ শুধু তোমার জন্যে।

ললিতা। কিন্তু আমি তোমায় ব'লছি, আমার কোন জিদ নেই।

খগেন। তোমার স্বামী-শ্বশুরের যাতে জিদ, সে বিষয়ে তোমারও জিদ থাকা দরকার।

ললিতা। আমি সদাই ভয়ে ভয়ে আছি। আমার মনে হয়, এই ঘটনার ফলে কি জানি কি দুর্ঘটনা ঘ'টবে!

খগেন। (ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে) এর মানে কি ললিতা? তোমার এই ভয়ের পিছনে সত্যি কোন কারণ আছে—না শুধু ভয়? এখনো আমায় বল। এদের সঙ্গে তোমার আগে জানাশোনা ছিল?—বিয়ের আগে? থাকে তো এখনো বল।

ললিতা। কিছু না।

খগেন। তবে এত ভাবছ কেন? এত মনমরা হ'য়ে আছ কেন? মনে বল কর।

ললিতা। তুমি আমার কাছে কাছে থাক, তুমি আমায় ভুলিয়ে রাখ। তুমি আমায় ঘিরে রেখে দাও। আমি সংসার ভুলে থাকতে চাই।

খগেন। না—তোমার সত্যি কোন অসুখ ক'রেছে দেখছি; কাল সকালেই ডাক্তার ডাকা দরকার।

ললিতা। তুমি কাছে থাকলেই আমি ভাল হব। কাল সকালে উঠে দেখো—আমার কোন অসুখ নেই। একটা রাত ঘুমুতে পারলে আমি সুস্থ হব।

খগেন। তুমি আসে পাশে চাইছ কেন?

ললিতা। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে, গা ছমছম্ ক'চ্ছে—আজ রাত্রেও কি আমার ঘুম হবে না?

খগেন। ক' রাত্তির ঘুম হয়নি?

ললিতা। তিন রাত্রি। মনে হ'চ্ছে, চারপাঁচ ঘণ্টা ভাল ঘুম হ'লে কোনো অসুখ থাকবে না; কিন্তু চারপাঁচ মিনিটের মত তন্দ্রাও আসছে না।

খগেন। আচ্ছা, ডাক্তারখানায় ব'লে একটা ঘুমের ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি।

ললিতা। না—তুমি কোথাও যেওনা; আমার কাছে কাছে থাক। বস, এইখানে—বস, আমার পাশে।

বিরাম

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(শ্রীপতিবাবুর বাড়ীর বসিবার ঘর।
চন্দ্রা একা একা গান
গাহিতেছিল।)

গান

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী,
হৃদি-মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি।
গুরু-গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা,
রাধাকান্ত তব ভরসা—
সম শৈল কুল-মান দূর করি,
জগ-রঞ্জন মোহন বংশীধারী।
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যামরায়,
তুয়া বিনা মোর চিত আন নাহি চায়!

(নগেনের প্রবেশ)

চন্দ্রা। নগেনবাবু, আসুন—এস!

নগেন। তোমাদের বাড়ী আসতে ভয় হয়।

চন্দ্রা। কিসের ভয়?

নগেন। তোমার বাবা হয়ত' কিছু ব'লবেন না, কিন্তু তোমার মা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

চন্দ্রা। মা কি যখন তখন মানুষকে শুধু শুধু অপমানই করেন নাকি?

নগেন। আমার তো সেই রকমই ধারণা।

চন্দ্রা। তোমার ধারণা ভুল।

নগেন। প্রমাণ এখনও পাইনি।

চন্দ্রা। মা যদি একদিন তোমায় ব'সে খাওয়ান, তাহ'লে অন্য ধারণা হবে তো?

নগেন। না—দরকার নেই। তোমার মা খাওয়াবেন, সহ্য হবে না—শেষপরে কি মারা যাব? বৌদি এ বাড়ীতে যে ব্যবহার পেয়েছেন, তারপর থেকে এখানে পাঁচ মিনিট থাকতে সাহস হয় না।

চন্দ্রা। তারপর থেকে সে বাগানে পর্য্যন্ত বেড়ায় না!

নগেন। তার যা অবস্থা হ'য়েছে—দিনরাত একা একা র'য়েছে—কেবলই চেষ্টা ক'রছে, তোমাদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাক। আমায় ডেকে ব'ললে—"ঠাকুর-পো, যেমন ক'রে হোক, বিবাদ মিটিয়ে ফেল"। সে কিছুতেই স্থির হ'তে পাচ্ছে না। তোমার বাবা কোথায়?

চন্দ্রা। বাবাকে মিটমাটের কথা তুমি ব'লবে?

নগেন। আর কে ব'লবে? বৌদির জন্যে আর কা'র মাথা ব্যথা হ'য়েছে?

চন্দ্রা। ওঃ—নইলে আসতে না?

নগেন। কি ক'রে আসবো? তুমিই তো ব'লেছ—তুমি আমার শত্রু!

চন্দ্রা। তবে শত্রুর বাবার কাছে এসেছো কেন?

নগেন। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

চন্দ্রা। সন্ধির সর্ত্ত?

নগেন। বিজিত রাজ্য ছাড়তে রাজী আছি, যদি তার বদলে 'রাজকন্যে' পাই।

চন্দ্রা। রাজ্যের বদলে 'রাজকন্যে'? 'রাজকন্যে' অত সস্তা নয়!

নগেন। 'রাজকন্যের' জন্যে কি 'কোয়ালিফিকেশনের' দরকার? লক্ষ্যবেধ—না ধনুর্ভঙ্গ? তোমার বাবাকে ডাক, তুমি এখানে থেকোনা যেন!

চন্দ্রা। আমি থাকবোনা কেন?—আমি থাকবো।

নগেন। তাহ'লে আমি চ'লে যাব—সন্ধির প্রস্তাব ক'রব না।

চন্দ্রা। যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে? (মধুর হাসি)

চন্দ্রার গান

যেওনা যেওনা প্রিয়,
এ মধু মাধবী রাতে;
রজনী সজনী জাগে
গগনে চাঁদিনী সাথে।

নগেন। তোমার সাহস তো কম নয়? তোমার মা যদি তোমার এই 'মেলোড্রামাটিক্' গান শোনেন, তোমায় আস্ত রাখবেন না।

চন্দ্রা। (গান)

বনে বনে ফুলদোলা
মনের দুয়ার খোলা,
তোমার পরশ লাগি
নিদ নাহি আঁখিপাতে!
তোমার নয়ন তলে
রূপালী প্রদীপ জ্বলে।
রচিয়া স্বপন-মেলা
নীরবে কল্পনাতে॥

(শ্রীপতিবাবুর প্রবেশ)

শ্রীপতি। কে?

নগেন। আমি—মানে নগেন রায়।

শ্রীপতি। নগেন রায়? কোন্ নগেন রায়—বলতো? কোথায় বাড়ী?

নগেন। আপনি আমায় দেখেন নি?

শ্রীপতি। ঠিক মনে প'ড়ছে না তো?

নগেন। আপনার স্মৃতিশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর ব'লে মনে হ'চ্ছে না!

শ্রীপতি। না—; তুমি কি আমাদের পাশের বাড়ীর রমানাথ বাবুদের বাড়ীতে থাক?

নগেন। শুধু থাকিনে—বাড়ীটা আমাদেরই।

শ্রীপতি। ওঃ—বাড়ীটে তোমাদের? তার মানে, তুমি রমানাথবাবুর—

নগেন। ছোট ছেলে।

শ্রীপতি। আমার কাছে এসেছ? না—আমার কাছে নয়।

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার কাছেই!

শ্রীপতি। প্রয়োজন?

নগেন। আপনাতে আর বাবাতে যে বিবাদটি আরম্ভ হ'য়েছে, সেটি মেটানো যায় কি ক'রে—এই সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রতে।

শ্রীপতি। বিবাদ মেটানো কি তোমার বাবার ইচ্ছে?

নগেন। বাবার ইচ্ছে নয়—আমার ইচ্ছে।

শ্রীপতি। তুমি বিবাদ চাও না?

নগেন। না।

শ্রীপতি। তোমার বাবা বিবাদ চান, তোমার দাদা চান, অথচ তুমি চাও না—খুব আশ্চর্য্য!

নগেন। না, আশ্চর্য্য মোটেই নয়—"Men differ as rivers differ."

শ্রীপতি। এর কারণ কি?

নগেন। কারণ, আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে।

শ্রীপতি। বুঝলাম না।

নগেন। আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনাদের সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ছিল না, সুতরাং কোন মেয়েকে কোন ছেলে কিছুদিন ধ'রে দেখলেই, অনেক ক্ষেত্রে একবার দেখলেই—তাদের মধ্যে যে temporary sex-consciusness জাগ্রত হ'ত, সেইটেকেই তারা 'ভালবাসা' 'প্রেম',—এই সমস্ত বড় বড় নাম দিয়ে বর্ণনা ক'রত। আমরা আজকালকার ছেলে, আমরা জানি it's nothing—ও কিছু না, থাকে না!

শ্রীপতি। তা হ'লে ভালবাসার গভীরত্ব রইল কোথায়?

নগেন। আপনি ভুল ক'রছেন। আমি ভালবাসার অস্তিত্বই স্বীকার কচ্ছিনে—ওটা sex-consciousness.

শ্রীপতি। আগাগোড়াই sex-consciousness?

নগেন। আজ্ঞে—হ্যাঁ!

শ্রীপতি। তুমি কি ব'লতে চাও?

নগেন। কিছু না।

শ্রীপতি। তবে তুমি আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলে কেন?—তুমি আমার কাছে আসনি!

নগেন। হ্যাঁ, এই বিবাদটা মিটিয়ে ফেলুন—এর জন্যে যদি দরকার হয়, আমি কিছু sacrifice ক'রতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীপতি। কি রকম sacrifice?

নগেন। ধরুন, I can take the risk of marrying your daughter—যদি বিবাদ মেটে!

শ্রীপতি। You can take the risk of marrying my daughter?

নগেন। আজ্ঞে—হ্যাঁ!

শ্রীপতি। তোমার বাবা রাজী হবেন?

নগেন। কি দরকার?—আমি বাবার অমতেই বিয়ে ক'রতে পারি। I have the courage!

শ্রীপতি। তুমি কি কর?

নগেন। খাই দাই, ঘুমোই—ক্রিকেট খেলি—কিছু পড়াশুনা করি!

শ্রীপতি। না না—সে কথা নয়; কিছু উপার্জ্জন ক'রতে পার?

নগেন। দরকার হয় না। বাবাই খরচ যোগান।

শ্রীপতি। তাঁর অমতে বিয়ে ক'রলে তিনি কি আর খরচ যোগাবেন?

নগেন। নিশ্চয়ই নয়! ভয়ানক একগুঁয়ে মানুষ—মানে, ঠিক cultured নয় আর কি। বেশী পড়াশুনো ক'রবার সুযোগ হয়নি।

শ্রীপতি। তবে স্ত্রীর ভরণপোষণ ক'রবে কি ক'রে?

নগেন। ভরণপোষণ ক'রব না—আপনার এখানে থাকবো।

শ্রীপতি। My god!

নগেন। তারপর বাবা খোসামোদ ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

শ্রীপতি। তোমার বাবাকে ব'লো—যে জমি নিয়ে বিবাদ, সেই জমি যদি ফিরিয়ে দেন—তবেই বিবাদ মিটবে।

নগেন। জমিজমা আমি বুঝিনে—I have very little interest! আমার হাতে যেটুকু আছে, আপনাকে ব'লে গেলাম। বৌদির বড় ইচ্ছে—বিবাদ মিটে যায়। তা'ছাড়া Your daughter is really a friend of mine, I

like her—'তার চেয়েও বেশী—I adore her। এখন আপনি কি ক'রবেন—বলুন?

শ্রীপতি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করি।

নগেন। আপনার স্ত্রী? Oh! She is a terrible woman, ওঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রলে চ'লবে না স্যর!

(সারদার প্রবেশ)

নগেন। আমি চ'ললাম স্যর! (প্রস্থানোদ্যত)

সারদা। আমার কথা শোন।

নগেন। বলুন!

সারদা। তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা কও কেন? আমি তো তোমায় বারণ ক'রে দিয়েছি!

নগেন। আপনি কি মনে করেন, আপনি বারণ ক'রলেই আমাদের কথাবার্তা বন্ধ হবে?

সারদা। হওয়া উচিত—আমার ইচ্ছে।

নগেন। আপনার ইচ্ছেয় দুনিয়া চ'লছে না—চ'লবেও না। আমার যা ব'লবার ছিল, আপনার স্বামীকে ব'লেছি। আমি চ'ললাম।

(প্রস্থানোদ্যত)

সারদা। শোন—শোন।

নগেন। কেন?

সারদা। আমার মেয়েকে যদি বিয়ে ক'রতে চাও, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দিও।

নগেন। বাবাকে এর মধ্যে টানতে চাইনে। It's purely my own business.

[প্রস্থান

শ্রীপতি। ছেলেটি তো মন্দ নয়!

সারদা। ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাও নাকি?

শ্রীপতি। দোষ কি! আমি তো কন্যাদায়-গ্রস্ত—?

সারদা। মনোহরপুরের মুখুজ্জ্যেবংশের মেয়ে—ওর বিয়ের ভাবনা নেই।

শ্রীপতি। মুখুজ্জ্যেবংশের সে জৌলস আর নেই বড়বৌ! আর বংশের নামে চলে না। লোকের মনে বংশের মোহ নেই। সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চ'লেছে। মানুষগুলো সব ব'দলে যাচ্ছে! তা'ছাড়া—

সারদা। তা'ছাড়া' কি?

শ্রীপতি। তা'ছাড়া আমাদের অনুমতি চাইছে ভদ্রতার খাতিরে।

সারদা। তার মানে?

শ্রীপতি। তোমার মেয়ে ছেলেটিকে ভালবাসে; আমরা অনুমতি না দিলে—বোধ করি, আমাদের বিনা অনুমতিতেই বিয়ে হ'য়ে যাবে।

সারদা। আমার মেয়ে বাপ-মায়ের কথা শুনবে না—নিজের মতে বিয়ে ক'রবে? এ হ'তেই পারে না।

শ্রীপতি। 'আমার মেয়ে' 'তোমার মেয়ে'র কথা নয় বড়বৌ—এরা আজকালকার মেয়ে! ওরা নতুন মন নিয়ে জন্মেছে। ওদের তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

সারদা। কিন্তু, ওদের বড়বৌ সম্বন্ধে যে অপবাদ শুনছি—তারপর ওদের বাড়ীতে আর মেয়ে দেওয়া চলে না।

শ্রীপতি। খবরটা চেপে যাও, কাউকে কিছু ব'লো না—আর বাড়াবাড়ি ক'রবার দরকার নেই।

সারদা। আর চাপবার উপায় নেই—রমানাথ খানিকটা বুঝতে পেরেছে।

(রমানাথ ও ললিতার প্রবেশ)

রমানাথ। এস তো বৌমা! দেখি, তোমার নামে কে কি ব'লতে সাহস করে? (সারদার প্রতি) আপনার দ্বিতীয় চিঠিও পেয়েছি। আপনি কেন এ'সব ক'রছেন? যদি মিথ্যে প্রমাণ হয়, আপনি জানেন, আপনাকে কোথায় দাঁড়াতে হবে?

সারদা। একটা মিথ্যে ঘটনা নিয়ে আপনার ক্ষতি ক'রবার চেষ্টা ক'রছি—এই কি আপনার ধারণা?

রমানাথ। হ্যাঁ—আমার তাই ধারণা।

সারদা। আপনার ধারণা ভুল!

রমানাথ। কোথায় আপনার 'জীবনবাবু? ডাকুন তাকে!

সারদা। আমি তাকে খবর দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। রমানাথ বাবু! আপনি আমার কথা বিশ্বাস ক'রবেন, আমি ব'লছি—এ সবের ভিতর আমি নেই।

রমানাথ। আপনি থাকুন বা নাই থাকুন, আমার ক্ষতি কম হবে না—শ্রীপতিবাবু! আপনার সংসার, আপনিই বা এর কোন কথায় থাকবেন না কেন? যদি না থাকেন—দোষ আপনার!

শ্রীপতি। ব'সো মা, ব'সো—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এইখানে ব'স।

রমানাথ। সে দিন যে ভদ্রতার নমুনা দেখে গিয়েছেন, তারপর থেকে এ বাড়ীতে ব'সতে কার সাহস হবে বলুন?

শ্রীপতি। আমি এখানে থাকব না। আমার অনুরোধ রমানাথ বাবু, গণ্ডগোল আর বাড়াবেন না—মিটিয়ে ফেলুন। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ উঠবার উপক্রম হয়েছে।

রমানাথ। গণ্ডগোল তো বাড়াচ্ছেন আপনার স্ত্রী—আর সে স্ত্রীকে শাসনে রাখবার সামর্থ্য আপনার নেই।

শ্রীপতি। কেন বলুন তো আমাদের পারিবারিক জীবন টেনে কথা বলেন? ছিঃ—!

(শ্রীপতিবাবুর প্রস্থান ও জীবন ঘোষের প্রবেশ)

রমানাথ। তোমায় আমি জেলে দেব—জীবন ঘোষ!

জীবন। কিছু বিলম্ব আছে রমানাথ বাবু! তার আগে আপনার কি অবস্থা হয়, দেখুন? যাক্—যে সম্পত্তি আপনি সাড়ে বারো হাজার টাকায় কিনেছেন, সেটি ব্যবহার ক'রতে পাবেন না।

রমানাথ। তার মানে?

জীবন। ওখানে কল তোলা চ'লবে না। সম্পত্তি, হয় আপনাকে ফেলে রাখতে হবে, নয় বড় জোর, ভাল পার্টিকে বিক্রি ক'রতে পারেন। আমাদের বড়বাবু কিনতে প্রস্তুত আছেন, তবে যে টাকায় তিনি দশ বছর আগে বেচেছিলেন।

রমানাথ। সেটা অনেক পরের কথা—আপাততঃ আমি বৌমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে এলাম। কি প্রমাণ দিতে চাও—দাও!

জীবন। কাজটা ভাল করেননি রমানাথবাবু! এ অবস্থায় উনি কি সহ্য ক'রতে পারবেন?

রমানাথ। তোমরা মিথ্যে কথা ব'লছো—কিছু প্রমাণ ক'রতে পারবে না।

জীবন। দেখুন, প্রমাণ ক'রতে পারি কি না? (ললিতার প্রতি) আপনি আমায় চেনেন? দেখুন আমায়!

রমানাথ। তোমার সাহস তো কম নয় জীবন ঘোষ!

জীবন। সাহস হবার কারণ আছে। (ললিতার প্রতি) আমার কথার উত্তর দিন—আমায় চেনেন? বিয়ের আগে আমায় দেখেছিলেন?

রমানাথ। বল মা, বল—উত্তর দাও।

ললিতা। (অতি ভয়ে মিথ্যা কহিলেন)—না।

জীবন। আপনি কখন "নারকেল ডাঙ্গা মেন রোডে" ছিলেন?

ললিতা। না।

জীবন। আপনার মা কি আপনার বাবার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন?

রমানাথ। এই জীবন ঘোষ—রাস্কেল!

ললিতা। নিশ্চয়ই বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন!

জীবন। আপনার মায়ের নাম কি?

ললিতা। স্বর্গীয়া মনোমোহিনী দেবী।

জীবন। না—তিনি তো আজো স্বর্গীয়া হননি। তাঁর নাম—শ্রীমতী মনোরমা দেবী; তিনি সশরীরে বেঁচে আছেন।

ললিতা। মিথ্যেকথা!

জীবন। প্রমাণ চান?

ললিতা। কেন আমার এ সর্ব্বনাশ ক'রছেন আপনি? আমি আপনার কি ক'রেছি?

(জীবন 'কলিং বেল' টিপিল—ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ)

জীবন। ব্রজেন, নীচে থেকে সেই স্ত্রীলোকটাকে ডেকে আন।

[ব্রজেনের প্রস্থান

ললিতা। আমি এখানে থাকবো না বাবা, আপনি আমায় বাড়ী নিয়ে চলুন।

রমানাথ। আর একটু থাকতে হবে মা। দেখি এদের দৌড় কতদূর।

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রীলোক। ওমা! নলিনী?—তুই এখানে?

ললিতা। আমি নলিনী—তোমায় কে ব'ললে?

স্ত্রীলোক। কে আবার ব'লবে—তোকে আমি চিনতে পারব না? গায়ে গয়না ঝলমল্ ক'চ্ছে—বেশ হয়েছে মা, বেশ হয়েছে! আমি শুনেছি, তোর ভাল ঘরে বিয়ে হ'য়েছে, জামাই বড়লোক—শ্বশুর তোকে ভালবাসে। তোর শ্বশুরকে ব'লে কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা ক'রে দে না মা! খেতে পাচ্ছিনে—পরণে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই, পেটে ভাত নেই। কি কষ্টে যে দিন যাচ্ছে! মাথার উপর ভগবান আছেন—তিনিই দেখছেন।

(ললিতার মাথা ঘুরিয়া গেল)

জীবন। আরও প্রমাণ চাই রমানাথ বাবু?

রমানাথ। না।

জীবন। এস বাছা!

[জীবন ও স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

রমানাথ। (অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর) ঐ স্ত্রীলোকটি তোমার মা!

ললিতা। না।

রমানাথ। আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি ওকে চেন, ও তোমায় চেনে।

ললিতা। আমার মাসীর বাড়ীতে ছিল।

রমানাথ। কি রকম মাসী?

ললিতা। আপন মাসী নয়। আপনার পায়ে ধ'রে ব'লছি বাবা, আমি অপরাধী নই। নিরুপায় হ'য়ে শুধু ছুটি অন্নের জন্যে ওদের সত্যি পরিচয় না জেনে কিছুদিন আমায় সেখানে থাকতে হ'য়েছিল। আপনার বংশের মর্য্যাদা নষ্ট হয়—এমন কোন কাজ আমি করিনি বাবা! আপনি আমায় বিশ্বাস করুন।

রমানাথ। (কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বধূর মুখের দিকে চাহিয়া)—আচ্ছা, তুমি যাও—গিয়ে আমার গাড়ীতে ব'স। আমি এদের সঙ্গে দু'টো কথা শেষ ক'রে এখুনি যাচ্ছি।

[ললিতার প্রস্থান

রমানাথ। ভাবছ, আমায় হাতের মুঠোর ভিতর এনেছ—আমায় জব্দ ক'রবে? আচ্ছা, দেখা যাক্!

(জীবনের পুনঃপ্রবেশ)

জীবন। বিশ্বাস হ'য়েছে আপনার?

রমানাথ। এ ঘটনা গোপন রাখা সম্ভব?

জীবন। আপনি যদি আমাদের কথামত চলেন—আমরা কিছুই প্রকাশ ক'রব না।

রমানাথ। তোমাদের কথা মত?

জীবন। হ্যাঁ!

রমানাথ। কি ক'রতে হবে?

জীবন। তিন হাজার টাকায় বাগানবাড়ী বড়বাবুকে বিক্রি ক'রতে হবে।

রমানাথ। তিন হাজার টাকায়?

জীবন। হ্যাঁ—; শুধু তাই নয়, মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে কিস্তি—যতদিনে শোধ হয়।

রমানাথ। কিস্তি খেলাপ হ'লে কি হবে?

জীবন। কোন রকম সর্ত্ত বা condition থাকবে না। যতদিনে শোধ হয়—non-conditonal; এটা প'ড়ে দেখতে পারেন।

রমানাথ। (রমানাথ পড়িয়া বলিল) এতে সই ক'রতে হবে?

জীবন। আমাদের তাই ইচ্ছে।

রমানাথ। চমৎকার! সাড়ে বারহাজার টাকায় কিনে তিন হাজার টাকায় বিক্রি—ভাল ব্যবস্থা।

জীবন। আপনার বাঁচবার ব্যবস্থা। এতে যদি রাজী না হন, আপনাকে ম'রতে হবে।

রমানাথ। তা'হলে আমার বাঁচবার জন্যে তোমাদের ঘুষ দিতে হবে?

জীবন। যা বলেন।

রমানাথ। আমি দেব না।

জীবন। আপনাকে দিতেই হবে, নইলে আপনার পারিবারিক জীবন ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে।

রমানাথ। (কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া) তোমার মনিব-ঠাকুরুণকে ডাক।

জীবন। যাচ্ছি—।

(জীবনের প্রস্থান—ক্ষণপরে জীবন ও সারদেশ্বরীর প্রবেশ)

রমানাথ। আপনি কি বলেন?

সারদা। জীবন আমার কথাই ব'লেছে। আপনি সই ক'রে দিন।

রমানাথ। আপনি কথা দিচ্ছেন, এ ঘটনা কখন প্রকাশ পাবে না?

সারদা। আমি লিখে দিতে রাজী আছি—যদি আপনি তিন হাজার টাকায় বিক্রি করেন।

রমানাথ। যদি বিক্রি না করি?

সারদা। ও জমি আপনি ব্যবহার ক'রতে পাবেন না।

রমানাথ। যদি ব্যবহার করি?

জীবন। ঘটনা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হবে—সবাই জানবে।

রমানাথ। আমায় ভয় দেখাচ্ছ? ভাল, সে স্ত্রীলোকটী কোথায়?

জীবন। আমি তাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছি।

রমানাথ। সে যদি কিছু প্রকাশ করে?

জীবন। সে সাহস তার হবে না। তবে, আপনার বৌমা যদি তাকে মাসে মাসে কিছু দেন, তাহ'লে ভাল হয়। সত্যি গরীব—বেচারা ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

রমানাথ। গরীব-দুঃখীর ওপর তোমার এতখানি সহানুভূতি কতদিন জীবনচন্দ্র?

জীবন। আমরা নিজেরা গরীব—গরীবের উপর আমার সহানুভূতি চিরদিনই আছে।

রমানাথ। হ্যাঁ, তাই দেখছি। কাল বেলা এগারটার পর আমার আফিসে যেও—আমার উকিল থাকবেন। এর মধ্যে এসব কথা কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারবেনা—কথা দাও?

জীবন। কথা দিচ্ছি, কেউ জানতে পারবে না; তবে বেশী দেরী ক'রবেন না স্যর!

রমানাথ। জীবনের কথায় আমার বিশ্বাস নেই—আপনি হ'চ্ছেন বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ,—আপনি কথা দিন।

সারদা। আমি কথা দিচ্ছি। দেখো জীবন, আমার কথার যেন মূল্য থাকে!

[রমানাথ ও জীবনের প্রস্থান

(শ্রীপতিবাবুর প্রবেশ)

শ্রীপতি। রমানাথ চ'লে গেল?

সারদা। হ্যাঁ, চলে গেছে।

শ্রীপতি। আচ্ছা, ঘটনাটা সত্যি—না সাজান'?

সারদা। জীবন জানে—আমি জানিনে। কিছু সত্যি আছে বই কি!

শ্রীপতি। বড় হৃদয়হীন কাজ—বড় অন্যায়, বড় অন্যায়!

সারদা। হৃদয়ের কথা ছেড়ে দাও—সংসারে হৃদয়ের মূল্য কেউ দেয় না!

শ্রীপতি। যারা হৃদয়হীন, তারাই হৃদয়ের মূল্য দেয় না। যারা নিজেরা হৃদয়বান্—

সারদা। তুমি খুব হৃদয়বান্—হৃদয়ের মূল্য অনেক দিয়েছ, কিছু পেয়েছ কি?

শ্রীপতি। আমার জীবন শেষ হ'য়ে যায়নি—এখনও পাবার আশা আছে।

সারদা। আর কবে পাবে? মৃত্যুর পর—পরজন্মে?

শ্রীপতি। তবু, যা অন্যায়—তা অন্যায়!

সারদা। এই অন্যায়ের জন্যেই মুখুজ্জেবংশের সাতপুরুষের ভিটে রক্ষে হ'ল। এই রকম অন্যায় যদি কিছু ক'রতে পারতে—তোমার জমিদারী নিলেমে উঠত' না!

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। মা, বৌদি এখানে এসেছিল—আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে চ'লে গেল কেন? কি হ'য়েছে?

সারদা। ওর সঙ্গে তুমি মিশোনা চন্দ্রা—তোমায় বার বার বারণ ক'রে দিচ্ছি, কথা শুনছো না কেন?

চন্দ্রা। বারণ ক'রলে কি হবে?—আমি যে ওকে ভালবাসি, ওর সঙ্গে আমার ভাব!

সারদা। ও রকম মেয়ের সঙ্গে তোমার ভাব থাকা উচিত নয়!

চন্দ্রা। কি রকম মেয়ে? ও যেরকম মেয়ে, আমিও সেই রকম মেয়ে—তফাৎ কোথায়?

সারদা। তফাৎ বোঝবার বয়স তোমার হ'য়েছে?

চন্দ্রা। না—হয়নি। তুমি বৌদির সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রেছ—

সারদা। আবার 'বৌদি' বলে! ও তোমার বৌদি নয়!

চন্দ্রা। আচ্ছা, বৌদি না হ'ক—ললিতা। তুমি ললিতার সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রেছ—সে ব্যবহার আমার সঙ্গে যদি কেউ করে, আমি কি খুব প্রফুল্ল হব?

সারদা। তোমার সঙ্গে ও রকম ব্যবহার কেউ ক'রবে না—ক'রতে পারে না।

চন্দ্রা। তুমি সবাইকে জান কিনা? সংসারে কত রকম লোক আছে।

সারদা। তর্ক ক'রোনা চন্দ্রা। আমি ব'লছি, তোমাতে ওতে তফাৎ আছে—বুঝতে পারনা কেন?

চন্দ্রা। তফাৎ নেই ব'লেই বুঝতে পারিনে!

সারদা। এ সব ইংরিজি পড়ানোর ফল।

চন্দ্রা। পড়ালে কেন? মুখ্যু ক'রে রাখলেই পারতে!

শ্রীপতি। থাম—থাম! মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে নেই!

চন্দ্রা। আমি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রছি?—না, মা আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রছেন?

শ্রীপতি। সে ক্ষেত্রে তোমার চুপ ক'রে থাকা উচিত—কথার উত্তর দিও না।

চন্দ্রা। বেশ; কথার উত্তর দেব না—তবে, বৌদিকে একবার দেখতে যাব!

সারদা। তুমি যেওনা!

চন্দ্রা। আমি যাব! [প্রস্থান

সারদা। দেখলে—মেয়ের কাণ্ড দেখলে?

শ্রীপতি। হুঁ—দেখলাম বইকি!

সারদা। ও কি হ'লো?

শ্রীপতি। ওই রকম! ও সব আজকালকার মেয়ে—ওদের বেশী শাসন করা চলে না। তখন তো তোমায় ব'লেছি?—সহানুভূতি শুধু ললিতার উপর নয়, ব্যাপারটা আরও গভীর! তুমি সদাই মনে রাখবে, হঠাৎ কখন্ যুগ একেবারে ব'দলে গেছে—তুমি টেরও পাওনি!

সারদা। যুগ ব'দলেছে! যুগ ব'দলেছে—তোমার মত যারা দিনরাত বই মুখে দিয়ে থাকে, তাদের কাছে।

[প্রস্থান

শ্রীপতি। তা হবে!

(চন্দ্রার প্রবেশ)

শ্রীপতি। কি চন্দ্রা, তুমি ফিরে এলে যে? যাওনি ওদের বাড়ী?

চন্দ্রা। বাবা, ভয়ানক ব্যাপার হ'য়েছে!

শ্রীপতি। কিরে?

চন্দ্রা। আমি খিড়কীর দরজা দিয়ে ওদের বাড়ী যাচ্ছিলুম—দেখি, বৌদি আমাদের পুকুরধারে দাঁড়িয়ে, আত্মহত্যা ক'রতে যাচ্ছিল। আমি ধ'রে এনে আমাদের ঘরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। সব কথা আমায় ব'ললে না; মনে হ'ল, স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রতে চায় না। তুমি মাকে ব'লে দিও—মা যেন এ ব্যাপারে আর কোন কথা না বলেন!

শ্রীপতি। কিন্তু চন্দ্রা, তোমার মায়ের মনে ব্যথা দিচ্ছ, এটা কি ঠিক?

চন্দ্রা। কি ক'রবো বাবা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না! মা তো এ রকম ছিলেন না, কেন এমন হ'লেন?

শ্রীপতি। This is unfortunate চন্দ্রা, আমিও বুঝতে পারছি না! থাক—ও কথা থাক।

চন্দ্রা। আমি এমন জায়গায় বৌদিকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, কেউ খুঁজে বা'র ক'রতে পারবে না।

শ্রীপতি। ক'দিন লুকিয়ে রাখবে? মানুষকে আর সত্যকে তুমি বেশী দিন চাপা দিয়ে রাখতে পারনা, আত্মপ্রকাশ ক'রবেই!

(অপ্রকৃতিস্থভাবে খগেনের প্রবেশ)

খগেন। শ্রীপতিবাবু, আমার স্ত্রী এখানে এসেছে?

শ্রীপতি। বোধ হয় এসেছিলেন, কি বল চন্দ্রা!

চন্দ্রা। বেলা এগারটার সময় আপনার বাবার সঙ্গে এসেছিলেন।

খগেন। সে নয়, সে নয়—এই মাত্র পাঁচসাত মিনিট আগে, এসেছে?

শ্রীপতি। কই?—আমার তো মনে প'ড়ছে না।

চন্দ্রা। না।

খগেন। যাক, আসুক—না আসুক, তার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? কি আলোচনা হ'য়েছে আপনা'র বাড়ীতে—বলুন?

শ্রীপতি। আমি তো তখন এঘরে ছিলাম না।

খগেন। ঘরে থাকুন আর না থাকুন, আপনি জানেন নিশ্চয়। আপনার স্ত্রী জানে, জীবন ঘোষ জানে—তাদের কথা আমি বিশ্বাস করিনে—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রছি।

শ্রীপতি। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন শোনা কথা বিশ্বাস ক'রতে নেই। তুমি স্থির হও, তোমার স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা ক'রো।

খগেন। আমি আপনার কাছে উপদেশ চাচ্ছি না—খবর জানতে চাচ্ছি।

চন্দ্রা। আমরা যা শুনেছি, তা বিশ্বাস করিনে।

খগেন। কি শুনেছ তাই বল। বিশ্বাস অবিশ্বাস আমার কাছে।

শ্রীপতি। বেশ—তুমি যা শুনেছ, বল চন্দ্রা।

চন্দ্রা। আপনার শ্বশুরের কি কারবার ছিল—কারবার ফেল হয়, তিনি দেউলে খাতায় নাম লেখান; তার ফলে সমস্ত পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র হ'য়ে পড়ে; সেই সময় আপনার শাশুড়ীকে নানা উপায়ে টাকা সংগ্রহ ক'রতে হয়—

খগেন। কি উপায়ে?

চন্দ্রা। ব'লেছি তো—আমরা সে সব কথা বিশ্বাস করিনে।

শ্রীপতি। না—আমরা বিশ্বাস করিনে।

খগেন। আপনি থামুন। (চন্দ্রার প্রতি) তুমি বল, তুমি বল—কি উপায়ে?

চন্দ্রা। আপনার শাশুড়ী কি একটা "মেয়ে ইস্কুলে"র সেক্রেটারী ছিলেন। তার টাকাকড়ি ওঁর কাছে থাকত। জীবনবাবু বলেন, সেই সব টাকাকড়ির হিসেব নিকেশ তিনি দিতে পারেন নি।

খগেন। তোমরা মিথ্যা ব'লছো—মিথ্যাবাদী!

চন্দ্রা। কি?—আপনি আমাদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেন?

শ্রীপতি। আহাহা! চুপ কর চন্দ্রা—চুপ কর। ছেলেটির মাথার ঠিক নেই। এর উপর ওকে আর উত্তেজিত ক'রো না।

চন্দ্রা। না না—একি অন্যায় কথা।

খগেন। বল—আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি জান, বল।

চন্দ্রা। আমরা ব'লব না—।

খগেন। থাক, ব'লতে হবে না—আমার স্ত্রীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, বা'র ক'রে দাও। (উচ্চৈঃস্বরে) ললিতা, ললিতা—যদি ভাল চাও তো এখনো চলে এস। কেন তুমি এখানে এলে? এরা সব হৃদয়হীন, পশু—ছোটলোক।

শ্রীপতি। খগেনবাবু, যাও—বাড়ী যাও, বাড়ী যাও।

খগেন। তা যাচ্ছি—কিন্তু আমি তোমাদের সহজে ছাড়বো মনে ক'রোনা।

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। আচ্ছা ছেড়ো না, বাড়ী যাও।—এঃ, ছেলেটির মাথা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে—I think this is the f st shock in his life.

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। বৌদি এখানে আছে চন্দ্রা?

চন্দ্রা। হ্যাঁ—আছে, আছে।

নগেন। শীগ্‌গির ডেকে দাও—দাদা বাড়ী যাবার আগে আমি তাকে খিড়কীর দোর দিয়ে নিয়ে যাব।

চন্দ্রা। তুমি একটু দাঁড়াও—এখুনি আসছি।

(প্রস্থান।

শ্রীপতি। তুমি ব'স।

নগেন। ব'সে আড্ডা দেবার মত সময় এটা নয়—অন্য সময় দেখা যাবে।

শ্রীপতি। তোমার দাদা এসেছিলেন।

নগেন। জানি, ওর জন্যেই তো ভাবনা। Awfully sentimental! বোঝে না, অত্যন্ত হিসেবের ওপর সংসার চ'লছে—সেখানে sentimentএর কোন মূল্য নেই—একেবারে ছেলেমানুষ!

(চন্দ্রার প্রবেশ)

নগেন। কই—বৌদি কই?

চন্দ্রা। খুঁজে পেলুম না—বোধ হয় বাড়ী চ'লে গেছে।

নগেন। না, বাড়ী যায়নি।

চন্দ্রা। নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে। তুমি এ দিক্ দিয়ে

চলে এসেছ, সে অন্য দিক্ দিয়ে চলে গেছে—সেইজন্যে দেখা হয়নি।

নগেন। বাড়ী গেছে ব'লে আমার বোধ হ'চ্ছে না; অন্য কোথাও যায়নি তো?

চন্দ্রা। কোথায় যাবে?

নগেন। কি জানি, তার মাথা ভালো নেই। চল, একটু খুঁজে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান

(জীবনের প্রবেশ)

জীবন। আচ্ছা···আচ্ছা···আচ্ছা···

(অন্য দিক হইতে সারদার প্রবেশ)

সারদা। কি জীবন—ব্যাপার কি?

শ্রীপতি। কারো সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছ নাকি?

জীবন। হ্যাঁ—ঝগড়া ক'রতে হ'লো বই কি।

সারদা। কার সঙ্গে?

জীবন। ওই রমানাথ বাবুর বড় ছেলে খগেনের সঙ্গে। ছোকরা একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে,—আমায় যা খুশী তাই ব'লতে লাগল!

সারদা। কি সম্বন্ধে?

জীবন। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি সব কথা—ব'লে তুমি নিশ্চয়ই জানো; তোমায় ব'লতে হবে!

সারদা। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কিছু ব'ললে নাকি?

জীবন। প্রথমটায় ব'লিনি। তারপর এমন গালাগালি দিতে লাগল যে, আমি আর কোন কথা চেপে রাখতে পারলাম না। আমায় বাধ্য হ'য়ে বলতে হ'লো!

সারদা। কি ব'লেছ?

জীবন। ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে যা জানি, সব ব'লে এসেছি!

সারদা। সে কি, আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—একথা কাউকে ব'লব না।

(রমানাথের প্রবেশ)

রমানাথ। এবার আপনার কথার কি মূল্য রইল?

সারদা। আপনি আমায় মাপ করুন।

[প্রস্থান

জীবন। দেখুন, আমার কোন দোষ নেই; আপনার ছেলে সত্যি কথা না শুনে ছাড়লে না। আমায় এমন গালাগাল দিলে—যাতে মরা মানুষ পর্য্যন্ত জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে,—আমি কি ক'রব বলুন?

রমানাথ। তাতো বটেই; তুমি আর কি ক'রবে! তুমি গালাগাল সহ্য ক'রতে পার না? সারা জীবন জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ ক'রেছ; আজ তুমি নতুন গালাগাল খাচ্ছ? গালাগাল তোমার হজম হয় না? গণ্ডারের চামড়া তোমার গায়ে!

জীবন। মনিব দু'টো গালাগাল দেন, সে সহ্য করা যায়; তাই ব'লে—যে সে এসে যা তা ব'লবে, তাই সহ্য ক'রতে হবে?

রমানাথ। দেখুন, এ লোকটার ওপর নির্ভর ক'রবেন না। নির্ভর ক'রবার মত লোক এ নয়।

জীবন। আপনি তো আমার ওপর কোনকালেই নির্ভর করেন নি।

শ্রীপতি। আমি বুঝতে পাচ্ছি, এ ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল।

(পিস্তলহস্তে খগেনের প্রবেশ)

খগেন। এই জীবন, coward! coward! এখানে পালিয়ে এসেছ? মনে ক'রেছ, এদের আড়ালে থেকে বেঁচে যাবে? I shall kill you.

রমানাথ। খগেন, একি? তুমি পিস্তল নিয়ে এখানে এসেছ?

খগেন। আমি ওকে খুন ক'রব, কিংবা যদি পারে, ও আমায় খুন করুক।

জীবন। আমি তোমার মত গোঁয়ার কি না? আমি ওসব খুন-খারাপির ভিতর নেই!

খগেন। নেই ব'ললে তোমায় ছাড়ছে কে? এস—

জীবন। ল'ড়তে হয়—ভদ্রলোকের মত লড় বাবা! আইন র'য়েছে—আদালত র'য়েছে। একি মগের মুলুক পেয়েছ, যে, কথায় কথায় খুনজখম চালাবে?

খগেন। এস! (জীবনের হাত ধরিয়া টানিল) আমি তোমায় ছাড়ব না; তুমি আমার জীবনের শান্তি নষ্ট ক'রেছ! এস—এস—

জীবন। না, আমি যাব না।

খগেন। যাবে না?

জীবন। না!

খগেন। তোমার ঘাড় যে, সেই যাবে। Scoundrel!

জীবন। খবরদার! গালাগাল দিও না ব'লছি! সাবধান—

খগেন। তুমি নিজে সাবধান হও। এস—(জীবনকে আক্রমণ করিল)

(নগেন প্রবেশ করিয়া খগেনের হাত হইতে জীবনকে ছাড়াইয়া লইয়া)

নগেন। আঃ দাদা- ছেড়ে দাওনা, মারা যাবে যে! (রমানাথকে) বাবা!

রমানাথ। কি?

(ইতিমধ্যে জীবন শ্রীপতির পিছনে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং তাহার ইঙ্গিতে পলায়ন করিল)

নগেন। তোমরা কি মনে ক'রেছ? স্ত্রীহত্যা ক'রবে?

রমানাথ। কেন, বৌমা কোথায়?

নগেন। পুকুরপাড়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। যদি জলে ডুবে মরে, সেটা ভাল হবে?

খগেন। তার মরাই দরকার।

নগেন। ওঃ—'মরাই দরকার'!—কেন?

খগেন। আমাদের কুলে কলঙ্ক দিয়েছে।

নগেন। আঃ! বাবা তোমারও কি এই মত নাকি?

রমানাথ। এখানে একথা আলোচনার দরকার নেই। নগেন, চল—বাড়ী চল।

নগেন। আর গোপন ক'রবার কিছু নেই—রাস্তার লোক পর্য্যন্ত শুনেছে; এখন কার মুখ চাপা দেবে!

রমানাথ। তাহ'ক, বৌমাকে নিয়ে বাড়ী যাও।

খগেন। (ক্রুদ্ধস্বরে) না, ও আমার বাড়ীতে যাবে না। আমি ওরকম স্ত্রীর মুখ দেখব না।

নগেন। মুখ দেখবে না! কেন, তোমার স্ত্রীর অপরাধ?

রমানাথ। আঃ! নগেন, চুপ কর;—বৌমাকে নিয়ে বাড়ী যাও!

নগেন। বাবা, যে কুলের গর্ব্বের জন্যে তুমি শ্রীপতিবাবুকে ঠাট্টা ক'রতে—দেখছ, তোমার ছেলে নিজে আজ তাই ক'রছে? (খগেনের প্রতি) ওসব লম্বা লম্বা কথা ছেড়ে দাও,—আজকের দিনে ওসব আর চ'লবে না। 'স্ত্রীর মুখ দেখব না'—ভারি স্বামী কিনা!

খগেন। এই নগা—খবরদার ব'লছি, আমার কথায় কথা কইবি নি!

নগেন। ভদ্রলোকের মত কথা কও, কেউ প্রতিবাদ ক'রবে না। ওরকম higher platform থেকে কথা ব'লো না। উনি স্ত্রীর বিচার ক'রতে ব'সেছেন! তোমার বিচার কে করে তার ঠিক নেই। You ought to know as a husband you are a cad!

খগেন। নগা, I warn you for the last time!

নগেন। থাম, থাম! একি! তুমি আবার পিস্তল এনেছিলে নাকি—তোমার লজ্জা করে না! জীবনটা নাটক নভেল নয়—একটা গুলী করার হাঙ্গামা কত জানো? চল, বাড়ী চল।

[সকলের প্রস্থান

বিরাম

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ললিতার কক্ষ, খগেন ও ললিতা।

খগেন। তুমি এতদিন এসব কথা আমায় বলনি কেন?

ললিতা। আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম; ভালবাসার মোহে তোমাদের ঘরবাড়ী, তোমাদের সাজানো সংসার দেখে মনে ক'রেছিলাম, আমিও তোমাদের একজন। নিষ্ঠুর ভাগ্য আমার সে ভুল

ভেঙে দিয়েছে। আমি বুঝেছি, আমি একা—আমি তোমাদের কেউ নই!

খগেন। সত্যি ঘটনা কি, আমায় ব'লবে?

ললিতা। কিন্তু আমার কথা আর তো কখনো তোমার সত্যি ব'লে মনে হবে না!

খগেন। কেন?

ললিতা। তুমি বিশ্বাস হারিয়েছ!

খগেন। সেকি আমার দোষ?

ললিতা। না, দোষ তোমার নয়—দোষ আমার অদৃষ্টের।

খগেন। তোমার আগেকার কথা আমায় বল!

ললিতা। না।

খগেন। কেন?

ললিতা। তুমি বিশ্বাস ক'রবে না।

খগেন। কেমন ক'রে বুঝলে বিশ্বাস ক'রব না!

ললিতা। তোমার মুখ দেখে বুঝেছি,—তুমি নিষ্ঠুর!

খগেন। আমি নিষ্ঠুর?

ললিতা। হ্যাঁ, তুমি নিষ্ঠুর! তুমি আমায় ভালবাস না—তুমি কাউকে ভালবাস না!

খগেন। কিন্তু, একদিন তো আমি তোমায় ভালবেসে'ছিলাম।

ললিতা। সে ভালবাসা নয়—যৌবনের মোহ। হয় তো সে মোহ তোমার আজও কাটেনি। কিন্তু এক'দিন কেটে যাবে। সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে ক'রে—আমি তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাই!

খগেন। স'রে যেতে চাও?

ললিতা। হ্যাঁ! একটু আগে যখন তোমার ভয়ে পালিয়েছিলুম—চন্দ্রাদের খিড়কীর পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আমার একবার মনে হ'য়েছিল—আত্মহত্যা করি, জলে ডুবে মরি! হঠাৎ আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি দেখতে পেলাম,—চারিদিকে অনেক লোক; তাদের মধ্যে আমি চলেছি একা! আমার সাথী নেই, সঙ্গী নেই—আমি একা! সেই অনেক লোকের মধ্যে তুমি নেই—আমি একা! মনে হ'লো, এক লহমার জন্যে আমি আমার অদৃষ্টকে দেখে ফেলেছি!

খগেন। তোমার ছেলেবেলার কথা আমায় বল! তোমায় ব'লতেই হবে!

ললিতা। 'ব'লতেই হবে'? কেন—কি দরকার?

খগেন। বল, তুমি চিরদিন পবিত্র ছিলে কি না?

ললিতা। তুমি কাকে পবিত্র বল, আর কাকে অপবিত্র বল—আমি তো জানিনে! মোটে একুশ বছর বয়েস—এর মধ্যে আমার জীবনের অনেক রূপ দেখেছি; সুখের দিন দেখেছি, দুঃখের দিন দেখেছি, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়ে চ'লেছি—জল পাবো ব'লে মরীচিকার পানে ছুটেছি!

খগেন। আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনে! তুমি শুধু বল, তুমি পবিত্র কি না?

ললিতা। তুমি আমায় প্রশ্ন ক'রবে, আমার উত্তর শুনে তবে বুঝবে, তবে বিচার ক'রবে—আমি পবিত্র কি না?

খগেন। নইলে, কি উপায়ে বুঝব?

ললিতা। যদি আমায় ভালবাসতে, আমার মুখ দেখে বুঝতে। বিচারকের চোখ নিয়ে বুঝতে পারবে না। সেই কারণেই আমি তোমায় ব'লব না।

খগেন। কেন জিদ করছ?—আমার কথার উত্তর দাও! (ললিতা মাথা নাড়িল) এত দিন তো তোমার এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি ছিল না—এ দেখছি, আসন্ন-কালে বিপরীত বুদ্ধি!

ললিতা। হয়ত' তাই-ই। তোমার কথার উত্তর আমি দিয়েছি, তুমি বুঝতে পারনি!

খগেন। না, তুমি কোন উত্তর দাওনি—কোন কথা বলনি!

ললিতা। তোমরা ভাগ্যবান্—তোমরা চ'লেছ জীবনের সোজা পথে; অদৃষ্টের ফলে আমায় চ'লতে হ'য়েছে গলির ভিতর দিয়ে, পিছল পথে—পঙ্কিল পথে! আমি যদি বলি, সে পথে আমার কখনো পদস্খলন হয়নি—তুমি তো বিশ্বাস ক'রবে না। তুমি ঘটনার পর ঘটনা জানতে চাইবে, জেরার পর জেরা ক'রবে—তোমার জীবন বিষময় হ'য়ে উঠবে। তুমি সইতে পারবে না!

খগেন। আজই কি আমি সইতে পাচ্ছি? তুমি জান না ললিতা, আমার প্রাণের ভিতর কি

হ'চ্ছে? ওই জীবন ঘোষ তোমার সম্বন্ধে যা ব'লেছে, তার কিছু যদি সত্যি হয়—

ললিতা। কিছু যে সত্যি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খগেন। সত্যি?

ললিতা। হ্যাঁ—সত্যি।

খগেন। তুমি জানো, সে কি ব'লেছে?

ললিতা। তার কাজের সুবিধার জন্যে যেটুকু দরকার, তার বেশী সে ব'লবে না।

খগেন। জীবন ঘোষ তোমায় বিয়ের আগে চিনতো?

ললিতা। হ্যাঁ, চিনতো!

খগেন। তোমাদের বাড়ী যেতো?

ললিতা। হ্যাঁ, যেতো!

খগেন। তোমার মা কি—

ললিতা। আর প্রশ্ন ক'রো না—উত্তর দেব না। আমি জানি, তোমার সংশয় বাড়বে—প্রশ্ন বাড়বে—জেরা চ'লতে থাকবে দিনের পর দিন। এর শেষ নেই!

খগেন। গোড়ায় তুমি এসব কথা বলনি কেন?

ললিতা। আমার লোভ হ'য়েছিল। তোমাদের সংসার, সুখের সংসার—সেই সংসারের ঘরণী গৃহিণী আমি। স্নেহ পাবো, ভালবাসা পাবো; মান-মর্য্যাদা, বিশ্বাস—প্রতি মেয়ে তার প্রথম যৌবনে একবার ক'রে যে সুখস্বপ্ন দেখে। ইচ্ছা ক'রে সে স্বপ্ন কে ভাঙতে পারে! তুমিও তো আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস কর নি?

খগেন। আমি তো কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি!

ললিতা। কেন ভাবনি? আঠার বচ্ছর বয়সে আমার বিয়ে হ'ল—আঠার বছর অনেক সময়। আমরা যে কত গরীব, তাতো তুমি জানতে; কাকা তোমায় কিছু দিতে পারেন নি। তুমি আমায় দয়া ক'রে বিয়ে ক'রেছিলে।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। আর নয়, more than seven minutes and half—সাড়ে সাত মিনিট হ'য়ে গেলো। Enough time for reconciliation—বৌদির কাছে ক্ষমা চেয়েছ তো?—ক্ষমা চাও নি?

খগেন। তুই থাম্!

(রমানাথের প্রবেশ)

নগেন। বাবা এস। তুমি কি বল?

রমানাথ। আমি কি ব'লব?

নগেন। বৌদির কাছে দাদা ক্ষমা চাইবে কি না? ক্ষমা না চাইলে উনি এ বাড়ীত থাকতে পারেন না।

রমানাথ। তার বিচার এখন আর আমি ক'রতে পারি না।

নগেন। কে বিচার ক'রবে?

রমানাথ। তোমার দাদা—এ স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব কথা!

নগেন। ওর বিচার করবার মত intellect নেই—ও ভয়ানক neorotic!

রমানাথ। এর পর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

নগেন। আমি আপোষ ক'রতে ব'লব না। Either you accept her or reject her.

রমানাথ। তুমি কি ক'রতে বল?

নগেন। তুমি হুকুম কর।

রমানাথ। কি হুকুম ক'রব?

নগেন। বৌদির ওপর যে অত্যাচার ক'রেছে, তার প্রতিকার করুক। Be a modern father!

রমানাথ। আমি তো modern নই, আমার বয়স একষট্টি।

নগেন। মানুষ idea দ্বারা modern হয়—বয়েসে নয়। আমার বিশ্বাস তুমি modern—তুমি নিজে বড় হ'য়েছ—তুমি সংসার জানো।

রমানাথ। নগেন চুপ কর, ছেলেমো ক'রনা।—বৌমা ভেতরে যাও।

নগেন। বউদি! দাদা ক্ষমা না চাইলে কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকবে না। তোমার সম্বন্ধ স্বামীর সঙ্গে—আজ যে তোমার কলঙ্ক দশজনে জানতে পেরেছে—তার জন্যে দায়ী, তোমার স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। Assert your rights.

ললিতা। আমার যা ব'লবার ছিল, আমি ওঁকে ব'লেছি।

খগেন। আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারব না—রাস্তায় আমায় দেখলে লোকে কানা-কানি ক'রবে, হাসবে! আমার জীবনের শান্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে—এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। (ললিতার প্রতি) তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ—তোমায় আমায় আর মিল হ'তে পারে না।

[প্রস্থান।

নগেন। ওঃ! লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না—কেন? ওঁর মুখ দেখবার জন্যে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে—কত বড় লোক!

রমানাথ। নগেন, তুমি বড় বেশী কথা বল। সংসারে বড় হ'তে হ'লে বাক্-সংযম দরকার হয়। আমি বিবেচনা ক'রে দেখি, কি করা যায়।

নগেন। বিবেচনা ক'রবার কিছু নেই বাবা!

রমানাথ। আঃ! নগেন, বার বার আমার কথার ওপর কথা ব'লোনা। সংসারের কর্ত্তা আমি—!

নগেন। সে কর্ত্তৃত্ব যার ওপর করা উচিত ছিল, তা তুমি করনি। তোমার বড় ছেলের কান ধ'রে হুকুম ক'রতে পারলে না? জীবন ঘোষ যখন প্রথম কুৎসা রটনার ভয় দেখাল, তুমি তার কথায় কান দিলে কেন? সে যদি তোমার মায়ের নামে কুৎসা রটাতো—কি ক'রতে তুমি?

রমানাথ। কি ব'লছিস্ হতভাগা, পাজী, নচ্ছার! মুখে কোন কথা আটকায় না—বড় পণ্ডিত হ'য়েছ?

নগেন। নিজের গায়ে যেমন ফোস্কা পড়ে—অন্য লোকের বিচার ক'রবার সময়, সে কথাটী মনে রেখো! বউ'দিদির মত মেয়ে নিজের ইচ্ছায় কোন অন্যায় ক'রতে পারে না—এ কথা তোমার জানা উচিত!

রমানাথ। জীবনের কথা মিথ্যে নয়; আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নগেন। তোমার বড় ছেলেও যা, তুমিও তাই! Both of you here played fools at his hand, কে তোমার বংশের খবর রাখে? তুমিইতো ব'লেছ, খুব ছেলেবেলায় তোমার বাপ-মা মারা যান। তোমার মা কি ছিলেন কে জানে?

রমানাথ। তুমি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও—কখনও আর আমার বাড়ীতে ঢুকবে না—তুমি আমার কেউ নও। বৌমা—

নগেন। বৌদি! তুমি যদি এখানে থাক—তিল তিল ক'রে দম বন্ধ হ'য়ে ম'রবে! আমার সঙ্গে এসো—বাঁচবার সম্ভাবনা থাকবে।

রমানাথ। তুমি ওঁকে কোথায় নিয়ে যাবে?

নগেন। কলকাতায়!

রমানাথ। সেখানে থাকলে ওঁর দুর্নাম হবে না?

নগেন। দুর্নাম তো তোমরাই রটিয়েছ—বাইরের লোকের হাতে দুর্নাম রটাবার মত প্রচুর সময় নেই।

রমানাথ। তুমি নিজের সুনাম দুর্নামে ভয় কর না?

নগেন। না! তা ছাড়া আমার স্ত্রী থাকবেন ওঁর সঙ্গে!

রমানাথ। তোমার স্ত্রী!

নগেন। হুঁ।

রমানাথ। তিনি কোথায়?

নগেন। সে আমি ব'লব না।

রমানাথ। মনে থাকে যেন, আমার কাছে এক পয়সাও পাবে না!

নগেন। আমি তোমারই ছেলে বাবা—কারো সাহায্য না নিয়ে বড় হব।

রমানাথ। ওঁর ভার তা হ'লে তুমি নিচ্ছ?

নগেন। নিশ্চয়ই! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

রমানাথ। আচ্ছা।

নগেন। তাহ'লে আমরা চ'লে যাই?

রমানাথ। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। তবে বউমায় সম্বন্ধে আমি কিছু ব'লব না।

নগেন। আচ্ছা, এস বৌদি!—(ললিতা রমানাথকে প্রণাম করিল। রমানাথ প্রস্থানোদ্যত হইলে) হ্যাঁ, একটা কথা বাবা।

রমানাথ। কি?

নগেন। শ' দুই টাকা আমায় ধার দাও। তিন মাস পরে শোধ দেব।

রমানাথ। হুঁ! চেক্ দিই?

নগেন। দাও!—আরো পঁচিশটে খুচ্‌রা টাকা দিও। কাল বেলা দশটার আগে তো চেক্ ভাঙানো যাবে না—Bearer চেক্ দিও।

(রমানাথ চেক্ লিখিয়া দিলেন এবং পকেট হইতে দুখানা দশ টাকার ও একখানা পাঁচ টাকার নো বাহির করিয়া দিলেন।)

নগেন। Thank you sir—that's like a modern father বাবা! তোমার মায়ের নামে কলঙ্কের কল্পনা ক'রেছি ব'লে রাগ ক'রনা—তোমার মা আর তোমার পৌত্রের মা, আমার বৌদি—আমার কাছে দুই ই সমান—দুজনকেই আমি সমান শ্রদ্ধা করি। (প্রণাম)

রমানাথ। যে দায়িত্ব নিচ্ছ, আশা করি তার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ!

নগেন। আমি Sentiment এর ওপর কাজ করিনে বাবা। সোজা চোখ চেয়ে পথ চলি। (রমানাথ প্রস্থান করিলে) বৌদি! এলিয়ে প'ড়লে চ'লবে না—হাসিমুখে সত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। বিংশ শতাব্দীর জীবন বড় জটিল জীবন।

ললিতা। ঠাকুর পো! আমি জানতুম, তুমি ছেলেমানুষ; হেসে খেলে, গান গেয়ে, পাগলামী ক'রে বেড়াও—তুমি যে এতখানি মহৎ, তা আমি কোনদিন মনে ক'রিনি!

নগেন। এখন থাক—এর পর যখন চাকরীর দরখাস্ত ক'রব—একখানা character certificate দিও—কাজে লাগতে পারে—কিছু ভয় ক'রনা বৌদি—হাতে নগদ দু'শ পঁচিশ টাকা—for three months নিশ্চিন্ত। চ'লে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

(রমানাথের পুনঃ প্রবেশ)

রমানাথ। খগেন! খগেন (খগেনের প্রবেশ) নগেন তো বৌমাকে নিয়ে চ'লে গেল!

খগেন। কোথায় গেল?

রমানাথ। তা কি ক'রে ব'লব? বোধ হয় কলকাতায়!

খগেন। আপনি যেতে দিলেন কেন?

রমানাথ। সে আমার অবাধ্য হ'য়েছিল; আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি!

খগেন। না, আপনি তাকে তাড়িয়ে দেন নি। ছেলেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় কেউ তাকে টাকা দেয় না। আপনি তাকে আস্কারা দিয়াছেন; আপনার আস্কারা না পেলে, তার কখনও একটা সাহস হ'তো না। আপনি চিরদিন ভালো ছেলে, শিক্ষিত ছেলে ব'লে তাকে বাড়িয়েছেন—পাঁচজনের কাছে গুমোর ক'রেছেন—এখন, তার ফল ভোগ করুন!

রমানাথ। বৌমার জন্যেই তো সে আমার অবাধ্য হ'য়েছে! তুই যদি এতখানি কেলেঙ্কারী না ক'রতিস্—তাহ'লে নগেনের জিদ্ বাড়তো না!

খগেন। আমি যে কথা শুনে'ছি, সে কথা শুনে কেউ চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

রমানাথ। এখন কি ক'রবে?

খগেন। আমায় কেন ব'লছেন; আমার জীবনের সুখ শান্তি সবই নষ্ট হ'য়ে গেছে!

রমানাথ। এসব ব্যাপারে তোমাদের কথা কইবার কি দরকার ছিল?—আমি ধীরে সুস্থে সব ব্যবস্থা ক'রছিলাম। মাঝখান থেকে তুমি আর তোমার ভাই ক্ষেপে গিয়েই এই বিভ্রাট বাধালে। এখন আমি কি যে করি! বাড়ী খাঁ খাঁ ক'রছে—বাড়ীর ভেতর পাঁচ মিনিট থাকবার উপায় নেই। ওই ছোট মেয়েটাই যে সব চেয়ে বড় ছিল, তা কি ক'রে জানবো?

খগেন। আপনি কি তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চান?

রমানাথ। তুমি ফিরিয়ে আনতে চাও না নাকি?

খগেন। আমি কেমন ক'রে ফিরিয়ে আনব?

রমানাথ। হাত জোড় ক'রে—গলায় কাপড় দিয়ে। যাকে বলে পরিণীতা স্ত্রী—হিন্দুর ঘরে মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করা স্ত্রী, তাকে বুঝি অমনি ত্যাগ ক'রলেই হ'ল! মগের মুলুক কিনা—যা খুশী তাই ক'রবে? ফিরিয়ে না আনলে, আমার সংসার ক'রবার কি কোন মানে হয়? বৌমা যদি ফিরে না আসেন—তুমি কি মনে কর এ সংসার, বাড়ী ঘর, আমার সম্পত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য কিছু থাকবে?

ওঁকে অবলম্বন ক'রেই মা লক্ষ্মী এ সংসারে এসেছিলেন। ওঁকে ছেড়ে দেওয়া মানে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা—তা জানো? তোমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমার মত স্বামী ওই রকম স্ত্রী পেয়েছিল—তুমি তার মর্য্যাদা কোন দিন বুঝতে পারনি!

খগেন। কিন্তু, জীবন ঘোষ যে সব কথা ব'লছিল—

রমানাথ। চুলোয় যাক জীবন ঘোষ—জীবন ঘোষ বল্লেই অমি হবে? আমি নিজের চোখে দেখে বৌ ক'রেছি—গরীবের কুঁড়ে ঘর থেকে, মা-লক্ষ্মীকে আহ্বান ক'রে এনেছি। আমি মানুষ চিনতে পারব না—জীবন ঘোষের কথা শুনে আমায় চ'লতে হবে?

খগেন। আপনি ঐ স্ত্রী নিয়ে, আমাকে সংসার ক'রতে বলেন?

রমানাথ। তোমার যদি চোখ থাকতো, তাহ'লে আমায় একথা ব'লে দিতে হ'ত না! নগেন অতটা জিদ্ ক'রলে কিসের জোরে—সে জানে, সে বুঝতে পারে—তোমার মত গোঁয়ার নয়—মুখ্যু নয়!

খগেন। আমি মুখ্যু, আমি গোঁয়ার—বেশ, আপনি আপনার বিদ্বান ছেলে, আর লক্ষ্মী বৌ নিয়ে সংসার ক'রবেন। [প্রস্থান

রমানাথ। থাক আর রাগ ক'রতে হবে না। বিষ নেই কুলোপনা চক্কোর! এই খগেন—এই খগেন—ওটা আবার রাগ ক'রে চ'লে না যায়। না, আজকালকার ছেলে মেয়েদের মেজাজ বোঝা ভার!—ওরে ও খগেন, শোন্ শোন্,—আমার হয়েছে ভাল—কাজ-কর্ম্ম ব্যবসা-বাণিজ্য সব ছেড়ে দিয়ে, বৌ আর ছেলের খোসামুদী করিগে!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীপতিবাবুর কক্ষ।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। শ্রীপতিবাবু—শ্রীপতিবাবু বাড়ী আছেন স্যার?

শ্রীপতি। কে?

নগেন। আজ্ঞে আমি—একবার এই ঘরের মধ্যে আসুন তো স্যার!

(শ্রীপতি, সারদা ও চন্দ্রার প্রবেশ)

শ্রীপতি। কে,—নগেন?

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীপতি। তোমাদের গণ্ডগোল মিটল?

নগেন। না, স্যার আর একটু বাকলো!

সারদা। কি রকম?

নগেন। আপনি না হয় নাই শুনলেন, ঘরের কেলেঙ্কারী!

সারদা। ও, আমাকে তুমি ভয় কর?

নগেন। আজ্ঞে না, ঠিক তা নয়। তবে কিনা, আপনাকে আমার তেমন পছন্দ হয় না!

শ্রীপতি। পছন্দ হয় না!

চন্দ্রা। নগেনবাবু, উনি আমার মা!

নগেন। তা জানি—তা জানি, সে আমায় ব'লে দিতে হবে না। আপনার হ'য়েছে কি জানেন; আপনার প্রকৃতিতে কতকগুলি মারাত্মক দোষ আছে;—অবিশ্যি এখন আর সংশোধনের আশা নেই, উপায়ও নেই। মানে—আপনি অ.ত দজ্জাল!

চন্দ্রা। নগেন!

নগেন। আমি জানি, আপনার Remedy ছিল, একটা খুব জাঁদরেল শাশুড়ী কিংবা জাঁদরেলতর পুত্রবধূ! কিন্তু আপনার তো ছেলে নেই—আপনাকে একটু স্নাবিং দেওয়া দরকার—otherwise you are allright.

সারদা। তুমি চলে যাও আমার বাড়ী থেকে।

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, যাচ্ছি! তবে—পাঁচ-সাত মিনিট বাদে—

সারদা। না, আর এক মিনিটও নয়, তুমি চ'লে যাও!

নগেন। কথা আপনার সঙ্গে নয়,—চন্দ্রার বাবার সঙ্গে।

শ্রীপতি। বল!

নগেন। আপনি এই দিকে আসুন, আমি একটু অমায়িকে ব'লব!

শ্রীপতি। অনাস্থিকে? আচ্ছা!

নগেন। আপনাকে বার বার কষ্ট দিচ্ছি, কিছু মনে ক'রবেন না! আমি যে প্রস্তাবটা তখন ক'রেছিলাম,—

শ্রীপতি। কোন্ প্রস্তাব?

নগেন। আমার বিয়ে করা দরকার, আমাকে এই মাসেই দু-চার দিনের ভিতরই বিয়ে ক'রতে হবে।

শ্রীপতি। আমি তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না।

নগেন। কেন বলুন তো? পাত্র হিসাবে আমি তো খারাপ পাত্র নই? আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব।

শ্রীপতি। ভাব!

নগেন। হ্যাঁ, ভাব বই কি! It is almost as bad as making love! সেই জন্যেই তো মুস্কিলে প'ড়েছি!

শ্রীপতি। তোমার বাবা আমাদের শত্রু—তাঁর ছেলেকে মেয়ে দেব কেন?

নগেন। দেখুন, বাবা আর দাদা, ওরা খুব shrewd business man, তার ওপর টাকা-কড়ি আছে, আপনি ওদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে খুব সুবিধে ক'রে উঠতে পারবেন না। তবে আমাকে যদি জামাই করেন, আমি স্ত্রীর খাতিরে চাই কি বাবার সঙ্গেও শত্রুতা ক'রতে পারি। বোধ হয় বুঝতে পারছেন, বাবার সঙ্গে আমার তেমন বনে না!

শ্রীপতি। তুমি বড় ভয়ানক ছেলে হে!

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ; অথচ আপনার মেয়েকে আমি খুব পছন্দ করি; আমি, বৌদি, আর আপনার মেয়ে—এই তিন জনের যদি মিল হয়—মনের মিল আছেই—If we are bound by the great motive of self-inetcrest, I think—বাবাকে আমাদের সঙ্গে সন্ধি ক'রতে হবে।

শ্রীপতি। হুঁ—ভাল—আপাততঃ তোমার প্রস্তাব কি?

নগেন। বাবার সঙ্গে আমি, বৌদির উপর দুর্ব্যবহারের জন্যে non-co-operation ক'রেছি।

শ্রীপতি। Non-co-operation ক'রেছ?

নগেন। হ্যাঁ, Non-violent non-co-operation. আমি বৌদিকে নিয়ে আলাদা বাসায় থাকবো, সেটা দেখতে ভাল নয়—তা ছাড়া ওঁর একজন সঙ্গিনী দরকার—My wife would be her best companion.—সেই জন্যে আমার খুব শীগ্‌গির বিয়ে ক'রতে হবে।

পতি। আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও—আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করি।

নগেন। আবার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে হবে? আপনি দেখছি স্যার ভীষণ স্ত্রৈণ।

শ্রীপতি। না, না, আমার স্ত্রী—মানে, তোমার যিনি শাশুড়ী হবেন,—তিনি অত্যন্ত বড় জমিদারের ঘরের মেয়ে, আর—তোমার বাবা একেবারে হেটুরে মুদী ছিলেন কিনা—অবিশ্যি আমার আপত্তি নেই।—

নগেন। একটু ক্ষেমা ঘেন্না ক'রে নিন্ না স্যার—জমিদারীর গুমর আর ক'রবেন না। একেতো আপনাদের আর কিছু নেই। তারপর জমিদারী মানে তো জুচ্চুরি, চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা, এক কথায়—exploitations—তার চেয়ে মুদী ঢের ভাল!

(শ্রীপতি ততক্ষণ সারদার কাছে গিয়াছেন—চন্দ্রা নগেনের গা টিপিল)

চন্দ্রা। আহা! থাম না—

নগেন। না, না, আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নেই—শুনুন স্যার—স্পষ্ট কথা বলি—আমি হয় ত বিয়ে করতাম না, কিম্বা আমার সুবিধা মত, ধীরে সুস্থে, সুশীল ছেলের মত বাবার পছন্দ করা মেয়ে বিয়ে ক'রতাম। কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রবার প্রবৃত্তির জন্যে আপনারা দায়ী।

সারদা। তার মানে?

শ্রীপতি। আর মানের দরকার কি, শোন!

নগেন। না, মানে আমি বলছি—আমার প্রস্তাব এই—হয় আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন—আর না হয় আমার বৌদিকে আপনাদের বাড়ীতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে রেখে দিন।

সারদা। কেন, তোমার বৌদি কি ওবাড়ীতে—

নগেন। দাদা আর বাবা যে কাণ্ড ক'রেছেন, তারপর ওবাড়ীতে বৌদি থাকতে পারেন না।

শ্রীপতি। আচ্ছা, আচ্ছা—সে ব্যবস্থা পরে হবে—তা তুমি বিনা পণে বিয়ে ক'রতে প্রস্তুত ?

নগেন। মেয়েকে কিছু গয়না দেবেন তো ?

শ্রীপতি। হ্যাঁ, তা দেব বই কি।

নগেন। ব্যাস্—ব্যাস্—আপাততঃ ওতেই হবে।

শ্রীপতি। তোমার বাবার অমতে বিয়ে ক'রলে উনি যদি তোমায় ত্যাজ্য পুত্র করেন—সম্পত্তির অংশ না দেন ?

নগেন। ত্যাজ্যপুত্র ত ক'রবেনই।

শ্রীপতি। স্ত্রীর ভরণ পোষণ ক'রবে কি ক'রে ?

নগেন। টাকাকড়ি উপার্জ্জনের চেষ্টা ক'রব। না পারি, স্ত্রীর গয়না বেচব।—বল্লুম তো—নগদ টাকা না দেন—স্ত্রীর গয়না কিছু দিতে হবে।

শ্রীপতি। (সারদাকে) কি বল ?

সারদা। আচ্ছা; আমি বিবেচনা করে দেখি!

নগেন। আজ্ঞে, বিবেচনাটা এখুনি ক'রতে হবে স্যার! আপনার মেয়ের খুব মত আছে—ওই দেখুন কি রকম হাসছে—মানুষ খুশী না হ'লে ওরকম হাসতে পারে ?

(সকলে হাসিয়া ফেলিল)

শ্রীপতি। সেই ভাল—নগেনের সঙ্গেই চন্দ্রার বিয়ে দেওয়া যাক—

নগেন। তা হ'লে বৌদিকে ডাকি ?

শ্রীপতি। তোমার বৌদি কোথায় ?

নগেন। রাস্তায় গাড়ীতে। বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বৌদিকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলাম—হঠাৎ মনে হ'ল, আপনারা এর জন্যে দায়ী—

শ্রীপতি। নিশ্চয়, আমরাই দায়ী!

সারদা। আমরা নয়—আমি! আমি নিজে যাকে নিয়ে আসছি।

[চন্দ্রাসহ প্রস্থান

শ্রীপতি। তুমি ব'স নগেন।

নগেন। মাথা গরম হ'য়ে আছে স্যার—আগে একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে যাক্—

(ললিতাকে লইয়া সারদা ও চন্দ্রার প্রবেশ)

শ্রীপতি। এস মা এস, ব'স—সব শুনেছ তো—তোমার কাছে আমরা যে অপরাধ ক'রেছি—তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত হবে বোধ হয় ?

ললিতা। মা—চন্দ্রা, আমি, আমরা দুই বোন্—আপনার দুই মেয়ে—দেখুন আপনার রাজপুত্রের মত জামাই হবে।

নগেন। তা ছাড়া আপনার মেয়েকে বিয়ে ক'রবার পর আমি আপনাকে আর এক চোখে দেখব—পায়ের ধূলো নেব—প্রণাম ক'রব—মা ব'লে ডাকব—!

শ্রীপতি। তোমাকে তো আমার বেশ ভাল লাগছে হে ছোক্‌রা।

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি অত্যন্ত সরল প্রকৃতি!—আমরা এখুনি কলকাতায় যাচ্ছি—কবে আসবো বলুন—আর যদি মত করেন, না হয় দু'একটা দিন থেকে একেবারে স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

চন্দ্রা। (জনান্তিকে) না—তোমার এখানে থাকা হবে না।

নগেন। তথাস্তু! তা হ'লে কবে আসবো মা ?—বৌদি, এবার তুমি case take up কর! আমার আর ভাল দেখায় না।

ললিতা। বলুন মা, আমরা আবার কবে আসবো ?

সারদা। আমার যেমন দুটী পাগলী মেয়ে, তেমনি পাগল জামাই হবে। তোমার প্রাণে বড় কষ্ট দিয়েছি মা—আর তোমাদের ছেড়ে দেব না—তোমরা এইখানে থাক। এতখানি বিরোধের পর, মিল যখন হ'লো—এস, আমার ঘরে এস মা!

শ্রীপতি। তাহ'লে বেয়াই মহাশয়কে একবার ডেকে পাঠাব নাকি ?

সারদা। এইবার জামাইকে নিয়ে বেয়াইয়ের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া ক'রব; দেখি উনি কত বড় মামলাবাজ! আমিও জমিদারের মেয়ে! জমিদারের গিন্নী! জীবন—জীবন—

শ্রীপতি। আবার জীবন কেন ? জীবনকে আমার ললিতা মা বড় ভয় করে।

ললিতা। মা, বাবা! আর ভয় নেই। মা রুষ্ট হ'লে, জগত রুষ্ট, মা তুষ্ট হ'লে জগত তুষ্ট! আমার প্রাণ থেকে পাষাণের ভার নেমে গেল। তাহ'লে এবার আমি শাঁখটা বাজাই? আমি বঁধুর মাসী, ক'নের পিসী কি না? আয় চন্দ্রা, শাঁখটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিবি।

চন্দ্রাকে লইয়া প্রস্থান

(ভিতরে শাঁখ বাজিল)

(জীবনের প্রবেশ)

জীবন। হঠাৎ শাঁখ বাজছে—ব্যাপার কি —মা লক্ষ্মীর বিয়ের ঠিক হ'ল নাকি?

সারদা। হাঁ; গ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ ক'রে এসো—আর ললিতার নামে যে কলঙ্ক রটেছে, সেটা একেবারে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

জীবন। হাঁ, নিশ্চয়ই! সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি একেবারে ঘুরিয়ে দেব। সত্যি আর কতটুকু—সবই সাজস্। রমানাথ বাবুকে ডাকব না?

সারদা। নিশ্চয়ই না! বেহাইকে আমরা একঘ'রে ক'রবো।

জীবন। ওঃ বটে—বটে! তাহ'লে আমি গোপনে একটা খবর দিয়ে আসি!

[প্রস্থান।

(ললিতার চন্দ্রাকে লইয়া শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ)

ললিতা। মা, আপনারা একটু ও ঘরে যান্।

[শ্রীপতি ও সারদার প্রস্থান

নগেন। বৌদি! এবার আমি তোমায় প্রণাম করি—আপাততঃ তুমি আমার gurdian কি না।—চন্দ্রা! বৌদি এ বিয়ের বরকর্ত্তা।

ললিতা। কর্ত্তা কি ঠাকুর পো? বল—

নগেন। বরকর্ত্রী।

(জীবন, রমানাথ ও খগেনকে লইয়া প্রবেশ করিল—চন্দ্রা পলাইয়া গেল)

জীবন। আসুন স্যার—নিজের চোখে দেখুন; আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে—

রমানাথ। বৌমা, তুমি এ বাড়ীতে! আর নগেন,—হতভাগা, পাজী, বদ্মায়েস—তোর কি লজ্জা আক্কেল কিছুই নেই?

নগেন। কিসের লজ্জা?

রমানাথ। কিসের লজ্জা! শ্রীপতিবাবুর বাড়ীতে বৌমাকে নিয়ে এসেছ?

নগেন। তুমি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো; আমি যেখানে যাই না—তোমার দেখবার দরকার কি?

রমানাথ। শ্রীপতিবাবুর মেয়েকে বিয়ে ক'রছিস্?

নগেন। করি ক'রব—না করি না ক'রব!

রমানাথ। আমার অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই?

নগেন। যদি অনুমতি না দাও—হাঙ্গামা বাড়াবার দরকার কি?

রমানাথ। শ্রীপতিবাবু—শ্রীপতিবাবু—

(শ্রীপতি বাবু ও সারদার প্রবেশ)

শ্রীপতি। রামানাথ বাবু কি মনে ক'রে?

রমানাথ। আপনি আমার ছেলে ভুলিয়ে এনে, মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন?

শ্রীপতি। হাঁ, দিচ্ছি!

রমানাথ। না—এ হ'তে পারে না।

সারদা। আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা করুন—নইলে মাথায় ঘোল ঢালতে হবে।

শ্রীপতি। রমানাথবাবু! আমার স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল—আপনাকে না জানিয়ে বিয়েটা হয়—যখন এসে প'ড়েছেন, যাক্—

রমানাথ। হুঁ, তাই দেখছি! বৌমা!

ললিত। বাবা!

রমানাথ। বাড়ী চল মা—তোমার ঘর দোর, তোমার সংসার খাঁ-খাঁ ক'রছে।

ললিতা। আপনি যা ব'লবেন তাই—

নগেন। দাদা ক্ষমা চাইবে তো?

রমানাথ। হাঁ, সবাই তোর মত বেহায়া কি না।

নগেন। (জনান্তিকে খগেনকে) আচ্ছা, পাঁচজনের সামনে মাপ না চাও;—তাতে কিছু যায় আসে না। গোপনে মাপ চেও।

নগেন। আচ্ছা; তুমি চুপ কর।

সারদা। (শ্রীপতিকে) বেহাইমশায় যখন এসে প'ড়েছেন—তখন উনিই আশীর্ব্বাদ ক'রবেন—কি বল?

শ্রীপতি। সে তো বটেই! উনি আশীর্ব্বাদ ক'রবেন ছাড়া আর কে আশীর্ব্বাদ ক'রবে!

রমানাথ। আমার বড় বৌয়ের নামে আর কখনো কলঙ্ক রটবে না তো?

সারদা। কার সাধ্য.—আমার বড় মেয়ের নামে কথা বলে?

জীবন। আপনার বড় মেয়ের নামে কোন কলঙ্ক ছিলও না—তার কথাও নয়। ওটা জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারী বুদ্ধির প্যাঁচ। ও ধাক্কা কি আর মোকদ্দমায় সামলাতে পারে। যাক্—এখন [illegible] কুটুম্বিতা হচ্ছে,—ঠেলা বুঝবেন। [illegible] আপনার চিনির কল রইল বিশ বাঁও [illegible] নীচে।

সারদা। ললিত, বাবা। এই দিকে এস। আমি বলছি বাবা, আমার বড় মেয়ের কোন কলঙ্ক নেই।—তুমি মনে ক্ষোভ ক'র না বাবা।

[ললিতার প্রস্থান

শ্রীপতি। আচ্ছা, রমানাথ বাবু—বেহাই মশাই—আসুন আমার খাস কামরায় ব'সবেন চলুন।

রমানাথ। না—আমি আর বেশীক্ষণ থাকবো না।

শ্রীপতি। সে কি হয় বেহাই মশায়; নতুন কুটুম্বতা হ'লো—আশীর্ব্বাদ হবে;—মিষ্টি মুখ হবে—তবে তো?

জীবন। বিশেষ জমিদার-বাড়ীর মিষ্টিমুখ; তার নাম রাত সাড়ে এগারটায়—আমি তো সবে বাজার ক'রতে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

(ললিতা ও চন্দ্রার প্রবেশ)

ললিতা। বাবা, আপনার ছোট বৌমা।

(চন্দ্রা প্রণাম করিল)

নগেন। ছোট ছেলে বাবা—(প্রণাম করিল)

[নেপথ্যে শাঁখ বাজিল।

সমাপ্ত